হাতেম্ তায়ি।

বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজাধিরাজ

শ্রীল শ্রীযুক্ত মহতাব্‌চন্দ্ বাহাদুরের

অনুমত্যনুসারে ও ব্যয়দ্বারা

পারস্যভাষার গ্রন্থ হইতে

শ্রীযুক্ত মুন্সী মহম্মদী ও গোলাম রব্বানি

এবং দুর্গানন্দ কবিরত্ন-কর্ত্তৃক অনুবাদিত হইয়া

শ্রীযুক্ত তারকনাথ তত্ত্বরত্নদ্বারা

শোধন-পূর্ব্বক

বর্দ্ধমান

খাসযন্ত্রে শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-কর্ত্তৃক

মুদ্রিত হইল।

শকাব্দ ১৭৮৩। ১১ ভাদ্র।

সন ১২৬৮। ইং ১৮৬১।

বিজ্ঞাপন।

ইতঃপূর্ব্বে সন১২৬৭ সালে এই "হাতেম্ তায়ি" পুস্তক উর্দ্দুভাষা হইতে বঙ্গভাষায় অনুবাদিত হইয়া পাঁচশত খণ্ড প্রচারিত হয়। কি দেশী কি বিদেশী আপামরসাধারণ-লোকেই আগ্রহাতিশয়-সহকারে তাহা গ্রহণ-পূর্ব্বক পাঠ করিয়া অশেষ সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন, এমন কি ঐ পুস্তক প্রায় সমস্তই বিতরণ হইয়াছে, অল্প সংখ্যামাত্র আছে।

সম্প্রতি পারস্যভাষা হইতে এই হাতেমের আশ্চর্য্য উপাখ্যান সঙ্কলন-পূর্ব্বক মুদ্রিত করা গেল। ইহাতে পূর্ব্বাপেক্ষা গল্পের ভাগ স্থানে স্থানে অনেক অংশে উত্তম এবং বিভিন্ন আছে। এবং ইহা যে কি পর্য্যন্ত লালিত্য-রসপূর্ণ ও রমণীয় তাহা পাঠকেরা পাঠ করিলেই জানিতে পারিবেন। পাঠ-কালীন ইহা এরূপ চিত্তাকর্ষণ করে যে, তাহার সমাপ্তি পর্য্যন্ত না দেখিয়া পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা হয় না।

এই পুস্তক বঙ্গদেশে অনুরূপ অনুবাদ-সহ প্রচার নাই বলিয়াই বর্দ্ধমানা-ধিপতি চতুর্দ্দশ মহামহীন্দ্র শ্রীল শ্রীমন্মহারাজাধিরাজ বাহাদুর পারস্যভাষা-বিদগ্ধ পণ্ডিতগণ-দ্বারা অনুবাদ করাইয়া বিতরণার্থ মুদ্রাঙ্কিত করাইলেন। অনুরূপ অনুবাদের অনুরোধে ইহাতে বঙ্গভাষার রচনা-প্রণালী অনেক স্থানেই ভঙ্গ হইয়াছে সন্দেহ নাই। গুণগ্রাহক মহোদয়গণ ইহাতে দোষা-ন্বেষণ ত্যাগ-পূর্ব্বক স্ব স্ব মহত্ত্ব-গুণে গুণমাত্র গ্রহণ করিয়া পরিতোষ প্রাপ্ত [illegible]ন।

[illegible]ও বিজ্ঞাপন করা যাইতেছে যে, হাতেমের পাঁচটি গল্পপূর্ণ আর এক [illegible] উপাখ্যান পাওয়া গিয়াছে, অনুবাদ শেষ হইলে শীঘ্রই মুদ্রিত হইবে।

রাজবা[illegible]রত সেরেস্তা। বাং সন[illegible] ১১ভাদ্র। } শ্রীতারকনাথ তত্ত্বরত্নস্য।

শ্রীশ্রীজগদীশোজয়তি।

হাতেম্ তায়ি।

গ্রন্থারম্ভ।
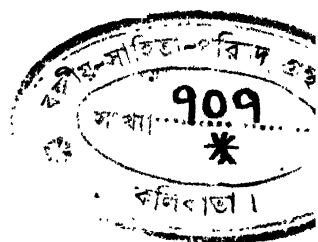
কোন এক গ্রামে হূদ্ নামে এক ব্যক্তি ছিলেন, অনেক দিবস পরে তাঁহার পিতার মৃত্যু হইলে, তিনি সেই গ্রামের কর্ত্তৃত্ব পাইলেন। কিছুদিন পরে তিনি মনে করিলেন আমার এমন শক্তিযুক্ত যৌবন সময়ে গৃহ-মুষিক হওয়া ও ঊর্ণনাভের ন্যায় এক পার্শ্বে থাকা সাহসের বহির্গত কর্ম্ম; পরে আপন বয়স্যবর্গকে একত্র করিয়া পরামর্শ পূর্ব্বক বলিলেন, হে প্রিয় বন্ধুগণ! আমার মনোমধ্যে এরূপ ইচ্ছা হইতেছে যে রাজার অধীনে থাকিব না এবং তাহার সহিত যুদ্ধ করিব, যদি জগদীশ্বর আমার সহায় হয়েন তবে তাহার সিংহাসন আক্রমণ করিব এবং দেশকে এপ্রকার সুসজ্জিত করিব যে সকল লোকেই আমার প্রশংসা করিবে, এই কথায় তাঁহার, আত্মীয় কুটুম্বেরা সম্মত হইয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন, যে একর্ম্মে অনেক ধন চাই। পরে হূদ্ সপ্ত বৎসর পর্য্যন্ত ধন সঞ্চয় করিয়া সৈন্য সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

এমন্দেশের শাহগোর্দ্দ নামক নরপতির নিকটে এরূপ সংবাদ হইল, (যে হূদ্ সৈন্য সংগ্রহ করিতেছে উহার মনোমধ্যে কি আছে জানা যায় না), শাহগোর্দ্দ তৎক্ষণাৎ যুদ্ধ করিবার জন্য সৈন্য নিযুক্ত করিলেন। হূদ্ এই কথা যখন শ্রবণ করিলেন, তখন পঞ্চ সহস্র অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য এবং গ্রামের তাবৎ লোককে ধন দিয়া সঙ্গে লইয়া গ্রামের বহির্গত হইলেন এবং যুদ্ধ করিয়া রাজ-সৈন্যদিগকে পরাজয় করিলেন। পরে সৈন্যেরা এমন্দেশে রাজার নিকটে উপস্থিত হইয়া সকল সমাচার প্রচার করিল। রাজা শাহগোর্দ্দ অনেক সৈন্য সংগ্রহ করিয়া স্বয়ং যুদ্ধার্থ যাত্রা করিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ তিনি পরাজিত হইয়া কারাবদ্ধ হইলেন; পরে কিছু দিবস গতে তাঁহার মৃত্যু হইল।

অনন্তর হূদ্ এমন্দেশের রাজা হইয়া শত বর্ষ কাল অবাধে সুবিচারে রাজত্ব করিলেন, পরে তাঁহার পঞ্চত্ব হইলে তাঁহার কহতান্ নামক সন্তান রাজা হইয়া এমন্দেশকে সন্তোষে রাখিতে লাগিলেন। তাঁহার একটি সন্তান হইলে তাহার নাম একরোব্ রাখিলেন, সেব্যক্তিও রাজা হইয়া আপন বিচারে এমন্দেশকে সন্তোষে রাখিলেন, পরে তাঁহার এক পুত্র হইল, তাঁহার নাম নখ্সব রাখিলেন, যখন তিনি উপযুক্ত হইলেন, তখন জনকের সন্নিধানে রাজত্ব প্রার্থনা করিয়া তাবৎদেশকে উচ্ছিন্ন করিলে, সকল লোক পলায়ন করিয়া গেল। কিছুদিন পরে তাঁহার পিতা মর্ত্যলীলা সম্বরণ করিলে তিনি রাজা হইলেন, পরে তাঁহার এক কুমার জন্মিল, তাহার নাম রসী রাখিলেন, কিন্তু নখ্সব তাহাকে ক্ষিপ্ত জানিয়া নিজ রাজত্ব দিতে সম্মত ছিলেন না, তাহার মাতা এজন্য তাহাকে তাঁহার নিকট হইতে অন্তরে

রাখিতেন। এইপ্রকার অনেক দিন গত হইলে, রসের এক সন্তান হইল, তাহার নাম কহলান্। যখন নখ্‌সব পরলোক গমন করিলেন, তখন রস এমন্‌দেশের রাজা হইয়া দেশকে পরিতাপিত করিতে লাগিল, তাহার পুত্র কোন ছলে তাহাকে ধৃত করিয়া কারাবদ্ধ করিলেন, সে ব্যক্তির কারাবাসেই মৃত্যু হইল। পরে কহলান্ এমন্‌দেশের রাজত্ব পাইলেন, তাঁহার এক পুত্র হইল, তাঁহার নাম তয় রাখিলেন, তাঁহার প্রতি তাবৎলোক সন্তুষ্ট থাকিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিল, তিনি এত অধিক সৈন্য সংগ্রহ করিলেন, যে আরবদেশের সকল রাজত্ব তাঁহার হস্তগত হইল। তিনি এমন্‌দেশের চতুষ্পার্শ্বের সকল লোকের প্রতি অনুগ্রহ করিতে লাগিলেন, একদিন রাজসভায় সকলে অদন্ নামক এক ব্যক্তির কন্যার প্রশংসা করায় তাহার প্রতি তাঁহার অত্যন্ত আসক্তি হইল, পরে সেই কন্যাকে তিনি বিবাহ করিলেন, তাহার এক সন্তান হইলে তাঁহার নাম হাতেম্ রাখিলেন।

পরে পণ্ডিতবর্গ ও জ্ঞানিলোকেরা একত্র হইয়া ঐ সন্তানের অদৃষ্ট পরীক্ষা পূর্ব্বক সন্তুষ্ট হইলেন, এবং সন্তানের জন্ম-পত্রিকা লিখিয়া বলিলেন, এ কুমার সপ্তদ্বীপের রাজা হইবেন এবং ধর্ম্ম-পথে দৃঢ়তর অধ্যবসায় ও দানের দ্বারা পৃথিবীতে বিখ্যাত হইবেন, অপর ইহার নাম প্রলয়কাল পর্য্যন্ত ভূতলে থাকিবে।

তয় এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং তাঁহাদিগকে অনেক ধন প্রদানে সন্তোষিত করিলেন। যে দিবস হাতেম্ জন্মগ্রহণ করেন, সেই দিবস সেই দেশে ছয় সহস্র বালক ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল। তয় আদেশ করিলেন এবং ঘোষণা দিলেন যে অদ্য যতশিশু জন্মিয়াছে তাহাদিগকে লইয়া আইস; রাজার

এপ্রকার আদেশে সকলে আপন আপন সন্তানকে তাঁহার নিকটে অর্পণ করিল। পরে রাজা ছয় সহস্র ধাত্রী রাখিয়া ঐ ছয় সহস্র শিশুকে রক্ষা করিতে লাগিলেন, হাতেমের জন্য অপর চারিটি সুন্দরী-যুবতী ধাত্রী আনিলেন, হাতেম্ দুগ্ধপান না করায় ধাত্রীরা তাঁহার পিতাকে জানাইল, যে পুত্র দুগ্ধপান করিতেছে না। তিনি ঐ পণ্ডিতবর্গকে ডাকাইয়া ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা বলিলেন, এই পুত্র দানের দ্বারা পৃথিবীতে বিখ্যাত হইবেন, আর যেপর্য্যন্ত সমস্ত শিশুরা দুগ্ধপান না করিবে সেপর্য্যন্ত ইনি দুগ্ধপান করিবেন না, অতএব সমস্ত শিশুদিগের সহিত ধাত্রীদিগকে আহ্বান করুন, তাহা হইলে তাহাদের সহিত রাজকুমার দুগ্ধপান করিবেন, এবং রাজকুমার সর্ব্বদা শিশুদিগের সহিত একত্র থাকিলে দুগ্ধপান করিতে থাকিবেন। পরে রাজা পণ্ডিতদিগের অনুমত্যনুযায়ী কার্য্য করিলেন, এবং হাতেম্ শিশুদিগের সহিত দুগ্ধপান করিতে লাগিলেন। আর যৎকালে ভৃত্যেরা হাতেম্‌কে বাহিরে আনিত তৎকালে যদি তিনি কোন দীনহীন দুঃখিকে দেখিতেন, তবে হস্তের দ্বারা সঙ্কেত করিয়া কিছু প্রদান করিতে আদেশ করিতেন, এবং খাদ্যদ্রব্য আনাইয়া দিতেন; প্রতিদিন ঐ ছয় সহস্র বালকের সহিত ভোজন করিতেন; সমস্ত দিনের মধ্যে দান করিতে ক্ষান্ত হইতেন না। দ্বাদশ বৎসর পর্য্যন্ত দান করা ও ক্রীড়া করা ভিন্ন তাঁহার অন্য কোন কর্ম্ম ছিল না। তাঁহার জনক অনেক অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন, তিনি লোকসকলকে তাহা প্রদান করিতেন এবং বিদেশিদিগকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। যে সময় মৃগয়া করিতে যাইতেন, তখন কোন জন্তুকে করবাল বা শরের দ্বারা বধ করিতেন না, কেবল পাশ (ফাঁদ) দ্বারা ধৃত করিয়া

ছাড়িয়াদিতেন, আর কদাচ কাহারো প্রতি মন্দ বাক্য প্রয়োগ করিতেন না, সকল ব্যক্তিকেই মিষ্ট কথা বলিতেন। যদি কেহ পথিমধ্যে অভিযোগ করণাশায় তাঁহার তুরঙ্গের রশ্মি (লাগাম) ধরিত, তবে তিনি তাহার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া তাহার অভিযোগের বিচার পূর্ব্বক তাহাকে কিছু দান করিতেন। এই প্রকারে অনেক দিন গত হইয়াগেল।

পরে তাঁহার যৌবন সময় হইল, তিনি দেখিতে অত্যন্ত সুন্দর ছিলেন, অনেক স্ত্রী পুরুষ তাঁহাকে দেখিতে আসিত, তিনি তাহাদিগকে উপদেশ দিতেন যে হে জগদীশ্বরের দাসগণ! তোমরা আমাকে কি দেখিতেছ? যিনি আমাকে নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাঁহাকে দর্শন করা ও তাঁহার আরাধনা করা কর্ত্তব্য।

অনন্তর তাঁহার পরাক্রমের ও দানের এবং মিষ্ট কথার ব্যাখ্যান সমস্ত দেশে প্রচার হইলে সকল লোকেই তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতে লাগিল এবং সমস্তলোক তাঁহাকে দেখিতে আসিত।

একদিবস হাতেম্ প্রান্তরে গমন করিলে হঠাৎ এক শার্দ্দূল তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইল। হাতেম্ মনোমধ্যে বিবেচনা করিলেন, যদি ইহাকে শর কিম্বা খঞ্জর (ছোরা) অস্ত্র দ্বারা আঘাত করি তবে ইহাতে কিছুমাত্র পৌরুষ নাই, স্পষ্ট ক্লেশ দেওয়া হয়, যদি ইহাকে আঘাত না করি, তবে এ ক্ষুধাতুর আমাকে ভক্ষণ করিবে, পরে তিনি মিষ্ট বাক্য দ্বারা তাহার প্রতি বলিলেন, হে জগদীশ্বরের দাস! যদি আমার এ ঘোটকের মাংসের প্রত্যাশী হও তবে অশ্ব উপস্থিত আছে ভক্ষণ কর, আর যদি আমার মাংসের অভিলাষ রাখ তবে আমি ঈশ্বরের পথে আত্মাকে অর্পণ করিতেছি ভক্ষণ কর, চিন্তিত হইও না, পরে তিনি অস্ত্র সকল পরিত্যাগ করিলেন, এবং ঘোটক হইতে অবরোহণ পূর্ব্বক অশ্বকে

ধরিয়া করপুটে ব্যাঘ্রের সম্মুখে আসিয়া বলিলেন, এই উভয়ের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা হয় তাহাকে ভক্ষণ কর, দুঃখিত হইয়া গমন করিও না, ব্যাঘ্র এই সকল কথায় নতশিরে হাতেমের পদে পতিত হইয়া চক্ষুর্দ্বারা পদতল স্পর্শ করিতে লাগিল, হাতেম্ বলিলেন, হে জগদীশ্বরের দাস! তুমি যে অভুক্ত গমন কর, ইহা হাতেম্ হইতে কদাচ হইবে না, জগদীশ্বর আপন দাসদিগকে তোমার আহারের নিমিত্ত সৃজন করিয়াছেন, অতএব ভক্ষণ কর, যদি আমার মাংস ভোজনের ইচ্ছা কর তবে জগদীশ্বরের পথে আপনাকে দিতেছি এবং অশ্বকে সমর্পণ করিতেছি, যেহেতু তুমি অভুক্ত হইয়া দুঃখিত চিত্তে না যাও, পরে ব্যাঘ্র নতশিরে স্বস্থানে গমন করিল এবং হাতেম্ও সমভিব্যাহারি লোক সকলের সহিত স্বগৃহে প্রত্যাগত হইলেন, তিনি কদাচ মনোমধ্যে চিন্তা করিতেন না, আর আপন দেহ ও প্রাণকে ঈশ্বরের পথে সমর্পণ করিয়াছিলেন।

খোরাসান্ দেশের মধ্যে গর্দ্দাশাহ্ নামে এক রাজা ছিলেন, তাঁহার পঞ্চলক্ষ অশ্বারোহী এবং আগ্নেয় অস্ত্র (বন্দুক) নিঃক্ষেপ কারি ও শর-নিঃক্ষেপ কারি দশ সহস্র ভৃত্য ছিল, তিনি অনেক ব্যক্তিকে অনেক প্রকার পদ ও অনেক গ্রাম দিয়াছিলেন, আর তিনি এমন বিচারক ছিলেন, যে ছাগল ও ব্যাঘ্র এক ঘাটে জলপান করিত, তিনি আপন পুত্রের জন্যেও পক্ষপাত করিতেন না। তাঁহার রাজ্য-কালে বর্জখ্ নামে এক বণিক্ ছিলেন, তাঁহার ধনসম্পত্তি অনেক ছিল, তাঁহার ভৃত্যসকল বাণিজ্যের নিমিত্ত নানা দেশে গমন করিত, তিনি বাটীতে থাকিতেন, রাজার সহিত তাঁহার সদ্ভাব ছিল, রাজা তাঁহার প্রতি স্নেহ করিতেন, হোসন্বানু নাম্নী কন্যা ভিন্ন অপর কেহ তাঁহার উত্তরাধিকারী

ছিল না, কিছুদিন পরে যখন তাঁহার মৃত্যুসময় উপস্থিত হইল, তখন তিনি ঐ কন্যাকে রাজাকে সমর্পণ করিলেন, রাজা অনুগ্রহ পূর্ব্বক কহিলেন, হে বর্জখ্! এ কন্যা আমারি, পরে বণিকের মৃত্যু হইলে, তাঁহার ধনসম্পত্তি হোস্নবানুকে দিলেন, সেই কন্যা অতিবুদ্ধিমতী ছিলেন, তিনি সংসারকে অচিরস্থায়ি জ্ঞান করিয়া মনোমধ্যে বিবেচনা করিলেন, যে এই সকল ধনসম্পত্তি ধর্ম্ম-পথে ব্যয় করা কর্ত্তব্য, আত্মাকে সংসারে মুগ্ধ রাখা কর্ত্তব্য নহে, পরে ধাত্রীকে আহ্বান করিয়া পরামর্শ পূর্ব্বক কহিলেন, হে দয়াময়ি মাতঃ! আমার বিবাহ করিবার মানস নহে, যেপ্রকারে আমি মনুষ্যের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাই তাহার উপায় বল, ধাত্রী অত্যন্ত বুদ্ধি বিশিষ্টা ছিল, বলিল, যে ব্যক্তি তোমাকে বিবাহ করিতে আসিবে তাহাকে এই সাতটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিও; যেব্যক্তি ইহার উত্তমরূপে উত্তর প্রদান করিবে তাহাকে বিবাহ করিবে, সেই সাতটি প্রশ্নের মধ্যে ;——

(১) প্রথম প্রশ্ন এই যে, একবার দেখিয়াছি দ্বিতীয়বার দেখিবার মানস আছে।

(২) দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে, সৎকর্ম্ম কর নদীতে ফেল।

(৩) তৃতীয় প্রশ্ন এই যে, কাহারো মন্দ করিও না, যদি কর তাহা প্রাপ্ত হইবে।

(৪) চতুর্থ প্রশ্ন এই যে, সত্যবাদির শেষে সুখ।

(৫) পঞ্চম প্রশ্ন এই যে, কোহনেদার (শব্দকারিপর্ব্বত) সংবাদ আন।

(৬) ষষ্ঠ প্রশ্ন এই যে, মোরগাবীর (হংসবিশেষ) ডিম্বেরন্যায় যে মুক্তা তোমার পিতৃভবনে আছে,* তাহার তুল্য আর একটি মুক্তা চাহিবে।

* মুক্তার বিবরণ ধাত্রী কেবল জানিত, তৎকালে যদিও ঐ মুক্তার উল্লেখ ছিল না কিন্তু ইতিহাস পরম্পরায় শ্রুত ছিল।

(৭) সপ্তম প্রশ্ন এই যে, "বাদ্‌গর্দ্দ" স্নানাগারের সংবাদ আন।

হোসন্‌বানু বলিলেন হে প্রাণ তুল্য মাতঃ! তুমি উত্তম কহিয়াছ। পরে এক দিবস হোসন্‌বানু নিজ হর্ম্ম্যে বসিয়া চতুর্দ্দিক্ দর্শন করিতেছিলেন, এমত সময় দেখিলেন, এক জন সন্ন্যাসী চত্বারিংশৎ শিষ্যের সহ আসিতেছেন, কিন্তু ভূভাগে পদার্পণ করিতেছেন না; সন্ন্যাসীকে দেখিবামাত্র হোসন্‌বানু ধাত্রীকে কহিলেন, হে জননি! যেহেতু এরূপে গমন করিতেছেন, অতএব ইনি অত্যন্ত সিদ্ধ পুরুষ! স্বর্ণ ও রজতের ইষ্টক ভিন্ন ভুতলে চরণদ্বয় রাখিতেছেন না, ধাত্রী কহিল হে জননীর জীবন! এই সন্ন্যাসী রাজার গুরু, গোর্দ্দানশাহ্ ভুপাল প্রতিমাসে চারিবার করিয়া ইহাঁর ভবনে গমন করিয়া থাকেন এবং ইহাঁর অনুমতি ভিন্ন কোন কর্ম্ম করেন না। ইনি অত্যন্ত সিদ্ধপুরুষ ও ধার্ম্মিক, হোসন্‌বানু বলিলেন, হে ধাত্রি! আমার মানস এই যে এ সন্ন্যাসীকে আহ্বান করিয়া আমন্ত্রণ করি এবং আপন মস্তক ও নেত্র দ্বারা ইহাঁর পদ স্পর্শ করি, ধাত্রী বলিল ইহা উত্তম। পরে হোসন্‌বানু এক জন সেবককে ডাকিয়া বলিলেন, সন্ন্যাসীর নিকটে যাও, আর আমার এই নিবেদন তাঁহাকে জানাও যে অমুক আপনাকে নিমন্ত্রণ করিবার ইচ্ছা রাখেন, যদি আপনি কৃপা পূর্ব্বক তথায় শুভাগমন করেন তবে তিনি চরিতার্থ হইবেন।

হোসন্‌বানুর ভৃত্য সন্ন্যাসীর সন্নিধানে যাইয়া ঐরূপে নিবেদন করিল, সন্ন্যাসী স্বীকার পূর্ব্বক কহিল যে আগামি দিন অবশ্য যাইব। পরে হোসন্‌বানু এই কথা শুনিয়া আনন্দিতা হইলেন, এবং নানাপ্রকার খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করিতে অনুমতি করিলেন, আর পট্টবস্ত্র ও জরির বাস এবং সপ্ত খাঞ্চা স্বর্ণ রজতের মুদ্রা, আর কয়েক খাঞ্চা বিবিধ ফল ও মিষ্টান্ন সন্ন্যাসীর উপহারের জন্য

প্রস্তুত করিলেন। প্রাতঃকালে সন্ন্যাসী চত্বারিংশৎ শিষ্যসহ হোসন্‌বানুর আলয়ে যাত্রা করিলেন, যদিও ঐ সন্ন্যাসীর মনুষ্যের আকৃতি ছিল বটে, কিন্তু পিশাচের ন্যায় তাঁহার স্বভাব ছিল। হোসন্‌বানুর ভবনে আসিবার সময় শিষ্যবর্গ তাঁহার পদতলে স্বর্ণ রৌপ্য-নির্ম্মিত ইষ্টক রাখিতেছিল, তিনি তাহার উপর পদার্পণ করিয়া আসিতে লাগিলেন। যখন হোসন্‌বানু শুনিলেন যে সন্ন্যাসী আসিতেছেন তখন সিংহ-দ্বারাবধি প্রাঙ্গন পর্য্যন্ত জরির বস্ত্র পাতিত করিলেন, পরে সন্ন্যাসী গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া রাজশয্যায় উপবেশন করিলেন; স্বর্ণ ও রজতের মুদ্রাপূর্ণ খাঞ্চা সকল উদাসী-নের উপহারের নিমিত্ত আনয়ন করিলে, সন্ন্যাসী তাহা গ্রহণ না করিয়া বলিলেন সংসারোপযোগী দ্রব্যসমস্ত আমার যোগ্য নহে। যখন হোসন্‌বানু দেখিলেন, সন্ন্যাসী সুবর্ণ ও রৌপ্যের মুদ্রা গ্রহণ করিলেন না, তখন বস্ত্রপূর্ণ খাঞ্চা সকল তাঁহার সম্মুখে রাখিয়া বিস্তর বিনয় করিতে লাগিলেন, সন্ন্যাসী তাহাও গ্রহণ করিলেন না, তদনন্তর ফল ও মিষ্টান্নপূর্ণ খাঞ্চা সকল আনিয়া পরিষ্কার বাসের উপরে রাখিলেন, সমস্ত খাঞ্চার আবরণ এবং গাড়ু, ডাবর, স্বর্ণ ও রজত-নির্ম্মিত ছিল, সেই গৃহের জরির শয্যা ও যবনিকা সকল রাজোপযোগী, নিযুক্ত ভৃত্যেরা নানাপ্রকার খাদ্য দ্রব্য মিষ্টান্ন ও বিবিধ শর্করা-সংযুক্ত জল, সন্ন্যাসীর সম্মুখে রাখিয়া গাড়ুর দ্বারা ডাবর-মধ্যে তাঁহার হস্ত ধৌত করিয়া দিল, সন্ন্যাসী ভোজনে প্রবৃত্ত হইলেন এবং সুবর্ণ-রজতের যেসকল দ্রব্য ছিল, তাহার প্রতি অপাঙ্গ বিস্তার পূর্ব্বক মনে করিলেন, যে বর্‌জখ্‌-বণিক্‌ অতীব ধনশালী ছিলেন, এত অধিক ধন তাঁহার গৃহে আছে যে তাহা রাজাদের যোগ্য; পরে ভাবিলেন যে অদ্য রাত্রিতে আসিয়া এই তাবৎ ধনাদি অপহরণ করিতে হইবেক।

পরে ভোজন শেষ হইলে সেবকেরা সুগন্ধি দ্রব্যসকল আনিল, সন্ন্যাসী সন্ধ্যার সময়ে বিদায় হইলেন। কিঙ্করবর্গ আমন্ত্রণ কার্য্যে তাবদ্দিন পরিশ্রম করিয়া আলস্য যুক্ত হইয়াছিল, সুতরাং কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া নিদ্রা গেল। যখন যামিনীর এক যাম গত হইল তখন ঐ সন্ন্যাসী চৌর-কর্ম্মদক্ষ চত্বারিংশৎ ছাত্রসহ হোসন্‌বানুর আলয়ে উপস্থিত হইয়া তাঁহার সেবকদিগকে ছেদন পূর্ব্বক ধনাদি সমস্ত হরণ করিতে লাগিল।

হোসন্‌বানু ধাত্রীর সহিত এক গবাক্ষ হইতে সমুদয় নিরীক্ষণ পূর্ব্বক চৌরদিগকে চিনিতে লাগিলেন। পরে চৌরসকল গমন করিল, প্রাতঃকালে হোসন্‌বানু যে কয়েক জন আত্মীয় এ বিষয় জ্ঞাত ছিল, তাহাদিগের সহ রাজদ্বারে উপস্থিতা হইয়া চীৎকার পূর্ব্বক আবেদন করিতে লাগিলেন, নৃপতি জিজ্ঞাসা করিলেন এ কে? দ্বারিরা নিবেদন করিল, বরজখ্-সওদাগরের কন্যা, সে বলিতেছে যদি ভূপাল আপন সন্নিধানে আহ্বান করেন, তবে আত্মবৃত্তান্ত সমস্ত রাজ-সমক্ষে নিবেদন করি।

পরে রাজা হোসন্‌বানুকে নিজ নিকটে ডাকাইলেন, হোসন্-বানু বলিলেন, ভূপতির পরমায়ুঃ বৃদ্ধি হউক, আমি গত দিবস পুণ্যার্থ গুরুদেব সন্ন্যাসীকে আমন্ত্রণ করিয়া ভোজন করাইয়া-ছিলাম, ঐ রাত্রিতে তিনি চত্বারিংশৎ শিষ্যের সহিত আমার গৃহে আসিয়া তাবৎ ধন অপহরণ পূর্ব্বক কয়েক জনকে ছেদন ও কয়েক ব্যক্তিকে আঘাত করিয়াছেন। নৃপতি এ কথা শ্রবণে ক্রোধান্বিত হইয়া বলিলেন, কোন বস্তুর প্রতি যাঁহার লোভ নাই, তুই! সেই পবিত্র ব্যক্তির প্রতি অপবাদ দিতেছিস্? হোসন্‌বানু নিবেদন করিলেন, হে বিচারক-রাজন্! তাহাকে পবিত্র বলা কর্ত্তব্য নয়, বরঞ্চ পিশাচ (সয়তান) বলা উচিত।

রাজা এ কথায় দুঃখিত হইয়া অনুমতি করিলেন, ইহাকে সপরিবারে ভূমিমধ্যে অর্দ্ধেক প্রোথিত করিয়া প্রস্তর নিঃক্ষেপ দ্বারা নিপাত কর, যাহাতে অপর লোকসকল শিক্ষা পায় আর এরূপ কথা পবিত্র ব্যক্তির প্রতি না বলে।

মন্ত্রী গত্রোত্থান পূর্ব্বক নিবেদন করিল, এ সেই বর্জখ্-বণিকের বালিকা, আপনি যাহার প্রতি অনুকম্পা প্রকাশ করিতেন, এক্ষণে তাহাকে ভূমিতে অর্দ্ধেক প্রোথিত করিয়া শিলাক্ষেপ দ্বারা বধ করিতে আদেশ করিতেছেন, তাহা হইলে পুত্র তুল্য ভৃত্যগণের রাজ-অনুগ্রহের প্রতি বিশ্বাস বিনষ্ট হইবে এবং তাহারা শত্রুতা করিবে, ইহা বিদিত করা বিধেয় বলিয়া নিবেদন করিলাম। রাজা অনুমতি করিলেন উত্তম, বর্জখের সম্মান রক্ষার্থ ইহাকে প্রাণ পারিতোষিক দিলাম, কিন্তু ইহাকে নগর হইতে দূরীভূত করিয়া দিয়া ইহার গৃহ লুণ্ঠন কর, রাজার ঐরূপ আদেশে সৈন্যেরা হোসন্বানুকে নগর হইতে বহির্গতা করিয়া দিল। পরে হোসন্বানু ধাত্রীর সহিত ক্রন্দন করিতে করিতে এক প্রান্তরে গমন করিলেন এবং তাঁহার পরিবারবর্গ নগর-মধ্যে পথে পথে দুঃখিত চিত্তে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। হোসন্বানু আপন ধাত্রীকে বলিলেন হে মাতঃ! মৎ কর্ত্তৃক এরূপ কি পাপ কৃত হইয়াছিল যে আমি এপ্রকার যন্ত্রণা পাইলাম, ধাত্রী তাঁহাকে শান্ত্বনা পূর্ব্বক বলিল, কন্যে! গ্রহ বিরুদ্ধ হইলে ধৈর্য্য অবলম্বন করা কর্ত্তব্য।

কয়েক দিবস পরে অন্য এক অরণ্যমধ্যে উপস্থিত হইলেন, পরে এক বৃহৎ বৃক্ষ দর্শন করিয়া ক্ষুৎপিপাসা প্রযুক্ত তাহার ছায়ায় উপবেশন করিলেন। হঠাৎ হোসন্বানুকে নিদ্রা আকর্ষণ করিল, ঐ নিদ্রার কালে এক ব্যক্তি তাঁহাকে বলিল, পুত্রি! চিন্তাযুক্তা

হইও না, এই বৃক্ষের নিম্নে সপ্তরাজ্যের ধন আছে, এ ঐশ্বর্য্য তোমার জন্যই লুক্কায়িত রহিয়াছে. গাত্রোত্থান পূর্ব্বক এই সমস্তধন লও, হোসন্‌বানু বলিলেন আমি একাকিনী স্ত্রীলোক, কিরূপে এ ধন নির্গত করিব? সেব্যক্তি বলিল, তুমি একখণ্ড কাষ্ঠ কিম্বা অস্ত্র দ্বারা কিঞ্চিৎ খনন করিলে ধন প্রকাশ হইবে, আর এই সকল ধন তোমার নিকট হইতে কোন ব্যক্তি বলপূর্ব্বক লইতে পারিবে না, যাহাকে হস্ত দ্বারা দিবে সেই পাইবে, আর এখানে তুমি এক নগর স্থাপন কর। তৎপরে হোসন্‌বানু গাত্রোত্থান পূর্ব্বক ক্ষুদ্র কাষ্ঠ হস্তে লইয়া ভূমি খনন করায় স্বর্ণমুদ্রাপূর্ণ সপ্তকূপ ও তন্মধ্যে নানাপ্রকার রত্নপূর্ণ সিন্দুক এবং ইয়াকুতের (মাণিক্যের) চারিটি ময়ূর আর মোরগাবীর ডিম্বের ন্যায় মুক্তা বহির্গতা হইল। হোসন্‌বানু আহ্লাদিতা হইয়া জগদীশ্বরের আরাধনা করিতে লাগিলেন। তাহার পরে কয়েক স্বর্ণমুদ্রা ধাত্রীকে দিয়া বলিলেন, তুমি নগরমধ্যে যাইয়া আমার আত্মীয়লোকদিগকে আনয়ন কর এবং কিঞ্চিৎ খাদ্যদ্রব্য ও আমার পরিধান বস্ত্র এবং স্থপতিদিগকে লইয়া আইস; তাহারা এস্থানে একটি বৃহৎ হর্ম্ম্য প্রস্তুত করুক। ধাত্রী বলিল, যে পর্য্যন্ত অন্য কেহ তোমার নিকটে না থাকে, সে পর্যান্ত আমি তোমাকে এস্থানে একাকিনী রাখিয়া কোনমতে যাইতে পারি না। এইরূপে কথোপকথন হইতেছে এমত সময়ে হোসন্‌বানুর ধাত্রীপুত্র অতিথি রূপে সেই স্থানে উপস্থিত হইল এবং হোসনবানুকে চিনিতে পারিয়া তাঁহার পদানত হইল। হোসন্‌বানু ক্রন্দন করিতে করিতে তাহাকে ক্রোড়ে লইয়া প্রবোধবাক্যে বলিলেন, জগদীশ্বর আমাকে অগণ্য ধন দিয়াছেন, কিঞ্চিৎ লইয়া যাও এবং আমার সমস্ত আত্মীয় পরিবারদিগকে ও একটি শিবির লইয়া আইস, এস্থানে একটি বৃহৎ অট্টালিকা ও এক

নগর প্রস্তুত করা উচিত, কিন্তু এ কথা তুমি কাহাকেও বলিও না। পরে সেই ধাত্রীপুত্র স্বর্ণমুদ্রা সহ শীঘ্র নগরে আসিয়া যে সমস্ত পরিবার ছিন্ন ভিন্ন অবস্থায় ভিক্ষা করিতেছিল, তাহাদিগকে একত্র করিয়া আনিল, পরে শিবির সংস্থাপন করিল, তাহারা হোসন্‌বানুকে দেখিয়া সন্তুষ্ট হইল। পরে ধাত্রীনন্দন সমস্ত কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়া পুনর্ব্বার নগরে গিয়া এক জন প্রধান অট্টালিকা-নির্ম্মাণ-কারিকে বলিল, তুমি নিজ সহযোগিদিগকে ডাকাইয়া বল, আমার প্রভু সওদাগর প্রান্তরমধ্যে এক হর্ম্ম্য নির্ম্মাণের অভিলাষ করিয়াছেন, তিনি অত্যন্ত দাতা, তোমাদিগকে অনেক পারিতোষিক দিবেন, তদনন্তর স্থপতি-কর্ত্তা নিজ মওম্মর নামক ভ্রাতাকে তাহার সঙ্গে দিল।

ধাত্রীকুমার তাহাকে সঙ্গে লইয়া তথায় আসিলে হোসন্‌বানু তাহাকে একটি স্থান দেখাইয়া ভবন নির্ম্মাণ করিতে অনুমতি করিলেন এবং তাহাকে পারিতোষিক দিলেন; মওম্মর আপন সহযোগিদিগকে ডাকাইয়া হোসন্‌বানুর জন্য হর্ম্ম্য নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিল। কিছু দিনের মধ্যে গৃহ নির্ম্মাণ করায় হোসন্‌বানু তাহাদিগকে অধিক পারিতোষিক দিয়া বলিলেন, সম্প্রতি একটি নগর প্রস্তুত করা কর্ত্তব্য। মওম্মর বলিল, রাজার আজ্ঞা ব্যতীত নগর নির্ম্মাণ করা হইতে পারে না, যদি নৃপতি অনুমতি করেন তবে সহজে নগর নির্ম্মাণ হয়। হোসন্‌বানু বলিলেন তুমি যথার্থ বলিয়াছ, গোর্দ্দান্‌শাহের এপ্রান্তর, অতএব তাঁহার আদেশ ভিন্ন এস্থানে নগর নির্ম্মাণ করা কর্ত্তব্য নয়। পরে হোসন্‌বানু গাত্রোত্থান পূর্ব্বক পুরুষের ন্যায় বস্ত্র পরিধান করিয়া অশ্বারোহণ করিলেন এবং কয়েক ব্যক্তিকে সঙ্গে লইয়া উপঢৌকনের জন্য একটি ইয়াকুতের ময়ূর ও এক খাঞ্চা রত্ন লইয়া চলিলেন।

কিছুদিন পরে নগরে উপস্থিতা হইয়া রাজদ্বারিদিগকে কিঞ্চিৎ পারিতোষিক প্রদান করিলেন। তাহারা সত্বরে রাজসন্নিধানে সংবাদ জানাইল, যে এক দেশ হইতে এক জন বণিক্ আসিয়াছে, সে উপহার দিবার মানস করে, সেব্যক্তি সুন্দর যুবা পুরুষ। রাজা অনুমতি করিলেন, তাহাকে আন। হোসন্‌বানু সম্মুখীন হইয়া রীতিমত অভিবাদন করিলেন এবং রত্নপূর্ণ খাঞ্চা ও ইয়াকুতের ময়ূর উপহার দিলেন। পরে রত্ন ও ঐ ময়ূরের উপর রাজার দৃষ্টিপাত হইলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কোথা হইতে আসিলে? হোসন্‌বানু বলিলেন এরম্ নগরে আমার পিতা সওদাগর ছিলেন, তিনি পোতমধ্যে প্রাণ ত্যাগ করায় আমি দুঃখী হইয়া নগরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম, যখন আপনার অতিশয় প্রশংসা শ্রবণগোচর হইল, তখন আপনার চরণ দর্শনের অত্যন্ত ইচ্ছা জন্মিল, আমার মানস এই যতদিন আমি জীবিত থাকি ততদিন আপনার শ্রীচরণের আশ্রয়ে স্বীয় পরমায়ুঃ ক্ষেপণ করি। এক্ষণে চরণ চুম্বন করিয়া এমনি আনন্দিত হইলাম, যেন আমার পারমার্থিক ধন লভ্য হইল। আমার পরিবারের মধ্যে কেহ আমার সঙ্গে নাই, এক্ষণে আমি তাহাদিগের দূরে পতিত হইয়াছি, সম্প্রতি আমি অমুক প্রান্তর-মধ্যে শিবির সংস্থাপন করিয়া একাকী আছি, আমি এরূপ অনুগ্রহের প্রার্থনা করি যে ঐ প্রান্তরের মধ্যে এক নগর নির্ম্মাণ করাই। এই কথায় গোর্দ্দাঁন্‌শাহ অনুগ্রহ পূর্ব্বক পারিতোষিক প্রদান করিয়া বলিলেন, যদিও তোমার পিতামাতা নাই, কিন্তু আমিই তোমার পিতার স্বরূপ আছি জানিবে, আর তোমাকে আমি, পুত্রমধ্যে গণ্য করিলাম, হোসন্‌বানু রীতিমত প্রণাম করিয়া নিবেদন করিলেন, আপনি এ ভৃত্যকে পুত্রমধ্যে গণ্য করিয়া যেন ভূমি হইতে

আকাশে উঠাইলেন, আমার নাম বহ্রাম, আপনি আমার এ নাম পরিবর্ত্তন করিয়া এমন একটি নাম রাখুন, যাহাতে আমার মান বৃদ্ধি হয়, গোর্দ্দাঁন্শাহ হোসন্বানুর মাহরুশাহ নাম রাখিয়া বলিলেন, হে পুত্র! ঐ প্রান্তর দূর, অতএব কর্ত্তব্য যে আমার নগরের নিকটে এক নগর নির্ম্মাণ কর, আমি ঐ নগরের নাম শাহআবাদ রাখিলাম, হোসন্বানু রীতিমত প্রণাম করিয়া বলিলেন, রাজার পরমায়ুঃ বৃদ্ধি হউক, আমার ঐ প্রান্তর মনোনীত হইয়াছে, আর রাজার নগরের নিকটে নগর নির্ম্মাণ করা উচিত নয়, প্রার্থনীয় যে স্থপতিদিগের প্রতি অনুমতি করুন, তাহারা নগর নির্ম্মাণ করিতে মনোযোগী হয়। গোর্দ্দাঁন্শাহ স্থপতিদিগকে অনুমতি করিলেন এবং হোসন্বানুকে সম্মানের সহিত বিদায় দিয়া বলিলেন, হে পুত্র! পুনর্ব্বার কখন্ আসিবে? ত্বদীয় দর্শনে যেন আমি নিরাশ না হই, হোসন্বানু প্রণিপাত করিয়া নিবেদন করিলেন, প্রতিমাসে একবার করিয়া দর্শন পূর্ব্বক চরিতার্থ হইব।

এই সকল কথোপকথনান্তে হোসন্বানু আনন্দিতা হইয়া গমন করিলেন। পরে সেই প্রান্তরে যাইয়া মওস্মর স্থপতিকে নগর নির্ম্মাণ করিতে অনুমতি করায় মওস্মর নগরীয় অট্টালিকা সকল নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিয়া দিবারাত্রি ত্বরা করিতে লাগিল। হোসন্বানু প্রতিমাসে রাজনিকটে গমনাগমন করিতেন, প্রতিবারেই রাজা তাঁহার প্রতি অত্যন্ত অনুগ্রহ করিতেন।

পরে দুই বৎসর গতে এক প্রকাণ্ড নগর নির্ম্মাণ হওয়ায় তাহার নাম শাহআবাদ রাখিলেন এবং হোসন্বানু নগর নির্ম্মাণকারিদিগকে অনেক পারিতোষিক দিলেন।

একদিন রাজা সেই সন্ন্যাসীকে দর্শন করিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় হোসন্‌বানু গোর্দ্দাঁম্‌শাহের সমীপে আসিলেন, যখন হোসনবানুর প্রতি রাজার নেত্রপাত হইল, তখন তিনি পরমানন্দিত হইয়া অনুমতি করিলেন, হে মাহরুশাহ! অদ্য আমি সংসার সন্ন্যাসীর নিকটে যাইতেছি, যদি তাঁহাকে দর্শন করিতে ইচ্ছা হয়, তবে আমার সঙ্গে আইস, এরূপ সংসার সন্ন্যাসী পুরুষকে দর্শন করিলে পারত্রিকের সৌভাগ্য সঞ্চয় হয়। হোসন্‌বানু বলিলেন ইহাতে আমার দুইপ্রকার সৌভাগ্য আছে, প্রথমতঃ তাঁহাকে দর্শনে পবিত্র হওয়া, দ্বিতীয়তঃ ভবাদৃশ প্রধানের সঙ্গে যাওয়া, কিন্তু মনে করিতেছিলেন এমন পিশাচকে দেখা কর্ত্তব্য নয়। পরে রাজার সঙ্গে ঐ সন্ন্যাসীর ভবনে গমন করিলেন, রাজা যেপ্রকার তাহার চরণ চুম্বন করিলেন, হোসন্‌বানুও সেইরূপে সন্ন্যাসীর চরণ চুম্বন করিলেন, গোর্দ্দান্‌শাহ মাহরুশাহের প্রশংসা ও বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিলেন, হোসন্‌বানু নতশিরে তাহা শুনিতেছিলেন এবং মনোমধ্যে ভাবিতেছিলেন ইহা কেবল রত্ন, ময়ূর, ও ইয়াকুতের বর্ণনা, নতুবা আমি সেই বর্‌জখ্‌-বণিকের কন্যা, আমাকে নগর হইতে বহির্গত করিয়া দিয়াছিলেন। যখন রাজা সন্ন্যাসীর নিকট হইতে বিদায় হইবার মানস করিলেন, তখন হোসন্‌বানু রীতিমত গাত্রোত্থান করিয়া বলিলেন, যদি অনুগ্রহ করিয়া মহাপুরুষ আমার গৃহে শুভাগমন করেন তবে তাহা মহাপুরুষদিগের স্বভাবের বহির্ভূত কর্ম্ম হয় না। মন্দকর্ম্মকারি সন্ন্যাসী কহিল অবশ্য যাইব, হোসন্‌বানু বলিলেন এ দাসের ভবন দুর, এ নগরের মধ্যে বর্‌জখ্‌-সওদাগরের ভবনে শুভাগমন করিবেন, এই বলিয়া গোর্দ্দাঁন্‌শাহের সমীপে নিবেদন করিলেন, বর্‌জখ্‌-বণিকের যে ভবন

শূন্য আছে, তাহা যদি কিছুদিনের জন্য আমাকে দেন তবে মহা-পুরুষের সেবা করি, যাহাতে নিজ পুরুষের দূরে গমনের ক্লেশ না হয়। মহাপুরুষের সেবা শেষ হইলে আমি তথা হইতে নিজ নগর যাইব। রাজা বলিলেন, হে পুত্র! তুমি বর্জখের নাম কিরূপে জানিলে? হোসন্বানু বলিলেন, সর্ব্বদা এ নগরের ধন-বান লোকদিগের নিকট শুনিয়াছি যে অমুকের বাটী কিছুদিন বসতির যোগ্য বটে। রাজা বলিলেন ঐ বাটী তোমাকে দান করিলাম। হোসন্বানু রীতিমত প্রণাম করিয়া আপন পিতৃ-আলয়ে আগমন করিলেন, যখন দেখিলেন যে তাহা শূন্যাকারে ভগ্নাবস্থায় রহিয়াছে, তখন অনেক রোদন করিয়া তাহার সংস্কার করিতে আদেশ করিলেন; পরে স্বয়ং নিজ নগরে গমন করিলেন। এক মাসের পরে ঐ বাটীতে নিমন্ত্রণের উপযোগী দ্রব্যসমস্ত এবং স্বর্ণরৌপ্যের খাঞ্চা ও স্বর্ণরৌপ্যের পাত্রসকল প্রেরণ করিলেন, পরে কতকগুলিন রত্ন ও ইয়াকুতের এক ময়ূর সঙ্গে লইয়া আসিলেন এবং নিজ ভৃত্যাদিগকে সেই ভবনে রাখিয়া স্বয়ং রাজার নিকটে আগমন পূর্ব্বক নিবেদন করিলেন, এক্ষণে কিছুদিন বর্জখের ভবনে বসতি করিব এবং আগামি দিনে সংসার সন্ন্যাসীর আমন্ত্রণ সম্পন্ন করিয়া কয়েক দিন আপ-নার নিকটে থাকিব। রাজা বলিলেন অতি উত্তম, হে পুত্র! তোমার ইচ্ছা, হোসন্বানু দণ্ডায়মান হইয়া নিবেদন করিলেন এ দাসের কর্ত্তাই আপনি, আমাকে যেখানে আদেশ করেন, আমি সেই খানেই বসতি করি, রাজা বলিলেন, যেস্থানে তুমি থাক কিন্তু আমার সমক্ষে থাক। পরে হোসন্বানু রাজার নিকট হইতে বিদায় হইয়া পিতৃ-গেহে উপনীত হইলেন এবং আম-ন্ত্রণের উপযোগী দ্রব্যসকল প্রস্তুত করিতে অনুমতি করিলেন।

আর এক জন সেবককে এরূপ বলিয়া সেই সন্ন্যাসীর সমীপে প্রেরণ করিলেন, যে আগামি দিনে শুভাগমন করিবেন। যখন ঐ মন্দ কর্ম্মকারি সন্ন্যাসী নিমন্ত্রণের সংবাদ শুনিল, তখন লোভে মধুমক্ষিকার ন্যায় চতুর্দ্দিক্ ভ্রমণ করিতে লাগিল এবং প্রত্যুত্তর করিল যে আগামি দিবস যাইব।

হোসন্‌বানু রাজাদের যোগ্য শয্যাসকল পাতিত করিতে অনুমতি করিলেন, মন্দ কর্ম্মকারি সন্ন্যাসী পূর্ব্ব রীতিমতে আগমন করায় তাহাকে ঐ শয্যায় বসাইলেন আর রত্ন ও ইয়াকুতের যে ময়ূর নিজ সঙ্গে আনিয়াছিলেন তাহা উপহার দিলেন, সন্ন্যাসী তাহা গ্রহণ করিল না। হোসন্‌বানুর আদেশমতে ভৃত্যেরা সেই দ্রব্যসকল তাকের উপর এরূপে তুলিয়া রাখিল, যাহাতে সন্ন্যাসীর সর্ব্বদা তাহাতে দৃষ্টিপাত হইয়া লোভ বৃদ্ধি হয়। সন্ন্যাসী যখন সেই সমস্ত দ্রব্য দেখিল তখন মনে মনে ভাবিল, অদ্য রাত্রিতে এই সমস্ত ধন অপহরণ করিবার উপায় করিব, হোসন্‌বানু মনোমধ্যে আহ্লাদিতা ছিলেন, যে অদ্য রাত্রিতে সমস্ত দ্রব্য ও ধনের সহিত মন্দ কর্ম্মকারি সন্ন্যাসীকে বন্ধন করিয়া রাজার সম্মুখে লইয়া যাইব।

তদনন্তর ভৃত্যেরা অন্ন ব্যঞ্জনপূর্ণ খাঞ্চাসকল আনিয়া রাখিল এবং সন্ন্যাসীর হস্ত ধৌত করিয়া দিল এবং নানাপ্রকার ব্যঞ্জন তাহার সম্মুখে রাখিল। পরে সন্ন্যাসী নিজ চত্বারিংশৎ শিষ্যের সহিত ভোজন করিতে আরম্ভ করিল, দুই তিন গ্রাস ভোজনের পর আর আহার না করিয়া হস্তোত্তোলন পূর্ব্বক বলিল, এ সকল উঠাও, হোসন্‌বানু বিনয় বাক্যে বলিতে লাগিলেন, অনুগ্রহ পূর্ব্বক আর কিঞ্চিৎ ভোজন করুন। পরে সন্ন্যাসী বলিল, আমি তোমার বাক্যে এত ভোজন করিলাম, নতুবা আমি দুই কিম্বা

তিনটি গোধূম মাত্র ভোজন করি। যখন ভোজন সমাপ্ত হইল তখন ভৃত্যেরা নানাপ্রকার সুগন্ধ দ্রব্যসকল আনিল, পরে সন্ন্যাসী মনে মনে বিবেচনা করিল যে ইহার এত অধিক ধন আছে! পরে মন্দ কর্ম্মকারি সন্ন্যাসী মাহরুশাহের নিকট বিদায় লইয়া নিজ স্থানে প্রস্থান করিল, আর নিজ সঙ্গি সন্ন্যাসীদিগের সঙ্গে পরামর্শ করিল, যে অদ্য আমরা যে সকল ভোজন করিয়াছি তাহা আমাদের পক্ষে অখাদ্য হইয়াছে, যেপর্য্যন্ত রৌপ্যস্বর্ণ ও রত্ননির্ম্মিত দ্রব্যসমস্ত যাহা দেখিয়া আসিয়াছি, ঐ সকল আনয়ন না করি। তাহার সঙ্গীরা বলিল ইহা কর্ত্তব্য বটে। যখন রাত্রি হইল, তখন ঐ সন্ন্যাসিসকল আপন কর্ত্তার সহিত চৌরকর্ম্ম করিবার বাঞ্ছা করিল।

এদিকে হোসন্‌বানু নিজ লোকদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া বলিলেন, যেসকল দ্রব্য বাহিরে আছে তাহা থাকুক, পরে শান্তিরক্ষককে পত্র লিখিলেন, যে আমি এস্থানে আছি, তোমরা সাবধানে উপস্থিত থাকিও, যখন আমার লোকেরা আহ্বান করিবে তখন তোমরা শীঘ্র চলিয়া আসিবে। তৎপরে তিনি আপন লোকদিগকে বলিলেন, যখন সেই উদাসীনসকল আসিবে তখন তোমরা দেখিতে থাকিবে, যখন দ্রব্যাদি সমস্ত লইয়া বাহিরে আসিবে তখন তাহাদিগকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিয়া ধৃত করণার্থ শান্তিরক্ষকের লোকদিগকে সংবাদ দিবে। লোকেরা হোসন্‌বানুর আদেশ মত কার্য্য করিল। পরে সন্ন্যাসী চত্বারিংশৎ সন্ন্যাসীর সহিত বাটীর ভিতরে আসিল এবং যেসমস্ত ধন ও মুদ্রাদি ছিল তাহা একত্র করিয়া বন্ধন করিল, সন্ন্যাসী স্বয়ং ইয়াকুতের ময়ূর ও রৌপ্যস্বর্ণ স্বহস্তে লইয়া বাহিরে আসিল, প্রহরিরা সাবধানেই ছিল, হঠাৎ আসিয়া সন্ন্যাসিগণের

হস্ত পৃষ্ঠদেশে বন্ধন করিয়া দ্রব্যাদিসকল তাহাদিগের প্রত্যেকের গলদেশে বন্ধন পূর্ব্বক এপ্রকার চীৎকার করিল, যে তৎক্ষণাৎ শান্তিরক্ষকের লোকেরা উপস্থিত হইল। দ্বারিরা চৌর সকলকে ঐ শান্তিরক্ষককে দিয়া বলিল, তোমরা সাবধানে থাকিবে, আগামি দিনে রাজার নিকটে লইয়া যাইতে হইবে। ঐ শত্রুসমস্ত ধৃত হওয়ায় হোসন্‌বানু নিজ সেবকদিগকে অনেক পারিতোষিক দিলেন।

পর দিনে রাজা সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া কি ক্ষুদ্র কি প্রধান তাবৎলোককে জিজ্ঞাসা করিলেন, অদ্য কেন এত গোলযোগ হইয়াছে? ইহা আমি কিছু বুঝিতে পারি না। ইতোমধ্যে শান্তিরক্ষক আসিয়া নিবেদন করিল যে দুইপ্রহর রাত্রিতে মাহরুশাহের বাটীতে চুরি হইয়াছে, মাহরুশাহ স্বয়ং আসিয়া প্রণাম করিল, রাজা উচ্চাসনে বসিতে অনুমতি করিয়া বলিলেন হে পুত্র! গত রাত্রিতে কি তোমার বাটীতে চুরি হইয়াছে? হোসন্‌বানু বলিলেন; রাজার পরমায়ুঃ বৃদ্ধি হউক। সময়ে শান্তিরক্ষক উপস্থিত হওয়ায় দস্যুসকল ধৃত হইয়াছে; এক্ষণে তাহারা উপস্থিত আছে, তাহাদিগকে ডাকিতে আজ্ঞা হউক। এই বলিয়া হোসন্‌বানু শান্তিরক্ষককে সঙ্কেত করিলেন, শান্তিরক্ষক চত্বারিংশৎ শিষ্যসহ মন্দ কর্ম্মকারি সন্ন্যাসীর হস্ত বন্ধন পূর্ব্বক ঐ সন্ন্যাসীর গলদেশে ময়ূর ও তাহার শিষ্যদিগের গলে দ্রব্যাদির গাঁইট বন্ধন করিয়া রাজসাক্ষাতে আনয়ন করিল, রাজা দেখিবামাত্র বলিলেন, অমুক সন্ন্যাসীর ন্যায় বোধ হইতেছে; হোসন্‌বানু বলিলেন নিকটে আন, বোধ করি সে সন্ন্যাসী নয়। শান্তিরক্ষক পদাতিকদিগকে বলিল, চৌরদিগের গলদেশের দ্রব্যাদি খুলিয়া উহাদিগকে রাজার নিকটে আন। হোসন্‌বানু স্বয়ং চিন্তাযুক্ত হইয়া ঐ ময়ূরের সহিত সন্ন্যাসীর হস্ত ধারণ পূর্ব্বক রাজ-নিকটে লইয়া যাওয়ায়

রাজা বলিলেন, ইহার গলদেশে কি আছে? হোসন্‌বানু ঐ ময়ূর রাজার সম্মুখে রাখায় রাজা আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং ক্রোধান্বিত হইয়া বলিলেন, ইহাদিগকে শূল দণ্ডে দণ্ডিত কর, যাহাতে সংসারে কোন ব্যক্তি এরূপ মন্দকর্ম্ম না করে এবং মনুষ্যদিগকে এরূপে যাতনা না দেয়। পরে চৌরদিগের কটিবন্ধন মোচন করায় চৌরকার্য্যের ফাঁসিসকল বহির্গত হইল। রাজা বলিলেন, শীঘ্র ইহাদিগকে শূলে দাও আর মাহরুশাহের যে সমস্ত ধন আছে তাহা তাঁহাকে দাও। হোসন্‌বানু যখন দেখিলেন সন্ন্যাসী শূল দণ্ডে দণ্ডিত হইল, তখন কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক উচ্চাসন হইতে দণ্ডায়মান হইলেন, রাজা বলিলেন কি নিবেদন করিবার মানস আছে? হোসন্‌বানু বলিলেন, এ চিরদাসী চিরদাস বর্জখ্-বণিকের কন্যা, মহারাজ! এই মন্দকর্ম্মকারি সন্ন্যাসীর নিমিত্ত আমাকে নগর হইতে বহির্গত করিয়া দিয়াছিলেন, এক্ষণে আমার পিতৃ-ধন সমস্ত এই সন্ন্যাসীর গৃহ খনন করিলে বাহির হইবে, তাহার সন্দেহ নাই এবং এ দাসী সত্যবাদিনী কি না তাহাও প্রকাশ পাইবে, রাজা আক্ষেপ পূর্ব্বক দন্তদ্বারা অঙ্গুলি দংশন করিয়া বলিলেন, তোমাকে পুত্রমধ্যে গণ্য করিলাম, আর তুমি যদিও বর্জখ্-বণিকের কন্যা কিন্তু এক্ষণে আমার কন্যা হইলে। হোসন্‌বানু নিবেদন করিলেন আমার প্রার্থনা এই যে মহারাজ অনুগ্রহ পূর্ব্বক প্রান্তরে আমার বাটীতে এক দিন শুভাগমন করেন, তাহা হইলে আমার যেসমস্ত ধন আছে তাহা মহারাজকে সমর্পণ করি। তদনন্তর তাঁহার পিতৃ-ধনসকল সন্ন্যাসীর গৃহ হইতে বহির্গত হইলে তাহা রাজ-সাক্ষাতে নীত হইল এবং হোসন্‌বানু বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক স্বগৃহে উপস্থিত হইয়া সমস্ত নগর দর্পণের ন্যায় পরিষ্কার করিলেন। দুই দিবস পরে রাজা শাহআবাদ

নগরে উপনীত হইলেন, হোসন্বানু সম্মান রক্ষার্থে অগ্রসর হইয়া স্বগৃহে লইয়া গেলেন এবং দুইটি ইয়াকুতের ময়ূর ও কয়েকটি রত্ন পূর্ণ থাঞ্চা উপহার প্রদান করিলে রাজা আনন্দিত হইলেন। পরে হোসনবানু স্বর্ণমুদ্রা-পূর্ণ সাতটি কূপ দেখাইলেন, রাজা যখন এতাদৃশ ধন দেখিলেন, তখন মনোমধ্যে আহ্লাদিত হইলেন, হোসন্বানু নিবেদন করিলেন এ সমস্ত ধন আপনার ধনাগারে প্রেরণ করুন, রাজা মন্ত্রিকে বলিলেন যে এ সমস্ত ধন বহন-পূর্ব্বক ধনাগারে পাঠাও, মন্ত্রী কূপোপরি যাইয়া বাঞ্ছা করিলেন, যে ধনসমস্ত কূপ হইতে বাহির করিয়া বহন করাণ যাউক, এমত সময়ে এক অজগর-মূর্ত্তি প্রকাশ হইল, তথায় যে সকল ব্যক্তি উপস্থিত ছিল, তাহারা রাজাকে জানাইল, যে কূপমধ্যে অজগর গর্জ্জন করিতেছে, রাজা আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, হোসন্বানুর মুখ পীতবর্ণ হইল, রাজা বলিলেন, হে পুত্র! কি জন্য তোমার মুখ এরূপ পীতবর্ণ হইল? মনোমধ্যে চিন্তা করিও না, যেহেতু তোমারি অদৃষ্টের এ সমস্ত ধন, ইহা আমার নিমিত্ত নহে, তুমি ব্যয় কর, হোসন্বানু রীতিমত প্রণাম করিয়া নিবেদন করিলেন, আমার বাঞ্ছা যে এই নগরে বসতি করি, কেহ এ বিষয়ের প্রতিবন্ধকতা না করে, গোর্দ্দানশাহ বলিলেন, হে পুত্র! তুমি যেস্থানে থাকিতে বাঞ্ছা কর তথায় থাক এবং তুমিই সমস্ত ধনের অধিকারী, যাহা বিবেচনায় হয় তাহাই কর, পরে রাজা সর্ব্বদা তাঁহার রক্ষার্থে ব্যক্তিগণকে নিযুক্ত করিলেন, হোসন্বানু তথায় সপ্তদিন থাকিয়া নিজ নগরে শুভাগমন করিলেন।

অনন্তর সেইদিবস হইতে হোসন্বানু পথিকদিগের জন্য দ্বিতীয় অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইলেন এবং মনুষ্যদিগকে নিযুক্ত করিলেন। যেকোন বিদেশি ধনী আসিত, তাহারা তাহাদিগের নিমিত্ত

শীতল ও উষ্ণ বারি প্রস্তুত রাখিত এবং তাহাদের সেবা করিত, ক্ষুধার্ত্ত সন্ন্যাসী ও রিক্তহস্ত-ব্যক্তিদিগকে আহার ও পাথেয় মুদ্রা দিত এবং হোসন্‌বানুর নিকটে লইয়া যাইত। তিনি বস্ত্রহীন-দিগকে বস্ত্র দান করিয়া পাথেয় দ্রব্য দিয়া বিদায় করিতেন। কিছু-দিন পরে হোসন্‌বানুর দাতৃত্ব গুণের সুখ্যাতি দেশেদেশে ও গ্রামে গ্রামে এরূপ প্রচার হইল যে "হোসন্‌বানু নাম্নী এক কন্যা পরমেশ্বরের দাসদিগের প্রতি এরূপ করুণা প্রকাশ করিতেছে যে তাহার বর্ণনা হয় না এবং সে বিবাহ করিবারও ইচ্ছা রাখে না, তাহার ভৃত্যসকল এরূপ ধর্ম্মশীল, যে এক পয়সাও অপব্যয় করে না," পরে হোসন্‌বানুর নাম সংসারে সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশিত হইল।

শাম নগরে এক রাজা ছিলেন, তাঁহার এক পুত্র অতি সুন্দর ও বুদ্ধিমান ছিলেন, হোসন্‌বানুর সৌন্দর্য্যের কথা ঐ রাজপুত্রের কর্ণগোচর হইলে তাহাকে দর্শনের বাসনা তাঁহার মনোমধ্যে দৃঢ়-রূপে উদয় হওয়াতে এক ব্যক্তি চিত্রকরকে পাঠাইলেন, যে হোসন্‌বানুর প্রতিমূর্ত্তি আন, চিত্রকর কয়েক দিবস পরে শাহ-আবাদে উপনীত হইলে হোসন্‌বানুর নিযুক্ত লোকসকল রীতি-মতে তাঁহার সম্মুখে আইল এবং বিধিমতে সেবা করিয়া আহার করাইল। পরে বিদায়ের সময় হোসন্‌বানুর নিকটে আনিলে তিনি তাহার বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিয়া পাথেয় মুদ্রা দান করিলেন, চিত্র-কর বলিল, আমার মানস এই যে আপনকার সেবায় যাবজ্জীবন নিযুক্ত থাকিয়া আয়ুঃ ক্ষয় করি, হোসন্‌বানু বলিলেন, তোমার কি গুণ আছে? সে বলিল আমি চিত্রকর, যবনিকার অভ্যন্তরে চন্দ্র থাকিলেও তাহার প্রতিমূর্ত্তি লিখিতে পারি, হোসন্‌বানু বলিলেন, উত্তম। পরে কয়েক দিবস গতে তাঁহার মনোমধ্যে এরূপ চিন্তোদয় হইল যে আপন মূর্ত্তি কিরূপে দৃষ্ট করাইব, যেহেতু সে অপর

পুরুষ, পুনরায় তাহাকে কহিলেন তুমি যবনিকার পশ্চাৎ হইতে আমার আকৃতি চিত্র করিতে পারিবে না, চিত্রকর কহিল হে ধার্ম্মিকে! আপনি অট্টালিকার উপরি দণ্ডায়মানা হউন এবং নিম্নে জলপূর্ণ একটী পাত্র রাখিয়া উপর হইতে তন্মধ্যে দৃষ্টিপাত করুন, হোসন্‌বানু সেইপ্রকার করিলেন, চিত্রকর জলমধ্যে তাঁহার মূর্ত্তি দেখিয়া চিত্র করিল। পরে চিত্রকর আপন বাসায় আসিয়া তিল প্রভৃতি যাহা অবশিষ্ট ছিল তাহা লিখিল এবং আর একটি চিত্রমূর্ত্তি লিখিয়া নিজ নিকটে রাখিল, অপর একটি চিত্রপত্র হোসন্‌বানুকে দিল। কয়েক দিন পরে বিদায় প্রর্থনা করিয়া বলিল যদি অনুমতি করেন তবে আমি আপন সন্তান সন্ততিদিগকে আনিতে যাই, হোসন্‌বানু তাহাকে পাথেয় দিয়া বিদায় করিলেন।

তৎপরে চিত্রকর রাজপুত্র-মুনীর্‌শামীর সমীপে ঐ চিত্রমূর্ত্তি দেওয়ায় তিনি তাহা দেখিয়া অচৈতন্য হইলেন। যখন চৈতন্য হইল তখন মনে করিলেন, পিতার বিনা অনুমতিতে যাওয়াই কর্ত্তব্য। পরে পরমেশ্বরকে স্মরণ করিয়া একাকী বহির্গত হইলেন, কাহাকেও সঙ্গে লইলেন না এবং পাথেয় লইলেন না, রাত্রিতে শাহআবাদের প্রতি গমন করিলেন। কয়েক দিন কষ্টভোগ করিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। হোসন্‌বানুর ভৃত্যেরা বিদেশিদিগকে যেপ্রকারে খাদ্যদ্রব্য দিত তাঁহাকেও সেই প্রকারে খাদ্যদ্রব্য দিল ও সেবা করিল। প্রাতঃকালে তাঁহার সম্মুখে স্বর্ণমুদ্রা আনিয়া বলিল, এই পাথেয় গ্রহণ কর, রাজপুত্র বলিলেন ইহাতে আমার আবশ্যক কি আছে? ভৃত্যেরা বলিল, তোমার নিকটে পাথেয় নাই দেখিতেছি, তুমি গ্রহণ কর, আমাদের কর্ত্রী পরমেশ্বরের পথে দিতেছেন। এইরূপে তাঁহাকে অনেক বলিল, কিন্তু তিনি

লইলেন না, পরে ভৃত্যেরা হোসন্‌বানুর নিকটে নিবেদন করিল গতদিন এক জন বিদেশী আসিয়াছে, সে ব্যক্তি না তৃপ্তি পূর্ব্বক ভোজন করিল, না মুদ্রা লইল। হোসনবানু তাঁহাকে নিজ নিকটে আহ্বান করিয়া বলিলেন, হে বিদেশিন্! তুমি মুদ্রা লইতেছ না কেন? মুদ্রা দ্বারা অনেক উপকার হয়, রাজপুত্র বলিলেন, শাম-দেশের আমি যুবরাজ অনেক ধন-সম্পত্তি ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি, হোসন্‌বানু বলিলেন, হে পরমেশ্বরের দাস! তুমি এ অতিথির বেশ ধারণ করিয়াছ কেন? রাজপুত্র কহিলেন, তোমার চিত্রমূর্ত্তি আমাকে ক্ষিপ্ত করিয়া দর্শনাকাঙ্ক্ষী করিয়াছে, হোসন্‌বানু নতশির হইয়া কিয়ৎক্ষণ পরে প্রত্যুত্তর করিলেন, হে যুবক! এ মিথ্যা আশা ত্যাগ কর, যদিও তুমি বায়ু হও, তথাপি আমার কেশের নিকটে উপস্থিত হইতে পারিবে না, অতএব আমাকে কিরূপে দেখিবে? রাজপুত্র বলিলেন, আমি তোমার দর্শন নিমিত্ত প্রাণত্যাগ পর্য্যন্ত পণ করিয়াছি। হোসন্‌বানু বলিলেন প্রাণ দেওয়া সহজে হইতে পারে, কিন্তু আমাকে দর্শন করা অত্যন্ত কঠিন, যদি তুমি মনোমধ্যে এরূপ স্থির করিয়াছ তবে আমার কয়েকটি প্রশ্ন আছে তাহা পূরণ কর। রাজপুত্র বলিলেন অনুমতি কর। হোসন্‌বানু বলিলেন, যদি তুমি তাহা পূরণ করিতে পার তবে আমাকে আপনারি জ্ঞান করিবে, আর যদি তোমার দ্বারা তাহা সম্পন্ন না হয় তবে আমার নামও কখন করিও না। রাজপুত্র তাহা স্বীকার করায় হোসন্‌বানু বলিলেন, প্রথম, প্রশ্ন এই এক জন বলিতেছে, "একবার দেখিয়াছি পুনর্ব্বার বাঞ্ছা আছে" যাও, সে ব্যক্তি কোথায় আছে? এবং কি দেখিয়াছে? তাহার সংবাদ আমার নিকটে আনয়ন কর, এই সংবাদ আমার নিকটে আনয়ন করিলে দ্বিতীয় প্রশ্ন বলিব। রাজপুত্র জিজ্ঞাসা করিলেন

সে ব্যক্তি কোথায় আছে? হোসন্বানু বলিলেন কি জানি? আমি জ্ঞাত থাকিলে নিজ মনুষ্যের দ্বারা তদন্ত করিতাম। রাজপুত্র চিন্তিত হইয়া বলিলেন, অজ্ঞাত বিষয়ের অনুসন্ধান করা অত্যন্ত কঠিন কর্ম্ম। হোসন্বানু বলিলেন, তবে মন হইতে আমাকে দেখিবার আশা ত্যাগ কর, আর যেস্থানে ইচ্ছা হয় তথায় যাও। রাজপুত্র বলিলেন, তোমার নগরে মৃত্যু হওয়াকেও আমি শ্রেয়ো জ্ঞান করিয়াছি। হোসন্বানু বলিলেন, আমার এ নগরে তুমি কদাচ অবস্থান করিতে পাইবে না, এক্ষণে মানে মানে গমন কর। রাজপুত্র বলিলেন, ভাল আমি এই প্রশ্নের অনুসন্ধানার্থ বনগামী হইলাম, যদি আমার ভাগ্য প্রসন্ন হয় তবেই বাসনা সফল, নতুবা এই নগরেই মৃত্যু হওয়া উত্তম। হোসন্বানু বলিলেন, তুমি আমার সহিত একটি সময় নির্ব্বন্ধ কর, সে আমি সেই পর্য্যন্ত তোমার অপেক্ষায় থাকি। রাজপুত্র বলিলেন, এক বৎসরের অবসর দাও। পরে হোসন্বানু খাদ্যদ্রব্যাদি আনাইয়া তাঁহাকে ভোজন করাইলেন এবং পাথেয় প্রদানে জিজ্ঞাসা করিলেন তোমার নাম কি? তিনি বলিলেন আমার নাম "মুনীর্শামী"। পরে বিদায় হইয়া অদৃশ্য অশ্রুত এক বনের অভিমুখে গমন করিলেন, আর পর্ব্বতের মধ্যে রোদন করত ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

এইরূপে হোসন্বানুর সমীপে অনেক লোক বিবাহ করণার্থ আগমন করিল, কিন্তু প্রশ্নপূরণে অপারক হইয়া পলায়নপর হইল।

রাজপুত্র-মুনীর্শামী তাঁহার প্রতিমূর্ত্তির প্রতি আসক্ত হইয়া আপন গৃহ ও আপনাকে উচ্ছিন্ন করিয়া এমন্দেশের সন্নিকটে উপস্থিত হইলেন এবং ক্ষুধিত প্রযুক্ত এক তরুমূলে বসিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। কিন্তু সেই দিন হাতেম্ মৃগয়া করিতেছি-

লেন, দৈবাধীন সেই বৃক্ষের তলে উপস্থিত হইয়া এক ব্যক্তি পরমসুন্দর যুবাপুরুষ, উদাসীনের ন্যায় পরিচ্ছদ পরিধানে রোদন করিতেছেন, দেখিয়া তাঁহার প্রাণ জ্বলিয়া গেল এবং নেত্র জলপূর্ণ হইল, রাজপুত্রের নিকটে যাইয়া মিষ্ট ভাষায় জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ভ্রাতঃ! তোমার এরূপ কি কঠিন কর্ম্ম উপস্থিত হইয়াছে যে এপ্রকার রোদন করিতেছ? রাজপুত্র মস্তক উত্তোলন করিয়া দেখিলেন যে এক জন সুন্দরাকৃতি, সূর্য্যকান্তি, যৌবন-চিহ্ন ঈষৎশ্মশ্রুপূর্ণ মুখ, সুবাসা, অস্ত্রধারী সুযুবা পুরুষ দণ্ডায়মান হইয়া বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিতেছেন, বলিলেন হে সুযুবক! আমি কি বলিব! আমার মনের কথা বলিলেই বা কি হইবে! শুনিলেই বা কি হইবে! কাহারো দ্বারা আমার কর্ম্ম সিদ্ধ হইবে না! হাতেম্ বলিলেন নিশ্চিন্ত থাক, আর নিজ মনের কথা বল, ঈশ্বরের শপথ আমার দ্বারা যাহা হইবে তাহাতে আমি ত্রুটি করিব না, যদি তোমার ধনের আবশ্যক হইয়া থাকে তবে এখনি দিতেছি, আর যদি কাহারো প্রতি আসক্ত হইয়া থাক, তবে তাহাকে আনিয়া দিতেছি. আর যদি আমার মস্তকের আবশ্যক হয় তবে তাহাও দিতেছি। রাজপুত্র-মুনীর্‌শামী বলিলেন, জগদীশ্বর তোমাকে কুশলে রাখুন, পরে তৎক্ষণাৎ নিজ কুক্ষিস্থ চিত্রপট বহির্গত করিয়া হাতেমের হস্তে প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন, দেখ আমার অবস্থা কিরূপ। হাতেম্ ঐ চিত্রপট দর্শন পূর্ব্বক আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন, হে ভ্রাতঃ! এক্ষণে আমি তোমার সঙ্গে যাইতেছি, আর তোমার প্রিয়ার সঙ্গে তোমার মিলন করিয়া দিতেছি। রাজপুত্র বলিলেন, তাহার কয়েকটি প্রশ্ন আছে। হাতেম্ বলিলেন হে ভ্রাতঃ! সে যাহা বলিবে আমি তৎক্ষণাৎ তাহা করিব। পরে তিনি রাজ পুত্রকে আপন

সঙ্গে লইয়া এমন্‌নগরে উপনীত হইলেন এবং তাঁহাকে আমন্ত্রণ করিলেন। তিন দিন তথায় থাকিয়া রাজপুত্র-মুনীর্‌শামীকে বলিলেন, এখন কি বল, তোমার কর্ম্মে কটিবন্ধন করিব? রাজপুত্র বলিলেন আমি কি বলিব! আমার কর্ম্মের নিরূপণ নাই।

পরে হাতেম্ ভৃত্যাদিগকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, আমার উপস্থিত কালে পথিক ও উদাসীনদিগকে যেপ্রকারে ধনদান করিতেছ, আমার অনবস্থানেও সেইপ্রকার প্রদান করিবে, কেহ যেন জানিতে না পারে, যে হাতেম্ কোথাও গিয়াছে এইরূপে স্ব স্ব কর্ম্মে নিযুক্ত থাক। পরে রাজপুত্রের হস্ত ধারণপূর্ব্বক এমন্‌দেশ হইতে বহির্গত হইয়া শাহআবাদের পথে গমন করিয়া কয়েক দিন পরে শাহআবাদে উপস্থিত হইলেন। হোসন্‌বানুর যেসমস্ত লোক বিদেশিদিগের সেবাকর্ম্মে নিযুক্ত ছিল, তাহারা তাঁহাদের উভয়কে অতিথি-শালায় লইয়া গিয়া খাদ্যদ্রব্য ও স্বর্ণমুদ্রা সম্মুখে আনিল, হাতেম্ বলিলেন, হে পরমেশ্বরের দাস! আমি খাদ্যদ্রব্য বা স্বর্ণমুদ্রার জন্য আসি নাই। তাহারা হোসন্‌বানুর নিকটে ঐ সংবাদ বলিলে হোসন্‌বানু তাঁহাদিগের উভয়কে আহ্বান করিয়া বলিলেন, তোমরা স্বর্ণ মুদ্রা গ্রহণ করিতেছ না কেন? আপন নিকটে সর্পের মস্তক রাখিলেও তদ্দ্বারা এক দিন কর্ম্ম দর্শে। হাতেম্ বলিলেন আমি হোসন্‌বানুর প্রশংসা শ্রবণে এস্থানে আসিয়াছি; যদি তুমি আমার সহিত একটি প্রতিজ্ঞা কর তবে আমি স্বর্ণমুদ্রা গ্রহণ এবং ভোজন করি, নতুবা ক্ষুধিত ও পিপাসিত থাকিয়া তোমার নগর হইতে গমন করিব। হোসন্‌বানু বলিলেন প্রতিজ্ঞা কি? আর তুমি কি চাও বল। হাতেম্ বলিলেন তুমি একবার মুখ দেখাও, পরে তুমি যাহা বলিবে তাহা করিব। হোসন্‌বানু বলিলেন আমার সাতটি প্রশ্ন যিনি পূরণ করিতে পারিবেন, আমি তাঁহারি

হইব এবং তাঁহাকেই মুখ দেখাইব, হাতেম্ বলিলেন তোমার সাতটি প্রশ্ন কি বল? এবং এরূপ প্রতিজ্ঞা কর যে যদি আমি ঐ সাতটি প্রশ্ন পূরণ করিতে পারি তবে তুমি আমার হইবে এবং আমার যাহাকে ইচ্ছা তোমাকে তাহাকে দিব, আমার এ কথা যেন অস্বীকার করিও না। হোসন্‌বানু বলিলেন আমি স্বীকার করিলাম। হাতেম্ বলিলেন কয়েক জন সাক্ষ্য রাখিয়া প্রতিজ্ঞা কর, পরে হোসন্‌বানু সেইপ্রকার করিয়া খাদ্যদ্রব্য আনাইয়া দিলেন, তাঁহারা ভোজন করিলেন। পরে হাতেম্ বলিলেন ইনি আমার ভ্রাতা, যে পর্য্যন্ত আমি প্রত্যাগত না হই সেই পর্য্যন্ত ইহাঁর তত্ত্ব লইবে, হোসন্‌বানু তাহা স্বীকার করিলে হাতেম্ জিজ্ঞাসা করিলেন কি প্রশ্ন বল? হোসন্‌বানু বলিলেন প্রথম প্রশ্ন এই "এক ব্যক্তি বলিতেছে, একবার দেখিয়াছি পুনর্ব্বার বাঞ্ছা আছে" কিন্তু কি দেখিয়াছে? আর সেব্যক্তি কোথায় আছে? এবং দ্বিতীয় বার কি ইচ্ছা আছে? যখন ইহার সংবাদ আনয়ন করিবে তখন তোমাকে দ্বিতীয় প্রশ্ন বলিব।

প্রথম প্রশ্ন।

"একবার দেখিয়াছি পুনর্ব্বার বাঞ্ছা আছে।"

তাহার পরে হাতেম্ হোসন্‌বানুর সমীপে বিদায় গ্রহণ-পূর্ব্বক রাজকুমার-মুনীর্‌শামীকে হোসন্‌বানুর অতিথি-শালায় রাখিয়া স্বয়ং গমন করিলেন এবং স্বীয় মনোমধ্যে বলিলেন কোথায় যাই! কাহাকে জিজ্ঞাসা করি! পরে ভাবিলেন, আমি ঈশ্বরের দাসের

কর্ম্মে কটিবন্ধন করিয়াছি, ইহা নিজ কার্য্য নহে, অবশ্যই জগদী-শ্বর সফল করিবেন। পরে পরমেশ্বরের প্রতি নির্ভর করিয়া প্রান্তরাভিমুখে যাত্রা করিলেন, কয়েক দিন গতে প্রান্তরে উপস্থিত হইলেন, সেস্থানে একটি পক্ষীও ছিল না, দুই তিন দিন পরে দেখিলেন, একটা তরক্ষু (হেড়োল) এক হরিণীর এমনি পশ্চাতে সন্নিকটস্থ হইয়াছে যে তাহাকে ধৃত করে! হাতেম্ উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন হে পশো! ত্যাগ কর, এ হরিণী প্রসূতি, ইহার শাবক আছে, ইহার স্তন হইতে দুগ্ধ বহিতেছে। তরক্ষু দণ্ডায়মান হইল এবং কথা কহিয়া বলিল তুমি কি হাতেম্ যে এমন দয়া মনোমধ্যে রাখ? হাতেম্ বলিলেন, তুমি কি জান যে আমি হাতেম? তরক্ষু বলিল, তোমার দয়া দেখিয়া আমার বোধ হইতেছে। হাতেম্ পরমেশ্বরের দাসের ও পশুদিগের প্রতি দান ও দয়া করে ইহা বিখ্যাত আছে। অদ্য আমার মুখ হইতে তুমি আহার লইলে? এখন আমাকে কিছু ভোজন করিতে দাও। হাতেম্ বলিলেন, তুমি কি আহার কর? সে বলিল মাংস আমার খাদ্য, হাতেম্ বলিলেন আমার দেহের মাংস তোমার পক্ষে কি উত্তম তৃপ্তিকর হইবে? বল তবে দিতেছি। সেই তরক্ষু বলিল নিতম্বের মাংস অতি উত্তম হয়। হাতেম্ কোষ হইতে ছুরিকা নির্গত করিয়া নিতম্বের একখানি মাংস ছেদন পূর্ব্বক তরক্ষুকে দিলেন, ক্ষুধিত তরক্ষু তাহা ভোজন করিয়া বলিল হে হাতেম্! তুমি কেন আপন এমন্‌নগর ত্যাগ করিয়া এ প্রান্তরে পতিত হইয়াছ? হাতেম্ বলিলেন, রাজকুমার-মুনীর্‌শামী হোসন্‌বানুর প্রতি আসক্ত হইয়াছে, সে সাতটি প্রশ্ন রাখে, তাহা যে ব্যক্তি পূরণ করিতে পারিবেন, তাঁহাকে সে বিবাহ করিবে। আমি পরমেশ্বরকে ধ্যান করিয়া কটিবন্ধন করিয়াছি, প্রশ্ন এই "এক ব্যক্তি বলিতেছে, একবার দেখিয়াছি,

পুনর্ব্বার বাঞ্ছা আছে," ইহার কারণেই আমি ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া আসিয়াছি, কিন্তু জানি না সে কোথা আছে, কেবল প্রান্তর মধ্যে এরূপে ভ্রমণ করিতেছি। তরক্ষু বলিল আমি সে-স্থান জানি, "দস্ত হবেদা" নামে এক স্থান আছে, যেকোন ব্যক্তি সেস্থানে উপস্থিত হয়, সে সমস্ত দিন ভ্রমণ করে আর ঐ রূপ শব্দ শুনিতে পায়। হাতেম্ বলিলেন সে প্রান্তর কোথায় আছে ? তরক্ষু বলিল, তুমি এস্থান হইতে যাইলে দুইটি পথ পাইবে, তাহার বামদিকের পথ পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণদিকের পথে যাইলে অবশ্য তথায় উপস্থিত হইবে।

হরিণী হাতেম্‌কে আশীর্ব্বাদ করিয়া গমন করিল, তরক্ষুও বিদায় গ্রহণ করিল, তাহারা উভয়ে জীন জাতি ছিল, হাতেম্‌কে পরীক্ষা করিল। হাতেম্ কিঞ্চিৎ পথ গমন করিলে তাঁহার পদে বেদনা হইল, আর পথ পর্য্যটন করিতে পারিলেন না, বৃক্ষের তলে শয়ন করিলেন, ঐ বৃক্ষের তলে শৃগাল-দম্পতির গহ্বর ছিল, তাহারা উভয়ে আহারার্থ গমন করিয়াছিল, প্রত্যাগত হইয়া হাতেম্‌কে দর্শন পূর্ব্বক শৃগালী জিজ্ঞাসা করিল, ঐ মানুষ কোথা হইতে আসিয়াছে? এস্থান ত্যাগ করা কর্ত্তব্য, যেহেতু অন্য জাতির সহিত কিরূপে প্রণয় হইতে পারে। শৃগাল বলিল হে শৃগালি! বোধ করি ইনি হাতেম্ দস্তহবেদার সংবাদের নিমিত্ত আসিয়াছেন; আর নিতম্বের যাতনায় দুর্ব্বল হইয়া এস্থানে পতিত হইয়া আছেন। শৃগালী বলিল ইনি হাতেম্ তুমি কিরূপে জানিলে? শৃগাল বলিল, আমি পূর্ব্ব পুরুষদিগের নিকট জ্ঞাত আছি যে অমুক দিনে হাতেম্ এই তরুতলে আসিবেন। শৃগালী বলিল হাতেম্ কে? শৃগাল বলিল, এমন্‌দেশের রাজা, ইনি একজন ঈশ্বরের জানিত প্রধান মনুষ্য, শৃগালী জিজ্ঞাসা করিল, তবে ইনি এরূপ অবস্থায়

কিজন্য পতিত অছেন? শৃগাল বলিল, একটা তরক্ষু একটি প্রসূতি হরিণীকে ধৃত করিতে উদ্যত ছিল, হাতেম্ নিজ নিতম্বের মাংসচ্ছেদন পূর্ব্বক তরক্ষুকে প্রদানে ঐ হরিণীকে পরিত্রাণ করিয়া স্বয়ং যাতনা ভাগী হইয়াছেন। মনুষ্যদিগের মধ্যে উত্তম মনুষ্য হাতেম্, ইনি অত্যন্ত দাতা, অতিভদ্র, ঈশ্বরের পূজক, বিশেষতঃ নিজ নিতম্বের মাংসচ্ছেদন করিয়া ঈশ্বরের পথে তরক্ষুকে প্রদান করিয়াছেন। শৃগালী বলিল, ইনি নিজ নিতম্বদেশ ছেদিত হইয়া কি প্রকারে বাঁচিবেন এবং দস্তহবেদাতে কিরূপে যাইবেন? শৃগাল বলিল, পরিরু-পক্ষির মস্তিষ্ক ক্ষতস্থানে দিলে দুই এক দণ্ডের মধ্যে আরোগ্য হইবে, কিন্তু তাহা আনয়ন করা সুকঠিন। শৃগালী বলিল, সেপক্ষির বাসস্থান কোথায়? শৃগাল কহিল মাজেন্দ্রানের প্রান্তরের মধ্যে ময়ূরের আকার একটি পক্ষী আছে তাহার মস্তক মনুষ্যের ন্যায়, যদি কেহ তাহাকে ধৃত করিবার মানস করে, তবে তাহাকে মদ্য ও শর্করোদক পান করাইলে সে নৃত্য করিতে থাকে, কোন কোন মনুষ্য তাহার সহিত কাম ক্রীড়াও করে। শৃগালী বলিল এমন কে আছে যে তাহাকে আনয়ন করিয়া হাতেম্‌কে সুস্থ করে? শৃগাল বলিল যদি তুমি সপ্তদিন দিবারাত্রি এ যুবার রক্ষণাবেক্ষণ কর, তবে আমি গমন করিয়া সেই পক্ষির মস্তক আনি, শৃগালী বলিল এ অপেক্ষা আর উত্তম কি যে পশুর দ্বারা মনুষ্যের উপকার দর্শে? আমি ইহাঁর রক্ষণাবেক্ষণ করিব।

হাতেম্ অচৈতন্যপ্রায় তাহাদের উভয়ের কথোপকথন শ্রবণ করিতেছেন। এইসময় শৃগাল শৃগালিকে ত্যাগ করিয়া মাজেন্দ্রানের দিকে গমন করিল। যখন সেস্থানে উপস্থিত হইল, তখন একটি পক্ষিকে বৃক্ষের তলে নিদ্রা যাইতে দেখিল, তাহার নিকট যাইয়া

তাহার মস্তক এরূপ বলপূর্ব্বক ধৃত করিল, যে তাহা দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। পরে শৃগাল তাহা লইয়া নিয়মিতদিনে তথায় প্রত্যাগত হইল।

শৃগালের গমনের পর শৃগালী দিবারাত্রির মধ্যে সুখে ছিল না, ঐ বৃক্ষের চতুর্দ্দিকে কোন জন্তুকে আসিতে দেয় নাই, হাতেম্ ঐ সমুদায় দর্শন করিতেছিলেন, এমন সময়ে শৃগাল পরিরু-পক্ষীর মস্তক আনিয়া শৃগালির নিকটে রাখিল। শৃগালী দন্তের শক্তিদ্বারা ঐ মস্তক ভঙ্গ করিয়া তাহার মস্তিষ্ক হাতেমের ক্ষত স্থানে দিল, দিবামাত্রে হাতেমের নিতম্বের যাতনা দূর হইল! হাতেম্ গাত্রোত্থান পূর্ব্বক শৃগালদম্পতিকে দেখিয়া বলিলেন, হে পশুদ্বয়! আমার প্রতি এ কি অনুগ্রহ করিলে? ইহা উত্তম কর নাই, যে আমার নিমিত্ত এক জনকে নিরর্থক ছেদন করিয়াছ, শৃগাল বলিল ইহার পাপ আমার উপরে আছে, তুমি স্থিরচিত্ত হও। একদণ্ডকাল এরূপে কথোপকথন হইতেছে, ইতিমধ্যে হা-তেমের নিতম্বের মাংস পূর্ণ হইল। হাতেম্ বলিলেন, হে শৃগাল-দ্বয়! তোমরা আমার প্রতি অত্যন্ত অনুগ্রহ করিলে, এখন অনু-মতি কর, আমিও তোমাদের উপকার করি আর তোমাদের যাহা মানস আছে তাহা পূর্ণ করিয়া দিই। শৃগাল বলিল, এই বনের মধ্যে অনেক কফ্তার আছে, তাহারা প্রতিবর্ষে আমা-দের শাবককে ভক্ষণ করে, আমরা তাহাদের প্রতি কোন শক্তি প্রকাশ করিতে পারি না, যদি তুমি শক্ত হও তবে তাহাদিগকে বিনাশ কর, তাহা হইলেই অত্যন্ত দয়া করা হইবে। হাতেম্ বলিলেন, তাহাদের বাসস্থান আমাকে দেখাইয়া দাও। শৃগাল সঙ্গী হইয়া হাতেম্‌কে তথা হইতে ছয় ক্রোশ দূরে লইয়া তাহা-দের বাসস্থান দেখাইয়া দিল এবং অগ্রসর হইল, পরে হাতেম

তাহাদের বাসস্থান শূন্য দেখিয়া তথায় উপবিষ্ট হইলেন। রাত্রি-কালে কফ্তার-দম্পতি আসিয়া দেখিল যে এক জন মনুষ্য দণ্ডায়-মান আছে, উভয়ে গর্জন করিয়া আপন ভাষায় বলিল হে মানব-জাতি! এস্থান আমার, তোমার বাটী নহে, উঠ আপন পথে গমন কর, নতুবা এস্থানে তোমাকে খণ্ডখণ্ড করিয়া ফেলিব, হাতেম্ বলিলেন হে বুদ্ধিহীন! আমি জীবের দুঃখদায়ক নহি, যদি এস্থান তোমার হয় তবে আইস, সুখে থাক। তাহারা উভ-য়ে বলিল, মনুষ্য-জাতির শীলতার আবশ্যক কি? যাও, নতুবা ক্লেশ পাইবে। হাতেম্ বলিলেন, ঈশ্বরের দাসদিগের প্রাণকে আপন প্রাণের তুল্য জ্ঞান কর, কেননা তুমি আপন জীবনের নিমিত্ত দুঃখি-শৃগালের শাবকদিগকে ভক্ষণ কর, আর ঈশ্বরকে ভয় কর না। কফ্তারদ্বয় বলিল শৃগাল তোমাকে কি যুদ্ধ করিবার জন্য আনিয়াছে? হাতেম্ বলিলেন আমি ক্ষমা করাইতে আসি-য়াছি, মাংস ভোজন করিতে তোমরা শপথ কর। তাহারা উভয়ে বলিল তুমি শৃগালের শাবকদিগের জন্য কি দুঃখ করিতেছ? এখনি তোমারও সেই গতি হইবে। হাতেম্ বলিলেন, যদি আ-মার মাংসের প্রয়োজন থাকে তবে আমি তাহা দিতেছি, তো-মরা ভক্ষণ কর, শৃগালশিশুদিগকে ভক্ষণ করিও না। তাহারা উভয়ে প্রত্যুত্তর করিল, তোমাকে ভক্ষণ করিব এবং শৃগালশিশু-গণকেও ভক্ষণ করিব। হাতেম্ বলিলেন, তোমাদিগকে পরমেশ্ব-রের শপথ, তিনি সমস্ত জীবকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তোমরা শৃগাল-শিশুদিগের মাংস ভক্ষণ করণে শপথ কর, জগদীশ্বর আছেন, তিনি তোমাদিগকে অন্য খাদ্য দিবেন। তথাপি তাহারা উভয়ে প্রত্যুত্তর করিল যে তাহাদিগকে কখনই ত্যাগ করিব না। হাতেম্ যখন দেখিলেন, তাহারা অত্যন্ত দুষ্ট, ঈশ্বরের শপথ মান্য করি-

তেছে না, তৎক্ষণাৎ লম্ফ প্রদানে তাহাদিগকে ধৃত করিয়া ভূমিতে নিঃক্ষেপ পূর্ব্বক তাহাদিগকে বন্ধন করিলেন এবং ভাবিলেন, যদি ছেদন করি তবে পাপভাগী হইব এবং এ পর্য্যন্ত আমি কাহাকেও দুঃখ দিই নাই, পুনর্ব্বার মনে মনে বিবেচনা করিলেন, এ জন্তুদিগকে কিঞ্চিৎ দণ্ড দেওয়া কর্ত্তব্য। পরে খঞ্জর (ছোরা) অস্ত্র বহির্গত করিয়া তাহাদিগের নখচ্ছেদন পূর্ব্বক তাহাদিগকে ত্যাগ করিলেন এবং জগদীশ্বরের সমীপে প্রার্থনা করিলেন যে এ জন্তুদিগের ক্ষতবেদনা দূর করুন। এই প্রার্থনা ঈশ্বরের নিকটে গৃহীত হইলে তাহাদিগের বেদনা দূর হইয়া গেল। পরে হাতেম্ তাহাদের বন্ধন মোচন করিয়া দিলেন, তাহারা অভিযোগ করিল, এক্ষণে আমরা কিরূপে আহার পাইব? হাতেম্ বলিলেন, জগদীশ্বর দিবেন, ঐ সময় শৃগাল-দম্পতি উপস্থিত ছিল, বলিল, যেপর্য্যন্ত আমরা জীবিত থাকিব সেই পর্য্যন্ত ইহাদিগকে খাদ্য দেওয়া আমাদিগের উচিত।

পরে হাতেম্ ঐ শৃগাল-দম্পতির সমীপে বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক প্রান্তরের পথে চলিলেন, শৃগালী বলিল, হে শৃগাল! হাতেম্ একাকী দস্তহবেদা গমন করিলেন, তুমি উহাঁর পথ প্রদর্শক হইলে না? ইহা তোমার উচিত নহে। শৃগাল ধাবমান হইয়া হাতেমের দিকে যাইয়া বলিল, হে হাতেম! দস্তহবেদা পর্য্যন্ত আমি তোমার সঙ্গে যাইব। হাতেম্ বলিলেন, তোমার এক অনুগ্রহের প্রত্যুপকার করিতে পারি নাই, তুমি আমার প্রতি দ্বিতীয়বার অনুগ্রহ করিতেছ? শৃগাল বলিল, হে পরমেশ্বরের দাস! আমি তোমাকে কি প্রকারে এস্থান হইতে কষ্ট ভোগ করিতে দিই, ইহা আমার দ্বারা কদাচ হইবে না। হাতেম্ বলিলেন, তোমাকে কদাচই আমি আপন সঙ্গে লইয়া যাইব না।

যদি তুমি সহজ পথ দেখাইয়া দাও তবে তাহাই অধিক অনু-গ্রহ। শৃগাল বলিল, যে পথ সহজ আছে তাহা অত্যন্ত বিপদ বিশিষ্ট; যে পথ কুটিল ও দূর আছে তাহা অতি কঠিন, এজন্য আমি তোমার সঙ্গে গমন করিতে অভিলাষী। হাতেম্ বলিলেন, যে পথ সহজ তাহা বল, পরমেশ্বর পরিত্রাণ করিবেন। শগাল বলিল, সম্মুখের পথে গমন কর, পরে চারিটি পথ সম্মুখে দে-খিতে পাইবে, তাহার সম্মুখে যে পথ আছে তাহাতেই গমন করিও. যদি জীবিত থাক তবে দস্তহবেদায় উপস্থিত হইবে। ঐ শৃগাল-দম্পতি জীনজাতি ছিল, হাতেম্ তাহাদিগের আদেশিত পথে চলিলেন, এক মাস পরে চারিটি পথ দেখিতে পাইয়া সম্মু-খের পথে গমন করিলেন।

এক দিন এক প্রান্তরে উপস্থিত হইলেন, সেইপ্রান্তরে ভল্লূক গণ থাকিত, ভল্লূকের রাজা সহস্র সহস্র ভল্লূক সহ রাজত্ব করিতে ছিলেন, বিশেষতঃ সেদিন তথায় ভ্রমণ করিতে আসিয়াছিলেন, ভল্লূকেরা হাতেম্কে দর্শন করিয়া আপন রাজার নিকটে এরূপ সংবাদ দিল যে এক জন মনুষ্য দেখিতে পাইতেছি। তিনি বলিলেন তাহাকে আন, ভল্লূকেরা হাতেম্কে ধরিয়া আপন রাজার সমীপে লইয়া গেল, যখন রাজা হাতেম্কে দেখিলেন, তখন বলিলেন ইহাকে সাবধানে রাখ; যখন রাজা আপন গৃহে আসিলেন, তখন ভল্লূকেরা হাতেম্কে উপস্থিত করিয়া দেওয়ায় রাজা বলি-লেন উপবেশন কর, পরে জিজ্ঞাসা করিলেন কোথা হইতে আ-সিয়াছ? তোমার নাম কি? বোধকরি তুমি হাতেম্ বট? হা-তেম্ বলিলেন, যথার্থ আমি জগদীশ্বরের পথে বহির্গত হই-য়াছি। রাজা বলিলেন, তোমার আগমন উত্তম হইয়াছে, এক্ষণে আমার কন্যাকে গ্রহণ কর। হাতেম্ নতশির হইলেন। ভল্লূক

জিজ্ঞাসা করিলেন তোমার চিন্তার কারণ কি? হাতেম্ বলিলেন তুমি পশু আমি মনুষ্য, তোমার সঙ্গে আমার কিপ্রকারে সৌহার্দ্দ হইতে পারে? ভল্লূক বলিলেন, কাম কেলির আস্বাদ মনুষ্য ও পশুর একই প্রকার, তুমি মনোমধ্যে কিছু চিন্তা করিও না, আমার কন্যা তোমার ন্যায় মনুষ্য জাতি আছে। পরে কন্যাকে সজ্জিতা করিয়া আনিতে বলিলেন এবং হাতেম্‌কে বলিলেন একবার দেখিয়া আইস, হাতেম্ গাত্রোত্থান করিয়া ঐ কন্যাকে দেখিলেন যে কন্যা পূর্ণিমার চন্দ্রের ন্যায় সুন্দরী এবং মনুষ্যাকৃতি, হাতেম্ আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, পুনর্ব্বার ঐ সভায় আসিয়া বলিলেন, তুমি রাজা, আমি দরিদ্র, ইহা কিপ্রকারে হইবে? ভল্লূক বলিলেন, যেপ্রকারে হউক স্বীকার কর, কিন্তু তুমিও এমনদেশের রাজা। হাতেম্ ভাবিলেন, কি বিপদ্ সম্মুখস্থ হইল! আমি অন্য কর্ম্মের জন্য আসিয়াছি, কিপ্রকারে এ কর্ম্মে আবদ্ধ থাকি! ভল্লূক পুনর্ব্বার হাতেম্‌কে চিন্তিত দেখিয়া বলিলেন, হে হাতেম্! যদি তুমি স্বীকার না কর তবে তোমাকে কারাবদ্ধ করিয়া রাখিব, কখনই পরিত্রাণ হইতে পারিবে না। হাতেম্ কিছুই প্রত্যুত্তর দিলেন না, ভল্লূক অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইয়া বলিলেন ইহাকে অমুক গর্ত্তের ভিতরে রাখ এবং তথা সকলে সাবধানে থাকিবে। তৎক্ষণাৎ ভল্লূকগণ হাতেম্‌কে ঐ গর্ত্তের দ্বারে আনিল এবং গর্ত্তমধ্যে হাতেম্‌কে রাখিয়া প্রস্তর দ্বারা গর্ত্তের মুখ বদ্ধ করিয়া দিল। হাতেম্ ঐ গর্ত্তে ক্ষুধা তৃষ্ণায় রহিলেন, চতুর্দ্দশ দিন পরে রাজা হাতেম্‌কে ডাকাইয়া বলিলেন, হে হাতেম্! আমার কন্যাকে বিবাহ কর, হাতেম্ নিরুত্তর রহিলেন, পরে ভল্লূক উত্তম উত্তম ফল আনিয়া হাতেম্‌কে দিতে বলিলেন, হাতেম্ ক্ষুধিত ছিলেন, ভোজন করিয়া জলপান করিলেন, ফলভোজনে হাতেম্ সুস্থ হইলেন,

পুনর্ব্বার ভল্লূক বলিলেন আমার কন্যাকে তুমি বিবাহ কর। হাতেম্ বলিলেন পশুর সহিত মনুষ্য জাতির সম্পর্ক কি? পরে ভল্লূকগণ পুনর্ব্বার হাতেম্কে আনিয়া ঐ গর্ত্তে বদ্ধ করিল। কয়েক দিন গত হইল, হাতেম্ ক্ষুধিত ও তৃষ্ণাযুক্ত ছিলেন, নিদ্রাবস্থায় দেখিলেন, যে এক জন বৃদ্ধ পুরুষ বলিতেছেন, হে হাতেম্! যে কর্ম্মের জন্য আসিয়াছ তাহা কেন ত্যাগ করিতেছ? এবং ইহাদের কথা কেন স্বীকার করিতেছ না? হাতেম্ বলিলেন যদি ইহার কন্যাকে বিবাহ করি তবে ইনি আমাকে ছাড়িবেন না এবং আমি আপন কর্ম্মেও যাইতে পারিব না। বৃদ্ধ মনুষ্য বলিলেন, ইহাদের কথা যদি স্বীকার কর তবে তোমার নিস্তার আছে, নতুবা এই গর্ত্তেই মৃত্যু হইবে, যখন ভল্লূক-কন্যাকে সম্মতা করিতে পারিবে তখন বিদায় পাইবে। পরে হাতেম্ জাগ্রত হইলেন। পুনর্ব্বার ভল্লূকের রাজা হাতেম্কে ডাকাইয়া নিজ নিকটে বসাইলেন এবং পুনর্ব্বার সেই কথা বলিলেন, তাহাতে হাতেম্ বলিলেন, আমি স্বীকার করিলাম, কিন্তু আমার অন্তঃপুরে অন্য ভল্লূক না যাইতে পায়, রাজা বলিলেন কি ক্ষমতা যে অন্য কেহ তোমার নিকটে যায়। পরে হাতেমের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক শয্যায় বসাইয়া আপনাদিগের রীতিমত বিবাহ দিলেন এবং হাতেমের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক ঐ কন্যার গৃহে লইয়া গেলেন। হাতেম্ দেখিলেন উত্তম শয্যায় কন্যা অলঙ্কার পরিধান পূর্ব্বক বসিয়াছে। ভল্লূকরাজ, কন্যার হস্ত ধরিয়া হাতেমের হস্তে প্রদান পূর্ব্বক বাহিরে গেলেন। হাতেম্ বিবেচনা করিলেন ইহাদের বিবাহের এই রীতি, পরে হাতেম্ ঐ কন্যার সহিত শয়ন করিয়া সুরতাভিলাষ পূর্ণ করিলেন। ভল্লূকের রাজা প্রতিদিন হাতেমের জন্য নানাপ্রকার ফল পাঠাইয়া দিতেন। কয়েক দিন পরে হাতেম্ বলিলেন আমার ফল-

ভোজনে ইচ্ছা হয় না, যদি অন্য খাদ্য হয় তবে ভোজন করি, ভল্লূকের রাজা ভল্লূকদিগকে বলিলেন ধান্য, তণ্ডুল, ঘৃত, রেকাবি প্রভৃতি পল্লীগ্রাম হইতে আনয়ন কর। তাহারা আজ্ঞামত সমস্ত দ্রব্য আনিয়া দিল, হাতেম্ প্রতিদিন তাঁহা দান করিতেন এবং ভোজন করিতেন। এপ্রকারে তিন মাস গত হইলে এক দিন হাতেম্ ভল্লূকের কন্যাকে বলিলেন আমি কোন এক কর্ম্মের জন্য আসিয়াছি, তোমার পিতা আমাকে রাখিলেন, যদি কিছু দিনের জন্য বিদায় দাও এবং স্বীয় পিতাকে সম্মত কর, তবে ঐ কর্ম্ম সম্পন্ন হইলে যদি জীবিত থাকি তবে পুনর্ব্বার আসিয়া দর্শন পূর্ব্বক সন্তুষ্ট হইব।

কন্যা আপন পিতার নিকটে যাইয়া জ্ঞাত করিল যে হাতেম্ এরূপ কথা বলিতেছে। ভল্লূক বলিলেন তোমার স্বামী, যদি তুমি সম্মতা হও উত্তম। কন্যা বলিল, ও মনুষ্য সত্যবাক্য বলিতেছে, অবশ্যই পুনর্ব্বার আসিবে। ভল্লূক বিদায় দান পূর্ব্বক ভল্লূক-গণকে বলিলেন ইহাকে আমার অধিকার পার করিয়া দিয়া আ-ইস। হাতেম্ ভল্লূকের নিকটে ও নিজ পত্নীর নিকটে বিদায় লইয়া গমন করিলেন। কিছুদিন পরে এক বালুকাময় স্থানে উপস্থিত হইলেন, তথায় তৃণ প্রভৃতি কিছুই ছিল না, হাতেম্ পরমেশ্বরকে ধ্যান করিয়া যাইতেছিলেন, এক জন বৃদ্ধ বস্ত্রের দ্বারা মুখাচ্ছাদন করিয়া সন্ধ্যার সময়ে এক কুজা জল ও অন্ন আনিয়া হাতেম্কে দিত। হাতেম্ পরমেশ্বরকে স্তুতি করিয়া ভোজন পূর্ব্বক গমন করিতেন।

পর্ব্বতাকার এক সর্প হঠাৎ ফণা বিস্তার করায় তদ্দর্শনে আশ্চ-র্য্যান্বিত হইয়া বিবেচনা করিলেন ইহা বালুকা হইবে, যখন নিক-টস্থ হইলেন তখন ঐ সর্প হাতেম্কে দেখিয়া নিশ্বাস আকর্ষণ

করিল, তাহাতে তিনি নিজ রক্ষার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াও কিছু করিতে পারিলেন না, সর্পের মুখে প্রবেশিত হইলেন। সর্প একেবারে হাতেম্‌কে উদরমধ্যে নীত করিল, তিনি সর্পের উদরমধ্যে নীত হইয়া ঈশ্বরকে স্মরণ পূর্ব্বক ধন্যবাদপ্রদানে বলিলেন, উত্তম হইল, আমার দেহ পাপে পূর্ণ ছিল, ইহা এক জন ঈশ্বরের সৃজিত জীবের উদরে পড়িল, যেব্যক্তি পরমেশ্বরের ধ্যানে গৃহত্যাগী হইয়া যায়, সে কখনই নষ্ট হয় না কিন্তু তিনি পরীক্ষা করেন, যেপ্রকারে ইয্যায়ুব নামে পয়গম্বরকে পরীক্ষা করিয়াছিলেন, তিনি তাহাতে ধৈর্য্যান্বিত ছিলেন, এই হেতু কষ্ট উপস্থিত হইলে ঈশ্বরের দাসদিগের ধৈর্য্যান্বিত হওয়া উচিত।

তিন দিন কাল হাতেম্ সর্পের উদরমধ্যে ভ্রমণ করিতেছিলেন, তাহার নাড়ীসকল তাঁহার গাত্রে বেষ্টিত হইতে ছিল। (যেসময় হাতেম্ ভল্লূক-কন্যার নিকট বিদায় লইয়া আসিয়াছিলেন, সেসময় ভল্লূক-কন্যা হাতেমের হস্তে এক গুটিকা দিয়া বলিয়াছিল, যে ইহা এক দিন তোমার কর্ম্মে আসিবে, হাতেম্ আপন উষ্ণীষের (পাগ) মধ্যে রাখিয়াছিলেন, সেই গুটিকার এই গুণ ছিল যে তাহা যেব্যক্তির নিকটে থাকে সে অগ্নিতে জ্বলে না এবং সর্পের বিষে নষ্ট হয় না), এই কারণে সর্পের বিষ ও উদরের অগ্নি তাঁহাকে নষ্ট করিতে পারে নাই। যাহাতে হাতেম্ জীবিত থাকেন, জগদীশ্বর পূর্ব্বেই তাহার উপায় করিয়াছিলেন।

সর্প তাঁহাকে আহার পূর্ব্বক কাতর হইয়া ভাবিল আমি কি আহার করিয়াছি, জীর্ণ হইতেছে না, উদরমধ্যে পাক দিতেছে। হাতেম্‌ও সর্পের উদরে স্থির ছিলেন না, চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইতে ছিলেন, একবার ঊর্দ্ধে যাইতে ছিলেন, একবার নিম্নে আসিতে ছিলেন, সর্প যখন দেখিল খাদ্য উদরে অত্যন্ত যাতনা দিতেছে

তখন কাতর হইয়া হাতেম্‌কে বহির্গত করিয়া দিল। হাতেম্‌ সর্পের উদর হইতে বাহিরে আসিলেন, সর্পও প্রান্তরের পথে চলিয়া গেল। হাতেম্‌ বালুকার মধ্যে পতিত হইলেন, পরে সূর্য্যের উত্তাপে তাঁহার বস্ত্র শুষ্ক হইলে গমন করিতে লাগিলেন।

বালুকার পরে একটি নদীর তীরে উপস্থিত হইয়া অঙ্গ হইতে বস্ত্রসকল মোচন পূর্ব্বক ধৌত করিলেন। একটি মৎস্য জল হইতে প্রকাশ হইল, তাহার ঊর্দ্ধের অর্দ্ধেক দেহ মৎস্যের ন্যায়, আর নাভি হইতে অপর অর্দ্ধেক মনুষ্যের ন্যায়; দেখিতে অত্যন্ত সুন্দর ছিল। হাতেম্‌ তাহা দেখিয়া পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ প্রদান পূর্ব্বক তাহার মুখ দেখিতে ছিলেন, ঐ মৎস্য নিকটে আগমন পূর্ব্বক তাঁহার হস্ত ধরিয়া তাঁহাকে আকর্ষণ করিল, হাতেম্‌ স্বীয় শক্তি প্রকাশে থাকিতে না পারিয়া জলমধ্যে গমন করিলেন, মৎস্য হাতেম্‌কে আপন বাটীতে লইয়া গেল, হাতেম্‌ একটি উত্তম স্থান দেখিলেন। মৎস্য হাতেম্‌কে উত্তম আসনে উপবেশন করাইয়া একত্র শয়ন করিতে ইচ্ছা করিল, হাতেম্‌ স্বীকার করিলেন না, সপ্তদিন দিবারাত্রি হাতেম্‌ মৎস্যের নিকটে রহিলেন, মৎস্য গমন করিতেও দিল না, হাতেম্‌ অত্যন্ত বিনয় পূর্ব্বক বলিলেন, আমি একটি কর্ম্মের জন্য আপন গৃহাদি পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছি, তুমি আমাকে এস্থানে রাখিতে ইচ্ছা করিতেছ, ইহাতে তোমার কর্ম্ম কখনই সম্পূর্ণ হইবে না। যে স্থান হইতে আমাকে আনিয়াছ, যদি সেই স্থানে আমাকে উপস্থিত করিয়া দাও তবে কিছুদিন তোমার নিকটে থাকিব। মৎস্য তাহা স্বীকার করিয়া প্রতিজ্ঞা করিল, তিন চারি দিন পরে তোমাকে সেই স্থানে উপস্থিত করিয়া দিব, হাতেম্‌ও তাহার কথায় সম্মত হইয়া

তিনদিন তিনরাত্রি তাহার নিকটে থাকিলেন। পরে হাতেম্ বলিলেন যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে তাহা রক্ষা কর, মৎস্য বলিল হে পরমেশ্বরের দাস! তোমার যাহা আবশ্যক হয় তাহা গ্রহণ কর, আর কিছুদিন অবস্থান করিলে না? হাতেম্ বলিলেন এক দিন থাকাও সুকঠিন।

তৎপরে মৎস্য হাতেমের হস্ত ধরিয়া যে স্থান হইতে আনিয়াছিল, তথায় উপস্থিত করিয়া দিল এবং বলিল হে যুবক! তুমি আমার নিকট হইতে চলিলে? হাতেম্ বলিলেন আবশ্যকীয় কর্ম্ম আছে। পরে মৎস্যের নিকট হইতে গমন পূর্ব্বক কোন এক স্থানে বসিয়া বস্ত্রসকল শুষ্ক করত চলিতে লাগিলেন। কয়েক দিন পরে এক পর্ব্বতে উপস্থিত হইলেন, তাহার উপরে হরিদ্বর্ণের সুদৃশ্য বৃক্ষ সকল শ্রেণীবদ্ধ হইয়াছিল, তথায় জল বহিতেছিল এবং শীতল বায়ু বহন হইতেছিল। হাতেম্ তথায় নিদ্রা গেলেন, সেই স্থান-বাসি এক ব্যক্তি আসিয়া দেখিল যে একজন যুবা নিদ্রা যাইতেছে, সে তাঁহার নিকটে উপবেশন করিল। ক্ষণৈক পরে তিনি জাগ্রত হইয়া দেখিলেন যে একজন মনুষ্য নিকটে বসিয়া রহিয়াছে, হাতেম্ তাহাকে নমস্কার করিলেন, সে ব্যক্তি প্রতিনমস্কার করিয়া জিজ্ঞাসা করিল কোথা হইতে আসিয়াছ? এবং কোথায় যাইবে? এ প্রান্তরে তোমার আগমনের কারণ কি? হাতেম্ বলিলেন, আমি দস্তহবেদা যাইব। সে মনুষ্য বলিল, কোথা হইতে তোমার এ ইচ্ছা হইল? তোমার কেহ কি বন্ধু নাই যে তোমাকে ইহা বারণ করে? হাতেম্ বলিলেন, আমার এই মনস্থ আছে, আমি কাহারো আদেশে কটিবন্ধন করি নাই, ঈশ্বরের পথে কটিবন্ধন করিয়া এ পথে আসিয়াছি। বরজখ্ বণিকের কন্যা হোসন্বানুর প্রতি রাজপুত্র-মুনীর্শামী আসক্ত

হইয়াছে, সে কন্যার সাতটি প্রশ্ন আছে, এই কারণে মুনীর্‌-শামী আপন গৃহাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক কান্দিতে কান্দিতে মন্দ অবস্থায় এমন্‌দেশে উপস্থিত হইয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিল। আমি তাহার বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহার যে কিছু বৃত্তান্ত তাহা আমাকে বিদিত করিলে আমি মনে করিলাম, এক্ষণে যদি ইহার কর্ম্ম না করি তবে অত্যন্ত লজ্জার বিষয়, এই জন্য কটিবন্ধন করিয়াছি। সে ব্যক্তি বলিল, তুমি হাতেম্‌, কেননা হাতেম্‌ ভিন্ন অন্য কেহ এমন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় না, হে হাতেম্‌! জগদীশ্বর কর্ত্তা আছেন, তোমার কর্ম্ম সিদ্ধ করিবেন, কিন্তু দস্ত-হবেদা হইতে কেহ জীবিত আইসে নাই, যে কেহ সেখানে যায় তাহার উদ্দেশ পাওয়া যায় না। এক্ষণে আমার কথা শুন, দস্ত-হবেদায় উপস্থিত হইলে, যখন তোমাকে তেলস্‌মাতে (আশ্চর্য্য-ময় স্থানে) লইয়া যাইবে, তখন বল প্রকাশ করিও না, তৎপরে অনেক সুন্দরীর মধ্য হইতে মুক্তকেশী পূর্ণিমার চন্দ্রের ন্যায় সুশ্রী এক প্রধানা সুন্দরী তোমার সমীপে আসিবে, উহাকে দে-খিবামাত্র তোমার মন তোমা হইতে যাইবে, কিন্তু তুমি স্বয়ং তথায় সাবধানে থাকিও, সে তোমার হস্ত ধারণ করিবামাত্র তুমি দস্তহবেদায় উপস্থিত হইবে। যদি তুমি আমার কথিতানুযায়ি কর্ম্ম না করিবে তবে যাবজ্জীবন লজ্জিত হইবে। এইরূপ কথো-পকথন হইতেছে, এমত সময়ে এক জন এক খানি খাঞ্চা হস্তে করিয়া আগমন পূর্ব্বক ভোজনের আসন পাতিত করিল এবং অন্ন ও দুই কটোরা ক্ষীর ও দুই কুজা জল সম্মুখে আনিল, সে খাদ্য এম্‌নি উত্তম ছিল যে হাতেম্‌ তাদৃশ খাদ্য কখন ভোজন করেন নাই। রাত্রিতে সেই খানে রহিলেন, পরদিন বিদায় লইয়া গমন করিলেন।

কয়েক দিন পরে একটি পুষ্করিণীর তীরে উপস্থিত হইলেন, সেই স্থানে একটি বৃক্ষ ছিল, তাহার উত্তম ছায়া আর ঐ পুষ্করিণী জলপূর্ণা ছিল, একটি দিগম্বরী সুন্দরী-রমণী জল হইতে বহির্গতা হইল, হাতেম্ তাহাকে দেখিলেন না, সেই স্ত্রী হাতেমের হস্ত ধরিয়া জলমগ্না হইল, হাতেম্ও জলমগ্ন হইয়া যাইতে ছিলেন, যখন পদ ভূমিতে সংলগ্ন হইল, তখন নেত্র উন্মীলন করিয়া দেখিলেন যে সেই স্ত্রীর সঙ্গে স্বয়ং এক বৃহৎ উদ্যানে আসিয়াছি, তদ্দর্শনে আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। সেই স্ত্রী হাতেমের হস্ত ত্যাগ করিয়া একদিকে চলিয়া গেল।

হাতেম্ ঐ উদ্যানের মধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে কিছুদূর গিয়াছিলেন, তাঁহার দুই পার্শ্বে সহস্র সহস্র সুন্দরী স্ত্রী উপস্থিত হইল, কেহ কেহ হাতেমের হস্ত ধরিয়া টানিতে লাগিল, কেহ কেহ হাতেমের প্রতি সঙ্কেত করিতে লাগিল। কিন্তু তিনি কাহারো প্রতি অনুগ্রহ করিলেন না, সেই বৃদ্ধ ব্যক্তির উপদেশ তাঁহার মনে স্মরণ ছিল, মনোমধ্যে বলিলেন এসকল তেলেস্মাত। হাতেম্কে ধৃত করিয়া বাটীর মধ্যে লইয়া গেলে তিনি নিকটে দেখিলেন, সকল বাটীই রত্ননির্ম্মিত, তথায় অনেক চিত্রমূর্ত্তি ছিল। পরে হাতেম্ বাটীর মধ্য সিংহাসনের নিকটে গমন পূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইয়া তাহা দেখিলেন এবং মনে মনে ভাবিলেন, যখন এস্থানে আসিয়াছি তখন একবার সিংহাসনে বসি। পরে হাতেম্ যেমন সিংহাসনের উপর চরণ রাখিলেন, তৎক্ষণাৎ ঝনাৎকরে এক শব্দ হইল। হাতেম্ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া সিংহাসন হইতে অবরোহণ পূর্ব্বক বিবেচনা করিলেন সিংহাসন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, সিংহাসনের উপরে ও নীচে দেখিতে লাগিলেন। পরে দেখিলেন যে উত্তম আছে, পুনর্ব্বার সিংহাসনের উপর চরণ রাখিয়া বসি-

লেন, বসিবামাত্র পুনর্ব্বার সেই শব্দ আসিল, আর যে সকল প্রতিমূর্ত্তি ভিত্তিতে ছিল তাহারা তাঁহার দিকে আসিতে ইচ্ছা করিল। হাতেম্ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া ভাবিলেন, এখনি এ চিত্রমূর্ত্তি সকল ভিত্তির উপরে ছিল, কিপ্রকারে ইহারা চক্ষুর ইঙ্গিত করিয়া আসিতেছে! একটি পরমসুন্দরী স্ত্রী সমস্তদিন লুকাইয়া ছিল, পরে বস্ত্রদ্বারা মুখাচ্ছাদন পূর্ব্বক সিংহাসনের নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল, হাতেম্ ব্যাকুল হইয়া তাহার মুখাবরণ মুক্ত করিবার ইচ্ছা করায় সেই বৃদ্ধ মনুষ্যের উপদেশ স্মরণ হইল, মনোমধ্যে বলিলেন, যে পর্য্যন্ত এই পরম সুন্দরীর হস্তধারণ না করিব, সেই পর্য্যন্ত তেলেস্মাতের বাহিরে যাইতে পারিব না, যদি হস্ত না ধরি তবে প্রলয়কাল পর্য্যন্ত এস্থানে দাঁড়াইয়া থাকিতে হইবে। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত তেলেস্মাতের কৌতুক দর্শন করিয়া পরিতৃপ্ত হই নাই। তিনি তিন দিন কাল সেই সিংহাসনে বসিয়া রহিলেন, যখন রাত্রি হইত তখন প্রদীপ সকল স্বয়ং জ্বলিয়া উঠিত, গীত বাদ্যের শব্দ প্রকাশ হইত এবং ভিত্তিস্থ চিত্রমূর্ত্তি সকল আসিয়া নৃত্য করিত, আর সিংহাসনের সম্মুখে দাঁড়াইয়া হাতেমের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ পূর্ব্বক হাসিত, অপর হাতেমের ভোজন জন্য নানাপ্রকার ফলসকল আনিত, হাতেম্ ভোজন করিতেন, কিন্তু উদর পূর্ণ হইত না, মনোমধ্যে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া ভাবিতেন, যদিও আমি এত ভোজন করিতেছি কিন্তু তৃপ্তি হইতেছে না, ইহার কারণ কি? এপ্রকারে তিন দিন গত হইল, চতুর্থ দিনের মধ্যে বলিলেন হে হাতেম্! যদি তুমি একশত বৎসর ইহাদের কৌতুক দেখ তথাপি তৃপ্তি হইবে না। সেই দুঃখি মুনীর্শামীকে যে তুমি আশ্বাস দানে অপেক্ষাকৃত করিয়া আসিয়াছ, ঈশ্বরকে কি বলিয়া প্রত্যুত্তর দিবে? তৎপরে তিনি ঐ পরম সুন্দরীর হস্ত ধরিলেন, হস্ত ধরিবামাত্র

দ্বিতীয়া এক পরমসুন্দরী সিংহাসনের নীচে হইতে বাহির হইয়া হাতেম্‌কে এমন এক পদাঘাত করিল যে তিনি সিংহাসনের নিম্নে পতিত হইয়া দেখিলেন, সে উদ্যান নাই, সে পরম সুন্দরীও নাই, কেবল এক বৃহৎ প্রান্তর দেখিতে পাইলেন, বুঝিলেন এই দস্তহ-বেদা, এক্ষণে সেই ব্যক্তির তত্ত্ব করা উচিত। পরে সেই প্রান্তরে ভ্রমণ করিতে করিতে হাতেমের কর্ণে এই শব্দ প্রবেশ করিল, যে "একবার দেখিয়াছি, দ্বিতীয়বার বাঞ্ছা আছে"। তিনি ঐ শব্দের প্রতি কর্ণ অর্পণ করিয়া থাকিলেন, তিনবার ঐ শব্দ আসিল, তৎ-পরে আর কিছুই শুনিতে না পাইয়া হাতেম্ সেই দিকে গমন করি-লেন। সপ্ত দিন দিবারাত্রি সেই শব্দ শ্রবণ করিতে করিতে চলি-লেন, কোন ব্যক্তিকে দেখিতে না পাইয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। অষ্টম দিনে শব্দানুসারে দ্রুত গমনে দেখিলেন, এক জন বৃদ্ধ মনুষ্য বসিয়া আছে। হাতেম্ সেই প্রচীন মনুষ্যের সম্মুখে আসিয়া নম-স্কার করিলেন, বৃদ্ধ মনুষ্যও প্রতি-নমস্কার করিল এবং জিজ্ঞাসা করিল কোথা হইতে আসিয়াছ? হাতেম্ বলিলেন, একটি কর্ম্ম আছে, তুমি কি দেখিয়াছ যে দ্বিতীয়বার বাঞ্ছা আছে? বৃদ্ধ বলিল, উপবেশন কর, বলিব, পরে হাতেম্ বসিলেন, শূন্য হইতে এক কুজা জল ও দুই খানি রোটিকা বৃদ্ধের সম্মুখে আসিল, বৃদ্ধ একখানি রোটিকা ও এক কুজা জল হাতেমের সম্মুখে রাখিল এবং আপন সম্মুখে একটি রাখিয়া দুই জনে ভোজন করিলেন।

ভোজনান্তে হাতেম্ জিজ্ঞাসা করিলেন, হে বিজ্ঞ! বল এ কি শব্দ? বৃদ্ধ মনুষ্য বলিল এক দিন আমি একটি পুষ্করিণীর তীরে উপস্থিত হইয়াছিলাম, একটি দিগ্বসনা নারী জল হইতে বাহিরে আসিয়া আমার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক জলের ভিতরে গেল। যখন আমি চক্ষুরুন্মীলন করিলাম, তখন আশ্চর্য্যময় এক উদ্যানে পরম

সুন্দরীদিগকে দেখিলাম, দুই পার্শ্ব হইতে তাহারা ইঙ্গিত করিতে করিতে আসিয়া আপন আপন দিকে আমাকে টানিতে লাগিল, আর সিংহাসনের নিকটে লইয়া গেল। আমি সিংহাসনের উপরে বসিয়া কেতুক দেখিতে লাগিলাম, একটি পরম সুন্দরী বস্ত্রে মুখাচ্ছাদন পূর্ব্বক আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, তাহাকে দর্শনমাত্র আমার চিত্ত আমা হইতে গেল, ব্যাকুল হইয়া তাহার মুখাচ্ছাদিত বস্ত্র খুলিয়া ফেলিলাম, সে আশ্চর্য্য চক্ষুর ইঙ্গিত করিলে ব্যাকুল হইয়া তাহার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক তাহাকে সিংহাসনের উপরে লইতে ইচ্ছা করিলাম, সিংহাসনের নীচে হইতে দ্বিতীয়া আর একটি স্ত্রী বাহিরে আসিয়া যেমন আমাকে এক পদাঘাত করিল, অমনি এই প্রান্তরে পতিত হইলাম। সেই পরম সুন্দরীকে বিস্মৃত হইতে পারিলাম না, বৃদ্ধ এই বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে "হায়!" এই শব্দ করিয়া বলিতে লাগিল, একবার দেখিয়াছি, দ্বিতীয়বার দেখা সুকঠিন।

হাতেম্ বলিলেন আমার সঙ্গে আইস, আমি তোমাকে দেখাইব, বৃদ্ধ তাঁহার সঙ্গে গমন করিল। কয়েক দিন পরে সেই পুষ্করিণীর ধারে তরুতলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, হাতেম্ বলিলেন, হে বিজ্ঞ! যদি তুমি সেই সুন্দরীকে চিরকাল দেখিতে চাও তবে হস্ত ধরিও না, তাহার মুখাবরণ মুক্ত করিয়া দেখিও। যদি তুমি হস্ত ধরিবে তবে এস্থান হইতে পুনর্ব্বার তোমার সেই স্থানে যাওয়া সুকঠিন হইবে। আর আমি এক সন্ন্যাসীর অনুগ্রহে এই পুষ্করিণীর ধারে আসিয়াছি, এক্ষণে তোমাকে পুষ্করিণীর ধারে আনিলাম, পরে সেই দিগম্বরী স্ত্রী পুনর্ব্বার প্রকাশ হইয়া ঐ বৃদ্ধের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক জলমধ্যে লইয়া গেল।

হাতেম্ সেস্থান হইতে শাহআবাদের প্রতি গমন করিলেন। কয়েক দিন পরে পূর্ব্ব উপদেশ-দাতা-সন্ন্যাসীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া সন্ন্যাসীর নিকট হইতে বিদায় হইলেন। তৎপরে সেই মৎস্যের বাটীতে উপস্থিত হইয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ পূর্ব্বক বিদায় গ্রহণে ভল্লূকদিগের প্রান্তরে আসিলেন এবং ভল্লূক-কন্যার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া একমাস তথায় রহিলেন। তদনন্তর শৃগালদিগের বাসস্থানে প্রত্যাগত হইয়া তাহাদের নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক শাহআবাদে উপস্থিত হইলেন। নগরীয় লোকেরা তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া পান্থশালায় লইয়া গেল, রাজপুত্র-মুনীর্শামী তাঁহার পদতলে পতিত হইলেন, হাতেম্ তাঁহাকে ক্রোড়ে লইলেন। তৎপরে হোসন্বানুর লোকেরা আসিয়া তাঁহাকে লইয়া যাওয়ায় হাতেম্ বলিলেন দস্তহবেদায় একজন বৃদ্ধ ছিল, সে তেলেস্মাত দর্শনে ক্ষিপ্ত হইয়া প্রান্তরে পড়িয়া বলিত "একবার দেখিয়াছি, দ্বিতীয়বার বাঞ্ছা আছে"। পরে তিনি তেলেস্মাতের বৃত্তান্ত সমস্ত সকলের নিকট বর্ণন করিলেন এবং সেই বৃদ্ধ মনুষ্যকে তেলেস্মাতে উপস্থিত করিয়া দেওয়ার কথা বলিয়া কহিলেন, এক্ষণে সেই শব্দ কেহ আর শুনিতে পায় না, যেহেতু সেই বৃদ্ধকে তেলেস্মাতে উপস্থিত করিয়া দিয়া আসিয়াছি। হোসন্বানু তাঁহার প্রশংসা করিয়া ধাত্রীকে বলিলেন যথার্থ বলিতেছে, এই কথা সত্য, পরে অন্ন আনিয়া হাতেম্কে ভোজন করাইলেন, ভোজনের পরে হাতেম্ বলিলেন, ঈশ্বর এক প্রশ্ন সুসিদ্ধ করিয়াছেন, সম্প্রতি দ্বিতীয় প্রশ্ন বল, অনুসন্ধানার্থ কটিবন্ধন করি। হোসন্বানু বলিলেন কিছুদিন বিশ্রাম কর, শারীরিক শ্রম দূর হউক। হোসন্বানু রাজপুত্র-মুনীর্শামীর রূপ দর্শনে আসক্তা হইয়াছিলেন,

কিন্তু লজ্জায় প্রতিজ্ঞার বশবর্ত্তিনী হেতু প্রশ্ন প্রকাশ করা ভিন্ন অন্য উপায় ছিল না।

তৎপরে হাতেম্ রাজপুত্র-মুনীর্‌শামীকে হোসন্‌বানুর বাটীতে রাখিয়া বিদায় গ্রহণ কালে বলিলেন, এক্ষণে তোমার দ্বিতীয় প্রশ্ন কি? হোসন্‌বানু বলিলেন শুনিয়াছি, এক ব্যক্তি আপন দ্বারের উপরে লিখিয়াছে,“ সৎকর্ম্ম কর এবং নদীতে ফেল”। সে ব্যক্তি কোথা আছে এবং সে কি উত্তম কর্ম্ম করিল আর নদীতে ফেলিল? তাহার অনুসন্ধান করিয়া আমাকে বল। হাতেম্ রাজ-পুত্র-মুনীর্‌শামীকে আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক হোসন্‌বানুর নিকট হইতে বিদায় হইলেন।

দ্বিতীয় প্রশ্ন পূরণার্থ হাতেমের গমন ও আশ্চর্য্য দর্শন এবং কষ্টভোগ পূর্ব্বক মনোভিলাষ পূর্ণ করিয়া শাহআবাদে প্রত্যাগমন।

হাতেম্ হোসন্‌বানুর নিকট বিদায় লইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, যে তাহা কোন্ দিকে আছে? তিনি বলিলেন, আমি কি জানি? ধাত্রীর নিকট শুনিয়াছি, “ময়ায়নদেশের” উত্তর দিকে আছে, কিন্তু ময়ায়নদেশ কোন্ দিকে আছে তাহা জ্ঞানি না। হাতেম্ শাহআবাদ হইতে বহির্গত হইয়া উত্তর দিকে গমন করিলেন। কিছুদিন পরে এক প্রান্তরে উপস্থিত হইয়া সন্ধ্যার সময়ে এক নদীর তীরে তরুতলে উপবেশন পূর্ব্বক চতুর্দ্দিক্ দেখিতেছিলেন, হঠাৎ এক শোকপূর্ণ শব্দ কর্ণে প্রবেশ করায় হাতেমের মন দুঃখিত হইলে, মনে মনে বলিলেন যে হে হাতেম্! কে দুঃখে আবদ্ধ হইয়া এরূপ শোকযুক্ত শব্দ করিতেছে? তুমি তাহার তত্ত্ব লইতেছ না?

পরে তিনি উঠিয়া যে দিক্ হইতে শব্দ আসিতেছিল, সেই দিকে গমন করিলেন। সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, এক জন যুবা বসিয়া আছে, তাহার চক্ষু রক্তবর্ণ, গণ্ডদেশ ব্যাপিয়া জল পড়িতছে, আর শোকসূচক "হায়!" এই শব্দ করিয়া কবিতা পাঠ করিতেছে।

কোথা যাই কাকে বলি ক্রন্দন কারণ।
সম্মুখে হয়েছে মম বিপদ পতন॥

হাতেম্ বলিলেন হে বন্ধো! তোমার উপরে এমন কি দুঃখ পড়িয়াছে যে তুমি হায় এবং চীৎকার করিতেছ? সে যুবা হাতেম্‌কে দেখিয়া বলিল হে ভাই! কি বলিব! বলিবার নহে! শ্রবণ করিলে দুঃখ বৃদ্ধি হইবে। হাতেম্ বলিলেন, আমি ত একবার জ্ঞাত হই, এমন কি সুকঠিন? যুবা বলিল, আমি বণিক্ পুরুষ, এস্থান হইতে চারি ক্রোশ দূরে "সুরি" নামে এক প্রধান নগর আছে, সেই নগরে "হারিস্" নামে এক সওদাগর আছেন, তাঁহার একটি কন্যা আছে, সে এমনি পরম সুন্দরী যে তাহার ন্যায় অন্য আর কেহই নাই। আমি বাণিজ্য-দ্রব্যসহ একদিন সেই নগরে যাইয়া হারিসের বাটীর প্রান্তে উপস্থিত হইয়াছিলাম এবং হারিসের কন্যা গবাক্ষে বসিয়া কৌতুক দেখিতেছিল; দৈবাৎ তাহার প্রতি আমার দৃষ্টি পড়িল, তাহাকে দেখিবামাত্র আমার মন আমা হইতে গেল এবং বুদ্ধিও মস্তক হইতে গেল। প্রেম-পাশে আবদ্ধ হইয়া সেই নগরের মনুষ্যদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম, এ কে? তাহারা বলিল এ হারিস্ বণিকের কন্যা। পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলাম, ইহার স্বামী আছে কি না? তাহারা বলিল, এ অবিবাহিতা, ইহার পিতা তিন প্রশ্ন রাখেন, যে ব্যক্তি তাহার উত্তর দিবে তাহাকে তিনি কন্যা দিবেন। আমি ব্যাকুল হইয়া হারিসের

দ্বারে আগমন পূর্ব্বক তাঁহাকে সংবাদ প্রেরণ করিলাম, হারিস্ বলিলেন, এবিষয়ে আমার ক্ষমতা নাই, কন্যা নিজ বিবাহের স্বয়ং কর্ত্রী, সে তিন প্রশ্ন রাখে; যে ব্যক্তি তাহার প্রত্যুত্তর দিবে তাহাকেই সে গ্রহণ করিবে। আমি সেস্থান হইতে কন্যার দ্বারে আসিয়া সংবাদ পাঠাইলাম, হারিসের কন্যা আমাকে অন্তঃপুরে ডাকাইয়া এক উত্তম স্থানে বসাইল এবং বলিয়া পাঠাইল, যদি তুমি প্রতিজ্ঞায় দৃঢ় হও তবে আমি তোমাকে বলিতেছি, আমি বলিলাম, যাহা আদেশ করিবে তাহা স্বীকার করিব। কন্যা বলিল তিনটি প্রশ্ন আছে, যদি তুমি পূরণ করিতে পার তবে আমি তোমার হইব, আর যদি পূরণ করিতে না পার তবে তোমার যেসকল দ্রব্যাদি আছে তাহা আমার হইবে। আমার অত্যন্ত আসক্তি হইয়াছিল, প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিলাম, আদেশ কর, কন্যা বলিল প্রথম এই "এই নগরের নিকটে একটি গর্ত্ত আছে, কোন ব্যক্তি সেই গর্ত্তে যাইতে পারে না, আমি জানি না গর্ত্তের শেষে কি আছে, তাহার সংবাদ আন"। দ্বিতীয় এই শুক্রবারের রাত্রিতে প্রান্তর হইতে এক শব্দ আইসে যে, "এমন আমি করি নাই যাহা অদ্য রাত্রিতে আমার কর্ম্মে আসিত"। তৃতীয় এই "মাহ্-পরীর হস্তের গুটিকা আমাকে আনিয়া দাও"। আমি যখন তাহার নিকটে এরূপ কথা শুনিলাম তখন পলাইবার চেষ্টা করিলাম। আমার যে সমস্ত ধন ও দ্রব্য ছিল সে তাহা কাড়িয়া লইয়া আমাকে নগর হইতে বহির্গত করিয়া দেওয়ায় এই প্রান্তরে উপস্থিত হইলাম। একে আমার ধন গেল, দ্বিতীয় প্রেম-শর হৃদয়ে বিদ্ধ হইল, আপন গৃহেও যাইতে পারিলাম না, এস্থানে পতিত হইয়া রহিলাম। হাতেম্ বলিলেন মনঃস্থির কর, সেই নগরে চল, তোমার প্রিয়াকে তোমাকে দিব এবং তোমার ধনও তোমার হস্তে আসিবে।

যুবা বলিল ধনে আমার আবশ্যক নাই, প্রিয়া হস্তগত হইলেই সন্তোষী হই। তৎপরে হাতেম্ সেই যুবার হস্ত ধরিয়া সেই নগরে উপস্থিত হইলেন এবং পান্থশালায় আগমন পূর্ব্বক যুবাকে পান্থশালায় রাখিয়া স্বয়ং হারিসের কন্যার দ্বারে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, বিবাহের জন্য আসিয়াছি। মনুষ্যেরা সংবাদ দিল, যে এক ব্যক্তি যুবা তোমাকে বিবাহ করিতে আসিয়াছে। কন্যা যবনিকা নিঃক্ষেপ করিয়া হাতেম্কে অন্তঃপুর মধ্যে আহ্বান পূর্ব্বক তিন প্রশ্ন প্রকাশ করিল। হাতেম্ বলিলেন যদি তোমার পিতা ইহা স্বীকার করেন তবে আমি প্রশ্ন পূরণ করি; যখন তোমার প্রশ্ন পূরণ করিব, তখন আমার যাহাকে ইচ্ছা তোমাকে তাহাকে দিব, আমি তাহার কর্ত্তা। কন্যা বলিল যখন আমি তোমার হইব, তখন তোমার যাহা বিবেচনা তাহা করিবে। হাতেম্ বলিলেন তোমার পিতাকে আহ্বান কর, কন্যা আপন পিতাকে ডাকাইল। হাতেম্ হারিস্কে প্রতিজ্ঞা করাইলেন। কন্যা বলিল, যদি এই প্রশ্নের মধ্যে একটি প্রশ্নও তোমার দ্বারা পূরণ না হয় তবে আমি কি করিব? হাতেম্ বলিলেন আমার অর্থ নাই, কিন্তু আমার মস্তক উপস্থিত আছে। কন্যা স্বীকার করিল, তৎপরে হাতেম্ বলিলেন প্রশ্ন বল, কন্যা বলিল এই নগরের সন্নিকটে এক গর্ত্ত আছে, তাহা সমস্ত মনুষ্যেই জানে, তাহার মধ্যে কি আছে? তাহার সংবাদ আনয়ন কর।

হাতেম্ বিদায় হইলেন এবং কন্যার ভৃত্যদিগকে সঙ্গে লইয়া নগরের বাহিরে আসিলেন। তিন ক্রোশ দূরে সেই গর্ত্ত ছিল, ভৃত্যেরা তথায় হাতেম্কে আনিয়া গর্ত্ত দেখাইয়া দিল, হাতেম্ জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা নগরে যাইবে কি এস্থানে থাকিবে? তাহারা বলিল, যেপর্য্যন্ত তুমি না আসিবে, সে পর্য্যন্ত আমরা

কোন স্থানে যাইব না। যেহেতু আমাদিগকে এজন্যই এস্থানে পাঠাইয়াছেন, আমাদের মধ্যস্থ এক জন নগর মধ্যে যাইবে, প্রতিদিন আহার আনিবে।

হাতেম্ স্বয়ং গর্ত্তে প্রবেশ করিলেন এবং অদৃশ্য হইলেন, সমস্ত দিন গমন করিতেন, রাত্রিতে কোন এক স্থানে থাকিয়া পুনর্ব্বার যাইতেন। এই-প্রকারে কয়েক দিন গত হইলে আলোক প্রকাশ হইল। হাতেম্ জানিলেন যে গর্ত্ত শেষ হইল, এক্ষণে প্রতিগমন করি, পুনর্ব্বার ভাবিলেন যদি বাহিরের লোক ইহার বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করে তবে কি প্রত্যুত্তর দিব? মনোমধ্যে এরূপ চিন্তা করিয়া তাহার শেষে গমন-পূর্ব্বক একটি বৃহৎ প্রান্তর দেখিলেন, তথায় জল বহিতে ছিল, হাতেম্ দুই সের বাদামের শস্য এবং এক কুজা জল আপন সঙ্গে রাখিতেন, প্রতিদিন দুই তিনটি বাদাম ভক্ষণ পূর্ব্বক ঈশ্বরকে স্তুতি করিয়া গমন করিতেন। ঐ জল শেষ হইয়া গিয়াছিল, গর্ত্তের বাহিরে অন্য জল পান করিতেন। কয়েক দিন পরে একটি প্রকাণ্ড প্রান্তর দৃষ্টিগোচর হইল, তাহার সীমার নিরূপণ নাই, হাতেম্ তাহার চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি করিয়া একটি গ্রাম দেখিতে পাইলেন। পরে তন্মধ্যে গমন করিয়া দেখিলেন, তথায় বসতি নাই, অগ্রে যাইয়া দৈত্যদিগকে দেখিতে পাইলেন, দৈত্যেরা হাতেম্কে দর্শনে ধাবমান হইয়া তাঁহাকে ধরিল এবং ইচ্ছা করিল যে তাঁহাকে খণ্ড খণ্ড করে। দৈত্যদিগের মধ্যস্থ এক জন বলিল ইহার মাংস উত্তম, যদি তোমরা ইহাকে ভক্ষণ কর, আর এসংবাদ কেহ রাজাকে বলে তবে তিনি সকলকেই ছেদন করিবেন, ইহাকে তোমরা কোন ক্লেশ দিও না, রাজারও এমন আদেশ নাই। দৈত্যেরা বলিল, এমন ব্যক্তি কে আছে যে রাজাকে সংবাদ দিবে? সে বলিল আমাদের মধ্যেই অনেক শত্রু

আছে, ইহাকে ছাড়িয়া দাও, দৈত্যেরা হাতেম্‌কে ত্যাগ করিয়া আপন গ্রামে গেল।

হাতেম্ তথা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া চলিলেন, আর একটি গ্রাম দৃষ্টিগোচর হইল, হাতেম্ মনোমধ্যে বলিলেন, বোধ করি এস্থানে বসতি থাকিতে পারে। পুনর্ব্বার অন্য দৈত্যেরা আসিয়া তাঁহাকে ধরিল এবং ইচ্ছা করিল যে হাতেম্‌কে ভক্ষণ করে, তন্মধ্যস্থ এক জন নিষেধ করিয়া বলিল, এ কর্ম্ম যে করিতেছ, ইহাতে আমাদের মঙ্গল নাই, বরঞ্চ এমন কর যাহাতে এ মনুষ্য রাজ-নিকটে উপস্থিত হয়। রাজ-কন্যা পীড়িতা আছেন, রাজা উদর-বেদনায় অত্যন্ত কাতর আছেন, কোনরূপে অরোগী হইতেছেন না, অনেক মনুষ্যকে ঔষধ করাইবার নিমিত্ত আনাইলেন কিন্তু অরোগী হইলেন না, তাহারা কারাবদ্ধ আছে, আর রাজা বলেন আমার ঔষধ মনুষ্যেই করিবে, ইহাতে যখন রাজা শুনিবেন যে অমুক গ্রামে মনুষ্য আসিয়াছিল, তাহাকে তোমরা ভক্ষণ করিয়াছ, তখন তোমাদের স্ত্রীপুত্র তাবৎ পরিবারকে ছেদন করিয়া ফেলিবেন। যদি এ মনুষ্য দ্বারা রাজার ঔষধ হয় তবে ইহা অপেক্ষা কি উত্তম আছে? নতুবা এ ব্যক্তিও তাহাদের ন্যায় কারাবদ্ধ হইবে। রাক্ষসেরা বলিল, অনেক লোককে আমরা ধরিয়া লইয়া গিয়াছি, কিন্তু রাজার ঔষধ হইল না, আমাদিগকে তিরস্কার করিয়াছেন। আমাদের কি আবশ্যক? যখন রাজার দেশে আসিয়াছে তখন কোথায় যাইবে? বরঞ্চ এ মনুষ্যকে যত্নে রাখিতে হইবে, কেহ ক্লেশ না দেয়। হাতেম্ যখন এ সকল কথা শুনিলেন, মনোমধ্যে বলিলেন, ইহাদের রাজার এমন কি পীড়া হইয়াছে? দেখা উচিত, আর তাঁহার কন্যারও পীড়া আছে, এরূপ বলিয়া শীঘ্র গমন করিতে

লাগিলেন। পরে আর একটি গ্রাম দৃষ্টিগোচর হইল, সেই গ্রামের দৈত্যেরা তাঁহাকে আপনাদিগের কর্ত্তার নিকটে লইয়া গেল, তাহার স্ত্রীর চক্ষুর পীড়া ছিল, চক্ষু বেদনা করিত এবং জল পড়িত। দৈত্যকর্ত্তা সেই চিন্তায় নতশিরে বসিয়াছিল, এমন সময় তাহারা হাতেম্‌কে তথায় লইয়াগেল, সে বলিল, আপন বাপকে কেন আনিয়াছ? ইহাকে ছাড়িয়া দাও, যথায় ইচ্ছা তথায় যাউক। হাতেম্ যখন দেখিলেন, সে দৈত্য চিন্তিত আছে, তখন দুঃখিত হইয়া মনোমধ্যে বিবেচনা করিলেন, ইহার চিন্তার কারণ জিজ্ঞাসা করা উচিত। পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে দৈত্য! তোমার এমন কি শোক হইয়াছে, যে ভাবিত হইয়া বসিয়া আছ? দৈত্য বলিল হে মনুষ্য! আমার স্ত্রীর চক্ষুর পীড়া হইয়াছে, আরোগ্য হইতেছে না। হাতেম্ বলিলেন, যদি আমাকে দেখাইতে পার তবে আমি তাঁহার চক্ষুর ঔষধ করি। দৈত্য গাত্রোত্থান পূর্ব্বক হাতেমের হস্ত ধারণ করিয়া অন্তঃপুর মধ্যে লইয়া গেল। হাতেম্ দেখিলেন, পরিষ্কাররূপে সুসজ্জিত এবং রাজাদিগের যোগ্য শয্যা সকল পাতিত রহিয়াছে, তাহার উপরে বালিশ রাখিয়া দৈত্যস্ত্রী বসিয়া আছে। হাতেম্ তাঁহার স্ত্রীর সমক্ষে তাঁহাকে বলিলেন, যদি তুমি প্রতিজ্ঞা কর যে, আমাকে আপনাদের রাজার নিকটে লইয়া যাইবে তবে আমি ঔষধ করি। দৈত্য, সোলেমান্-পয়গম্বরের শপথ করিয়া বলিল, ইহা অপেক্ষা উত্তম কি? তোমাকে রাজার নিকটে লইয়া গেলে আর তুমি তাঁহার ঔষধ করিলে আমাদের সম্মান আছে। ভল্লূক-কন্যা যে গুটিকা হাতেম্‌কে দিয়াছিল এবং বলিয়াছিল ইহাকে তুমি রাখ, ইহা আমার চিহ্ন, ইহার অনেক গুণ। হাতেম্ সেই গুটিকা বহির্গত করিয়া জলে ঘর্ষণ পূর্ব্বক তাহার চক্ষুতে দিলেন, দিবামাত্রই ব্যথা গেল এবং

তাহার স্ফীততা ও চক্ষুর জল পতিত হওয়া নিবারণ হইল। দৈত্য-কর্ত্তা যখন দেখিল যে, আপন স্ত্রী উত্তমরূপে অরোগিণী হইয়াছে তখন হাতেম্‌কে সম্মানের সহিত স্বীয় ভবনে রাখিয়া ভোজন করাইল এবং বহুপ্রকারে সেবা করিল।

কয়েক দিবস পরে আপনার সঙ্গে তাঁহাকে রাজার নিকটে লইয়া গেল। রাজার নাম "ফরোকাশ্" ছিল, দৈত্য-কর্ত্তা সাক্ষাৎকারে সম্মানিত হইল এবং রীতি পূর্ব্বক প্রণাম করিয়া নিবেদন করিল, এক ব্যক্তি মনুষ্যজাতি হস্তগত হইয়াছে, সে অত্যন্ত চিকিৎসক, সংসার মধ্যে বুদ্ধিমান, আমার স্ত্রী চক্ষুর পীড়ায় অতিশয় কাতরা ছিল, সে ব্যক্তি এক দিবসে তাহাকে অরোগিণী করিয়াছে। ফরোকাশ্ এই সুসংবাদ শ্রবণে সন্তুষ্ট হইয়া বলিল, সে ব্যক্তি কোথায়? তাহাকে শীঘ্র আনয়ন কর। দৈত্যকর্ত্তা হাতেম্‌কে রাজার নিকটে লইয়া গেল, রাজা হাতেম্‌কে সম্মান করিয়া আপন নিকটে বসাইয়া বলিল, বহু দিবস হইতে আমার উদরের পীড়া আছে, আমাদিগের জাতি মধ্যে কেহ তাহার ঔষধ করিতে পারে নাই, পরিশেষে মনুষ্যদিগের দ্বারাও চিকিৎসা করাইয়াছি, তাহাদিগের দ্বারাও কিছু হয় নাই। হাতেম্ বলিলেন হে রাজন্! যখন তুমি ভোজন করিতে উপবেশন কর, তখন কত ভৃত্য উপস্থিত থাকে? সে বলিল সমস্ত সেবকই থাকে। হাতেম্ বলিলেন অদ্য আমিও তোমার ভোজন কালে উপস্থিত থাকিব; সে বলিল ইহা অপেক্ষা উত্তম কি? যখন ভোজন কাল উপস্থিত হইল, তখন ভৃত্যগণ পরিষ্কার বস্ত্র পাতিত করিয়া খাদ্য দ্রব্য সমস্ত তাহার উপরে রাখিল। হাতেম্ কহিলেন. হে রাজন্! কিঞ্চিৎ বিলম্ব কর, এই বলিয়া এক খানি ভোজন পাত্রের আবরণ উঠাইলেন, ঐ খাদ্যের প্রতি দৈত্যদিগের দৃষ্টি পড়িলে

পুনর্ব্বার আবৃত করিয়া রাখিলেন, দুই তিন দণ্ডের পরে বলিলেন, এক্ষণে এ পাত্রের আবরণ মুক্ত কর, যখন আবরণ মুক্ত করিল, তখন পাত্র কৃমিতে পরিপূর্ণ ছিল, খাদ্যের চিহ্নও ছিল না। ফরোকাশ্ তদ্দর্শনে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিল হে বিজ্ঞ! এ কি আশ্চর্য্য! সমুদয় পাত্র যে কৃমিপূর্ণ হইয়াছে! হাতেম্ বলিলেন হে রাজন্! মন্দ দৃষ্টির কারণে এরূপ হইয়াছে এবং তোমার পীড়ারও ঐ কারণ, অতএব যৎকালে তুমি ভোজন কর, সেই সময় অন্য কেহ না থাকে, যদি কেহ থাকে তাহাকে অগ্রে ভোজন করাইবে। ফরোকাশ্ বলিল ইহা যথার্থ বলিয়াছ, সেই দিবস হইতে ফরোকাশ্ গোপনে ভোজন করাতে তাহার উদরের ব্যথা দূর হইল। দুই তিন দিন পরে যখন উত্তমরূপে অরোগী হইল, তখন হাতেম্‌কে আলিঙ্গন করিয়া আপনার নিকটে সিংহাসনের উপর বসাইল। হাতেম্ বলিলেন, এক্ষণে তুমি অরোগী হইলে, আমার স্বজাতীয় মনুষ্যগণ যে কারাবদ্ধ আছে, তাহাদিগকে মুক্ত কর, তাহারা স্বদেশে গমন করুক, ফরোকাশ্ বলিল উত্তম। পরে সমস্ত মনুষ্যকে আপন নিকটে ডাকাইয়া পারিতোষিক দিল এবং খাদ্যদ্রব্য ও ফল তাহাদের সম্মুখে রাখাইল, পরে তাহাদিগকে ভোজন করাইয়া পাথেয় দানে বিদায় করিয়া হাতেমের প্রতি বলিল, আমার এক নিবেদন আছে, অনেক দিন হইতে আমার কন্যার চক্ষুঃপীড়া হইয়াছে, যদি তুমি তাহাকে একবার দেখ তবে অনেক অনুগ্রহ করা হয়। হাতেম্ বলিলেন উত্তম, ফরোকাশ্ হস্ত ধরিয়া হাতেম্‌কে অন্তঃপুর মধ্যে লইয়া গেল; হাতেম্ ঐ কন্যার দেহ হরিদ্রাবর্ণ ও নীলবর্ণ হইয়াছে দেখিয়া বলিলেন, কিঞ্চিৎ শর্করা ও জল আনয়ন কর। পরে যখন তাহা আনিল, তখন হাতেম্ সরবৎ করিয়া যে গুটিকা নিকটে ছিল,

সেই গুটিকাকে কিঞ্চিৎ ঘর্ষণ পূর্ব্বক তাহার সহিত মিশ্রিত করিয়া কন্যাকে পান করাইয়া দিলেন; কিঞ্চিৎ পরে সমস্ত দিন পর্য্যন্ত বিরেক (ভেদ) হইতে লাগিল, রাত্রিকালে বমন হইলে ফরো-কাশ্ কহিল হে যুবা! এ কি অবস্থা! হাতেম্ বলিলেন নিশ্চিন্ত থাক, যদি ইহার বমন না হইত তবে ভয় ছিল। তিন দিন পর্য্যন্ত অন্য আহার না করাইয়া কেবল শর্করোদক পান করাইলেন, চতুর্থ দিনে কিঞ্চিৎ আহার দিলেন, একাদশ দিন মধ্যে উত্তমরূপে রোগ আরোগ্য হওয়ায় তাহার বর্ণ ও মুখ উত্তম হইল। হাতেম্ বলি-লেন, এক্ষণে তোমার কন্যা অরোগিণী হইল, আমাকে বিদায় দাও, আমি নিজ কর্ম্মে যাই। ফরোকাশ্ কয়েক তোড়া স্বর্ণমুদ্রা এবং অনেক রত্ন হাতেমের সম্মুখে আনিয়া বিনয় পূর্ব্বক বলিল, তো-মার উপযুক্ত নহে, তুমি গ্রহণ কর। হাতেম্ বলিলেন, একা কিপ্রকারে লইব? ফরোকাশ্ দৈত্যদিগকে আদেশ করিল, এ সকল ধন ইত্যাদি বন্ধন পূর্ব্বক এই পণ্ডিতাত্মজের সঙ্গে লইয়া যাও, যে স্থানে গমন করেন, তথায় উপস্থিত করিয়া দাও।

হাতেম্ রাজার নিকটে বিদায় হইয়া সমস্ত ধনাদির সহ ছয় মাস পরে ঐ গর্ত্তের দ্বারে উপস্থিত হইলেন, দৈত্যেরা ভিতরে থাকিয়া বিদায় প্রার্থনা করিলে হাতেম্ জিজ্ঞাসা করিলেন, কখনো তোমরা এ গর্ত্ত হইতে বাহিরে আসিয়াছ? দৈত্যেরা বলিল আমাদিগকে বহির্গত হইবার আদেশ নাই। তাহারা যে সকল ধনাদি লইয়া আসিয়াছিল, তাহা ঐ গর্ত্তের দ্বারে রাখিয়া বিদায় হইল।

হারিস্-কন্যার যে সমস্ত ভৃত্য হাতেমের অনুসন্ধানার্থ গর্ত্তের দ্বারে ছিল, দৈত্যগণকে দেখিয়া তাহারা পলায়ন করিল, হাতেম্ তাহাদিগকে উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, তোমরা ভয় করিও না, আমি

সেই ব্যক্তি, গর্ত্তের তত্ত্ব আনিতে গিয়াছিলাম, আসিয়াছি। তাহারা হাতেম্‌কে দেখিয়া চিনিল, হাতেম্ যাহাকে পান্থশালায় রাখিয়া আসিয়াছিলেন, সেই যুবাকে ডাকাইলেন এবং যে সমস্ত ধন আপন সঙ্গে আনিয়াছিলেন, তাহা দিলেন। আর সেই যুবা সকল ধন লইয়া পান্থশালায় আনিয়া রাখিল এবং হাতেমের পদতলে পতিত হইল। হাতেম্ তাহাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন। হারিস্‌-কন্যার লোক সকল দ্রুতগমনে তাহাকে সংবাদ দিল, সে কন্যা হাতেম্‌কে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলে হাতেম্ গর্ত্তের সমস্ত বৃত্তান্ত একটি একটি করিয়া প্রকাশ পূর্ব্বক তাহাকে বলিলেন, তোমার এক প্রশ্ন পূরণ করিলাম, দ্বিতীয় প্রশ্ন কি আছে বল? তাহা আমি পূরণ করি। কন্যা বলিল, প্রান্তরে এক ব্যক্তি বলিতেছে, "এমন আমি করি নাই, যাহা অদ্য রাত্রিতে আমার কর্ম্মে আসিত," তাহার সংবাদ আন।

হাতেম্ তথা হইতে পান্থশালায় আসিয়া সেই যুবার নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক প্রান্তরের পথ ধরিলেন এবং এক বৃক্ষের তলে বসিয়া পরমেশ্বরের আরাধনা করিতে লাগিলেন। পরে শুক্রবারের রাত্রিতে সেই শব্দ আসিল যে, "এমন আমি করি নাই, যাহা অদ্য রাত্রিতে আমার কর্ম্মে আসিত"। হাতেম্ সেই শব্দের প্রতি কর্ণপাত করিয়া যাইতে লাগিলেন, ইহাতে সমস্ত রাত্রি শেষ হইল, যখন দিন হইল, পুনর্ব্বার এক তরুতলে বসিয়া মনে মনে ভাবিলেন, এক্ষণে কোথায় যাই, এই ভাবিয়া দক্ষিণদিকে ও বামদিকে তত্ত্ব করিতেছিলেন। প্রান্তরের নিকটে এক গ্রাম ছিল, হাতেম্ তথায় চলিলেন, শুক্রবারের রাত্রি হওয়ায় তথায় থাকিলেন, পুনর্ব্বার শুক্রবারের রাত্রিতে সেই শব্দ শুনিয়া সেই দিকে গমন করিলেন। সমস্তদিন পর্য্যন্ত গমন করিলেন, যথায় রাত্রি হইল, তথায় অব-

স্থিতি করিলেন, সেই সময়ে আর একটি ক্রন্দন-সূচক চীৎকার শব্দ তাঁহার কর্ণগোচর হইলে উঠিয়া সেই দিকে গমন করিলেন, কিঞ্চিৎ পথ গমন করিলে পর একটি গ্রাম দৃষ্টিগোচর হইল, দেখিলেন, সকল লোক একত্র হইয়া সেই গ্রামে রোদন করিতেছে, নিকটে যাইয়া এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ক্রন্দনের কারণ কি? সে বলিল, এই গ্রামে একটি বৃহৎ বিপদ আসিয়া মনুষ্যকে ভক্ষণ করে, যদি উহাকে একটি মনুষ্য না দেওয়া যায় তবে সমুদায় গ্রামকে উচ্ছিন্ন করে, সম্প্রতি আমাদের কর্ত্তার পুত্রের পালী আছে, সে বৃহস্পতিবারে আসিবে, আর চারিদিন অবশিষ্ট আছে, এই জন্য ইহারা সকলে পরিবারের সহিত একত্র হইয়া রোদন করিতেছে এবং গ্রামময় ক্রন্দন হইতেছে। হাতেম্ বলিলেন, সে কর্ত্তার পুত্র কোথা? সেব্যক্তি দেখাইয়া দিল, হাতেম্ কর্ত্তার নিকটে যাইয়া বলিলেন, হে বিজ্ঞ! সে বিপদের আকার কিপ্রকার? তুমি নিশ্চিন্ত থাক, তোমার পুত্রের পরিবর্ত্তে আমি আপনাকে এ বিপদে ফেলিব। কর্ত্তা বলিল, তোমার সাহসকে ধন্যবাদ, তোমাকে এ গ্রামে বিদেশী বোধ হইতেছে। হাতেম্ বলিলেন, এই আমি আসিতেছি, এখনো জলও পান করি নাই, তোমার সঙ্গী হওয়া আমার উচিত, ফলে সে বিপদের আকার কি রূপ? গ্রামের কর্ত্তা ভূমিতে তাহার আকার লিখিয়া দেখাইলে হাতেম্ বলিলেন, ইহার নাম হলুকা, এ কোন প্রকারে ছেদিত হয় না, যদি তোমরা আমার কথিতমত স্বীকার কর, পরমেশ্বরের ইচ্ছায় ইহাকে দূর করি। তাহারা সকলে কহিল, কি রূপে? হাতেম্ বলিলেন, আমি ইহার ঔষধ জানি, কর্ত্তা বলিল, ইহা হইতে উত্তম কি? আজ্ঞা করুন, সেই মত করি, হাতেম্ বলিলেন, তোমার গ্রামে দর্পণ-নির্ম্মাণকারি লোক

আছে? কর্ত্তা কহিল, দুই তিন ঘর আছে। পরে হাতেমের হস্তধারণ পূর্ব্বক দর্পণ-নির্ম্মাণকারি লোকদিগের বাটীতে যাইয়া বলিল, যদি চারি দিনের মধ্যে দুইশত গজ দীর্ঘ আর একশত গজ প্রশস্ত একখানি দর্পণ নির্ম্মাণ করিয়া দিতে পার, তবে গ্রাম হইতে এ আপদ দূর হয়, নতুবা এ গ্রামকে উচ্ছিন্ন করিবে। দর্পণ-নির্ম্মাণ-কারিরা বলিল, নির্ম্মাণ করিব কিন্তু নির্ম্মাণ উপযোগি দ্রব্যের আবশ্যক। হাতেম্ গ্রামের কর্ত্তার প্রতি বলিলেন, যত মুদ্রা ইহাতে আবশ্যক হয়, তাহা আমার নিকটে লও। দর্পণ-নির্ম্মাণ-কারিরা দর্পণ নির্ম্মাণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। দুই তিন দিন মধ্যে নির্ম্মাণ করিয়া হাতেম্কে সংবাদ দিলে হাতেম্ বলিলেন, গ্রামের সমস্তলোক একত্র হইয়া এই দর্পণ লইয়া যে স্থানে সেই বিপদ আইসে তথায় রাখ। হাতেমের আদেশমত গ্রামবাসিরা দর্পণকে সেইস্থানে দাঁড় করাইয়া রাখিল। হাতেম্ বলিলেন, এক্ষণে এক খানি প্রশস্ত শুক্র চাদর আনয়ন কর, যাহাতে ইহা আচ্ছাদিত করা যায়। গ্রামের কর্ত্তা চাদর আনিয়া সেই দর্পণ আচ্ছাদিত করিল, হাতেম্ বলিলেন, এক্ষণে তোমরা নিশ্চিন্তায় আপন ভবনে নিদ্রা যাও, আর যদি কাহারো দেখিবার ইচ্ছা হয় তবে আমার সঙ্গে আইস। গ্রাম্য-কর্ত্তার পুত্র হাতেমের সঙ্গী হইলে কর্ত্তা কহিল, তোমার জন্য আমি এত ধন নষ্ট করিলাম, পুনর্ব্বার তুমি সেই বিপদের নিকটে যাইতেছ? হাতেম্ বলিলেন, ভয় নাই, নিশ্চিন্ত থাক, যেহেতু তোমার পুত্র ভয় পাইবে না। কর্ত্তার পুত্র বলিল, তুমি আমাকে বিপদে দিতে উদ্যত হইয়াছিলে, এক্ষণে আমি তোমার মতস্থ নাই, এই যুবার সঙ্গে যাইব, এ আমাকে বিপদ্ হইতে নিস্তার করিয়াছে, এ কি তোমাদের আশ্চর্য্য ব্যবহার! এ দুঃখি ব্যক্তি তোমাদের বিপদ্ নিবারণ

নিমিত্তে আপনাকে ক্লেশে ফেলিয়াছে, তোমরা ইহাকে একা রাখিয়া যাইতেছ! এই কথায় সকলে পুনর্ব্বার ফিরিয়া আসিয়া হাতেমের সঙ্গী হইতে স্বীকার করিল, আর সেই দিবস আহ্লাদিত হইয়া প্রান্তর-মধ্যে সকলে ভোজন করিল এবং অনেক লোককে ভোজন করাইল। দিন অবসান হইলে যখন রাত্রি হইল, তখন পূর্ব্বের মত ভয়ঙ্কর শব্দ তাহাদের কর্ণগোচর হওয়ায় সকলে ভীত হইল। হাতেম্ বলিলেন, তোমরা নিশ্চিন্ত থাকিয়া কৌতুক দর্শন কর, এ সেই বিপদের শব্দ। পরে হঠাৎ দূর হইতে দৃষ্টি-গোচর হইল যে হস্ত পদ হীন, দেহস্থ গুপ্তমুখ একটা গোলাকৃতি গড়াইতে গড়াইতে আসিতেছে এবং তাহার মুখ হইতে অগ্নি নির্গত হইতেছে; যখন গ্রাম-বাসীরা তাহার আকার দেখিল তখন ভয়ে পলায়ন করিতে উদ্যত হইল, হাতেম্ কহিলেন তোমাদের ক্ষতি হইবে না। তাঁহার আদেশ মত সকলে থাকিল, হাতেম্ দেখিলেন, হলুকা নিকটপ্রায় হইয়াছে, দর্পণের সন্নিকট হইতে আর কয়েক চরণমাত্র অবশিষ্ট আছে, তখন দর্পণের চাদর মুক্ত করিয়া দিলেন। হলুকা যখন দর্পণে আপন আকৃতি দেখিল তখন নিশ্বাস রোধ করিয়া এমনি চীৎকার করিল যে, সকল প্রান্তর কম্পিত হইল; দর্পণে আপন আকৃতি দর্শনে এরূপ নিশ্বাস রোধ করিল যে, দুই প্রহরের পর পুচ্ছ অবধি উদর পর্য্যন্ত স্ফীত হইয়া বিদীর্ণ হইয়া গেল এবং প্রান্তরে এমন শব্দ উঠিল যে সমস্ত লোক মূর্চ্ছিত হইল, অনেকক্ষণ পরে সচৈতন্য হইয়া দেখিল, হলুকার মৃত্যু হইয়াছে। তাহার উদরস্থ নাড়ী ও মল মূত্র সমুদায় প্রান্তরে পড়িয়া আছে, সমস্ত লোক ও গ্রামের কর্ত্তা এবং তাহার পুত্র হাতেমের পদতলে পতিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, হে বিজ্ঞ! ইহার কারণ কি যে এ আপদ্ আপনি মরিয়া

গেল? হাতেম্ বলিলেন, এ কোন অস্ত্রের দ্বারা ছেদিত হয় না, কিন্তু এইরূপে যে সময়ে এ বিপদ আপন আকৃতি দেখিতে পায়, ক্রোধান্বিত হইয়া সে সময়ে এমনি নিশ্বাস রোধ করে যে উদর বিদীর্ণ হইয়া খণ্ড খণ্ড হইয়া যায়। সকল লোক আপন সাধ্যানুসারে মুদ্রা ও দ্রব্যাদি আনিল, হাতেম্ বলিলেন, হে বন্ধুগণ! আমার কিছু আবশ্যক নাই, ঈশ্বরের পথে আমি এ কর্ম্ম করিলাম, তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, তোমার এস্থানে আসিবার কারণ কি? হাতেম্ বলিলেন অদ্য বৃহস্পতিবার, প্রান্তর হইতে শব্দ আসিতেছে যে, "এমন আমি করি নাই, যাহা অদ্য রাত্রিতে আমার কর্ম্মে আসিত," এই শব্দের তত্ত্ব লইতে আসিয়াছি, অদ্য রাত্রিতে সেই শব্দের জন্য যাইব। কর্ত্তা কহিল অনেক কাল হইতে এ শব্দ আমাদের কর্ণগোচর হইতেছে কিন্তু জানি না, কোথা হইতে আসিতেছে। হাতেম্ সমস্তদিন সেই গ্রামে থাকিলেন, রাত্রিকালে সেই শব্দ হইলে তদ্দিকে চলিলেন। সমস্ত রাত্রি শব্দের দিকে চলিয়া যাইতেছিলেন, যখন প্রভাত হইল, তখন প্রান্তরে থাকিলেন। এইরূপে একমাস গত হইল।

পরে হাতেম্ দীর্ঘ প্রস্থে পাঁচশত গজ এক বালুকাময় স্থান দেখিতে পাইলেন, তথায় যাইয়া দেখিলেন, পাঁচশত অশ্বারোহি ও পদাতিকের সমাজ আছে, মনোমধ্যে ভাবিলেন এই স্থান বিজ্ঞ লোকের সমাজ স্থান, ইহা হইতেই শব্দ আসিতেছে। তিনি তথায় অবস্থান করিলেন, যখন বৃহস্পতিবারের রাত্রি হইল, তখন হাতেম্ সেই বালুকার মধ্যে বীরাসনে বসিয়া পরমেশ্বরের আরাধনা করিতে লাগিলেন, যখন একপ্রহর রাত্রি হইল. তখন এক এক সমাজ হইতে এক একটি সুন্দর পুরুষ বহির্গত হইল; উত্তম শয্যা সমস্ত পাতিত হইলে উত্তম পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া আসনে

বসিল, যখন সমাজ হইতে সকলে বহির্গত হইল, তখন শেষে ধুলিময় মলীন-বস্ত্র পরিধান, অনাবৃত-দেহ এক ব্যক্তি ক্রন্দন করিতে করিতে আসিয়া ধুলার উপর বসিল। পরে আসনোপবিষ্ট সমস্ত লোকের সম্মুখে কহ্ওয়া (কাফি) আনিয়া পান করাইতেছিল, এ ব্যক্তিকে কেহ দিল না, এক মুহূর্ত্ত পরে সে নিশ্বাস ত্যাগ পূর্ব্বক কহিল, "হায় এমন আমি করি নাই, যাহা অদ্য রাত্রিতে আমার কর্ম্মে আসিত"। হাতেম এই সকল দৃষ্টি করিয়া এই কারণে সন্তুষ্ট হইতেছিলেন, যে জগদীশ্বরের কৃপায় আমি এস্থানে আসিলাম।

যখন অর্দ্ধেক রাত্রি গত হইল তখন দৈবী খাঞ্চা সকল উপস্থিত হইয়া সকল যুবার নিকটে রাখিল, প্রত্যেক খাঞ্চায় এক এক কটোরা ক্ষীর, এক এক কুজা জল রাখিল, আর একটি খাঞ্চা পৃথক্ রাখিল। তাহারা সকলে কহিল, অদ্য রাত্রিতে অভ্যাগত আসিয়াছে, তাহাকে আহ্বান কর, ইহা তাহারই ভাগ আছে। এক ব্যক্তি গাত্রোত্থান পূর্ব্বক হাতেমের নিকটে আসিয়া তাঁহার হস্ত ধারণে তাঁহাকে আসনে বসাইল এবং ঐ খাঞ্চা রাখিল। আর একটি খাঞ্চার মনসাবৃক্ষের আঠা ও প্রস্তরের কণা এবং জলের পরিবর্ত্তে পূঁজ ও রক্ত সেই যুবার নিকটে রাখিল। হাতেম্ নতশিরে ভক্ষণ করিতেছিলেন, উদর পূর্ণ পূর্ব্বক ভক্ষণে জলপান করিয়া যখন সুস্থ হইলেন, তখন খাঞ্চা সমস্ত উঠাইয়া লইয়া গেল, হাতেম্ এরূপ চিন্তা করিতেছিলেন যে, এ কি বৃত্তান্ত! বলিলেন হে বিজ্ঞগণ! নিবেদন আছে, যদি অনুমতি করেন তবে বলি। বিজ্ঞেরা বলিল বল, তিনি বলিলেন ইহার বৃত্তান্ত কি যে তোমরা আসনে উপবিষ্ট আছ? এবং সম্ভ্রমও রাখ? আর তোমাদিগের নিকটে এরূপ খাদ্য আইল? অপর এ ক্রন্দনকারি

দুঃখির জন্য মনসাবৃক্ষের আঠা ও কণ্টকতৃণাদি আনিল? আর এ ধূলায় বসিয়া আছে, ইহার কারণ কি? তাহারা সকলে কহিল, আমরা ইহার কারণ জানি না, ঐ ব্যক্তিকেই জিজ্ঞাসা কর। হাতেম্ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মনুষ্য! ইহার বৃত্তান্ত কি যে তুমি এরূপ অবস্থায় আবদ্ধ আছ? যুবা কহিল, আমি ইহাদিগের কর্ত্তা, আমার নাম "ইউসফ্-সওদাগর," বাণিজ্যার্থ "খারজম্"-দেশে যাইতেছিলাম, আর এই সকল ভৃত্য আমার সঙ্গে ছিল, আমি এমন কৃপণ ছিলাম যে ঈশ্বরের পথে কখনো কোন ব্যক্তি-কে এক মুদ্রা বা রোটিকা কি জল কিম্বা বস্ত্র দিতাম না, আর এই সকল আমার ভৃত্যেরা ঈশ্বরের পথে অন্ন, বস্ত্র, মুদ্রা প্রভৃতি দিত। আমি ইহাদিগকে এরূপে নিষেধ করিতাম যে মুদ্রা নষ্ট করা কর্ত্তব্য নয়, ইহারা বলিত, জগদীশ্বরের পথে দিতেছি, ইহাতে পরকালে পুণ্য আছে, দান করার কারণ অনেক ভৃত্যকে প্রহার করিতাম, আর ইহারা আমাকে হিতোপদেশ দিলে তাহা আমি স্বীকার করি-তাম না, কিন্তু ইহারা উপদেশ দিতে ক্ষান্ত থাকিত না। আমি ধন ও দ্রব্যাদি লইয়া এস্থানে আসিলাম, হঠাৎ চৌরসকল আসিয়া দ্রব্যাদি হরণ পূর্ব্বক আমাদিগকে ছেদন করিল, ইহারা আপন দানের গুণে এরূপ মর্য্যাদা পাইল, আমি আপন কৃপণতার কারণে এরূপ বিপদ্ গ্রস্ত হইলাম। ছেদনের পরে তাহারা আমাদের মৃত দেহকে লইয়া যাইতে ইচ্ছা করিলে তন্মধ্যস্থ এক ব্যক্তি বলিল, ইহাদিগকে আমরা বিনা দোষে ছেদন করিয়াছি, ইহা-দিগকে মৃত্তিকা-মধ্যে প্রোথিত করা কর্ত্তব্য, কেননা শৃগালী ও তরক্ষুরা (হেড়োল) ইহাদিগকে না ভক্ষণ করে। প্রথমতঃ ইহা-দিগকে মৃত্তিকা-মধ্যে প্রোথিত করা কর্ত্তব্য, শেষে ইহাদিগের দ্রব্যাদি গণনা করিয়া লইব। তাহার কথনানুসারে চৌরেরা

আমাদিকে প্রোথিত করিল। চীন্‌দেশে আমার বাটী আছে, আমার পুত্র পৌত্রেরা ভিক্ষা করিতেছে, আর আমি আপন বাটীতে অমুক-দিকে মুদ্রা রত্ন অনেক প্রোথিত করিয়া রাখিয়াছি, কেহ লইতে না পারে, এ সকলও আমার কৃপণতা। আর আমার ভৃত্যগণ এরূপ মর্য্যাদা পাইল, আমি আপন কৃপণতায় এ বিপদে আবদ্ধ আছি। হাতেম্ বলিলেন, কোনমতে তোমার নিস্তার হইতে পারে? সে ব্যক্তি বলিল অনেক দিন হইতে আমি অভিযোগ করিতেছি, কিন্তু কোন ব্যক্তিই আমার অভিযোগের নিস্তার করে না। অদ্য রাত্রিতে তুমি আসিয়া বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিতেছ, যদি জগদীশ্বর তোমাকে ক্ষমতা দেন, তবে চীন্‌দেশে গমন কর, সওদাগর-পল্লিতে আমার বাটী আছে, আমার নাম ইউসফ্-সওদাগর খ্যাত, আমার পৌত্রেরা মন্দ অবস্থায় আছে, তথায় যাইয়া সেই পল্লির প্রতিবাসিগণকে আমার বৃত্তান্ত কহিবে; পরে আমার পৌত্রেরা তোমার নিকটে আসিলে তুমি আমার বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিয়া কহিবে যে, অমুক স্থানে অনেক মুদ্রারত্ন আছে, যদিও আমি সহিদের* পদ প্রাপ্ত হইয়াছি, কিন্তু কৃপণতা জন্য এ বিপদে আবদ্ধ আছি, উহারা আপন দান জন্য সন্তোষে আছে। হাতেম্ এরূপ শপথ করিলেন যে, যদি তোমার অভিযোগ সম্পন্ন না করি তবে আমি তয়ের পুত্রই নই। হাতেম্ দেখিলেন যে, সমস্ত রাত্রি তাহারা সন্তোষে রহিল, আর এ দুঃখী ক্রন্দন ও চীৎকার করিতেছিল, প্রাতঃকালে সহিদ্‌রা আপন স্থানে গেল। হাতেম্ চীন্‌দেশের পথে চলিলেন, অনেক পথ অতিক্রম পূর্ব্বক একটি কূপের নিকটস্থ হইয়া দেখিলেন যে, এক ব্যক্তি কূপ হইতে জল তুলিতেছে, জল লইয়া পান করিতে হাতেমের

*বিনাপরাধে অস্ত্রাঘাতে হত ব্যক্তি যে পদ প্রাপ্ত হয় তাহার নাম সহিদ্।

ইচ্ছা হইলে হঠাৎ কূপ হইতে একটি সর্প হস্তি-শোণ্ডের ন্যায় মস্তক বহির্গত পূর্ব্বক ঐ জল উত্তোলনকারি ব্যক্তির কটি ধারণ করিয়া কূপমধ্যে লইয়া গেল। হাতেম্ এই ব্যাপার দর্শন-পূর্ব্বক আক্ষেপ করিয়া বলিলেন, এ সর্প কি করিল! এ দুঃখি বিদেশী জলের জন্য আসিয়াছিল, ইহাকে কূপমধ্যে লইল, হে হাতেম্! ইহার পুত্র ও স্ত্রী এ রূপ আকাঙ্ক্ষা করিতেছে যে, আমাদিগের নিমিত্ত কিছু লইয়া আসিবে, কিন্তু ও দুঃখির প্রাণ গেল, তুমি দেখিতেছ, আর ইহার প্রতীকার করিতেছ না, জগদীশ্বরকে কি উত্তর দিবে? এই বলিয়া কূপমধ্যে পতিত হইলেন, কিঞ্চিৎ পরে হাতেমের পদ ভূমিতে সংলগ্ন হইল, চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দেখিলেন, সে কূপ নাই, সে জল নাই, একটি বৃহৎ প্রান্তর দৃষ্টিগোচর হইল, তাহাতে অনেক বৃক্ষ ছিল, মধ্যে একটি বৃহৎ বাটী দেখিয়া তৎপ্রতি গমন করিলেন এবং মনোমধ্যে ভাবিতে লাগিলেন, বিদেশিকে সর্পে লইয়া গেল, এ বাটী কোথা হইতে উপস্থিত হইল! মনোমধ্যে এরূপ ভাবিয়া গমন করিতেছিলেন, পরে সে বাটীর নিকটে উপস্থিত হইলেন, হর্ম্ম্য সকল পরিষ্কার, উপবেশনের স্থান চমৎকার, তন্মধ্যে একটি বেলোয়ারের সিংহাসন ছিল, তাহার উপরে এক ব্যক্তিকে দেখিলেন, সেব্যক্তির দৈত্যের ন্যায় আকার, মনোমধ্যে ভাবিলেন, বিদেশির ও সর্পের বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করি, পুনর্ব্বার মনে করিলেন, কোথায় বিদেশী? কোথায় বা সর্প? একবার নিকটে যাইয়া দেখি, এ ব্যক্তি কে? যখন নিকটে উপস্থিত হইলেন, তখন দেখিলেন, একটি দৈত্য নিদ্রা যাইতেছে, হাতেম্ নিকটে বসিয়া ভাবিলেন, ইহাকে বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিয়া যাইব। কিঞ্চিৎ পরে দেখিলেন যে, সর্প বিদেশিকে ধরিয়া আনিয়াছিল, সে তাহাকে উদ্যানের এক

পার্শ্বে রাখিয়া অন্য পার্শ্বে পলাইল, হাতেম্ বিদেশির জন্য ক্রুদ্ধ হইয়া সর্পের দুইটি ওষ্ঠ ধারণ পূর্ব্বক এমন বল করিলেন যে, সে চীৎকার করিয়া উঠিল। তাহাতে রাক্ষস জাগ্রত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে হাতেম্‌কে বলিল, হে মানুষ! কি করিতেছিস্, এ আমার অনুচর, হাতেম্ বলিলেন আমি কখনো ছাড়িব না, এ আমার বন্ধুকে ছাড়িতেছে না। দৈত্য কহিল হে সর্প! সাবধানে থাক, এ ব্যক্তি বড় বলবান আছে, এ তেলেস্‌মাত্‌কে ভঙ্গ করিবে, তুমি সাবধানে থাক, তোমার মুখে প্রবেশ করিতে না পারে। হাতেম্ এ কথা শ্রবণে তৎক্ষণাৎ সর্পের ওষ্ঠ বিদারণ পূর্ব্বক মুখমধ্যে প্রবেশ করিলেন, প্রবেশমাত্র সে হাতেম্‌কে গিলিয়া ফেলিল, দৈত্য উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছিল, ইহাকে তুমি বমন করিয়া ফেল। হাতেম্ উদরের মধ্যে যাইয়া দেখিলেন, অন্ধকার গৃহ আছে, সর্প কি হইল তাহা জানিতে পারিলেন না, সমস্ত গৃহমধ্যে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। হঠাৎ এরূপ শব্দ আসিল যে, হে হাতেম্! এ গৃহের মধ্যে যাহা তোমার হস্তগত হয়, তাহাকে খঞ্জর (ছোরা) দ্বারা খণ্ড খণ্ড করিবে, তবে এ তেলেস্‌মাত্ হইতে বহির্গত হইবে; নতুবা প্রলয় পর্য্যন্ত বাহির হইতে পারিবে না। হাতেম্ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, এমন সময়ে গরুর দিলের (হৃদয়স্থ শোণিতাধার মাংসপেশী) ন্যায় এক দ্রব্য হস্তগত হইল, হাতেম্ তাহাকে অস্ত্র দ্বারা খণ্ড খণ্ড করিলেন, তাহা জলে পরিপূর্ণ হইল, হাতেম্ তাহাতে মগ্ন হইলেন। কিঞ্চিৎ পরে হাতেমের চরণ ভূমিতে সংলগ্ন হইলে দেখিলেন, সে দৈত্য, সে সর্প, সে কূপ, সে উদ্যান নাই, কেবল একটি বৃহৎ প্রান্তর আছে, তাহাতে অনেক মনুষ্য মরিয়া পড়িয়া রহিয়াছে, অনেকে দুর্ব্বল ও অনেকে মৃতপ্রায় রহিয়াছে, তাহাদের মধ্যস্থ সেই বিদেশী হাতেমের প্রতি

বলিল, কূপ হইতে আমি জল তুলিতেছিলাম, এমন সময়ে সর্প আমাকে আনিয়া এস্থানে রাখিয়াছে, সর্প কোন্ দিকে গেল আমি জানি না, তত্রস্থ অন্য অন্য ব্যক্তিরাও একপ বলিল যে অনেক কাল হইল, আমাদিগকে সর্প আনিয়াছে, ইহারা পিপাসায় মরিয়া গিয়াছে, কিন্তু আমাদিগকে তাহার আনয়ন করিবার কারণ কি জানি না, কিছুদিন পরে আমরাও প্রাণত্যাগ করিতাম, জগদীশ্বর তোমার মঙ্গল করুন, তোমা হইতে এ বিপদে নিস্তার পাইলাম। হাতেম্ তাহাদিগের নিকট বিদায় হইয়া চীনের পথে চলিলেন।

কিছুদিন পরে এক নগরে উপস্থিত হইলেন, যখন তাহার দ্বারে গেলেন, তখন দ্বারিরা হাতেম্‌কে ধৃত করিয়া বলিল, কোথা যাইতেছ? প্রথমতঃ আমাদের রাজার নিকটে আইস এবং তাঁহার প্রশ্নের উত্তর করিয়া অন্য স্থানে যাও। হাতেম্ বলিলেন, এ কি রীতি? বিদেশির সুখে সেবা না করিয়া তাহাকে কষ্ট দাও? দ্বারিরা কহিল এ নগরে আর বিদেশী আইসে না, কারণ এ রাজার যে এক কন্যা আছেন, যে বিদেশী আগমন করে, সেই কন্যা তাহাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন, যদি উত্তমরূপে উত্তর দেয় তবে ভাল, নতুবা বিদেশিকে শূলে দেন, অতএব "বেদাদ নগর" (অবিচার নগর) নাম হইয়াছে। হাতেম্ অগত্যা দ্বারির সঙ্গে চলিতে লাগিলেন, ভাবিলেন কি প্রশ্ন করিবে! দ্বারিরা রাজার নিকটে তাঁহাকে আনিল, রাজা হাতেম্‌কে জিজ্ঞাসা করিলেন, কোথা হইতে আসিতেছ? নাম কি? হাতেম্ বলিলেন এমন্ হইতে আসিতেছি, আর চীনে যাইতেছি, আমার নামে তোমার কর্ম্ম কি? কেহ কি বিদেশিকে দুঃখ দেয়? বরঞ্চ সুখে রাখে। রাজা বলিলেন, এক বিপদ্ ঘটিয়াছে নতুবা এ নগরের নাম "আদল্ আবাদ্" (বিচার পূর্ণ)

ছিল, এক্ষণে আমার কন্যার অবিচারে ইহার নাম "বেদাদ-নগর" রাখিয়াছি। অনেক দিবস হইতে বিদেশিগণ ছেদিত হই-তেছে, তাহার পাপভার আমার স্কন্ধে পড়িতেছে। হাতেম্ নত-শিরে কহিলেন, সে কন্যাকে কেন ছেদন করিতেছ না? রাজা কহিলেন, কেহ কি আপন পুত্রকে ছেদন করিয়াছে? যে আমি করিব? হাতেম্ রোদন করিয়া কহিলেন, এ দুঃখির কোন উপায় নাই, জগদীশ্বর এ ভার তোমার স্কন্ধ হইতে দূর করুন। এই সময়ে রাজা হাতেম্‌কে কন্যার বাটীতে পাঠাইলেন এবং কন্যাকে সংবাদ দিলেন যে, এক ব্যক্তি বিদেশী আসিয়াছে।

কন্যা বসন ভূষণ পরিধান করিয়া স্বর্ণ সিংহাসনে উপবেশন পূর্ব্বক হাতেম্‌কে ডাকাইল, হাতেম্ দেখিলেন, তাহার ন্যায় সুন্দরী আর কেহ নাই, কন্যা লজ্জায় মুখাবরণ পূর্ব্বক গাত্রো-থান করিয়া হাতেমের সমাদর করিল এবং আসক্ত হইয়া হাতে-মের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক সিংহাসনের উপরে বসাইল, স্বয়ং স্বর্ণ চৌকিতে বসিয়া ধাত্রীকে ডাকাইল। ধাত্রী আসিলে কন্যা বলিল, হে কৃপাময়ি মাতঃ! অদ্য বিদেশী আসিয়াছে, ইহার সুখের প্রতি আমি আসক্ত হইয়াছি, বোধহয় এ প্রধান মানুষের সন্তান, আগামি দিন ইহাকে শূলে দেওয়া যাইবে। ধাত্রী বলিল, এ যুবার উত্তম সৌভাগ্য, তোমার কর্ম্ম ইহার দ্বারা সমাধা হওয়া আশ্চর্য্য নয়, হাতেম্ বলিলেন, একবার জানা যাউক কি কর্ম্ম আছে? আর বিদেশিরা কেন ছেদিত হইতেছে? ধাত্রী বলিল হে যুবক! রাত্রিকাল হইলে প্রথমে এ কন্যা পাগলিনী হইয়া বাক্য-ব্যয় করে, পুনর্ব্বার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে, যখন বিদেশী উত্তর দান করিতে না পারে তখন এ তাহাকে আপন নিকটে টানে, নিকট হইবামাত্র বিদেশিকে শূলে দেয়, ইহাতে সমস্ত লোক আক্ষেপ

করেন, আমরা সে সময় নিকটে থাকি না, হাতেম্ বলিলেন, দেখি আমার মৃত্যু আমাকে আনিয়াছে, কি জীবন আনিয়াছে? পরে হাতেমের নিকটে খাদ্যদ্রব্য আনিলে হাতেম্ বলিলেন, যখন তোমার কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিব, তখন তোমার খাদ্য ভোজন করিব, এক্ষণে তোমার খাদ্য আমার অখাদ্য, অন্যের কর্ম্ম সমাধা না করিয়া যে উদর পূর্ণ করিয়া ভোজন করা ও প্রাণকে পালন করা ইহা বিবেচনার বহির্গত। ধাত্রী বলিল, হে যুবক! জানা গেল, তোমার হস্তে কর্ম্ম নির্ব্বাহ হইবে, কেন না তুমি বিবেচক আছ।

যখন রাত্রি হইল তখন ভৃত্যগণ দৃঢ়রূপে দ্বার বন্ধ করিয়া ভবন হইতে অন্য স্থলে গেল। এক প্রহর রাত্রি গত হইলে কন্যা পাগলিনী হইয়া যথেচ্ছ বাক্য বলিতে লাগিল, যখন ক্ষান্ত হইল, তখন হাতেমের প্রতি বলিল, হে যুবক! তোমার কি প্রাণের ভয় নাই যে অপরিচিত ব্যক্তি হইয়া এখানে আসিলে? যদি আসিয়াছ তবে তিন প্রশ্ন আছে, তাহার উত্তর দাও। হাতেম্ বলিলেন, কি প্রশ্ন বল, কন্যা কহিল, সে কোন্ নদীর বিন্দু, যাহাতে প্রাণ জন্মে? হাতেম্ বলিলেন, সে শুক্র, মনুষ্য-দেহে আছে, তাহাতেই মনুষ্য জন্মে। কন্যা পুনর্ব্বার বলিল, সে কোন্ ফল, যাহা অতি মিষ্ট এবং সমস্ত প্রাণী যাহাকে মিষ্ট জানে, আর সকলেই যাহাকে স্নেহ করে? হাতেম্ বলিলেন, সে পুত্র। কন্যা পুনর্ব্বার বলিল, সে কি দ্রব্য, যাহাকে কেহই প্রার্থনা করে না? হাতেম্ বলিলেন সে মৃত্যু, কেহই তাহাকে প্রার্থনা করে না। কন্যা নতশিরে কম্পিতা হইয়া শয্যা হইতে ভূমিতে পড়িল। পরে একটি কৃষ্ণসর্প কন্যার কুক্ষি হইতে প্রাঙ্গন-মধ্যে প্রকাশ হইয়া হাতেমের প্রতি ধাবমান হইল। যখন হাতেম্ দেখিলেন, যে কৃষ্ণসর্প প্রাঙ্গনে প্রকাশ হইল, তখন মনে মনে ভাবিলেন,

যদি আমি ইহাকে ছেদন করি তবে দুঃখ দেওয়া হয়, আর নতুবা আমাকে দংশন করে। পরে যে গুটিকা ভল্লুক-কন্যা দিয়াছিল, সেই গুটিকা বহির্গত-পূর্ব্বক মুখমধ্যে রাখিয়া সর্পকে হস্ত দ্বারা ধরিলেন এবং স্বর্ণ স্থালীতে রাখিয়া মুখ বন্ধ করিলেন। পরে খঞ্জর (ছোরা) অস্ত্র বহির্গত করিয়া প্রাঙ্গন-মধ্যে মনুষ্য-প্রমাণ গর্ত্ত করত তন্মধ্যে ঐ স্থালীকে প্রোথিত করিলেন, এবং কর্দ্দম ও ইষ্টক দ্বারা সেই গর্ত্তের মুখ বন্ধ করিয়া স্বয়ং সিংহাসনের উপরে বসিলেন। যখন এক প্রহর রাত্রি অবশিষ্ট রহিল তখন ঐ কন্যার চৈতন্য হইলে সে বস্ত্র দ্বারা মুখাবরণ পূর্ব্বক বলিল, হে অপরিচিত! তুমি কে? এস্থানে কেন বসিয়া আছ? হাতেম্ কহিলেন, তুমি ভুলিয়া গিয়াছ, আমি সেই ব্যক্তি, গতদিন আমাকে ধৃত করিয়া আনিয়াছে। কন্যা বাটীর মধ্যে শব্দ করিল, সমস্ত ভৃত্য ও ধাত্রী জাগ্রত হইয়া দ্রুতগমন করিতে করিতে ভাবিল, ইহার কারণ কি যে অদ্য আমাদিগকে ডাকিতেছে? পরে সকলে উপস্থিত হইলে কন্যা ধাত্রীকে বলিল, হে মাতঃ! অদ্য এ যুবা কিপ্রকারে জীবিত আছে? ধাত্রী বলিল জগদীশ্বর দাতা, তিনি ইহাকে রক্ষা করিয়াছেন, তুমি আপন বৃত্তান্ত বল, কন্যা বলিল অদ্য আমার সমস্ত শরীরের ভার দূর হইয়াছে, পূর্ব্বের ন্যায় ভার নাই। ধাত্রী হাতেম্‌কে বলিল, হে যুবক! বল কি দেখিয়াছ? হাতেম্ বলিলেন ইহার পিতাকে বলিব, যখন প্রাতঃকাল হইল, তখন রাজা আসিয়া হাতেম্‌কে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি রূপে জীবিত থাকিলে? হাতেম্ বলিলেন, যখন এক প্রহর রাত্রি গত হইল, তখন কন্যা পাগলিনীর ন্যায় হইয়া কুবাক্য সকল বলিতে লাগিল, পরে আমার নিকটে আসিয়া বলিল, হে অপরিচিত! তোমার এমন কি সাধ্য, যে আমার নিকট আসিয়াছ? এক্ষণে

আমার প্রশ্নের উত্তর কর। পরে আমাকে তিনটি প্রশ্ন করিল, আর এক কৃষ্ণবর্ণ সর্প কন্যার কুক্ষি হইতে বহির্গত হইয়া আমার প্রতি ধাবমান হইল, আমি তাহাকে ধৃত করিয়া স্বর্ণস্থালীতে বদ্ধ-পূর্ব্বক প্রাঙ্গন-মধ্যে প্রোথিত করিয়াছি, সেই অবধি কন্যার চৈতন্য হইয়াছে। কন্যার পিতা বলিলেন, হে ধনি সন্তান! এ কন্যা তোমাকে দান করিলাম, অতএব তুমি গ্রহণ কর; যেহেতু আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। হাতেম্ বলিলেন যদি যে সময় আমার যাইবার ইচ্ছা হয়, তখন কেহ বারণ না করে এবং তোমার কন্যাকে যথায় ইচ্ছা তথায় সঙ্গে লইয়া যাইতে পারি, আর যাহাকে ইচ্ছা হয়, তাহাকে দিতে পারি, তবে আমি সম্মত হই। তাহার পিতা বলিলেন, তোমার ইচ্ছা, হাতেম্ সম্মত হইলেন। পরে সেই দিবস আপনাদিগের রীতি অনুসারে বিবাহ দিয়া হাতেম্‌কে কন্যা দান করিলেন। হাতেম্ তিন মাস পর্য্যন্ত সেই স্থানে আমোদ আহ্লাদে থাকিলেন, কন্যার গর্ভ হইল। পরে হাতেম্ বিদায় ইচ্ছা করিয়া বলিলেন, আমার নিবাস এমনদেশ, যদি তোমার পুত্র হয় আর আমার সহিত সাক্ষাতের ইচ্ছা করে, তবে তাহাকে এমন্‌দেশের বাসস্থান বলিও। আর যদি কন্যা হয় তবে এক জন উত্তম ব্যক্তির সঙ্গে বিবাহ দিবে। যদি আমি জীবিত থাকি তবে একবার তোমার তত্ত্ব লইব, এই বলিয়া বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক চীন্-দেশে গমন করিলেন।

কিছু দিন পরে চীন্-দেশে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, সওদাগরদিগের বাসস্থান কোথায়? তত্রস্থ মনুষ্যেরা সন্ধান বলিয়া দিল। হাতেম্ সওদাগর-পল্লিতে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ইউসফ্-সওদাগরের বাটী কোথায়? তাহার পুত্র পৌত্র কেহ আছে কি না? গ্রামবাসিরা উপস্থিত হইয়া তাহার পৌত্রকে

এরূপে সংবাদ দিল যে, এক ব্যক্তি কোন স্থান হইতে আসিয়া তোমাদিগকে ডাকিতেছে। পৌত্রগণ হাতেমের নিকটে আসিল, হাতেম্‌ বলিলেন, হে প্রিয়গণ! তোমাদিগের পিতামহ আমাকে তোমাদিগের নিকট পাঠাইয়াছে এবং নিজ সংবাদ দিয়াছে, ইহা শ্রবণ করিয়া পৌত্রগণ ও সমস্ত সওদাগরেরা হাস্য করিয়া কহিল হে যুবক! তুমি কি পাগল? বহু দিন হইল ইউসফ্‌-সওদাগরের মৃত্যু হইয়াছে, সে আপনার সংবাদ তোমাকে কিপ্রকারে দিল? হাতেম্‌ বলিলেন, আমি কিপ্রকারে জানিলাম যে, তোমাদিগের বাটী সওদাগর-পল্লিতে আছে? সে আরো অনেক সন্ধান বলিয়াছে, যদি শ্রবণ কর তবে বলি। তাহারা বলিল বল, হাতেম্‌ বলিলেন শয়নাগারের নিকটের অমুক কুটীরে অনেক ধনরত্ন ভূমিতে প্রোথিত আছে, কেহ তাহা জানে না. সেই সমস্ত বহির্গত করিয়া চারি অংশ কর, এক অংশ তোমরা লও. তিন অংশ জগদীশ্বরের পথে অতিথি ও দুঃখিদিগকে দান কর, আর যে সকল বৃত্তান্ত ছিল, তাহা এক একটি করিয়া প্রকাশ পূর্ব্বক বলিলেন, তোমাদিগের পিতামহ আমাকে পাঠাইয়াছে, নতুবা আমি কিপ্রকারে তোমাদের বাটীর সংবাদ জানিব? তাহারা সকলে বলিল, রাজাকে না জানাইয়া কিপ্রকারে এ কর্ম্ম হইতে পারে?

পরে তাহার পৌত্রগণ হাতেম্‌কে রাজার নিকট আনিয়া নিবেদন করিল, এ যুবা বলিতেছে আমি ইউসফ্‌-সওদাগরকে দেখিয়াছি এবং সে আমার সঙ্গে নিজ সংবাদ পাঠাইয়াছে, রাজা হাস্যের সহিত কহিলেন, এ স্পষ্ট পাগল, প্রায় একশত বৎসর হইল দুঃখি সওদাগর মরিয়াছে; এক্ষণে এ যুবার সঙ্গে কিপ্রকারে সাক্ষাৎ হইল? হে অজ্ঞান! মৃত-ব্যক্তিগণ কখনো কি কাহারো সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছে বা বাক্য কহিয়াছে যে, সে দুঃখি সওদা-

গর কথা কহিবে? এ পাগল, ইহাকে নগর হইতে বহির্গত কর।
হাতেম্ বলিলেন, হে বিচারক রাজন্! এ জগদীশ্বরের গোপনীয়
কথা, কেহ জানে না, আর সহিদ্-ব্যক্তিরা সর্ব্বদা জীবিত আছে,
সে সওদাগর নিজে কৃপণ ছিল, এই কারণে দুঃখে পড়িয়াছে,
আমার কথা তুমি সত্যজ্ঞান কর, সে দুঃখির পরিত্রাণ হউক, আর
আমি যদি পাগল হইব তবে তাহার কুটীরের ধনাদির সংবাদ
কিপ্রকারে জানিলাম? এই বলিয়া আর সমস্ত বৃত্তান্ত রাজাকে
জ্ঞাত করিয়া কহিলেন, এই কারণে আমি এস্থানে আসিয়াছি,
আর তাহাকে তদ্রূপ অবস্থায় অবস্থিত দর্শনে জিজ্ঞাসা করায়
সে আমার নিকটে সমস্ত বৃত্তান্ত বলিয়া আমাকে এখানে পাঠা-
ইয়াছে, যদি তোমার প্রত্যয় না হয় তবে সেই কুটীরের ধন বহি-
র্গত করিয়া দেখ, যদি ধনরত্ন বহির্গত হয়, তবে আমার কথাকে
সত্য জ্ঞান করিও। রাজা আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, পরে স্বয়ং ঘোট-
কারোহণে হাতেম্কে সঙ্গে লইয়া ইউসফের বাটীতে গমন করি-
লেন। হাতেম্ যেরূপে সন্ধান দিয়াছিলেন, সেইরূপ কুটীর হইতে
অনেক ধন ও অগণনীয় রত্ন বাহির হইল। রাজা আশ্চর্য্যান্বিত
হইলেন এবং সমস্ত ধন বহির্গত করিয়া চারি অংশ করিলেন; এক
অংশ তাহার পৌত্রদিগকে দিলেন এবং ভাবিলেন, এ ব্যক্তি ধা-
র্ম্মিক, স্ব-হস্তে ধন দান করুক, এই ভাবিয়া হাতেম্কে অপর তিন
অংশ ধন দিলেন। হাতেম্ কিছুদিনের মধ্যে সমস্ত ধন অতিথি ও
দুঃখি ও বিদেশিদিগকে দান করিলেন, আর ক্ষুধিত ব্যক্তিদিগকে
আহার ও বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দিলেন। হাতেম্ কয়েক দিন চীন্-দেশে
অবস্থান করিলেন, সওদাগর-পৌত্রগণ ধন পাইয়া বাণিজ্য করিতে
লাগিল, হাতেম্ চীনের রাজার নিকটে ও তথাকার মনুষ্যদিগের
নিকটে বিদায় লইয়া গমন করিলেন।

যে সকল পথ দেখিয়া আসিয়াছিলেন, সেই পথে চলিলেন, কিছুদিন পরে "আদল্‌আবাদে" উপস্থিত হইয়া আপনার স্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। যে দিবস হাতেম্ তথায় উপস্থিত হইলেন, সেই দিবস তাঁহার সন্তান জন্মিয়াছিল, সকলে আনন্দিত হইল, আর তিনি আপন পুত্রের নাম "সালেম্" রাখিলেন। কয়েক দিন পরে বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক যে প্রান্তরে সহিদ্‌দিগের সমাজ ছিল, সেই প্রান্তরে উপস্থিত হইয়া তিন দিন তথায় অবস্থান করিলেন। শুক্রবারের রাত্রি আইল, পরে ঐ সহিদ্ সকল পূর্ব্বের ন্যায় বাহির হইল, সওদাগরও বাহির হইয়া বসিল, ভোজন সময়ে খাঞ্চা সকল আসিল, তাহাদিগের সম্মুখে খাঞ্চা রাখিয়া পরে সওদাগরের সম্মুখে খাঞ্চা রাখিল, আর হাতেমেরও অংশ আনিল। হাতেম্ সওদাগরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, এক্ষণে তোমার অনুগ্রহে উত্তম অবস্থা হইয়াছে, আর অভিযোগ করণে ক্ষান্ত হইয়াছি, এক্ষণে সকলের ন্যায় খাদ্য জল আসিতেছে, কিন্তু আসন, বস্ত্র ও সুগন্ধ দ্রব্য উহাদিগের অতিরিক্ত আছে, আর আমি লজ্জা ও অপমান হইতে রক্ষা পাইয়াছি এবং অনেক ক্লেশ হইতেও নিস্তার হইয়াছে, আর কয়েক বৎসরের পরে অভিযোগ করণে ক্ষান্ত হইয়াছি, জগদীশ্বর তোমার মঙ্গল করুন। যখন রাত্রি গত হইল তখন হাতেম্ গমন করিলেন। অনেক পথ অতিক্রম করিয়া এক স্থানে উপস্থিত হইলেন, তথায় পথিমধ্যে এক বৃদ্ধা স্ত্রীলোক বসিয়াছিল, সে হাতেম্‌কে দেখিয়া কিছু যাচ্ঞা করিল, হাতেম্ হীরক-অঙ্গুরি অঙ্গুলি হইতে মুক্ত করিয়া তাহাকে প্রদান পূর্ব্বক গমন করিলেন। বৃদ্ধা শব্দ করিয়া বলিল, এক দুই ব্যক্তির পরমেশ্বর রক্ষক; এই শব্দ করিবামাত্র সাত জন যুবা পুরুষ প্রান্তর হইতে বহির্গত

হইয়া হাতেমের সহিত সাক্ষাৎ পূর্ব্বক সঙ্গী হইল। বৃদ্ধা ঐ চোর-দিগের মাতা, এবং সাত জন যুবা তাহার পুত্র, বৃদ্ধা হীরক-অঙ্গুরি দেখিয়া আপন পুত্রদিগকে সঙ্কেত করিল যে, এ যুবা ধনবান্, পুত্র সকল হাতেমের সঙ্গে গমন পূর্ব্বক কথোপকথন করিতে করিতে কহিল হে ধনিন্! আমরা দুঃখী, বাসনা এই যে, তোমার সঙ্গে নগরে যাইয়া, দাসত্ব করি, হাতেম্ বলিলেন উত্তম। হাতেম্ তাহাদিগের সহিত কথোপকথনে মত্ত ছিলেন, পশ্চাৎ হইতে তাহারা তাঁহার গলে ফাঁসি দিয়া আবদ্ধ করিল। পরে একটি কূপের নিকটে লইয়া গিয়া খঞ্জর (ছোরা) অস্ত্র-দ্বারা দুই তিন বার আঘাত করিল এবং তাঁহাকে উলঙ্গ করিয়া তাঁহার যেসকল ধনরত্ন ছিল, তাহা গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহাকে কূপে নিঃক্ষেপ করত চলিয়া গেল। কিন্তু হাতেম্ যে টুপিতে গুটিকাকে সেলাই করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার মস্তকে ছিল।

হাতেম্ কূপের মধ্যে অচৈতন্যে পতিত ছিলেন, তিন দিনের পরে চৈতন্য হওয়ায় দেখিলেন, টুপী মস্তকে আছে। টুপী হইতে গুটিকা বহির্গত করিয়া কূপ শুষ্ক থাকা প্রযুক্ত এক খণ্ড প্রস্তরের উপরে থুৎকার যোগে ঐ গুটিকাকে ঘর্ষণ পূর্ব্বক আঘাত স্থানে দিলেন। দিবামাত্র আরোগ্য হইল, মনোমধ্যে বলিতে লাগিলেন, এ কাপুরুষেরা কি করিল! যদি আমার নিকট যাচ্ঞা করিত তবে আমি ঈশ্বরের পথে সমস্তই দিতাম, এক্ষণে যদি পুনর্ব্বার তাঁহারা আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তবে এত ধন তাহাদিগকে দিই যে, আজন্মের আশা নিবারণ হয়, আর আকাঙ্ক্ষা থাকে না। এই রূপ চিন্তায় ছিলেন, নিদ্রা আসিল, স্বপ্নে দেখিলেন, একজন আসিয়া বলিতেছে হে হাতেম্! ক্ষুণ্ন মনঃ হইও না, জগদীশ্বর যে তোমাকে এস্থানে আনিয়াছেন ইহা অকারণ নহে, এই কূপের ভিতরে

অনেক ধন আছে, তাহা তোমারি, তুমি গ্রহণ কর। ক্ষুণ্ণ মনঃ হইও না, তোমার দ্বারা জগদীশ্বরের পথের অনেক কর্ম্ম হইবে। হাতেম্ বলিলেন, আমি সকল অবস্থাতেই জগদীশ্বরকে প্রশংসা করি, যদি জগদীশ্বরের পথে আমার মস্তক দ্বারা কর্ম্ম দর্শে তবে ইহা হইতে উত্তম কি? সেব্যক্তি বলিল, এ ধন গ্রহণ কর, হাতেম্ বলিলেন আমি একা কিপ্রকারে লই?, সেব্যক্তি বলিল কল্য দুই ব্যক্তি আসিয়া তোমাকে কূপ হইতে উঠাইবে, তুমি তাহাদিগের উভয়ের সঙ্গে ধনাদি বহির্গত করিও। হাতেম্ বলিলেন, সে দুই ব্যক্তি কিপ্রকারে এত ধন বাহির করিবে? সে বলিল, ঐ দুই জনের দ্বারাই সকল কর্ম্ম হইবে।

হাতেম্ নিদ্রা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া সন্তুষ্ট হইলেন, যখন প্রাতঃকাল হইল, দুই ব্যক্তি কূপের নিকটে আসিয়া বলিল, হে হাতেম্! জীবিত আছ? তিনি উত্তর করিলেন, এপর্য্যন্ত জগদীশ্বর আমাকে জীবিত রাখিয়াছেন। তাহারা দুই জনে কূপের ভিতরে হস্ত দিয়া বলিল ধর, হাতেম্ তদ্দর্শনে তাহাদিগের দুহ হস্ত ধারণ পূর্ব্বক কূপ হইতে বহির্গত হইয়া সাক্ষাৎকারে বলিলেন, কূপের ভিতরে ধন আছে। দুই জন বলিল, তুমি এখানে থাক, ভিতরে যাইতেছি, তন্মধ্যে এক ব্যক্তি কূপের ভিতরে যাইয়া ধন উঠাইয়া দিতে লাগিল, অপর এক জন ধন সকল একত্র করিয়া রাখিতে লাগিল। এক দণ্ড মধ্যে সমস্ত ধন বহির্গত করিয়া হাতেমের নিকটে বিদায় গ্রহণে চলিয়া গেল। হাতেম্ ধন সমস্ত দৃষ্টি করিয়া মনোমধ্যে বলিতে লাগিলেন, যদি এসময়ে সেই মিথ্যা বাদী রাহাজন সকল উপস্থিত থাকিত তবে এ সকল ধন তাহাদিগকে দিতাম, পুনর্ব্বার তাহাদিগের লোভ থাকিত না এবং জগদীশ্বরের দাসদিগকে ক্লেশও দিত না। পরে হাতেম্ বস্ত্র পরি-

ধান পূর্ব্বক কিছু রত্ন ও স্বর্ণমুদ্রা আপন থলীর মধ্যে লইয়া গমন করিলেন। মনোমধ্যে এই প্রার্থনা করিতেছিলেন যে, হে জগদীশ্বর! সেই বৃদ্ধা যেন আমার নিকটে আইসে। কিছু পথ গমন করিয়া সেই বৃদ্ধাকে পথে বসিয়া থাকিতে দেখিলেন, সন্তুষ্ট মনে জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ প্রদান পূর্ব্বক থলী হইতে এক মুষ্টি স্বর্ণমুদ্রা লইয়া বৃদ্ধাকে দিলেন, বৃদ্ধা পূর্ব্বের ন্যায় শব্দ করিল যে, এক দুই ব্যক্তির জগদীশ্বর রক্ষক, এইরূপ বলিবামাত্র বাম ও দক্ষিণ দিক্ হইতে সপ্ত জন যুবা বহির্গত হইয়া হাতেমের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কোথায় যাইতেছ? হাতেম্ বলিলেন, হে বন্ধুসকল! একটি নিবেদন আছে, যদ্যপি স্বীকার কর. চৌরেরা বলিল, আজ্ঞা করুন। হাতেম্ বলিলেন যদি তোমরা শপথ কর যে, পুনর্ব্বার মনুষ্যকে দুঃখ দিব না তবে তোমাদিগকে এত ধন দিই যে, তোমাদিগের সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত কর্ম্ম দেখিবে। কখন ক্ষুধিত বা বস্ত্রহীন থাকিবে না, চৌরেরা বলিল আমরা উদরের নিমিত্ত এ কর্ম্ম করিয়া থাকি, যখন তুমি আমাদিগকে এত অধিক ধন দিতেছ, তখন আর আমরা কি জন্য মনুষ্যদিগকে ক্লেশ দিব? হাতেম্ বলিলেন, তোমরা পরমেশ্বরের দিকে মুখ করিয়া সত্য কর, তবে তোমাদিগকে ধন দিই। তাহারা কহিল অগ্রে আমাদিগকে ধন দেখাও, তবে আমরা সত্য করি, পরে হাতেম্ তাহাদিগের হস্ত ধরিয়া কূপের নিকটে আনিলেন, যখন তাহারা অধিক ধন দেখিল, তখন সন্তুষ্ট হইয়া হাতেম্‌কে বলিল, যাহা আজ্ঞা করিলেন, তাহা স্বীকার করিলাম, হাতেম্ বলিলেন প্রথমে এইরূপ শপথ কর যে, পুনর্ব্বার যদি জগদীশ্বরের দাসের ধনে হস্ত দিই কিম্বা তাহাকে কষ্ট দিই, তবে জগদীশ্বর ক্রুদ্ধ হইয়া আমাদিগকে উচ্ছিন্ন করিবেন। আর তোমরা যে সকল কর্ম্ম পূর্ব্বে

করিয়াছ, তাহা আর করিব না বলিয়া শপথ কর, চৌরেরা এইরূপ শপথ করিল, হাতেম্ সমস্ত ধন চৌরদিগকে দিয়া ভাল পথে আনিলেন, পরে চৌরদিগের নিকটে বিদায় হইয়া প্রান্তরের পথ ধরিলেন।

কিছু দূর গমনের পরে একটি কুক্কুর জিহ্বা বাহির করিয়া আসিতেছিল, হাতেম্ বোধ করিলেন যে, সওদাগরেরা এই প্রান্তরে শিবির সংস্থাপন করিয়াছে, এই কুক্কুর তাহাদিগের হইবে। যখন নিকটে আসিল, হাতেম্ কুক্কুরকে কুক্ষিতে লইয়া গমন করিলেন এবং ভাবিলেন, যদি কোথাও জল পাই তবে এ কুক্কুরকে পান করাই। দূর হইতে একটি পল্লী দৃষ্টিগোচর হইল, সেই পল্লীর দিকে গমন করিলেন, যখন পল্লিতে উপস্থিত হইলেন, তখন গ্রামবাসিরা যবরোটিকা ও দধি হাতেমের নিকট আনিল, হাতেম্ তাহা কুক্কুরের নিকটে রাখিলেন, সে খাইল, যখন দেখিলেন কুক্কুর সুন্দর আছে, তখন অনুগ্রহ করিয়া কুক্কুরের মস্তকে হস্ত বুলাইতে লাগিলেন এবং জগদীশ্বরের শক্তিকে এরূপ স্মরণ করিতে লাগিলেন যে, তিনি অষ্টাদশ-সহস্র জীবকে সৃষ্টি করিয়াছেন, আর এক এক জীবের পৃথক্ আকার, পৃথক্ বর্ণ, পৃথক্ মত করিয়াছেন। যে সময় কুক্কুরের মস্তকে হস্ত বুলাইতেছিলেন তখন তাহার মস্তকে একটি শৃঙ্গের ন্যায় শক্ত দ্রব্য তাঁহার হস্তে সংলগ্ন হওয়ায় বলিলেন এ কি হইল! কখনো আমি কুক্কুরের মস্তকে শৃঙ্গ দেখি নাই। যখন তিনি অভিনিবেশ পূর্ব্বক দৃষ্টি করিলেন তখন একটি লৌহকীলক (গজাল) দেখিতে পাইলেন, অঙ্গুলি-দ্বারা তাহাকে বাহির করিলেন, তখন ঐ কুক্কুর এক জন সুন্দর যুবা পুরুষের আকৃতি হইল। হাতেম্ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া ভাবিলেন ইহার কারণ কি? জিজ্ঞাসা করিলেন, হে জগদীশ্বরের

দাস! তুমি কে? ইহার কারণ কি? প্রথমে জন্তুর আকার ছিলে, যখন তোমার মস্তক হইতে লৌহকীলক উঠাইলাম, তখন মানুষের আকৃতি হইলে। যুবা দেখিল যে, এই বিজ্ঞ মানব আমার প্রতি অত্যন্ত অনুগ্রহ করিয়াছেন, পরে হাতেমের পদে আপন মস্তককে সংলগ্ন করিয়া বলিল, হে বিজ্ঞ! আমি সওদাগর-পুত্র, আমার পিতা ধন লইয়া "খতন্‌দেশে" গমন পূর্ব্বক সেই স্থানের দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া "খাতা-নগরে" আসিলেন। সেস্থানে অনেক মুদ্রা তাঁহার হস্তগত হইল। পরে আমার বিবাহ দিলেন, কয়েক মাস পরে তাঁহার মৃত্যু হইল। তাঁহার সমস্ত মুদ্রা ও দ্রব্যাদি আমি পাইলাম, অনেক কাল আহ্লাদে যাপন করিলাম, যখন অল্প মুদ্রা রহিল, তখন খাতা-নগরের দ্রব্য ক্রয় করিয়া খতন্‌-নগরে আগমন পূর্ব্বক ক্রয় বিক্রয় করিলাম। পরে আপন নগরে আসিলাম, আমার অনবস্থান-সময়ে আমার স্ত্রী এক জন হাব্‌সি ভৃত্যের সঙ্গে প্রেম করিয়াছিল এবং যাদুকরদিগের দ্বারা এই লৌহকীলক প্রস্তুত করাইয়াছিল; যখন আমি গৃহে আসিলাম তখন ঐ মন্দভাগিনী আমার নিদ্রাকালে আমার মস্তকে এই লৌহকীলক বিদ্ধ করিল, বিদ্ধ করিবামাত্র আমি কুক্কুরের আকৃতি হইলাম; আমাকে গৃহ হইতে বাহির করিয়া দিল, যখন আমি বাজারে আসিলাম, তখন নগরের কুক্কুর সমস্ত আমাকে তাড়াতাড়ি করায় আমি প্রাণ-ভয়ে প্রান্তরে আসিলাম, তিন দিন হইল, আমি ক্ষুৎপিপাসায় এই প্রান্তরে ভ্রমণ করিতেছিলাম, অদ্য জগদীশ্বর আমার নিকটে তোমাকে আনিলেন। হাতেম্ এই কথা শুনিয়া নতমস্তকে ভাবিতে লাগিলেন; ক্ষণৈক পরে মস্তক উত্তোলন করিয়া বলিলেন হে প্রিয় বন্ধো! কোন্ নগরে তোমার বাস? যুবা বলিল এ প্রান্তর হইতে তিন

দিনের পথ হইবে, স্থরি নামে নগর আছে, তথায় আমার বাস। হাতেম্ বলিলেন হারিস্-সওদাগর সেই নগরে আছে, তাহার কন্যা তিন প্রশ্ন রাখে, আমাকে এই শব্দের সন্ধানের নিমিত্ত পাঠাইয়াছে যে, “ এমন আমি করি নাই, যাহা অদ্য রাত্রিতে আমার কর্ম্মে আসিত ”। সে বলিল আমিও সেই নগরের বটি, হাতেম্ বলিলেন এই লৌহকীলক আপন নিকটে রাখিয়া ভবনে লইয়া যাও। যদি আপন স্ত্রীর মস্তকে ইহাকে বিদ্ধ কর তবে সে কুক্কুরী হইয়া যাইবে, এবং যদি হাব্সির মস্তকে বিদ্ধ কর তবে সেও কুক্কুর হইবে। পরে যুবা সেই লৌহকীলক লইয়া হাতেমের সঙ্গে গমন করিল। দুই তিন দিনের পর স্থরি নগরে উপস্থিত হইলেন, সেই যুবা হাতেম্কে সঙ্গে লইয়া আপন গৃহে আসিল, যখন দ্বারিরা আপন প্রভুকে দেখিল তখন দ্রুতগমনে তাহার পদতলে পতিত হইয়া বলিল, হে প্রভো! কোথা গিয়াছিলেন? সে বলিল তোমরা নীরব হইয়া থাক, পরে সে আপন ভৃত্যদিগের তরবার লইয়া অন্তঃপুরে গেল। যখন তাহার দাসীরা তাহাকে দেখিল তখন চতুর্দ্দিক্ হইতে ধাবমানা হইল, সে তাহাদিগকেও এরূপ সঙ্কেত করিল যে নীরব থাক, আর দাসিদিগকে জিজ্ঞাসা করিল, হাব্সি কোথায় আছে? তাহারা বলিল, আপনকার স্ত্রীর সঙ্গে নিদ্রা যাইতেছে। পরে সওদাগর কুটীরের মধ্যে যাইয়া আপন স্ত্রীকে নিদ্রিতা দেখিল এবং স্ত্রীর মস্তকে লৌহকীলক বিদ্ধ করিয়া দিয়া তরবাল-দ্বারা হাব্সিকে আঘাত করিল, তরবাল আঘাত করিবামাত্র তাহার দেহ হইতে মস্তক পৃথক্ হইয়া পড়িল। আর যুবার স্ত্রী কুক্কুরী হইয়া গেল, পরে সে বাহিরে আসিয়া হাতেমের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক অন্তঃপুরে তাঁহাকে লইয়া-গিয়া আসনে বসাইল, আর সেই মিথ্যাবাদিনী স্ত্রীর কণ্ঠে রজ্জু

বন্ধন করিয়া হাতেম্‌কে দেখাইয়া বলিল, এই আমার মিথ্যাবাদিনী স্ত্রী কুক্কুরী হইয়াছে; পরে হাব্‌সিকে দেখাইয়া বলিল এই আমার কৃতঘ্ন ভৃত্য। হাতেম্ হাব্‌সিকে দর্শনে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন, ইহাকে কেন ছেদন করিলে? সে বলিল সকল পাপ হইতে ইহাকে নিষ্কৃতি করিলাম যে, পুনর্ব্বার সংসার-মধ্যে পাপ না করে। পরে গৃহের এক পার্শ্বে একটি কূপ খনন করিয়া তন্মধ্যে হাব্‌সিকে নিঃক্ষেপ পূর্ব্বক ইষ্টক ও প্রস্তর দ্বারা তাহা বন্ধ করিল, আর দাসী ও ভৃত্যদিগকে পারিতোষিক দিল এবং সেই দিবস হাতেম্‌কে উত্তমরূপে ভোজন করাইয়া সমস্ত রাত্রি পরমাহ্লাদে যাপন করিল।

প্রাতঃকালে হাতেম্ সেই যুবার নিকট বিদায় হইয়া পান্থশালায় আসিলেন এবং "নইম্" নামা সওদাগর-পুত্রের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহার বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, নইম্ বলিল, অনেক দিন হইতে সে শব্দ আসিতেছে না, এজন্য হারিস্-কন্যা অপেক্ষা করিতেছে, হাতেম্ বলিলেন, এক্ষণে সংবাদ আনিয়াছি, তুমি নিশ্চিন্ত থাক। তদনন্তর হাতেম্ হারিসের দ্বারে গমন করিলেন, মনুষ্যেরা সংবাদ পাঠাইল যে, সে ব্যক্তি আসিয়া দ্বারে দণ্ডায়মান আছে। কন্যা হাতেম্‌কে অন্তঃপুরে ডাকাইয়া বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিল. হাতেম্ সমুদায় বৃত্তান্ত প্রকাশ করিলেন, কন্যা বলিল, সত্য বলিতেছ, এক্ষণে সে শব্দ আসিতেছে না এবং তুমি আমার কথা সম্পন্ন করিয়াছ, এক্ষণে মাহপরীর হস্তের শাহমোহরা আনয়ন কর, হাতেম্ বলিলেন, এখনি যাইতেছি, পরে তিনি হারিসের কন্যার নিকটে বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক পান্থশালায় আসিয়া যুবাকে বলিলেন, এক্ষণে মাহপরীর শাহমোহরার জন্য যাইতেছি, যুবা হাতেমের পদতলে পতিত হইল, হাতেম্ তাহাকে

আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, তৃতীয় প্রশ্ন পূরণ করিয়া তোমাকে তোমার প্রিয়া দিতেছি, পরে বিদায় গ্রহণে জগদীশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া পথে চলিলেন। অনন্তর এক. বৃক্ষতলে বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন যে, দৈত্যদিগের রাজা ফরোকাশের নিকটে যাইয়া মাহপরীর বাসস্থান জিজ্ঞাসা করি, পরে তিনি গর্ত্তের নিকটে আসিয়া গর্ত্তে প্রবেশ করিলেন। সপ্তাহ পরে গর্ত্তের শেষে উপস্থিত হইলে সেই বৃহৎ প্রান্তর দৃষ্টিগোচর হইল, যে গ্রামে প্রথমে বাস করিয়াছিলেন, তথায় উপস্থিত হইলেন। দৈত্যগণ চতুর্দ্দিক্ হইতে ধাবমান হইয়া হাতেম্কে চিনিল, পরে আপন গ্রামে আনিয়া সম্মানের সহিত বসাইল এবং ভোজন করাইল, তৎপরে অন্য গ্রামে উপস্থিত করিয়া দিল। রাজা হাতেমের সংবাদ শ্রবণে অগ্রসর হইয়া বহু সম্মানে তাঁহাকে নিজ ভবনে আনয়ন পূর্ব্বক সিংহাসনে বসাইলেন এবং নানাপ্রকার ভোজ্য ভোজন করাইয়া আমোদ প্রমোদ করিলেন। পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, আগমনের কারণ কি? হাতেম্ বলিলেন, মাহপরীর হস্তের গুটিকার জন্য আসিয়াছি, ফরোকাশ্ দুই দণ্ডকাল নতশিরে রহিলেন, হাতেম্ বলিলেন হে রাজন্! এরূপ চিন্তার কারণ কি? ফরোকাশ্ মস্তক উত্তোলন করিয়া বলিলেন হে যুবক! মাহপরীর হস্তের গুটিকা লইতে দৈত্যগণের সাধ্য নাই, এবং তথায় গমন করিতে ও তথা হইতে জীবিত আসিতেও সাধ্য নাই। তুমি কিপ্রকারে যাইবে? এবং পুনর্ব্বার জীবিত আসিবে? হাতেম্ বলিলেন যিনি আমাকে এস্থানে আনিয়াছেন, তিনিই তথায় উত্তীর্ণ করিয়া দিবেন এবং জীবিত আনিবেন, কিন্তু তোমাদিগের এক ব্যক্তি আমাকে পথ প্রদর্শন করুক, যাহাতে আমি পথ বিস্মৃত না হই, ফরোকাশ্ বলিলেন, হে হাতেম্! যদি তুমি এই ইচ্ছা মন হইতে দূর কর,

তবে উত্তম হয়। হাতেম্ বলিলেন, কাহারো নিকটে প্রতিজ্ঞা করিয়া তাহা ভঙ্গ করা আমার কর্ম্ম নহে। তদনন্তর ফরোকাশ্ নী-রব হইয়া রহিলেন, দুই তিন দিন গত হইলে হাতেম্ বলিলেন, হে রাজন্! আমাকে বিদায় দাও, আমার আবশ্যকীয় কর্ম্ম আছে; কারণ যদি সে আসক্ত দুঃখিব্যক্তি আমার অপেক্ষায় মরিয়া যায়, আর তাহার পাপ আমার স্কন্ধে হয়, তবে জগদীশ্বরকে কি উত্তর দিব? আর সে যুবা সত্যই আসক্ত আছে এবং আমার প্রতিজ্ঞায় আপনাকে জীবিত রাখিয়াছে, নতুবা তাহার মৃত্যুর কিছুই অপেক্ষা ছিল না। ফরোকাশ্ কয়েক ব্যক্তিকে হাতেমের সঙ্গে দিয়া বলিলেন, এ যুবাকে মাহপরীর অধিকারে উপস্থিত করিয়া দিবে, যে পর্য্যন্ত এ যুবা প্রত্যাগত না হইবে, সে পর্য্যন্ত তথায় থাকিও। পরে দৈত্যগণ হাতেম্কে সঙ্গে লইয়া গমন করিল, হাতেম্ দৈত্য-দিগের স্কন্ধে আরোহণ করিয়া এক মাস পরে মাহপরীর অধি-কারে উপস্থিত হইলেন। দৈত্যগণ কহিল, এই পর্ব্বত অবধি মাহপরীর অধিকার, ইহার অগ্রে যাইবার আমাদের সাধ্য নাই, কারণ মাহপরীর আপনার অধিকার-মধ্যে কাহাকেও জীবিত রাখে না। হাতেম্ দৈত্যগণের নিকট বিদায় হইয়া মাহপরীর অধিকারে চলিলেন।

কয়েক দিন পরে এক পর্ব্বত দৃষ্ট হইল, তাহার চূড়া আকাশ পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। হাতেম্ দূর হইতে দেখিলেন, পর্ব্বতোপরি অনেক জীনজাতি রহিয়াছে। পরে পর্ব্বতাভিমুখে চলিলেন, যখন পর্ব্বতের নিকটস্থ হইলেন, তখন চতুর্দ্দিক্ হইতে পরীজাতিরা হাতেম্কে দৃষ্টি করিয়া বলিল, এক জন মনুষ্য-জাতি দৃষ্ট হইতেছে, ইহাকে জীবিত যাইতে দেওয়া হইবে না, কারণ এব্যক্তি পর্ব্বতে আসিবার ইচ্ছা করিতেছে। পরীজাতিরা পর্ব্বত হইতে অব-

রোহণ করিয়া হাতেমের হস্তধারণ পূর্ব্বক পর্ব্বতের উপরে লইয়া গেল এবং নিগড় বদ্ধ করিয়া বলিল, তুমি কোথা হইতে কি নিমিত্ত আসিতেছ? এবং তোমাকে কে আনিয়াছে বল? হাতেম্ বলিলেন আমাকে জগদীশ্বর আনিয়াছেন এবং সুরি নগর হইতে আসিতেছি। পরীজাতিরা বলিল হারিস্-সওদাগরের কন্যা তোমাকে পাঠাইয়াছে? হাতেম্ আপন মনোমধ্যে বলিলেন যদি বলি শাহমোঁহরার নিমিত্ত আসিয়াছি, তবে আমাকে জীবিত রাখিবে না। এবং যদি মিথ্যা কহি তবে মিথ্যাবাদী হইব, উত্তম এই যে নীরব হইয়া থাকি; এই জন্যই মৌনী হইয়া রহিলেন। পরীগণ বলিল ইহাকে ফেলিয়া দিই, কি জানি যদি শাহমোহরার নিমিত্তই আসিয়া থাকে. পরে কাষ্ঠ আহরণ করিয়া তাহাতে অগ্নি দিল, যখন অগ্নির শিখা আকাশে উঠিল তখন হাতেম্কে তাহাতে ফেলিয়া দিল, এবং প্রস্তর নিঃক্ষেপ করিয়া হাসিতে লাগিল। হাতেম্ জগদীশ্বরকে স্মরণ করিয়া যে গুটিকা ভল্লূকের কন্যা দিয়াছিল, তাহা মুখমধ্যে রাখিয়া তিন দিন অগ্নিমধ্যে থাকিলেন। পরে অগ্নি হইতে বহির্গত হইলেন, তাঁহার বস্ত্রের একটি সূত্রও দগ্ধ হয় নাই। যখন গমন করিলেন, তখন পরীজাতিরা দৃষ্টি করিল যে জীবিত আছে, পুনর্ব্বার হাতেম্কে ধরিয়া নিগড় বদ্ধ করিয়া জিজ্ঞাসিল, তোমার আকৃতি তুল্য এক ব্যক্তি আসিয়াছিল, তাহাকে আমরা অগ্নিতে পোড়াইয়াছি, তুমি কি সেই ব্যক্তি না অন্য কেহ? হাতেম্ বলিলেন হে নির্বোধগণ! তোমাদের ন্যায় অন্য কেহ নির্বোধ নাই, যে ব্যক্তি অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া যায়, সে কিপ্রকারে জীবিত থাকে? জগদীশ্বর আমাকে অগ্নিতে জীবিত রাখিয়াছেন, পুনর্ব্বার পরীজাতিরা হাতেম্কে সেই প্রকারে তিনবার অগ্নিতে নিঃক্ষেপ করিল, যখন দেখিল যে,

অগ্নিতে দগ্ধ হইতেছে না, তখন একটি বৃহৎ প্রস্তর আনিয়া তাহার নিম্নে তাঁহাকে রাখিল। তিন দিন পরে হাতেম্‌কে প্রস্তর হইতে বহির্গত করিয়া সমুদ্রমধ্যে নিঃক্ষেপ করিল, হাতেম্ সমুদ্রের অষ্টা-দশ ক্রোশ পর্য্যন্ত নিমগ্ন হইয়া গেলেন, হঠাৎ এক কুম্ভীর সমু-দ্রের ভিতরে প্রকাশ হইয়া হাতেম্‌কে দৃষ্টি করিল এবং নিকটে আসিয়া গ্রাস করিল। যখন হাতেম্ তাহার উদরের মধ্যে গে-লেন তখন নিমগ্ন হইতে স্থগিত হইয়া জানিলেন যে, কোন জন্তুর উদরে আমি নীত হইয়াছি, ক্ষণৈক অচেতন হইলেন, পরে চৈতন্য প্রাপ্তে উঠিয়া কুম্ভীরের উদরে ধাবমান হইলেন এবং চরণ দ্বারা তাহার নাড়ী সকল মর্দ্দন করিতে লাগিলেন। তিনি তাহার উদরের চতুর্দ্দিকে ধাবিত হওয়ায় কুম্ভীর অত্যন্ত কাতর হইয়া সমুদ্রের তীরে শুষ্কস্থানে আগমন পূর্ব্বক অবলুণ্ঠন করিতে লা-গিল। পরে হঠাৎ হাতেম্‌কে বমন করিয়া জলের ভিতরে প্রবেশ করিল, হাতেম্ দুর্ব্বল হইয়া দুইদিন তথায় পতিত রহিলেন। দুই দিন পরে ক্ষুধিত ও পিপাসিত হইয়া চলিলেন, পরে চলৎশক্তি না থাকায় দুইদিন পর্য্যন্ত সেই স্থানে পতিত হইয়া চতুর্দ্দিক্ দে-খিতে লাগিলেন, হঠাৎ পরীজাতিরা দলে দলে আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং হাতেম্‌কে দর্শনে নিকটে আসিয়া পরস্পরে বলিল, মনুষ্য কোথা হইতে আসিল? পরে হাতেম্‌কে জিজ্ঞাসা করিল, হে মনুষ্যজাতি! তোমাকে কে আনিয়াছে? হাতেম্ বলিলেন, যিনি তোমাদিগকে ও আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই জগদী-শ্বর আমাকে আনিয়াছেন, দুইদিন হইল, কুম্ভীর স্বীয় উদর হইতে আমাকে সমুদ্র-তীরে ত্যাগ করিয়া গিয়াছে, যদি তোমরা পার তবে কিছু খাদ্য আমাকে দাও, আমি ক্ষুধিত ও পিপাসিত আছি। পরীজাতিরা বলিল, আমরা কিরূপে তোমাকে জল

ও খাদ্য দিই? যেহেতু আমাদিগের রাজার এরূপ আজ্ঞা আছে যে, যদি মানব কি দৈত্যকে পাও তবে ছেদন করিবে। এক্ষণে যদি তাঁহার আজ্ঞার বিপরীত করি, তবে তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইবেন, তাহাদিগের মধ্যের এক ব্যক্তি বলিল, হে বন্ধো! তুমি কোথা? আর রাজা কোথা? এ দুঃখি ব্যক্তি কিছু আপন ইচ্ছায় আইসে নাই, জগদীশ্বর জানেন, কুম্ভীর কোথায় হইতে ইহাকে উদরস্থ করিয়াছিল, এ আপন পরমায়ুর্বলে রক্ষা পাইয়াছে, এবং এ মনুষ্য জাতি আমাদিগের অপেক্ষায় উত্তম, এক্ষণে ইহাকে আপন গৃহে লইয়া যাইয়া প্রতিপালন করি। অন্য পরীরা বলিল যদি ইহাকে যত্নে রাখি, আর রাজা শুনিতে পান, অবশ্যই আমাদিগকে ছেদন করিবেন। হাতেম্ বলিলেন হে প্রিয়গণ! যদি আমার ছেদনে তোমাদিগের লাভ হয় তবে ইহা হইতে উত্তম কি? ছেদন কর, পুনর্ব্বার এক জন বলিল হে প্রিয় সকল! রাজার বাটী এস্থান হইতে সপ্ত দিনের পথ, কে জিজ্ঞাসা করিবে যে কোন্ ব্যক্তি কি করিতেছে? পরিশেষে সকলে একত্র হইয়া হাতেম্কে বাটীতে আনয়ন পূর্ব্বক ফল ও খাদ্যদ্রব্য দিল, তিনি ক্ষুন্নিবৃত্তি পূর্ব্বক ভোজন করিয়া জলপান করিলেন, তাঁহার মনঃ সুস্থ হইল। সমস্ত পরীরা হাতেমের চতুর্দ্দিকে কথোপকথন করিতে লাগিল, এবং হাতেমের কথায় পাগল হইয়া উঠিল। যখন কয়েক দিন গত হইল তখন হাতেম্ বলিলেন, হে প্রিয়বর্গ! আমাকে বিদায় দাও, আমি আপন কর্ম্মে যাই; পরীরা বলিল কি কর্ম্ম আছে? তোমাকে এস্থানে কে আনিয়াছে? হাতেম্ কহিলেন্ আমাকে এস্থানে ফরোকাশের লোকেরা রাখিয়া গিয়াছে, প্রথমে তোমাদিগের পরীজাতির হস্তে বদ্ধ ছিলাম, তাহারা আমাকে তিন বার অগ্নিতে ফেলিয়াছিল, জগদীশ্বর আমাকে অগ্নি হইতে জীবিত

বহির্গত করিয়াছেন, পুনর্ব্বার আমার বক্ষউপরি প্রস্তর রাখিয়াছিল, তাহাতেও জীবিত ছিলাম, পরিশেষে আমাকে সমুদ্রে ফেলিলে কুম্ভীর আমাকে উদরস্থ করিল, সে আপন উদরে পরিপাক করিতে না পারিয়া বাহির করিয়া ফেলিল। পরে তোমরা আমার নিকটে উপস্থিত হইয়া এস্থানে আমাকে আনিয়াছ। পরীজাতিরা বলিল, এমন কি কর্ম্ম আছে যে, তুমি আপনাকে উক্ত ক্লেশে নিঃক্ষেপ করিয়াছ? হাতেম্ বলিলেন, মাহপরীর নিকটে আমার কর্ম্ম আছে, পরীজাতিরা বলিল, হে নির্ব্বোধ! মাহপরীর নাম করিও না, আমরা তাঁহার ভৃত্য; তিনি আমাদিগকে এইজন্য আপন অধিকার-মধ্যে নিযুক্ত করিয়াছেন, যেন দৈত্য কি মনুষ্য এস্থানে আসিতে না পায়। যদি মাহপরী তোমার সংবাদ পান, তবে আমাদিগকে জীবিত রাখিবেন না এবং তোমাকেও ছেদন করিবেন। হাতেম্ বলিলেন যদি পরমায়ুঃ থাকে তবে আমাকে ছেদন করিতে পারিবেন না, আর যদি তোমরা ভয় কর তবে আমার হস্ত বন্ধন করিয়া আমাকে মাহপরীর নিকটে লইয়া চল। পরীজাতিরা বলিল, আগে তোমাকে প্রতিপালন করিয়াছি এবং তোমার সঙ্গে ভোজন করিয়াছি, পুনর্ব্বার তোমাকে ছেদিত হইতে দিব, ইহা কি হইতে পারে? ইহাতে হাতেম্ বলিলেন, আমার জন্য তোমরা ভাবিত হইও না, কেননা শেষে আমাকে মাহপরীর নিকটে যাইতে হইবে, ইহাতে তোমরা আমাকে ছেদন কর অথবা ছাড়িয়া দাও। পরীজাতিরা হাতেমের এই কথায় চিন্তিত হইল, পরে পরামর্শ করিয়া সকলে বলিল, এ ব্যক্তিকে আপন নিকটে রাখি এবং রাজার নিকটে সংবাদ লিখি, যাহা আজ্ঞা করিবেন তাহা করিব। পরে এক জন পরীজাতিকে রাজার সমীপে প্রেরণ করিয়া তাহাকে বলিয়া দিল যে, এইরূপে নিবেদন

করিও যে, সমুদ্র-তীরে এক জন মনুষ্য-জাতিকে পাইয়া আপন গৃহে রাখিয়াছি, যদি আজ্ঞা হয় আপনকার নিকটে পাঠাইয়া দিই। পরে সেই পরীজাতি সেই নগরে গমন করিয়া সপ্ত দিন পরে তথায় উপস্থিত হইল, ভৃত্যেরা মাহপরীর নিকটে নিবেদন করিল যে, এক পরীজাতি এস্থানে আসিয়া নিবেদন করিতেছে যে, এক ব্যক্তি মনুষ্যকে সমুদ্রে পাইয়াছি, তাহার প্রতি যাহা আজ্ঞা হয়। মাহপরী বলিলেন, সে মনুষ্যকে অতিযত্নে এস্থানে পাঠাইয়া দেয়, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিব যে, আমার নগরে তোমার আসিবার কারণ কি? এবং তোমাকে কে আনিয়াছে? পরে সেই পরীজাতি বিদায় হইয়া চতুর্দ্দশ দিনে প্রত্যাগত হইয়া বলিল, এ মনুষ্যজাতিকে রাজা আপন নিকটে আহ্বান করিয়াছেন। তৎপরে পরীজাতিরা হাতেম্‌কে লইয়া চলিল।

এদিকে মাহপরীর নগরে মনুষ্যের আগমন-সংবাদ ঘোষণা হইল। মাহপরীর পরীজাতি-মধ্যে এক জন মস্তান নামক পরী-পুরুষ অত্যন্ত ভাগ্যবান ছিলেন, হসিনা নামে তাঁহার এক কন্যা ছিল, তাহার মনঃ ছট্‌ পট্‌ করায় সে আপন বয়স্যদিগের সঙ্গে পরামর্শ করিল যে, আমাদিগের রাজার দেশে একটি মানুষ আসিতেছে, তাহাকে দেখা কর্ত্তব্য, তাহার কিরূপ রূপ, এবং সকলে বলে যে, মনুষ্যজাতির উত্তম রূপ ও সুন্দর মুখ, তাহার সহচরীরা বলিল, অবশ্য তাহাকে দেখা আবশ্যক। হসিনাপরী বলিল, উত্তম এই যে পথিমধ্যে যাইয়া তাহাকে দেখি, যখন রাজার নিকটে লইয়া যাইবে তখন পুনর্ব্বার তাহাকে দেখা কঠিন, কিন্তু কিরূপে গৃহ হইতে বহির্গত হই, আর কি ছল করি। সকলে বলিল, আমরা উপবন ভ্রমণ করিবার ছল করিয়া বহির্গত হই, হসিনাপরী বলিল উত্তম ভাবিয়াছ, পরে হসিনাপরী আপন

মাতৃ-নিকটে যাইয়া বলিল হে মাতঃ! যদি আজ্ঞা হয় তবে কয়েক দিন উদ্যানে ভ্রমণ করি, তাহার মাতা বলিল, আপন পিতৃ-নিকটে আজ্ঞা লও, হসিনাপরী পিতৃ-সমীপে যাইয়া আদেশ প্রার্থনা করিল, পরে তাহার পিতা বিদায় দিলে হসিনাপরী আপন সহচরীদিগের সঙ্গে উদ্যানে গমন করিল। অপর তাহাদিগের এরূপ রীতি ছিল যে, উদ্যানে গমন করিলে চত্বারিংশৎ দিন পরে গৃহে আসিত।

হসিনাপরী পথের মধ্যে বলিতে লাগিল, মনুষ্যজাতিকে কিপ্রকারে দেখিব? এক জন বলিল সমুদ্রের রক্ষকগণ আনিবে। হসিনাপরী এই ভাবিয়া সমুদ্রের তীরের দিকে চলিল, মনে করিল যে এই দিকেই আসিবে। তিন দিন অগ্রে তথায় যাইয়া উপস্থিত হইল, পরে সংবাদ পাইল যে, পরীজাতিদিগের সেনা সমুদ্রের তীরে অবস্থিত হইয়াছে। হসিনাপরী এক পরীকে পাঠাইয়া দিল যে, জিজ্ঞাসা করিয়া আইস, ইহারা কে? পরে সেই পরী যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা বলিল, আমরা সমুদ্রের রক্ষক, মনুষ্য-জাতিকে রাজার নিকটে লইয়া যাইতেছি। পরে সে পরী হাতেম্‌কে দেখিল যে, পূর্ণিমার চন্দ্রের ন্যায় সুন্দর মুখ এক যুবা সমুদ্রের তীরে বসিয়া আছে; সেই পরী হসিনার সমীপে আসিয়া মনুষ্যের রূপের প্রশংসা করিল, পরে তাঁহাকে দেখিবার অত্যন্ত ইচ্ছা হইলে হসিনা বলিল, হে পরীসমূহ! কিপ্রকারে দর্শন করিব? তাহারা বলিল রাত্রিকালে যখন রক্ষকেরা নিদ্রা যাইবে তখন সে মানবকে আনিব। তদনন্তর তথা হইতে গমন করিয়া তিন ক্রোশ দূরে একটি উদ্যানে উপস্থিত হইল এবং রাত্রির অপেক্ষায় তথায় থাকিল। যখন দুই প্রহর রাত্রি হইল, তখন হসিনাপরীর কয়েকটি চতুরা পরী গমন পূর্ব্বক রক্ষকদিগের নিকটে উপস্থিত হইয়া

দেখিল যে; সকলে অচৈতন্যে নিদ্রা যাইতেছে, পরে অচেতন হই-বার ঔষধ হাতেমের মস্তকে ছড়াইয়া দিয়া তাঁহাকে আপনা-দিগের উদ্যানে আনিল, এবং তথা হইতে গমন পূর্ব্বক হসিনা-পরীর উপবনে আনিয়া হাতেম্‌কে চেতন করিল, হাতেম্ তাহা-দিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কে ? আর আমাকে এখানে কে আনিয়াছে ? হসিনা বলিল, এ উপবন এক ব্যক্তি পরীজাতির আছে, আমি তাঁহার সন্ততি, আমার নাম হসিনাপরী, যখন তোমার বার্ত্তা আমাদিগের নগরে প্রকাশ হয়, তখন তোমাকে দেখিবার ইচ্ছা আমার মনে উদয় হইল, এক্ষণে রক্ষক সমূহের সন্নিধান হইতে আমার লোকেরা তোমাকে অপহরণ করিয়া আনিয়াছে। হাতেম্ বলিলেন, শাহমোহরার নিমিত্ত আমি আসিয়াছি, হসিনা বলিল, শাহমোহরা রাজার হস্ত হইতে লওয়া কঠিন ; আমিও তোমার মুখ দর্শনে তোমার প্রতি ক্ষিপ্ত হই-য়াছি, হাতেম্ বলিলেন, যে পর্য্যন্ত গুটিকা হস্তগত না হয়, সে পর্য্যন্ত আমা হইতে তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে না, হসিনা কহিল গুটিকা কে আনিতে পারিবে ? কিন্তু তোমার ভাগ্য-গুণে যদি তোমার হস্তে আইসে। পরে হাতেম্‌কে উদ্যানে অতি যত্নে রাখিয়া সন্তোষে দিন যাপন করিতে লাগিল।

এদিকে সেই পরীজাতিরা যখন নিদ্রা হইতে জাগ্রত হইল, তখন হাতেম্‌কে না দেখিয়া চতুর্দ্দিকে অন্বেষণ করিল, এবং তা-হারা বিবেচনা করিল যে, মনুষ্যজাতি পলায়ন করিয়াছে, কিম্বা কোন পরী আসক্তা হইয়া তাহাকে লইয়া গিয়াছে, কিন্তু ইহা রাজা শুনিলে আমাদিগের খাল খেচিবেন (চর্ম্ম পৃথক্ করিবেন), উত্তম এই যে, আমরা সকলে গোপনভাবে তাহার তত্ত্ব করি, যদি কোন স্থানে অনুসন্ধান পাই তবে তাহাকে ধরিয়া রাজার সমীপে

লইয়া যাইব। পরে সকলে পলাইয়া লুক্কায়িত হইয়া রহিল, রাত্রিকালে প্রকাশ হইয়া অনুসন্ধান করিত, এইরূপে বহুকাল গত হইল।

এক দিন মাহপরী কহিলেন, এক্ষণ পর্য্যন্ত মনুষ্যজাতি আইল না, ইহার কারণ কি ? পরে অন্য ব্যক্তিদিগকে সংবাদার্থ নিযুক্ত করিলেন। তাহারা সেই সমুদ্র-রক্ষকদিগের নিকটে যাইয়া বলিল, মনুষ্যজাতিকে পাঠাইবার বিলম্ব কি ? তাহারা উত্তর করিল, অনেক দিন হইল মনুষ্যজাতিকে পরী-সেনা-সঙ্গে পাঠাইয়াছি, এক্ষণ পর্য্যন্ত উপস্থিত হয় নাই, তাহার কারণ কি ? পরে তাহারা প্রত্যাগত হইয়া রাজ-সমীপে নিবেদন করিলে রাজা ক্রোধান্বিত হইয়া অন্য ব্যক্তিদিগকে এই জন্য প্রেরণ করিলেন যে, সেই দুষ্টেরা মনুষ্যজাতিকে কোথায় লইয়া গেল এবং কি করিল ? তাহার তত্ত্ব করে।

তৎপরে তাহারা চতুর্দ্দিকে তত্ত্ব করিতে লাগিল, যাহারা হাতেমকে আনিতেছিল, সেই পরীজাতির একজন যাইতেছিল, হঠাৎ তাহার প্রতি সন্ধানকারিদিগের দৃষ্টি পড়িল, চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন পূর্ব্বক তাহাকে ধৃত করিয়া রাজার নিকটে আনিল, মাহপরী তাহাকে তাড়ন করিয়া বলিলেন সত্য বল্, মনুষ্যজাতিকে কি করিয়াছিস্ ? সে বলিল, হে রাজন্! যদি আমার জীবন দান দাও, তবে নিবেদন করি। রাজা বলিলেন, শীঘ্র বল্, নতুবা তোকে জীবিত ত্যাগ করিব না, সে বলিল, আমরা সেই নরকে অতিযত্নে আনিতেছিলাম, পরে অমুক স্থানে উপস্থিত হইয়া রাত্রিকালে নিদ্রা গিয়াছিলাম, সেই সময়ে সে মনুষ্যকে কোন ব্যক্তি হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে, নতুবা সে ব্যক্তি স্বয়ং যায় নাই, কেননা তাহার রাজ দর্শনের অত্যন্ত বাঞ্ছা ছিল, বোধ করি কোন পরী

তাহার প্রতি আসক্ত হইয়া লইয়া গিয়াছে, কারণ সে অতি সু-ন্দর ছিল। পরে যখন প্রাতঃকাল হইল তখন সে মনুষ্যকে আ-মাদিগের মধ্যে দেখিতে পাইলাম না, অগত্যা রাজ-ভয়ে পলা-য়ন করিয়া অমুক স্থানে লুক্কায়িত হইলাম, এবং আমাদিগের মধ্যস্থ সমস্ত ব্যক্তি তাহার অনুসন্ধানার্থ চতুর্দ্দিকে গমন করি-য়াছে, বোধ করি যদি মনুষ্যকে অনুসন্ধান করিয়া পায়, তবে রাজার নিকটে আনিবে। আর আমি তাহার অনুসন্ধানের জন্য বহির্গত হইয়াছিলাম, রাজ-ভৃত্যগণ আমাকে ধৃত করিয়া আনিল। মাহপরী বলিলেন যে পর্য্যন্ত মানবকে পাওয়া না যায়, সে পর্য্যন্ত ইহাকে কারাবদ্ধ রাখ, এবং অন্য ভৃত্যদিগকে অনুমতি করিলেন যে, তোমরা মনুষ্যজাতির অনুসন্ধানে নিযুক্ত থাক।

তিনমাস পরে হঠাৎ মস্তান-পরীর উদ্যানে এক পরীর গমন হওয়ায় সে উদ্যানের এক পার্শ্বে লুক্কায়িত হইয়া দৃষ্টি করিতে-ছিল, এমন সময়ে হুসিনাপরী হাতেমের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক বহি-র্গতা হইয়া উদ্যানে ভ্রমণ করিতে লাগিল এবং সে মদ্যপানে উন্মত্তা হইয়াছিল। হুসিনাপরী ও হাতেম্ বহির্গত হইবামাত্র সেই পরীপুত্র হাতেমকে চিনিতে পারিল এবং উদ্যানের পার্শ্ব হইতে বহির্গত হইয়া তাহাদিগের সম্মুখে উপস্থিত হওত বলিল, হে অকৃতজ্ঞগণ! রাজার আজ্ঞায় আমরা এ মনুষ্যকে লইয়া যাই-তেছিলাম, তোমরা অপহরণ করিয়াছ, যদি জীবনের ইচ্ছা রাখ তবে এ মনুষ্যকে আমাকে দাও, নতুবা উচ্ছিন্ন যাইবে; হুসিনাপরী দেখিল যে, অপরিচিত এক পরী উদ্যানে আসিয়া কটুবাক্য কহি-তেছে, হুসিনাপরী সে সময় মদিরা পানে উন্মত্তা ছিল, স্বীয় ভাষায় বলিল ইহাকে উত্তমরূপে দমন কর, কি জন্য আমার উ-দ্যানে আসিয়াছে? পরী সকল চতুর্দ্দিক্ হইতে ধাবিত হইয়া

বাঞ্ছা করিল যে, তাহাকে কারা বদ্ধ করে। এমত সময়ে সে পলায়িত হইয়া স্বদেশে উপনীত হইল, এবং আপনার মুখ কৃষ্ণ বর্ণ করিয়া রাজার নিকটে গমন পূর্ব্বক অভিযোগ করিল। মাহপরী বলিলেন, ইহাকে জিজ্ঞাসা কর যে, কে তোমাকে দুঃখ দিয়াছে? এবং কাহার প্রতি অভিযোগ করিতে আসিয়াছ? সেই পরী বলিল, মস্তান-পরীর কন্যা হুসিনাপরী দুঃখ দিয়াছে। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, তুই কে? সে বলিল যাহারা মনুষ্যকে রাজার নিকটে আনিতেছিল, আমি তাহাদিগের দলের এক জন। রাজা বলিলেন, তৎপরে কি হইল? সে কহিল, সে মনুষ্যকে হুসিনাপরী হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে, আমি সন্ধান পাইয়া তাহার নিকটে সে মনুষ্যকে চাহিলাম, সে দিল না, আর আমাকে অপমান করিতে উদ্যত হওয়ায় আমি পলায়ন পূর্ব্বক আসিয়া আপনার নিকটে সংবাদ দিলাম।

মাহপরী রাগান্বিত হইয়া তিন সহস্র সেনার সহিত মাহয়্যার-পরীকে তথা পাঠাইলেন। সে তথায় উপস্থিত হইয়া মস্তান-পরীর বাটীর চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিল। মস্তান-পরী আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া মাহয়্যারের নিকট আসিয়া বলিল এ অধীনের প্রতি রাজার ক্রোধ করিবার কারণ কি? মাহয়্যার বলিল তোর কন্যা কোথা? মস্তান-পরী বলিল সে কয়েক মাস হইল, উদ্যানে ভ্রমণ করিতে-গিয়াছে। সে বলিল শীঘ্র তত্ত্ব লও, সে মনুষ্য হরণ করিয়া উদ্যানে গিয়াছে, রাজা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, হুসিনার মাতা এই সংবাদ শুনিয়া উদ্যানে গমন পূর্ব্বক দেখিল, হুসিনা মনুষ্যের সহিত বসিয়া আছে, বলিল এই মনুষ্যের জন্য রাজা সৈন্য নিযুক্ত করিয়াছেন, হুসিনা ভীতা হইল, তাহার মুখের বর্ণ হরিদ্রার ন্যায় হইয়া গেল। পরে মাহয়্যার সপরিবারে মস্তান-পরীকে ও হা-

তেম্‌কে ধৃত করিয়া রাজার নগরে প্রেরণ করিল। এবং তিন দিন পরে নগরে উপস্থিত হইল। রাজার নিকট সংবাদ হইল যে, মস্তান কোন আপত্তি করে নাই। তাহার সন্তান সন্ততির সঙ্গে তাহাকে এবং হাতেম্‌কে আনয়ন করা হইয়াছে, মাহপরী আজ্ঞা করিলেন মস্তানকে আমার নিকট লইয়া আইস। পরে মস্তান সাক্ষাৎ করিয়া বলিল, আমি এ বৃত্তান্তের কিছুই জ্ঞাত ছিলাম না, আমি আজ্ঞাধীন, আপনার আহ্বান মাত্র স্ত্রী পুত্র-সহ উপস্থিত আছি, আমার প্রতি যাহা অনুমতি হয় তাহা স্বীকার করি। রাজা দেখিলেন যে সে ব্যক্তি নিরপরাধী; দয়ালু হইয়া আদেশ করিলেন, তোমার অপরাধ মার্জনা করিলাম, কিন্তু সে মনুষ্যকে লইয়া আইস। সে হাতেম্‌কে রাজ-সম্মুখে আনিল, রাজা হাতেম্‌কে সুন্দর ও সুশীল দেখিয়া আপনার নিকটে আহ্বান করিয়া বলিলেন হে মনুষ্যজাতি! তুমি কি জন্য আমার নগরে আসিয়াছ? হাতেম্ বলিলেন, তোমার ও তোমার নগরের প্রশংসা ফরোকাশের মুখে শুনিয়া মনোমধ্যে অতিশয় দর্শনেচ্ছা হইল, কোনপ্রকারে এখানে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। রাজা বলিলেন আমার অধিকারমধ্যে তোমাকে কে আনিল? হাতেম্ বলিলেন. ফরোকাশের দৈত্যেরা। রাজা বলিলেন তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি উত্তম বৈদ্য আছে তাহা জ্ঞাত আছ? হাতেম্ বলিলেন হে রাজন্! তোমার মনুষ্য-বৈদ্যের কি আবশ্যক? তোমার দেশে কি বৈদ্য নাই? মাহপরী কহিলেন, মনুষ্য অতি উত্তম জাতি এবং সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিশালী, কেননা স্বীয় বুদ্ধি-কৌশলে পরীজাতিকেও বদ্ধ করিয়া রাখে। হাতেম্ বলিলেন, তোমার কবিরাজের কি প্রয়োজন তাহা জ্ঞাত হইলাম না, মাহপরী বলিলেন, আমার পুত্র সুন্দর ও গুণবান্, তাহার ন্যায় দ্বিতীয় নাই, সেই ভিন্ন

আমার দ্বিতীয় পুত্র আর নাই। সেই পুত্র নেত্র-রোগে অন্ধ হই-য়াছে, কোনমতেই অরোগী হইতেছে না, তোমার দেশে যদি কোন উত্তম বৈদ্য থাকে তবে বল। হাতেম্ বলিলেন, যদি তোমার পুত্র অরোগী হয়, আর তাহার চক্ষুঃ দর্শন শক্তি পায়, তবে আ-মাকে কি পারিতোষিক দিবে? রাজা বলিলেন তুমি যাহা চাহিবে তাহাই দিব। হাতেম্ বলিলেন, প্রতিজ্ঞা কর, মাহপরী বলিলেন, আমি প্রতিজ্ঞা করিলাম, পরে হস্ত বাড়াইয়া হাতেমের হস্তে রাখিয়া বলিলেন যদি আমার বাক্য অন্যথা হয় তবে আমার প্রতি জগদীশ্বর কোপিত হইবেন। হাতেম্ বলিলেন, কল্য রাজপুত্রের ঔষধ করিব। পরে রাজা হাতেম্‌কে উত্তম বাসস্থান দিলেন এবং পরীগণকে তাঁহার সেবায় নিযুক্ত করিলেন, তাহারা খাদ্য ও জল এবং ফল আনিয়া হাতেম্‌কে ভক্ষণ করাইল। যখন প্রাতঃকাল হইল তখন তাঁহার পুত্রকে আনিয়া সিংহাসনে বসাইলে যাহা ভল্লূক-কন্যা দিয়াছিল, হাতেম্ সেই গুটিকাকে বহির্গত করিয়া মু-খের থুৎকারে ঘর্ষণ পূর্ব্বক তাহার চক্ষুতে দিলেন; যখন দিন গত হইল তখন চক্ষুর স্ফীততা ও বেদনা গেল, কিন্তু কোন দ্রব্যকে যে দর্শন করে এমন দর্শন-সামর্থ্য হইল না। মাহপরী বলিলেন, হে বিজ্ঞ! চক্ষুঃ উত্তমরূপ হইয়াছে কিন্তু দর্শন-সামর্থ্য হয় নাই। হাতেম্ বলিলেন জুল্‌মাতে নুর্‌রেজ্ নামে এক বৃক্ষ আছে, যদি তাহার এক বিন্দু রস হস্তগত হয়, তবে রাজপুত্রের চক্ষুর দর্শন-শক্তি হয়। মাহপরী বলিলেন, হে পরীসকল! তোমাদিগের মধ্যে এমন কেহ আছে যে, তথায় যাইয়া সেই বৃক্ষের রস আনয়ন করে? সকলে নতশির হইয়া বলিল, সে পথে প্রধান প্রধান দৈত্য আছে, আমাদিগের সাধ্য নাই যে তাহাদিগের সঙ্গে যুদ্ধ করি, এবং তাহারা আমাদিগকে জীবিত ত্যাগ করিবে না। পরে রাজা

অধোমুখ হইয়া রহিলেন, হসিনাপরী নিবেদন করিল, যদি রাজা আমার অপরাধ মার্জ্জনা করেন, এবং এই মনুষ্যকে আমাকে দেন, তবে আমি সেই বৃক্ষের চেষ্টা করি, রাজা বলিলেন তোমার সমস্ত অপরাধ মার্জ্জনা করিলাম, এবং তোমার পিতাকে তাবৎ অধিকার দিলাম, কিন্তু মনুষ্যকে দিবার আমার সাধ্য নাই, কেননা এ স্বয়ং কর্ত্তা আছে। হাতেম্ বলিলেন, যদি যাবজ্জীবন আমাকে আপন নিকটে রাখিতে চাও, তবে কখনই স্বীকার করিব না, যদি প্রতিজ্ঞা কর যে, আমি আপন ক্ষমতায় থাকিব, এবং যখন ইচ্ছা তখন চলিয়া যাইব তবে আমি থাকি। হসিনাপরী বলিল তোমার সঙ্গে আমার অন্য কিছু আবশ্যক নাই, কেবল তোমার প্রণয়ে থাকি, এবং আশা পূর্ণ করিয়া তোমাকে দেখি, পরে তোমার যাহা ইচ্ছা, হাতেম্ বলিলেন, শীঘ্র সেই বৃক্ষের রস আনয়ন কর।

পরে হসিনাপরী সপ্ত-সহস্র পরীকে সঙ্গে লইয়া গমন করিল, সে এরূপ দ্রুতগমন করিতে লাগিল যে, সেনাসকল পশ্চাতে পড়িয়া পৃথক্ হইয়া গেল। পরে চত্বারিংশৎ দিন গতে জুল্মাতে উপস্থিত হইয়া দেখিল, একটি বৃক্ষের মস্তক আকাশে উঠিয়াছে, এবং দুগ্ধের ন্যায় শুক্লবর্ণ ও মধুর তুল্য মিষ্ট তাহার রস নিঃসৃত হইতেছে। হসিনাপরী তাহার নীচে শিশী রাখিয়া দিল, যখন তাহা রসে পূর্ণ হইল, তখন তাহার মুখ বন্ধ করিয়া গমন করিল। ইতিমধ্যে খল্ফার দ্বাদশ সহস্র দৈত্য যাহারা সেই বৃক্ষের রক্ষক ছিল, তাহারা উপস্থিত হইল, হসিনাপরী পলায়ন করিল। তাহারা দ্বাদশ ক্রোশ-পর্য্যন্ত পশ্চাৎ ধাবিত হইয়াও হসিনাকে ধরিতে পারিল না, খল্ফার দৈত্যসকল আপন আপন গৃহে প্রত্যাগমন করিল।

হুসিনা চত্বারিংশৎ দিন পরে যে কয়েক বিন্দু রস ছিল, তাহা লইয়া রাজ-সমক্ষে উপস্থিত হইল, এবং তাবৎ বিবরণ প্রকাশ করিল। রাজা তাহার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া তাহাকে নিজ প্রিয় পারিষদ করিলেন, পরে হাতেম্ ভল্লুক-কন্যার গুটিকা সেই রসে ঘর্ষণ করিয়া রাজ-নন্দনের নেত্রে দিলেন, এবং সপ্তদিন পর্য্যন্ত চক্ষুঃ আবৃত করিয়া রাখিলেন। পরে জগদীশ্বরের কৃপায় রাজ-কুমারের চক্ষুঃ স্বাভাবিক উজ্জ্বল হইল, তাহার পিতামাতা তাহাকে ক্রোড়ে লইলে রাজপুত্র পিতামাতার মুখ দর্শনে আহ্লাদিত হইয়া হাতে-মের পদতলে পতিত হইলে, হাতেম্ও রাজপুত্রকে আলিঙ্গন করিয়া জগদীশ্বরের গুণগান করিলেন। তদনন্তর মাহপরী অ-সংখ্য ধনরত্ন হাতেমের সম্মুখে আনিলে হাতেম্ বলিলেন, হে রাজন্! এত ধনরত্ন আমি কিরূপে লইব? যদি তোমার পরীরা ফরোকাশের অধিকারে লইয়া যায়, তবে লইতে পারি। রাজা আপন পরীদিগকে আদেশ করিলেন যে, যখন এ ব্যক্তি আপন নগরে গমন করিবে তখন তোমরা এই ধনরত্ন সকল লইয়া এ বি-জ্ঞকে ফরোকাশের অধিকারে উপস্থিত করিয়া দিও। পুনর্ব্বার হাতেম্ বলিলেন হে রাজন্! এ ধনরত্নে আমার কি কর্ম্ম দেখিবে? তুমি আমার সহিত যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছ তাহা এক্ষণে প্রতিপা-লন কর, মাহপরী বলিলেন কি প্রার্থনা আছে চাও। হাতেম্ বলি-লেন যে শাহমোহরা তোমার হস্তে আছে, তাহা অনুগ্রহ করিয়া দাও। রাজা ক্ষণৈক অধোমুখে থাকিয়া বলিলেন, হারিস্-কন্যা তোমার নিকটে চাহিয়াছে, হাতেম্ বলিলেন আমি তাহার নি-কটে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। রাজা বলিলেন আমিও তোমার সঙ্গে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি লও, কিন্তু এ শাহমোহরা তুমি তাহাকে দিলে আমি তাহার নিকটে রাখিব না, হাতেম্ বলিলেন, যেপর্য্যন্ত

আসক্ত ব্যক্তির মানস পূর্ণ না হয়, সেপর্য্যন্ত ক্ষান্ত থাকিও, তাহার পরে তোমার ইচ্ছা।

পরে মাহপরী শাহমোহরা আপন হস্ত হইতে মোচন করিয়া হাতেম্‌কে দিলেন, হাতেম্ শাহমোহরাকে নিজ বাহুমূলে বন্ধন করিয়া রাখিলেন,তৎক্ষণাৎ মৃত্তিকা-প্রোথিত ধনরত্ন ও স্বর্ণ সমস্ত দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল, তখন হাতেম্ মনোমধ্যে বলিলেন, সে কন্যা এই জন্যই শাহমোহরা চাহিয়াছে। মাহপরী আপন দুই তিন জন চতুর ব্যক্তিকে ডাকাইয়া বলিলেন এই গুটিকা হারিস্-কন্যার হস্তগত হইয়া তাহার বিবাহ নির্ব্বাহ হইলে দশ দিবস পরে ইহাকে আমার নিকটে লইয়া আসিবে।

তদনন্তর হাতেম্ তথা হইতে বিদায় হইয়া হসিনাপরীর আলয়ে উপস্থিত হইলেন, এবং তিন মাস কাল পরমাহ্লাদে কাল যাপন করিয়া হসিনাপরীর সন্নিধানে বিদায় হইলেন। পরে পরীদিগের স্কন্ধে ধনরত্ন রাখিয়া স্বয়ং উড়ল খটোলায় (শূন্যগামী খট্টা) আরোহণে গমন করিলেন। কয়েক দিন পরে ফরোকাশের অধিকারে উপস্থিত হইলে পরীরা বিদায় হইল। যে সকল দৈত্য হাতেমের সঙ্গে আসিয়াছিল, তাহারা হাতেম্‌কে দর্শনে দ্রুতগমনে আগমন পূর্ব্বক সেই সমস্ত ধনরত্ন আপন আপন স্কন্ধে লইয়া কয়েক দিন পরে ফরোকাশের নগরে উপস্থিত হইল। ফরোকাশ্ অগ্রসর হইয়া সাক্ষাৎ পূর্ব্বক অনেক অনুগ্রহ করিল, হাতেম্ সপ্তাহ তথায় থাকিয়া ফরোকাশের নিকটে বিদায় গ্রহণে দৈত্যগণের সঙ্গে গর্ত্তের পথে স্থরি নগরে গমন করিলেন। পরে যে সমস্ত স্বর্ণরত্ন আনিয়াছিলেন, তাহা সেই যুবাকে দিলেন এবং কন্যার বাটীতে যাইয়া শাহমোহরা তাহাকে দিলেন। সে সন্তুষ্টা হইয়া বলিল, এইক্ষণে আমি তোমারি, হাতেম্ বলিলেন, আমার

কি আবশ্যক? যে যুবা তোমার জন্য কয়েক বৎসর ক্লেশ পাইতেছে, তাহাকে স্বীকার কর, কন্যা সম্মতা হইয়া বলিল, তুমি আমার কর্ত্তা, পরে হাতেম্ তাহার পিতাকে আহ্বান করিয়া সেই যুবার হস্ত তাহার হস্তে সমর্পণ করিলেন এবং বিবাহ দিয়া কন্যাকে সেই যুবাকে দিলেন। বিবাহের পরে দশ দিন গত না হইতে শাহমোহরা কন্যার হস্ত হইতে অদৃশ্য হইল, কন্যা ক্রন্দন করিতে লাগিল। হাতেম্ তাহাকে অনেক আশ্বাস প্রদান করিয়া বলিলেন, এত রত্ন ও স্বর্ণ তোমার নিকটে আসিয়াছে যে, তোমার সপ্ত পুরুষ পর্য্যন্ত অদৈন্য হইবে।

অনন্তর হাতেম্ তথা হইতে বিদায় হইয়া হোসন্‌বানুর প্রশ্নের অনুসন্ধানে গমন করিলেন। পরে অনেক পথ গমন পূর্ব্বক এক নদী-তীরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, একটি বৃহৎ হর্ম্ম্য রহিয়াছে, আর তাহার দ্বারে লিখিত আছে, যে "সৎকর্ম্ম কর এবং নদীতে ফেল"। তিনি তাহা দেখিয়া জগদীশ্বরকে স্মরণ পূর্ব্বক স্তুতি করিয়া ভাবিলেন, যে মানসে আসিয়াছিলাম, তাহা সফল হইল। পরে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হওয়ায় সেই স্থানের ভৃত্যগণ আসিয়া হাতেম্‌কে বাটীর ভিতরে লইয়া গেল, তিনি দেখিলেন, যে শতবর্ষ-বয়স্ক এক বৃদ্ধ সিংহাসনের উপরে বসিয়া আছে। সে হাতেম্‌কে দেখিয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক আলিঙ্গন করিল, এবং নানাবর্ণের খাদ্য হাতেমের সম্মুখে আনাইয়া উভয়ে ভোজন করিতে লাগিলেন, হাতেম্ বলিলেন হে বিজ্ঞ! এ কি কথা? যাহা আপন দ্বারে লিখিয়াছ? সে বলিল, হে যুবক! আমি পথিক-ঘাতক ছিলাম, মানুষদিগের ধন হরণ করিয়া উদর পোষণ করিতাম, এবং সমস্ত দিন দাসত্ব করিয়া দুইখানি রোটিকাতে ঘৃত ও শর্করা মিশ্রিত পূর্ব্বক জলে ফেলিতাম, আর বলিতাম, ইহা জগদীশ্বরের পথে দিলাম।

এইরূপে বহুকাল গত হইল, একদিবস এমন পীড়িত হইলাম যে, প্রাণ দেহ হইতে বহির্গত হইল, হঠাৎ দেখিলাম, এক ব্যক্তি আমার হস্ত ধরিয়া নরকে লইয়া যাইতেছে, এবং বলিতেছে তোমার থাকিবার স্থান নরক, সে আমাকে নরকে ফেলিতে উদ্যত ছিল, এমন সময়ে দুই জন সুন্দর যুবা আসিয়া আমার দুই বাহুমূলে ধারণ পূর্ব্বক বলিল, এ ব্যক্তি নরকে যায় আমাদিগের ইচ্ছা নয়, এবং ইহার বাসস্থান স্বর্গে আছে, আমরা ইহাকে স্বর্গে লইয়া যাইব। পরে তাহারা আমাকে বল পূর্ব্বক লইয়া স্বর্গে আনিলে, এক বৃদ্ধ দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, এ ব্যক্তিকে কেন আনিলে? এক্ষণে ইহার এক শতবর্ষ পরমায়ুঃ অবশিষ্ট আছে, এই নামে অন্য এক ব্যক্তি আছে, তাহাকে আন। পরে সেই দুই যুবা স্বর্গ হইতে আমার বাটীতে আমাকে আনিয়া বলিল, আমরা সেই দুই রোটিকা, যাহা তুমি জগদীশ্বরের পথে মৎস্যদিগকে দিতে। তদনন্তর যখন আমার চৈতন্য হইল, তখন গাত্রোত্থান পূর্ব্বক বলিলাম, হে জগদীশ্বর! তুমি ক্ষমাবান, আমি তোমার এক জন অপরাধী দাস, এবং আমি যে সকল দুষ্কর্ম্ম করিতাম, তাহাতে দিব্য করিলাম, আর সে সকল কর্ম্ম করিব না, এক্ষণে তুমি আমাকে ক্ষমা কর এবং অদৃশ্য পুরুষের দ্বারা আমার আহার পাঠাইয়া দাও।

পরে যখন আমি অরোগী হইলাম, তখন পূর্ব্বমত রোটিকা নির্ম্মাণ পূর্ব্বক নদীতে নিঃক্ষেপ করিতে লাগিলাম। জল হইতে একশত স্বর্ণমুদ্রা প্রকাশ হইল, আমি তাহা লইয়া সমস্ত গ্রামে এরূপে ঘোষণা দিলাম যে, যদি কোন ব্যক্তি কোন দ্রব্য হারাইয়া থাকে তবে আমার নিকটে গ্রহণ করুক, ইহাতে কেহ উত্তর দিল না। আমি সেই একশত 'স্বর্ণমুদ্রা এই জন্য সঞ্চিত করিয়া

রাখিলাম যে, যদি কেহ আমার নিকটে লইতে আইসে। যখন দ্বিতীয় দিন নদীতে ফেলিলাম, পুনর্ব্বার একশত স্বর্ণমুদ্রা নদী হইতে প্রকাশ হইল, আমি তাহাও আনিয়া সঞ্চিত রাখিলাম। এই প্রকারে দশদিন পর্য্যন্ত মুদ্রা পাইলাম, তৎপরে একাদশ দিনের রাত্রিতে নিদ্রা যাইতেছি, এক ব্যক্তি বলিলেন, হে জগদীশ্বরের দাস! তোমার সেই দুই রোটিকা জগদীশ্বরের নিকটে অনুরোধকারী হওয়ায় জগদীশ্বর তোমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া সেই সকল স্বর্ণমুদ্রা তোমাকে দিয়াছেন, তুমি ব্যয় কর। পরে আমি জাগ্রত হইয়া ভূমিষ্ঠ মস্তকে জগদীশ্বরের আরাধনা করিলাম, তাহাতেই এই হর্ম্ম্য নির্ম্মাণ করাইয়া ইহার দ্বারে ঐ কথা লিখিয়াছি, অদ্যাপি আমি একশত স্বর্ণমুদ্রা পাইতেছি, এবং আমি দুঃখী ও অতিথিদিগকে ঈশ্বরের পথে ভোজন করাইতেছি, এক্ষণে আমার কয়েক বৎসর পরমায়ুঃ অবশিষ্ট আছে। হাতেম্ এই বিবরণ শ্রবণে ভূমিষ্ঠ হইয়া বলিলেন জগদীশ্বর দাতা আছেন। পরে কয়েক দিন সেই বৃদ্ধের নিকটে থাকিয়া তদনন্তর বিদায় গ্রহণে শাহ্আবাদে গমন করিলেন।

কয়েক দিন পরে এক প্রান্তরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, এক বৃক্ষতলে একটি কৃষ্ণসর্প ও একটি সুন্দর সুকুমার সর্প উভয়ে যুদ্ধ করিতেছে, কৃষ্ণসর্প-কর্ত্তৃক সুন্দর সর্প দংশিত প্রায় হইয়াছিল, হাতেম্ ধাবিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, রে দুষ্ট! কি করিতেছিস্? এ সর্পকে ত্যাগ কর, পরে কৃষ্ণসর্প পৃথক্ হইয়া পলায়ন করিল। সুন্দর সর্প পলায়নে অসমর্থ হেতু বৃক্ষতলে থাকিয়া হাতেম্‌কে দেখিতে লাগিল। হাতেম্ বলিলেন নিশ্চিন্ত থাক, যে পর্য্যন্ত তুমি সুস্থ না হও, সে পর্য্যন্ত আমি এস্থানে দণ্ডায়মান থাকিব, কিঞ্চিৎপরে সুন্দর সর্প সুস্থ হইয়া বৃক্ষের পার্শ্বে গতি পূ-

র্ব্বক মনুষ্যাকার ধারণে হাতেমের সম্মুখে আসিয়া প্রণাম করিল, হাতেম্‌ অবাক্‌ হইলেন, সে বলিল হে বিজ্ঞ! আমি জীনজাতি এবং রাজপুত্র, এ কৃষ্ণসর্প আমার পিতার ভৃত্য, আমার সহিত শত্রুতা আছে, অদ্য আমাকে স্ববশে পাইয়া দংশন করিতে উদ্যত হইয়াছিল, জগদীশ্বর আমার নিকটে তোমাকে প্রেরণ করিলেন, হাতেম্‌ বলিলেন, তুমি যাও, আমি আপন কর্ম্মে যাইতেছি, জীন বলিল এস্থান হইতে আমার গৃহ নিকটে আছে, যদি অনুগ্রহ করেন উত্তম। হাতেম্‌ তাহার সঙ্গে তাহার বাটিতে গমন করিলেন, সে হাতেম্‌কে সিংহাসনে বসাইল, সমস্ত রাত্রি পানভোজনে ও গীত বাদ্যে যাপন করিল। পরে অনেক ধনরত্ন হাতেমের নিকটে আনিলে হাতেম্‌ বলিলেন, আমার আবশ্যক নাই, সে ভোজনান্তে সেই ভৃত্যকে ধৃত করিয়া হাতেমের নিকটে আনয়ন পূর্ব্বক তাহার মস্তক ছেদন করিল।

পরে হাতেম্‌ বিদায় হইয়া শাহ্‌আবাদে আসিলেন, এবং পান্থশালায় রাজপুত্র-মুনীর্‌শামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। হোসন্‌বান্নুর ভৃত্যগণ সংবাদ দিল যে হাতেম্‌ আসিয়াছেন, হোসন্‌বান্নু শীঘ্র হাতেম্‌কে ডাকাইয়া বলিলেন, হে যুবক! অনেক দিন পরে আসিলে, যে মানসে গমন করিয়াছিলে তাহা সিদ্ধ হইয়াছে কি না? হাতেম্‌ বলিলেন ঈশ্বর দাতা, আমার মানস সিদ্ধ করিয়াছেন। পরে তিনি বৃদ্ধের তাবৎ বিবরণ আদ্যন্ত সমুদায় পৃথক্‌ পৃথক্‌ প্রকাশ করিলেন, হোসন্‌বান্নু প্রশংসা করিয়া খাদ্য সম্মুখে রাখিলেন, রাজপুত্র-মুনীর্‌শামী ও হাতেম্‌ একত্রে ভোজন করিলেন। হাতেম্‌ রাজপুত্রকে এরূপে আশ্বাস দিলেন, যদি জগদীশ্বরের ইচ্ছা হয়, তবে তোমার কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিব। তিনদিন পরে হোসন্‌বান্নুকে বলিলেন এক্ষণে তোমার কি প্রশ্ন বল? কটিবন্ধন করিয়া

চেষ্টা পাই। হোসন্‌বানু বলিলেন এক ব্যক্তি বলিতেছে, "কাহারো মন্দ করিও না, যদি করিবে তাহা পাইবে"। যাও ইহার সংবাদ আন, হাতেম্ বলিলেন সেব্যক্তি কোথায় আছে? হোসন্‌বানু বলিলেন যদি আমি জানিতাম তবে আমিই তত্ত্ব করাইতাম, ধাত্রী বলিল, আমি বিজ্ঞগণ-মুখে শুনিয়াছি, সেব্যক্তি "হামির" প্রান্তরে আছে। হাতেম্ বলিলেন, সম্প্রতি চলিলাম, তাহার সংবাদ আনিতেছি।

তৃতীয় প্রশ্ন পূরণ জন্য হাতেমের গমন ও ক্লেশ সহ্য করণ এবং আশ্চর্য্য দর্শন, অপর নিজ অভিলাষ সিদ্ধ করিয়া শাহ্‌আবাদে প্রত্যাগমন।

যখন হাতেম্ হোসন্‌বানুর নিকট বিদায় হইয়া নগর হইতে বহির্গত হইলেন, তখন জানিতেন না যে হামির-প্রান্তর কোথায় আছে, কেবল জগদীশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। এক মাস পরে একটি পর্ব্বত দৃষ্টিগোচর হইলে সেই দিকে গমন করিলেন, যখন পর্ব্বতের নিম্নে উপস্থিত হইলেন তখন এরূপ উচ্চৈঃস্বরে শব্দ শুনিতে পাইলেন যে,——

এসো এসো এসো প্রিয়ে, এসো একবার।
সহিতে না পারি আমি, বিরহ তোমার॥

হাতেম্ পর্ব্বতোপরি গমন করিয়া দেখিলেন, একটি বৃহৎ বৃক্ষতলে প্রস্তরের উপর সুন্দর-মুখ এক যুবা বৃক্ষ-শাখা ধারণে মুদ্রিত নয়নে দণ্ডায়মান আছে, এবং ক্ষণে ক্ষণে ঐ কবিতা পাঠ করিতেছে। তদ্দর্শনে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া ভাবিলেন, ইহাকে মনুষ্য বোধ হইতেছে, এ কিপ্রকারে এ প্রান্তরে আসিয়াছে এবং ইহার

কি পীড়া আছে? জিজ্ঞাসা করা কর্ত্তব্য। পরে হাতেম্ নিকটে আ-সিয়া বলিলেন, হে প্রিয়! তোমার কি যাতনা উপস্থিত হইয়াছে? প্রকাশ কর, যুবা মুদ্রিত-নয়নে ছিল, কিছুই উত্তর না করিয়া পুনর্ব্বার সেইরূপ শব্দ করিল; হাতেম্ পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, সে তাহাতেও কিছুই উত্তর করিল না, হাতেম্ তৃতীয় বার জিজ্ঞাসা করিলেন, হে যুবক! তুমি কি বধির? আমি তোমাকে তিনবার জিজ্ঞাসা করিলাম, উত্তর দিলে না, আমি মনুষ্য, জগদীশ্বরের দাস, যুবা চক্ষুরুন্মীলন করত হাতেম্কে দর্শন করিয়া বলিল, হে প্রিয়! কোথা হইতে আসিয়াছ? কি জিজ্ঞাসা করিতেছ? আর কি প্রয়োজন আছে? হাতেম্ বলিলেন, তুমিও মানুষ ও আমিও মানুষ, উভয়ে এক জাতি আছি, অতএব উচিত নয় যে তোমার ক্লেশে আমি সহায় না হই। যুবা বলিল, তোমার তুল্য অনেক লোক জিজ্ঞাসা করিয়াছে কিন্তু কাহারো দ্বারা আমার ঔষধ হয় নাই, তুমিও চলিয়া যাও। হাতেম্ বলিলেন, যখন তুমি অনেক লোককে বলিয়াছ তখন একবার আমাকেও বল, যুবা বলিল, ক্ষণৈক উপবেশন কর, তবে আপন বিবরণ বর্ণন করি। হাতেম্ সেই তরুতলে বসিলেন, পরে যুবা বলিল, হে প্রিয়! আমি সওদাগর, এক দিন বাণিজ্য-দ্রব্য লইয়া সঙ্গি লোকদিগের সঙ্গে রুম-নগরে গমন করিতেছিলাম, যখন এস্থানে উপস্থিত হইলাম, তখন আপন সঙ্গি লোকদিগকে বলিলাম, তোমরা যাও, আমি শৌচাদি সমাপন করিয়া আসিতেছি। তাহারা পথে গমন করিতে লাগিল, আমি এই পর্ব্বতে উঠিয়া শৌচাদি সমাপন পূর্ব্বক নিশ্চিন্ত হইলাম, পরে পর্ব্বত দেখিবার অত্যন্ত ইচ্ছা হইলে যখন এই বৃক্ষের নিকটে উপস্থিত হইলাম, তখন এক তুলনা-রহিতা সুমুখী-সুন্দরী দৃষ্টিগোচর হইবামাত্র আমার মনঃ বিচলিত হইল, আমি অচেতন

হইয়া পতিত হইলাম, সেই চন্দ্রমুখী আপন জঙ্ঘার উপরে আমার মস্তক রাখিয়া গোলাব সেচন করিতে লাগিল। যখন চৈতন্য হইল, তখন সেই মনোহারিণীর জঙ্ঘার উপরে আপন মস্তককে দেখিয়া নিরতিশয় আসক্ত হইলাম ও গাত্রোত্থান করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, হে সুন্দরি! তুমি কে? কিজন্য এ প্রান্তরে আসিয়াছ? সে বলিল, আমি পরীজাতি, এ পর্ব্বত আমার। পরে সে আমার সঙ্গে এরূপ প্রণয় করিল যে আমার প্রাণ, তাহার কৃষ্ণকেশ-পাশে বদ্ধ হইল, আর আমার বাটী ও বাণিজ্য-দ্রব্যাদি কিছুমাত্র স্মরণ রহিল না। তিনমাস পর্য্যন্ত একত্র থাকিয়া এক দিন তাহাকে বলিলাম, হে প্রাণসমে! প্রান্তরে থাকিবার ফল কি? উত্তম এই যে নগরে যাইয়া সুখে থাকি, সে বলিল যদি তোমার ইহাই মানস, তবে আমি বাটী যাইয়া পরিবারদিগের নিকটে বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক আসিতেছি, তুমি আমার প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত কোন স্থানেই যাইও না, এই বৃক্ষতলে থাকিও। আমি আসিলে উভয়ে একত্র নগরে যাইব। আমি বলিলাম উত্তম, তুমি কখন্ আসিবে? সে বলিল, সাত দিনের মধ্যে উপস্থিত হইব। সাবধান, আমার প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত কোথাও যাইও না, যদি যাও খেদান্বিত হইবে। সম্প্রতি সাত বৎসর হইল, সে আইসে নাই, আমি সেই প্রতিজ্ঞানুসারে স্থানান্তরে যাইতে পারিতেছি না, যদি আমার প্রিয়া এখানে আসিয়া আমাকে না পায়, তবে মনে দুঃখিত হইবে, এক্ষণে আমার শক্তি নাই যে অন্য স্থানে তাহার তত্ত্ব করি, আমার তরু-পত্র ভক্ষ্য ও এই নির্ঝর-জল পানীয় হইয়াছে, কি করি, ভূমি কঠিন ও আকাশ দূর, থাকিবার কি যাইবার কিছুই উপায় নাই। অনেক লোক আসিয়া আমার বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিয়া গিয়াছে, এই কারণেই আমি তোমাকে বলি নাই। হাতেম্

বলিলেন, হে যুবক! তোমার নাম কি? সে বলিল আমার নাম নমিম্, হাতেম্ বলিলেন, সে পরীর নাম ও তাহার পরিবারদিগের বাসস্থান জ্ঞাত আছ? যুবা বলিল, তাহার নাম "আল্কন্" পরী, এবং আল্কা-পর্ব্বত তাহার বাসস্থান, এখান হইতে কয়েক পদ চলিয়া গেল, পরে কোন্ দিকে গেল জানি না। হাতেম্ বলিলেন, যদি তুমি তাহার জন্য ক্ষিপ্ত হইয়াছ তবে আইস, উভয়ে আল্কা-পর্ব্বতে গমন করি, যুবা বলিল, যদি আমার মনো-মোহিনী এস্থানে আগমন পূর্ব্বক আমাকে না পাইয়া প্রতিগমন করে, তবে আমি না এস্থানে আসিতে পারিব, না প্রিয়া আমার হস্ত গত হইবে; যদি তাহার সহিত সাক্ষাৎ-প্রসঙ্গ থাকে তবে এই স্থানেই হইবে, নতুবা সেই মনোমোহিনীর জন্য প্রাণ ত্যাগ করিব। এই কথা শুনিয়া হাতেমের নেত্র অশ্রু-পূর্ণ হইল, পরে বলিলেন, হে যুবক! তোমার প্রিয়ার নিমিত্ত আমি আল্কা-পর্ব্বতে যাইব এবং সেই পরীকে অনুসন্ধান করিয়া তোমাকে দিব, এক্ষণে গমন করিতেছি, আর আল্কন্ পরীর বাসস্থান তত্ত্ব করিয়া আসিতেছি। যুবা বলিল, আমি এমন কাহাকেও দেখি নাই যে আপন কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া পরের উপকার চেষ্টা করে, তোমার এ কি পরীহাস? যাও আপন কর্ম্ম দেখ। হাতেম্ বলিলেন, হে প্রিয়! আমি আপন দেহ ও মস্তক জগদীশ্বরের পথে সমর্পণ করিয়াছি, যাহার আবশ্যক হয় সে গ্রহণ করুক। আর আমার কথাকে সত্য জানিবে, আমি জগদীশ্বরের দিব্য করিয়াছি, মিথ্যা বলিব না, কিন্তু আমার আগমন পর্য্যন্ত তুমি এস্থানে থাকিও, যুবা বলিল যে পর্য্যন্ত জীবিত থাকি, এস্থান হইতে প্রস্থান করিব না।

পরে হাতেম্ তাহার নিকটে বিদায় হইয়া যে পথে সেই পরী গমন করিয়াছিল, সেই পথ অবলম্বনে সেই পর্ব্বতের উপরে

গমন করিলেন, তথা হইতে আল্‌কা-পর্ব্বত কয়েক দিবসের পথ দূরে ছিল, পরে একদিবস একটি অন্য পর্ব্বত দৃষ্টিগোচর হইল, তাহার উপরে চারিটি বৃহৎ ও অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষ এবং তাহার নিম্নে পরিষ্কার স্থান ছিল, তাহাতে হাতেম্ উপবেশন করিলেন, তথায় শীতল বায়ু বহিতেছিল, নিদ্রা গেলেন। রাত্রিকালে চারিটি পরী আসিয়া শয্যা পাতিত করিল, যখন তাহারা দেখিল এক জন মনুষ্য নিদ্রিত রহিয়াছে, তখন পরস্পর বলিল, এস্থানে মনুষ্যজাতির আগমন কিপ্রকারে হইল? ইহা জিজ্ঞাসা করা কর্ত্তব্য। পরে এক জন পরী হাতেম্‌কে জিজ্ঞাসা করিল, হে মনুষ্য! তুমি কিপ্রকারে এস্থানে উপস্থিত হইলে? আর কি নিমিত্ত আসিয়াছ? হাতেম্ জাগ্রত হইয়া চারিটি পরী রহিয়াছে দেখিয়া তাহাদিগকে বলিলেন, এস্থানে আমাকে জগদীশ্বর আনিয়াছেন, যে পরী নমিম্ নামা মনুষ্যের সঙ্গে সাতদিনের প্রতিজ্ঞা করিয়া গিয়াছে, সেই পরীর নিমিত্ত আল্‌কা-পর্ব্বতে যাইতেছি, এক্ষণে সাত বৎসর হইল, সে উপায়হীন ব্যক্তি বৃক্ষতলে রহিয়াছে, আর তাহার প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়াছে। আমি এই জন্যই যাইতেছি, তাহাকে বলিব, প্রতিজ্ঞা করিয়া তাহা পালন না করা উত্তম লোকের কর্ম্ম নহে। পরীরা বলিল, আল্‌কন্‌পরী আল্‌কা-পর্ব্বতের রাজ্ঞী, তাঁহার কি আবশ্যক যে মনুষ্যের সঙ্গে মিলনের প্রতিজ্ঞা করিবেন? তুমি পাগল হইয়াছ, যদি যাইতেছ তবে তোমাকে জীবিত ত্যাগ করিবেন না, হাতেম্ বলিলেন, যাহা হয় হউক। পরীরা বলিল যদি কিছুদিন আমাদিগের নিকটে থাক, আর আমাদিগের সঙ্গে আহ্লাদে কাল যাপন কর, তবে তোমাকে আল্‌কা-পর্ব্বতের পথ দেখাইয়া দিব, হাতেম্ বলিলেন, যদি ইহাতে এক ব্যক্তির কর্ম্ম সাধন হয়, তবে ইহা হইতে উত্তম কি? তৎপরে পরীরা

হাতেম্‌কে রাখিয়া প্রতিদিন ভোজনীয় দ্রব্যাদি উপস্থিত করিতে লাগিল। কিছুদিন গত হইলে হাতেম্ বলিলেন, এখন আমাকে আল্‌কা-পর্ব্বতের পথ দেখাও। পরে পরীগণ হাতেম্‌কে সঙ্গে লইয়া সাতদিন পর্য্যন্ত দিবারাত্রি গমন পূর্ব্বক তথা হইতে বিদায় হইবার বাসনায় বলিল, এস্থানের অগ্রে আমাদিগের সীমা নাই, এক্ষণে উচিত এই যে দক্ষিণ দিকের পথে যাও, পরে একটি পর্ব্বত পাইবে, সেই পর্ব্বতের উপরে দুইটি পথ আছে, তাহার দক্ষি-ণের পথে গমন করিলে আল্‌কা-পর্ব্বতে উপস্থিত হইবে।

হাতেম্ তাহাদিগের নিকটে বিদায় হইয়া সেই পর্ব্বতের পথ অবলম্বন করিলেন। একমাস পরে সেই দুইটি পথে উপস্থিত হইয়া রাত্রি হওয়ায় সেই স্থানে থাকিলেন, এক প্রহর রাত্রি গত হইলে ক্রন্দনের শব্দ তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল, জাগ্রত হইয়া মস্তক উত্তোলন পূর্ব্বক সেই শব্দে কর্ণপাত করিলেন, এবং মনে মনে বলিলেন হে হাতেম্! তুমি যদি পরমেশ্বরের পথে কটিবন্ধন করিয়াছ, তবে এ শব্দ শুনিয়া কেন তাচ্ছল্য করিতেছ? পরে ঈশ্বরকে কি উত্তর দিবে? তদনন্তর হাতেম্ উঠিয়া বামদিকে গমন করিলেন, সমস্তদিন পর্য্যন্ত গমন করিয়া কাহাকেও দেখিতে পাই-লেন না। যখন রাত্রি হইল তখন পুনর্ব্বার সেই শব্দ তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিলে, উঠিয়া সেই শব্দের দিকে গমন করিলেন। তৃতীয় দিনে একস্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, আপাদ মস্তক আবরণ-বিহীন, সুন্দর-মুখ এক যুবা ক্রন্দন ও চীৎকার করিতেছে, হাতেম্ উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, হে পরমেশ্বরের দাস! এ প্রান্তরে একাকী কেন ক্রন্দন ও চীৎকার করিতেছ? তোমাকে কে ক্লেশ দিয়াছে? যুবা হাতেম্‌কে দেখিয়া অধিক ক্রন্দন করিতে লাগিল, হাতেম্ বলিলেন, তোমার কি ক্লেশ উপস্থিত হইয়াছে? আ-

মাকে জ্ঞাপন কর, সে বলিল হে মহাশয়! আমি এক জন শস্ত্র-জীবী, দাসত্ব-কার্য্যের জন্য আপন নগর হইতে বহির্গত হইয়াছিলাম, হঠাৎ পথ ভুলিয়া এক নগরে উপস্থিত হইলাম, পরে নগর-বাসিদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম, এ কোন্ নগর? এক ব্যক্তি বলিল, এ নগরের কর্ত্তা মসক্ষরযাদু, ভীত হইয়া সেস্থান হইতে পলায়ন করিলাম, তিনক্রোশ দূরে একটি উদ্যান দৃষ্টিগোচর হইলে, আমার মনোমধ্যে সেই উদ্যান দেখিবার ইচ্ছা হইল, ঘোটক হইতে অবরোহণ করিয়া উদ্যানে প্রবেশ করিলাম। যখন দুইতিন পদ গমন করিয়াছি তখন উত্তম বস্ত্র-পরিধানা কয়েকটি সুন্দরী স্ত্রী আমার সম্মুখে উপস্থিতা হইল, আমি বুঝিলাম যে এ উদ্যানে স্ত্রীলোকেরা আছে, ইহাদিগের সম্মুখে আমার যাওয়া উচিত নয়। পরে আমি প্রতিগমন করিলাম, সেই স্ত্রী সকল ধাবিতা হইয়া আপনাদিগের কর্ত্রীকে বলিল, একটি যুবা উদ্যানে আসিয়াছিল, আমাদিগকে দেখিয়া প্রতিগমন করিল, সেই কর্ত্রী মসক্ষরযাদুর কন্যা, সে তথা হইতে উঠিয়া আমাকে ডাকিল, তাহার মুখ দেখিয়া আমি মোহিত হইলাম, উদ্যানের দ্বারে পৃষ্ঠ দিয়া বসিলাম, ভৃত্যগণ আমার হস্ত ধরিয়া উদ্যানের মধ্যে লইয়া গেল। পরে সেই কর্ত্রী আমাকে নিকটে বসাইয়া এরূপ হাব ভাব প্রকাশ করিতে লাগিল যে আমার প্রাণকে জর্জ্জরিত করিয়া ফেলিল, আমি তাহার রূপ দেখিয়া অবাক্ হইলাম, আর সেও অবাক্ হইয়াছিল। ইতিমধ্যে হঠাৎ তাহার পিতা উদ্যানে উপস্থিত হইয়া আমার ঘোটক দর্শনে বলিল, এ ঘোটক কাহার? অত্যন্ত ক্রোধে চীৎকার করিতে করিতে উদ্যানের মধ্যে আমাকে ও আপন কন্যাকে দেখিয়া শব্দ করিল, পরে আপন কন্যার গলদেশ ধরিয়া তাহাকে ভূমিতে নিঃক্ষেপ করিতে উদ্যত

হইলে কন্যা বলিল, অগ্রে আমার দোষ প্রমাণ করুন। পরে মসক্ষরবাতু দণ্ডায়মান হইল, ধাত্রী বলিল, হে রাজন্! কন্যা এক্ষণে যুবতী হইয়াছে, আপনার নগরে এমন কেহ নাই যে কন্যা তাহার সঙ্গে সন্তোষিণী হয়, এ বিদেশী এখনি কোন স্থান হইতে আসিয়াছে, বড় লোকের সন্তান বোধ হইতেছে, আর অত্যন্ত লজ্জিত আছে, উত্তম এই যে এহ যুবার সঙ্গে কন্যার বিবাহ দিউন, ইহাতে অত্যন্ত পুণ্য হইবে, যদি এই দুই অপরাধিকে ছেদন করেন, তবে প্রথমতঃ জগতে অখ্যাতি হইবে, দ্বিতীয়, ইহাদিগের হত্যার অপরাধে নিরর্থক বদ্ধ হইবেন। মসক্ষরবাতু কন্যাকে বলিল, তুমি কি বল? কন্যা বলিল, যখন আমি ইহাকে দেখিয়াছি, তখন ইহাকে স্বীকার করিব। তাহার পিতা বলিল অতি উত্তম, কিন্তু আমার তিনটি প্রশ্ন আছে, যে কেহ তাহা পূর্ণ করিতে পারিবে, তাহাকে কন্যা দিব। আমি তাহাকে বলিলাম, যাহা বলিবে তাহা করিব। তদনন্তর সে আমাকে আপনার নগরে লইয়া গিয়া সকলের সাক্ষাৎকারে আপন মন্ত্রিদিগকে আহ্বান পূর্ব্বক আমাকে বলিল, আমার প্রথম প্রশ্ন এই যে, এক যোড়া পরিরূপক্ষী আন। দ্বিতীয়, রক্তবর্ণ সর্পের রক্তবর্ণ মণি আন। তৃতীয়, যখন ঘৃত অত্যন্ত তপ্ত হইবে, তখন তাহাতে ঝম্প প্রদান করিয়া তাহা হইতে জীবিত বহির্গত হইতে পারিলে তোমাকে কন্যা দিব। আমি তাহা স্বীকার পূর্ব্বক নগর হইতে বহির্গত হইয়া এস্থানে উপস্থিত হইলাম, ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর এবং সেই কন্যার হাব ভাবে জর্জ্জরিত-মনঃ হইয়াছি, এক্ষণে আমার এমন সাধ্য নাই যে বাটী যাই, কি তাহার প্রশ্ন পূরণ করিয়া তাহার মিলন পাই, দুই বৎসর হইতে এই প্রান্তরে অত্যন্ত দুঃখে ভ্রমণ করিতেছি। হাতেম্ বলিলেন তুমি নিশ্চিন্ত থাক, আমি পরমেশ্বরের

পথে এই তিন প্রশ্ন পূরণ করিয়া সেই স্ত্রীর সহিত তোমার মিলন করিয়া দিব। পরে হাতেম্ মনে স্মরণ করিলেন, যে আমার জন্য শৃগাল মাজেন্দ্রান-প্রান্তরে গমন পূর্ব্বক পরীরূপক্ষির মস্তিষ্ক আনিয়া আমার নিতম্বে দিয়াছিল, এক্ষণে আমারও মাজেন্দ্রান-পর্ব্বতে যাওয়া কর্ত্তব্য, অনন্তর সেই যুবার নিকটে বিদায় হইয়া গমন করিলেন।

কয়েক দিন পরে এক নগরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, এক দুর্গের চতুষ্পার্শ্বের গর্ত্তে কাষ্ঠ দিয়া তাহাতে অগ্নি সংযোগ করিয়াছে, হাতেম্ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এখানে অগ্নি জ্বালিবার কারণ কি? তাহারা বলিল যদি এ দুর্গের চতুষ্পার্শ্বে অগ্নি না জ্বালি, তবে একটি আপদ্ আসিয়া সমস্ত নগরকে নষ্ট করিবে, হাতেম্ বলিলেন, সে কিরূপ আপদ্? তাহারা বলিল, একটি বৃহৎ জন্তু প্রতিদিন আসিয়া তিন চারিটি মানুষকে ভক্ষণ করে। হাতেম্ মনোমধ্যে ভাবিলেন, ইহাদিগের মস্তক হইতে এ আপদ্কে দূর করা কর্ত্তব্য। পরে পান্থশালায় গমন পূর্ব্বক ধনুক ও শর লইয়া তথায় এক গর্ত্ত-মধ্যে রহিলেন। যখন এক প্রহর রাত্রি গত হইল, তখন সেই জন্তুর আসিবার সময় হইলে দেখিলেন একটি পর্ব্বতের ন্যায় আসিতেছে, যখন নিকটে আসিল, তখন দেখিয়া চিনিলেন যে এ অষ্টপদী সম্নান্। সে জন্তুর সাতটি মুণ্ড ও তন্মধ্যে ছয়টি মুণ্ড ব্যাঘ্রের ন্যায়, একটি মুণ্ড হস্তি-মুণ্ডের তুল্য, আর তাহাতে তিনটি চক্ষুঃ ছিল, আর তাহার আটটি পদ, নগরবাসিরা যেপ্রকার বলিয়াছিল, সেইরূপই দেখিলেন। যদি কোন ব্যক্তি তাহাকে দূর করিতে ইচ্ছা করে, তবে কর্ত্তব্য এই যে তাহার মধ্যস্থলের চক্ষুঃ শরের দ্বারা অন্ধ করে. তাহার চক্ষুঃ অন্ধ হইলে সে পলায়ন করিবে. দ্বিতীয়বার

নগরের দিকে আসিবে না। পরে যখন সে জন্তু নগরের নিকটে আসিল, তখন নগরের চতুষ্পার্শ্বে অগ্নি জ্বালিয়া দেওয়ায় ধূম নির্গত হেতু নগর দৃষ্ট হয় নাই, ইহাতেই সেই জন্তু চতুষ্পার্শ্বে ভ্রমণ পূর্ব্বক হস্তি ও ব্যাঘ্রের ন্যায় শব্দ করিতে লাগিল, তাহাতে নগর কম্পিত হইল, সে হঠাৎ হাতেমের দিকে আসিল, হাতেম্ তাহার অপেক্ষায় বসিয়াছিলেন, তাহার হস্তি-মুণ্ডের তুল্য মুণ্ডস্থ মধ্যের চক্ষুতে শর বিদ্ধ করিলেন, সে ভূমিতে অবলুণ্ঠন করিয়া এমন ভয়ানক শব্দ করিল যে সমুদয় প্রান্তর কম্পিত হইয়া গেল। পরে সে আপদ্ ভূমি হইতে উঠিয়া এমনি পলায়ন করিল যে কোনমতেই পশ্চাতে দৃষ্টি করিল না। হাতেম্ গর্ত্ত হইতে বাহির হইয়া সমস্ত রাত্রি গর্ত্তের উপরে থাকিলেন, পরে প্রাতঃকালে নগরে আসিলেন। মনুষ্যগণ হাতেম্‌কে চিনিয়া জিজ্ঞাসা করিল, বিপদ্‌কে কি দেখিয়াছ? আর কিপ্রকারে জীবিত আছ? হাতেম্ বলিলেন, সে অষ্টপদী সমনান্, তাহাকে তোমাদিগের মস্তক হইতে দূর করিয়াছি, নগরবাসিরা বলিল, কিপ্রকারে জানা যায়? হাতেম্ বলিলেন, অদ্য রাত্রিতে তোমরা আপন আপন হর্ম্ম্যের উপরে জাগ্রত হইয়া থাক, যদি সে আইসে তবে আমাকে মিথ্যাবাদী জানিবে, যদি না আইসে তবে সত্যবাদী জানিবে। পরে নগরবাসিরা সেইরূপ করিল, যখন সমস্ত রাত্রি উত্তমরূপে গত হইল, তখন তাহারা হাতেমের চরণ-তলে পতিত হইল, আর হাতেম্‌কে নগরের কর্ত্তার নিকটে লইয়া গেল। নগরকর্ত্তা হাতেম্‌কে বহু সম্মানে বসাইয়া ভোজন করাইলেন, পরে অনেক মুদ্রা ও দ্রব্য হাতেমের সম্মুখে আনিলে হাতেম্ বলিলেন, আমি বিদেশী, ইহাতে আমার কি কর্ম্ম হইবে? তাহারা সকলে বলিল, তোমার যাহা ইচ্ছা তাহা কর। তদনন্তর হাতেম্ সেই

সকল ধনাদি নগরীয় দুঃখিদিগকে প্রদান-পূর্ব্বক বিদায় লইয়া মাজেন্দ্রানে গমন করিলেন।

পথের মধ্যে একটি কৃষ্ণ-সর্প ও নকুল উভয়ে যুদ্ধ করিতেছে দেখিয়া দণ্ডায়মান হইয়া দর্শন করিতে লাগিলেন, কিন্তু নকুল কৃষ্ণ-সর্পকে পরাজয় করিতে পারিতেছে না, কৃষ্ণ-সর্প নকুলকে পরাজয় করিতে পারগ হইতেছে, হাতেম্ উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, হে জন্তুদ্বয়! তোমাদিগের উভয়ের মধ্যে এমন কি বিবাদ আছে যে তোমরা এরূপ যুদ্ধ করিতেছ? সর্প বলিল, এ আমার পিতাকে ছেদন করিয়াছে। নকুল বলিল এ আমার খাদ্য, যেরূপ ইহার পিতাকে ভক্ষণ করিয়াছি, সেইরূপ ইহাকেও ভক্ষণ করিব, হাতেম্ বলিলেন, হে নকুল! যদি তোমার মাংসের আবশ্যক হয়, তবে আমাকে বল, আমি আপন দেহ হইতে তোমাকে দিই; হে সর্প! যদি আপন পিতৃ-বধের পরিশোধ চাও, তবে আমাকে, দংশন কর; এই কথায় তাহারা যুদ্ধ করণে ক্ষান্ত হইল। পরে নকুল বলিল হে জগদীশ্বরের দাস! তুমি মাংস দিবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছ দাও। হাতেম্ বলিলেন, কোন্ স্থানের দিব? নকুল বলিল আপনার মুখের দাও। হাতেম্ খঞ্জর-অস্ত্র বহির্গত করিয়া মুখে আঘাত করিতে উদ্যত হইলেন, নকুল উচ্চৈঃস্বরে বলিল, ক্ষান্ত হও, হে যুবক! আমি তোমাকে পরীক্ষা করিতেছিলাম, তোমার সাহসের প্রতি ধন্যবাদ। পরে তাহারা উভয়ে মনুষ্যাকার হইল, হাতেম্ বলিলেন, হে প্রিয়দ্বয়! ইহার বৃত্তান্ত কি? নকুল বলিল, আমরা দুই জনে জীনজাতি, আমি ইহার পিতাকে এই জন্য ছেদন করিয়াছি যে তাহার কন্যার প্রতি আসক্ত ছিলাম, সে আমাকে আপন কন্যাকে দেয় নাই, এ ব্যক্তি তাহার ভ্রাতা, আমার সঙ্গে ইহার শত্রুতা আছে, এই জন্য ইহাকেও

ছেদন করিব। হাতেম্ সর্পের প্রতি বলিলেন, হে যুবক! কি জন্য আপন ভগ্নীকে ইহাকে দিতেছ না? পরে সে বলিল যদি এ আ-পন ভগ্নীকে আমাকে দেয়, তবে আমি আপন ভগ্নীকে দিব। হাতেম্ বলিলেন, হে নকুল! তুমি আপন ভগ্নীকে ইহাকে কেন দিতেছ না? উচিত এই যে তোমরা উভয়ে প্রণয় কর, নকুল বলিল আমার পিতা জীবিত আছেন, তিনি সম্মত হইতেছেন না। হাতেম্ বলিলেন, তোমার পিতা কোথা? আমাকে তাঁহার নিকটে লইয়া চল, আমি তাঁহাকে বুঝাইব। নকুল বলিল আমার সঙ্গে আইস, অনন্তর হাতেম্ জীনের সঙ্গে গমন করিলেন।

কয়েক পদ গমন করিলে পর একটি বৃহৎ নগর দৃষ্টিগোচর হইল, নকুল বলিল, এক্ষণ আমি আপন বাটীতে যাইতেছি, যখন তোমাকে দৈত্যগণ দেখিবে তখন হস্ত-পরম্পরায় আমার পি-তার নিকটে লইয়া যাইবে। হাতেম্ তাহাই করিলেন, যখন তিনি নগরে প্রবেশ করিলেন, তখন দৈত্যগণ চতুর্দ্দিক্ হইতে ধাবিত হইয়া হাতেম্‌কে রাজার নিকটে লইয়া গেল, সেই জীনের নাম মহয়ুর্ ছিল, সে হাতেম্‌কে দেখিয়া বলিল, হে মনুষ্য! আমার নগরে তোমার কি কর্ম্ম আছে যে আসিয়াছ? হাতেম্ বলিলেন উপকার করিবার জন্য আসিয়াছি। মহয়ুর্ বলিল, মনুষ্য কিরূপে জীনের উপকার করিবে? হাতেম্ বলিলেন, তোমার উপকার করাই আবশ্যক আছে। মহয়ুর্ বলিল সে কি উপকার? হাতেম্ বলিলেন, তোমার পুত্র আছে কি? মহয়ুর্ বলিল, সত্য আমার পুত্র আছে, হাতেম্ বলিলেন, তাহাকে চাও, কি তাহার জীবিত থাকায় নিরাশ হইয়াছ? যদি তাহার পরমায়ুঃ চাও, তবে আমার বাক্য গ্রহণ কর, তাহা হইলে তোমার পুত্র জীবিত থাকিবে, নতুবা একদিন ছেদিত হইবে।

মহ্য়ুর্ তাঁহার হস্ত ধরিয়া তাঁহাকে শয্যায় বসাইয়া বলিল, হে মনুষ্যজাতি! তোমাকে ধন্যবাদ, সে কি কথা বল? যাহাতে আমার পুত্র ছেদিত হইবে, হাতেম্ বলিলেন, তোমার পুত্র এক জনের পিতাকে ছেদন করিয়াছে, সেও তাহাকে ছেদন করিবে। গতদিন আমি যুদ্ধ করিতে দেখিয়াছিলাম, তাহাতে তাহার ছে-দিত হইবার অপেক্ষা ছিল না, আমি আয়াস পূর্ব্বক তাহাকে পরিত্রাণ করিয়াছি, অদ্য ছেদিত হইবে, যদি আমার বাক্য মান্য কর, তবে তাহাদের উভয়ে প্রণয় হইবে। বহরায়ল্ নামে সর্পা-কৃতি জীনের ভগ্নীর প্রতি তোমার পুত্র আসক্ত আছে, অতএব ঐ জীনকে আপন কন্যা দিয়া তাহার ভগ্নীর সহিত আপন পুত্রের বিবাহ দেওয়া কর্ত্তব্য, তাহা হইলে ইহাদিগের উভয়ের বিবাদ যাইবে। মহ্য়ুর্ বলিল তুমি যাহা বলিলে আমি প্রাণের সহিত তাহা স্বীকার করিলাম, পরে সে বহরায়ল্কে বিবাহের কথা বলিয়া পাঠাইল, আর হাতেম্ তাহাদিগের উভয়ের প্রণয় করিয়া দিলেন, এবং তাহাদিগের প্রিয়ার সঙ্গে মিলন করিয়া দিয়া মহ্য়ুরের নিকটে বিদায় চাহিলেন। মহ্য়ুর্ বলিল, তুমি এ উপ-কারের পরিবর্ত্তে কিঞ্চিৎ গ্রহণ কর, হাতেম্ বলিলেন, কাহারো নিকটে আমি উপকারের পরিবর্ত্তে কিছু গ্রহণ করি না, মহ্য়ুর্ বলিল, হে বিজ্ঞ! এই যষ্টি ও এই গুটিকা আমার চিহ্নস্বরূপ গ্রহণ কর, ইহা তোমার কর্ম্মে আসিবে, এ যষ্টির কয়েকটি গুণ আছে; যদি সর্পে দংশন করে, তবে তাহার বিষে জর্জ্জরিত করিতে পারিবে না, আর যদি ইহাকে দণ্ডায়মান কর, তবে অগ্নির তাপ লাগিবে না; যদি কেহ যাদু করে, তবে ইহাকে ঘূর্ণায়মান করিলে সে যাদু তাহার প্রতিই অর্শিবে; যদি নদী সম্মুখবর্ত্তী হয়, তবে এ যষ্টিকে জলে ফেলিলে এ নৌকা হইবে। আর যদি রক্তসর্প, কি

কৃষ্ণসর্প, কি শ্বেতসর্প দেখিতে পাও, তবে এই গুটিকা মুখে রাখিও, তাহার বিষে কিছুই হইবে না।

অনন্তর হাতেম্‌ সেই যষ্টি ও গুটিকা গ্রহণ পূর্ব্বক বিদায় লইয়া গমন করিলেন। দিবারাত্রি মাজেন্দ্রানের দিকে গমন করিতে লাগিলেন, একটি বৃহৎ নদী সম্মুখবর্ত্তী হইলে তাহার তীরে দণ্ডায়মান হইয়া দেখিলেন, তাহার তরঙ্গের শিখর উত্থিত হইয়া আকাশকে আক্রমণ করিয়াছে, আর তাহার শব্দ প্রান্তরকে ব্যাপিয়াছে; চতুর্দ্দিকে দেখিলেন, যে কেহ আগমন কি প্রতিগমন করিতেছে না, কিরূপে এ নদী হইতে পার হইব এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, হঠাৎ জীনের যষ্টিকে স্মরণ হইলে, ত্বরায় তাহা নদীতে ফেলিয়া তদারোহণে চলিলেন। যখন মধ্যস্থলে উপস্থিত হইলেন, তখন একটি কুম্ভীর প্রকাশ হইল, সে যষ্টির সহিত হাতেম্‌কে টানিয়া লইয়া চলিল, হাতেম্‌ পরমেশ্বরের প্রতি নির্ভর করিয়া রহিলেন, ফলতঃ এক বিংশতি ক্রোশ পর্য্যন্ত নিম্নে লইয়া গেলে যখন তাঁহার পদ ভূমি সংলগ্ন হইল, তখন তিনি চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দেখিলেন, এক বৃহৎ কুম্ভীর আছে, সে মিষ্টবাক্যে বলিল, হে হাতেম্‌! আমি আপন বিচারের জন্য তোমাকে এ স্থানে আনিয়াছি, হাতেম্‌ বলিলেন, সে কি বিচার? কুম্ভীর বলিল, এ আমার বাটী, কর্কট দৌরাত্ম্য করিয়া আমার নিকট হইতে লইয়াছে, তোমার উচিত যে আমার বাটী আমাকে দেওয়াও, হাতেম্‌ বলিলেন, তুমি কি কর্কট হইতে বলবান নও? সে বলিল, দেখিলেই বুঝিতে পারিবে, সে মনে করিলে আপন দাড়ার দ্বারা আমাকে দুই খণ্ড করিতে পারে, এক্ষণে আহারের জন্য কোনস্থানে গিয়াছে, তাহাতেই আমি তোমাকে এস্থানে আনিয়াছি, হাতেম্‌ মনোমধ্যে বলিলেন হে জগদীশ্বর! আমি আপন কর্ম্মের

জন্য এস্থানে আসি নাই, তুমি আপন কৃপায় আমাকে এ আপদ্ হইতে মুক্ত কর। এমত সময়ে হঠাৎ কর্কট প্রকাশ হইল, কুম্ভীর পলায়ন করিয়া হাতেমের পৃষ্ঠের ব্যবধানে আসিল, যখন কর্কটের দৃষ্টি কুম্ভীরের উপরে পতিত হইল, তখন এমনি উচ্চৈঃস্বরে শব্দ করিল যে হাতেমের সমস্ত অঙ্গ কম্পিত হইল, এবং হাতেম্ ভীত হইয়া মনোমধ্যে বলিলেন, জগদীশ্বর এ বিপদ্ হইতে আমাকে রক্ষা করুন, পরে হাতেম্ মহ্‌য়ুরের যষ্টি হস্তে ধরিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। কর্কট সেই যষ্টি দেখিয়া যে স্থানে ছিল, তথায় রহিল, হাতেম্ বলিলেন, ওহে! জগদীশ্বরের কোন দাসকে যে ক্লেশ দেওয়া সে আপন ক্লেশের কারণ হয়, কি জন্য তুমি এ কুম্ভীরকে ক্লেশ দিতেছ? এ নদীর মধ্যে কি তোমার অন্য স্থান নাই যে ইহার গৃহ দৌরাত্ম্য করিয়া লইয়াছ? কর্কট কথা কহিয়া বলিল, আমরা দুই জনেই জলচর, মনুষ্যের কি সাধ্য যে আমাদের সঙ্গে বিবাদ করেন? হাতেম্ বলিলেন, সত্য বলিলে, কিন্তু সকলি জগদীশ্বরের সৃষ্টি, এক জন দাস অন্য দাসের উপরে দৌরাত্ম্য করিলে জগদীশ্বর কখন সহ্য করিবেন না। তুমি কি জগদীশ্বরকে ভয় কর না? কর্কট কহিল ভাল, এক্ষণে তোমার কথিতানুসারে যাইব, পরে এ তোমাকে কোথা হইতে আনিবে, পরিশেষে ইহাকে নদীতেই থাকিতে হইবে, হাতেম্ বলিলেন, জানিলাম, তুমি দুষ্ট, যদি আপন জীবন চাও তবে এস্থান হইতে যাও। কর্কট বলিল, কখনই যাইব না, পরে ধাবিত হইয়া দুই দাড়ার দ্বারা হাতেম্‌কে ধরিয়া দুই খণ্ড করিতে উদ্যত হইলে হাতেম্ মহ্‌য়ুরের যষ্টিকে ঘূর্ণায়মান করিয়া এমন আঘাত করিলেন যে তাহাতে কর্কটের দুইটি দাড়া ছেদিত হইল। হাতেম্ লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক ভূতলে দাঁড়াইলেন, কর্কট যখন দেখিল যে দাড়াহীন হইলাম,

তখন পলায়ন করিল, আর কুম্ভীর কর্কটের পশ্চাতে ধাবমান হইলে হাতেম্‌ বলিলেন ক্ষান্ত হ, রে অক্ষম! এক্ষণে তোর উহার সহিত কি প্রয়োজন? সম্প্রতি উহাকে কষ্ট দিস্‌ না, ও কর্কট নিষ্কর্ম্মা হইয়াছে, তোর প্রতি আর শত্রুতাচরণ করিবে না, আর যদি তুই উহাকে দুঃখ দিবি তবে আমি তোকে ছেদন করিব। কুম্ভীর আপন স্থানে রহিল, তিনি কুম্ভীরকে দিব্য দিয়া মুদ্রিত-নয়নে সেই যষ্টির উপর আরোহণ পূর্ব্বক নদীর তীরে উত্তীর্ণ হইলেন।

পরে তিনি যষ্টি হস্তে লইয়া মাজেন্দ্রানের দিকে গমন করিলেন। বহুদিন পরে মাজেন্দ্রানের প্রান্তরে উপস্থিত হইয়া এক তরুতলে উপবেশন পূর্ব্বক ভাবিলেন এক্ষণে পরীরুজন্তু কোথায় পাইব! তখন ঐ জন্তুরা আহার অন্বেষণে গমন করিয়াছিল, পরে রাত্রি হইলে প্রত্যাগত হইয়া পরস্পরে বলিতে লাগিল, অদ্য রাত্রিতে আমাদিগের এস্থানে একটি মানুষ আসিয়াছেন, তাঁহার নাম হাতেম্‌, তিনি তয়ের পুত্র, অন্য ব্যক্তির কর্ম্মের জন্য আসিয়াছেন, কি করি? সকলে একত্র হইয়া বলিল, ইনি বড় উত্তম ব্যক্তি, যদি ইনি নিরাশ হইয়া গমন করেন, তবে অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয়। পরে জন্তুরা একত্র হইয়া হাতেমের সম্মুখে আগমন পূর্ব্বক হাতেমের পদতলে পতিত হইল, হাতেম্‌ তাহাদিগের সুন্দর আকৃতি দর্শনে মোহিত হইয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, আর বলিলেন, জগদীশ্বরের অপার মহিমা, ইহাদিগের দেহ ময়ূরের ন্যায়, আর ইহাদিগের মুখ পরীর তুল্য। জন্তুগণ মিষ্টবাক্য দ্বারা বলিল, হে হাতেম্‌! তোমার সাহসের প্রতি ধন্যবাদ, কেননা পরের জন্য আপনাকে দুঃখে ফেলিয়াছ; এক ব্যক্তি মসক্ষরযাদুর কন্যার প্রতি আসক্ত হওয়ায় ঐ যাদু আমাদিগের

এক যোড়া জন্তু চাহিয়াছে, তুমি তাহাতেই এরূপ ক্লেশ সহ্য করিয়া আসিয়াছ? হাতেম্ বলিলেন সত্য বলিলে, যদি তোমরা তোমাদিগের এক যোড়া আমাকে দাও, তবে আমার প্রতি অত্যন্ত অনুগ্রহ করা হয়, আর অনুপায় আসক্ত-ব্যক্তির মানস সিদ্ধও হয়। জন্তুগণ আপনাদিগের মধ্যে বলিল, আমাদিগের মধ্যে বড় জন্তু কেহই যাইবে না, অতএব এমন কেহ আছে যে আমাদিগের এক যোড়া শাবক এই যুবাকে দেয়? ইহাতে পুণ্য হইবে। তন্মধ্যে একটি জন্তু বলিল, আমি জগদীশ্বরের পথে ইহাকে আপন শাবক-দম্পতী (নর মাদি) প্রদান করিলাম, যথায় ইচ্ছা তথায় লইয়া যাউক। পরে হাতেম্ দুইটি শাবক লইলেন, এবং রাত্রি গত হইলে প্রাতঃকালে ঐ জন্তুদিগের নিকটে বিদায় হইয়া মসক্ষরযাদুর নগরাভিমুখে গমন করিলেন।

বহুদিন পরে প্রান্তর ও নদী অতিক্রম করিয়া যেস্থানে সেই যুবা চীৎকার করিতেছিল, তথায় আগমন পূর্ব্বক সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন, হে যুবক! সন্তুষ্ট হও, তোমার একটি কামনা পূর্ণ হইল। যুবা যখন সেই জন্তুদ্বয়কে দেখিল, তখন হাতেমের পদতলে পতিত হইয়া বলিল, হে বিজ্ঞ! এক্ষণে তুমি আমার সঙ্গে আইস, আমি জন্তুদ্বয়কে মসক্ষরযাদুর নিকটে লইয়া যাই। হাতেম্ সেই যুবাকে মাজেন্দ্রান-প্রান্তরের চিহ্ন ও সমস্ত বৃত্তান্ত বলিয়া কহিলেন, তুমি মসক্ষরযাদুর সম্মুখে যাইয়া বল যে আমি ইহা আনিয়াছি। পরে হাতেম্ ও যুবা উভয়ে সেই নগরে গমন করিলেন; হাতেম্ কোন এক স্থানে রহিলেন, যুবা সেই পরীরুজন্তুর যোড়া লইয়া মসক্ষরযাদুর সম্মুখে গমন করিলে মসক্ষরযাদু যখন দেখিল যে পরীরুজন্তুর যোড়া আনিয়াছে, তখন বলিল, তোমার এ কর্ম্ম নহে, যদি আনিয়াছ তবে ইহাদিগের বাসস্থা-

নের বৃত্তান্ত বল, ইহারা কোথায় থাকে? যুবা বলিল মাজেন্দ্রান-প্রান্তরে, মসক্করযাদু বলিল, তুমি কিরূপে গমন করিয়াছিলে, তাহার বিবরণ বল। যুবা হাতেমের নিকটে যে সমস্ত বিবরণ শুনিয়াছিল, পৃথক্ পৃথক্ করিয়া ব্যক্ত করিল। মসক্করযাদু বলিল সত্য বলিলে, এক্ষণে রক্তবর্ণ সর্পের গুটিকা আন। যুবা মসক্করযাদুকে বলিল, যদি একবার সেই চন্দ্রমুখীর মুখ দেখি তবে আমার পথ চলিবার শক্তি হইবে। মসক্করযাদু কন্যাকে বলিয়া পাঠাইল যে, গবাক্ষ হইতে মুখ বাহির করিয়া একবার এ আসক্তকে দেখাও। যুবা হর্ম্ম্যের নিম্নে আসিলে কন্যা গবাক্ষ হইতে মুখ বাহির করিয়া দেখাইল, উভয়ে উভয়কে দর্শনে পরিতৃপ্ত হইল, যুবা বলিল, এক্ষণে রক্তসর্পের গুটিকা আনিতে যাইতেছি কিন্তু কোথা আছে কিছু জান? কন্যা বলিল, সে কোহকাফ্ নামক ভূমিতে আছে, তাহাকে রক্তবর্ণ প্রান্তর (ময়দান) বলে। পরে সে বিদায় হইয়া হাতেমের নিকটে আগমন পূর্ব্বক বলিল, এক্ষণে রক্তসর্পের গুটিকা চাহিতেছে, হাতেম্ বলিলেন, তাহা কোন্ দিকে আছে শুনিয়াছ? সে বলিল, কোহকাফ্-ভূমিতে আছে. তাহাকে সকলে রক্তবর্ণ প্রান্তর বলে, হাতেম্ বলিলেন, ক্রন্দন করিও না, আমি তোমার সুখের জন্য কটিবন্ধন করিয়াছি, এক্ষণে চলিলাম।

তদনন্তর হাতেম্ সেই যুবার নিকটে বিদায় গ্রহণে পর্ব্বতের পথ ধরিলেন, কয়েক মঞ্জেল গমন করিয়া একদিন প্রাতঃকালে প্রাতঃকৃত্য করিতে যাইতেছেন, হঠাৎ দেখিলেন যে একটি বৃহৎ কুক্কুটের ন্যায় সপ্তবর্ণের বৃশ্চিক প্রান্তরে যাইতেছে, তদ্দর্শনে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া মনোমধ্যে বলিলেন, আমি অনেক পর্ব্বত ও অনেক প্রান্তর দর্শন করিয়াছি, কিন্তু এমন বৃশ্চিক দেখি নাই,

ইহার পশ্চাতে গমন করা কর্ত্তব্য, ইহার থাকিবার স্থান কোথা? পরে হাতেম্ গমন করিতে লাগিলেন, সন্ধ্যাকালে সেই বৃশ্চিক এক কূপের পার্শ্বে লুক্কায়িত হইল। হাতেম্ সেই কূপের নিকটে আসিয়া মনে মনে বলিলেন, দেখি কি করিতেছে। তাহার নিকটে একটি পল্লিতে লোকের বসতি ছিল, হঠাৎ সেই পল্লির মনুষ্যগণ জলের জন্য সেই স্থানে আসিয়া হাতেম্‌কে বিদেশী দর্শনে তাঁহার সম্মুখে জল ও রোটিকা আনিল, হাতেম্ তথায় এক তরুতলে জল ও রোটিকা পান ভোজন করিলেন। যখন রাত্রি হইল, তখন লোকেরা আপন আপন ভবনে গমন করিল। সেই পল্লির গো এবং অশ্বগণ অন্য প্রান্তরে চরিতে গিয়াছিল, তাহারা সেই স্থানে আসিয়া একত্র হইল এবং রক্ষকগণও আসিল; এক প্রহর রাত্রি গত হইলে সেই বৃশ্চিক প্রস্তরের নিম্ন হইতে বহির্গত হইয়া লম্ফ প্রদান-পূর্ব্বক একটি গো-মস্তকে দংশন করিল, দংশনমাত্র গো ভূতলে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিলে, সেই বৃশ্চিক তদ্রূপে লম্ফ প্রদানে সমুদায় গোকে বিনাশ পূর্ব্বক ঘোটকদিগের দলে আসিয়া দংশন দ্বারা তাহাদিগকেও বিনাশ করিল। হাতেম্ হস্ত মর্দ্দন পূর্ব্বক আক্ষেপ করিতে লাগিলেন, ইতিমধ্যে বৃশ্চিক চারি জন রক্ষককে বিনাশ করিয়া সেই প্রস্তরের নিম্নে লুক্কায়িত হইল, হাতেম্ সমস্ত রাত্রি আক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

পরে প্রাতঃকাল হইলে পল্লিস্থ লোক সকল আসিয়া দেখিল, যে সমস্ত গো, অশ্ব ও রক্ষক পর্য্যন্ত মরিয়া গিয়াছে, পল্লিতে চীৎকার ধ্বনি হইতে লাগিল এবং ঐ পল্লির তাবৎ লোক আসিয়া বলিল, হে বিদেশিন্! তুমি কিপ্রকারে এখানে জীবিত আছ? হাতেম্ বলিলেন, হে প্রিয়গণ! এক আশ্চর্য্য কৌতুক দেখিলাম, যাহা কখনও শুনি নাই, একটি বৃহৎ কুক্কুটের ন্যায় সপ্ত বর্ণের

বৃশ্চিক এই কর্ম্ম করিয়া এই প্রস্তরের নিম্নে লুক্কায়িত হইয়াছে, দেখ। মনুষ্যগণ একত্র হইয়া দর্শন-পূর্ব্বক বলিল, কখনই এরূপ বৃশ্চিক দেখি নাই। পরে হঠাৎ বৃশ্চিক প্রস্তরের নিম্ন হইতে বহির্গত হইয়া লম্ফ প্রদানে গ্রামের কর্ত্তাকে এরূপ দংশন করিল যে তিনি ভূতলে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন, এবং সমস্ত মনুষ্য চীৎকার করিতে লাগিল। বৃশ্চিক প্রান্তরের পথে চলিল, হাতেম্ও এই ভাবিয়া তাহার পশ্চাতে গমন করিতে লাগিলেন, যে দেখি এক্ষণ এ কি করে। বৃশ্চিক সমস্ত দিন যাইয়া এক নগরের নিকটে উপস্থিত হইল। সন্ধ্যার সময়ে ঐ বৃশ্চিক ভূমিতে লুণ্ঠন করিয়া এক কৃষ্ণবর্ণ সর্প হইল, হাতেম্ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া ভাবিলেন, এক্ষণে বৃশ্চিক সর্প হইয়া কি করে দেখি। বৃশ্চিক সর্পাকার ধারণে এক গর্ত্তে প্রবেশ করিলে হাতেম্ও সেই গর্ত্তের নিকটে স্থির হইয়া রহিলেন, যখন এক প্রহর রাত্রি গত হইল, তখন ঐ বৃশ্চিক গর্ত্ত হইতে বাহির হইয়া নগরে চলিল, হাতেম্ও তাহার পশ্চাতে চলিলেন। পরে ঐ সর্প এক অট্টালিকার নিম্নে আসিয়া পয়ঃপ্রণালীর (মুরী) পথ দ্বারা রাজ-অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল; কিঞ্চিৎ কাল পরে বহির্গত হইয়া অন্য এক ভবনে গমন করিল, পরে তথা হইতে বাহির হইয়া একটি গর্ত্তে প্রবেশ করিল, হাতেম্ ভাবিলেন যে কোন ব্যক্তিকে দংশন করিয়া থাকিবে। যখন প্রাতঃকাল হইল, তখন এরূপ কলরব উঠিল যে রাজপুত্র ও মন্ত্রিপুত্রকে সর্পে দংশন করিয়াছে, পরে রাজকুমার ও মন্ত্রিপুত্রকে খট্টার উপরে রাখিয়া মৃত্তিকাসাৎ করিল। অনন্তর সর্প গর্ত্ত হইতে বাহির হইয়া চলিল, হাতেম্ও তাহার পশ্চাৎ ত্যাগ করিলেন না, সমস্ত দিবারাত্রি গমন করিতে লাগিলেন। সর্প এক নদী-তীরে আসিয়া হঠাৎ ব্যাঘ্রাকৃতি হইল, পল্লী হইতে দ্বাদশ-

জন লোক জলের জন্য আসিয়াছিল, ঐ ব্যাঘ্র তাহাদিগের মধ্যে সপ্তদশ বৎসর বয়ঃক্রম, সুমুখ এক যুবাকে ধরিয়া তাহার উদর ও হৃদয়স্থ গ্রন্থিকে (কলিজা) দুই খণ্ড করিয়া প্রান্তরের দিকে প্রস্থান করিল, হাতেম্‌ও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিলেন।

হঠাৎ সে প্রান্তরে যাইয়া একটি সুন্দরী স্ত্রী হইল, হাতেম্ মনোমধ্যে ভাবিলেন, এক্ষণে এ কি করে দেখি, তৎপরে সেই চতুর্দ্দশ বর্ষ-বয়স্কা কামিনী অলঙ্কার পরিধান করিয়া এক তরুতলে বসিল, হাতেম্ একপার্শ্বে লুক্কায়িত হইয়া দেখিতে লাগিলেন। শস্ত্রজীবী দুই ভ্রাতা ধন উপার্জ্জন জন্য বহির্গত হইয়া বহুদিন পর্য্যন্ত দাসত্ব কর্ম্ম নির্ব্বাহ পূর্ব্বক মুদ্রা হস্তগত করত গৃহে গমন করিতেছিল, হঠাৎ তাহারা উভয়ে সেই প্রান্তরে উপস্থিত হইল। সেই সুন্দরী স্ত্রী তাহাদিগের উভয়কে দেখিয়া চীৎকার পূর্ব্বক ক্রন্দন করিতে লাগিল, যখন রোদন ধ্বনি তাহাদিগের উভয়ের কর্ণগোচর হইল, তখন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সেই বৃক্ষ-সন্নিধানে আসিয়া দেখিল, এক চতুর্দ্দশ বর্ষ-বয়স্কা সুন্দরী কামিনী রোদন করিতেছে, যুবা জিজ্ঞাসা করিল, হে কামিনি! তোমার কি হইয়াছে যে এ প্রান্তরে একাকিনী ক্রন্দন করিতেছ? সে বলিল, আমি অমুক গ্রামবাসির কন্যা, আমার স্বামী আমাকে আমার মাতৃ-গৃহ হইতে সঙ্গে করিয়া নিজ নিকেতনে লইয়া যাইতেছিলেন, এই প্রান্তরে হঠাৎ এক ব্যাঘ্র আমার স্বামিকে বিনাশ করিল, আমি এ প্রান্তরে একাকিনী হইয়াছি, না আপন বাটীর পথ জানি, না আপন স্বামী-গৃহের পথ জানি, ব্যাকুলা হইয়াছি, কোথায় যাই, আমার কি অবস্থা হইবে। সেই শস্ত্রজীবী বলিল, যদি কেহ তোমাকে আপন নিকটে রাখে তবে স্বীকার কর? সে স্ত্রী বলিল, কেন না স্বীকার

করিব? কিন্তু আমার তিনটি প্রতিজ্ঞা আছে, প্রথম এই যে তোমার বাটীতে অন্য স্ত্রীলোক থাকিতে পাইবে না। দ্বিতীয় এই যে আমার দ্বারা কোন পরিশ্রম করান হইবে না। তৃতীয় আমাকে দুঃখ দিবে না। যুবা বলিল, আমি একাকী, বিবাহ করি নাই, তোমার তিন প্রতিজ্ঞাই আমি স্বীকার করিলাম, যেপর্য্যন্ত আমি জীবিত থাকিব, অন্য স্ত্রী গ্রহণ করিব না, আর আমার গৃহে দাসদাসী অনেক আছে, তোমাকে পরিশ্রম করিতে হইবে না, অপর কেহ কি আপন প্রিয়াকে কষ্ট দিয়া থাকে? সে স্ত্রী বলিল, তোমাকে স্বীকার করিলাম, যুবা বলিল, তুমি আমাদিগের সঙ্গে আইস, তৎপরে তাহার হস্তধারণ পূর্ব্বক আপন পশ্চাতে ঘোটকের উপরে তাঁহাকে আরোহণ করাইয়া গমন করিল, হাতেম্‌ও পশ্চাতে চলিলেন।

কিছু পথ গমন করিলে সেই স্ত্রী যুবাকে বলিল, আমি তিন দিন হইতে ক্ষুধিত ও পিপাসিত আছি, যদি খাদ্যদ্রব্য না থাকে তবে জল আবশ্যক হইবেক, যুবা অশ্ব হইতে অবরোহণ পূর্ব্বক সেই স্ত্রীকে তরুতলে বসাইয়া আপন ভ্রাতাকে তাহার রক্ষার জন্য রাখিল, এবং ঘটী হস্তে লইয়া জলান্বেষণে গমন করিল। সে স্ত্রী যখন দেখিল যে যুবা দূরে গিয়াছে, তখন তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে বলিল, তোমার নিমিত্ত আমি তোমার ভ্রাতৃ-সঙ্গিনী হইয়াছি, আমার প্রাণ তোমাকে দেখিবার জন্য কাতর আছে, যদি আমাকে গ্রহণ কর, তবে উত্তম হয়। সে যুবা বলিল, তুমি আমার মাতা ও ভগ্নীর তুল্য, এ কি কথা মনোমধ্যে স্থির করিয়াছ? কখনই আমাদ্বারা এমন কর্ম্ম হইবে না, সেই স্ত্রী বলিল ভাল, যদিও আমি তাহার স্ত্রী হইলাম কিন্তু তোমার প্রেম পরিত্যাগ করিয়া কোথায় থাকিব? সে যুবা বলিল কখনই এমন হইবে

না, এ কথা মনঃ হইতে দূর কর, সেই স্ত্রী বলিল, আমি তোমার উপরে অপবাদ দিব, আর তোমার ভ্রাতাকে বলিব যে ইনি এরূপ ইচ্ছা রাখেন। যুবা বলিল তোমার যাহা ইচ্ছা তাহা বলিও, আমি তোমার ইচ্ছামত চলিব না, ইহা মনঃ হইতে দূর কর। এইরূপ কথা হইতেছে, এমন সময় দূর হইতে সেই স্ত্রী তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে জলপূর্ণ ঘটী আনিতে দেখিয়া মস্তকের কেশ ছিন্ন করিল, এবং কপোলে নখাঘাত করিয়া মস্তকে ধূলি নিঃক্ষেপ পূর্ব্বক ক্রন্দন ও চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল। পরে যুবা জলপূর্ণ ঘটীর সহিত নিকটে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি জন্য রোদন করিতেছ? সেই স্ত্রী বলিল, তুমি ধন্য এবং তোমার কনিষ্ঠ ভ্রাতাও ধন্য, কেহ কি আপন স্ত্রীকে এমন দুষ্ট ব্যক্তির নিকটে রাখিয়া যায়, অদ্য পরমেশ্বর আমার লজ্জা রক্ষা করিলেন, যখন তুমি জলের জন্য গমন করিলে তখন এ যুবা আমার সঙ্গে কুকর্ম্ম করিতে উদ্যত হইল এবং আমার হস্ত ধারণ করিয়া আমাকে আপন দিকে টানিতে লাগিল, আমি আপনাকে অন্য দিকে টানিতে লাগিলাম, বার বার চীৎকার করিতে লাগিলাম, কেহই ছিল না যে আমার অভিযোগের সহায় হয়; এবং এ দুষ্ট এরূপ বলিতেছিল যে তুমি আমাকে স্বীকার কর, আমি তোমার উপযুক্ত বটি, যেহেতু তুমি যুবতী, আমিও যুবা, আমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা বৃদ্ধ, আর আমি তোমার উপরে আসক্ত হইয়াছি, যে সময় আমি সুযোগ পাইব, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে ছেদন করিয়া তোমাকে লইব, পরে আমাকে আপন দিকে টানিতে ছিল, তোমাকে দর্শনে আমার হস্ত ত্যাগ করিয়া দূরে দাঁড়াইয়াছে। সেই যুবা এই বৃত্তান্ত শ্রবণে ক্রোধান্বিত হইয়া আপন কনিষ্ঠের প্রতি বলিল, ওরে অক্ষম! কেহ কি মাতা ও ভগ্নীর সঙ্গে এরূপ করি-

য়াছে যে তুই করিতে চাস্? সে আপন জ্যেষ্ঠের নিকটে বার বার দিব্য করিতে লাগিল, জ্যেষ্ঠভ্রাতা প্রত্যয় করিল না। উভয়ে কটু কাটব্য কহিতে লাগিল, জ্যেষ্ঠভ্রাতা কোষ (খাপ্) হইতে করবাল বহির্গত করিয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে আঘাত করিল, কনিষ্ঠ ভ্রাতাও খঞ্জর অস্ত্র দ্বারা জ্যেষ্ঠের প্রতি আঘাত করিল। উভয়েই এক স্থানে পতিত হইয়া মরিয়া গেল।

পরে সেই স্ত্রীলোক গ্রামের দিকে গমন করিল, হাতেম্ও তাহার পশ্চাতে গমন করিয়া মনোমধ্যে বলিতে লাগিলেন, এক্ষণে কাহার গৃহকে উচ্ছিন্ন করে। পরে সে গ্রামের নিকটে উপস্থিত হইয়া মহিষের আকার ধরিল, গ্রামবাসিরা ঐ মহিষকে দর্শনে ধৃত করিতে উদ্যত হইলেন, মহিষ কয়েক ব্যক্তিকে পদাঘাত করিয়া শৃঙ্গের দ্বারা ছেদন পূর্ব্বক প্রান্তরে প্রস্থান করিল। হাতেম্ও তাহার অনুগমন করিলেন, কয়েক পদ গমনের পরে সেই মহিষ শুক্লশ্মশ্রুধারি বৃদ্ধের আকার ধরিল, হাতেম্ মনে মনে বলিলেন সম্প্রতি ইহাকে জিজ্ঞাসা করা কর্ত্তব্য, ইহার বৃত্তান্ত কি যে এরূপ দৌরাত্ম্য করিল? তৎপরে হাতেম্ বৃদ্ধের নিকটে যাইয়া বলিলেন, হে বিজ্ঞ! জগদীশ্বরের দিব্য, দণ্ডায়মান থাক, বৃদ্ধ দণ্ডায়মান হইয়া বলিল, হে হাতেম্! কি বলিতেছ বল, হাতেম্ বলিলেন হে বিজ্ঞ! তুমি কিপ্রকারে আমার নাম জানিলে? বৃদ্ধ কহিল, তোমার সমস্ত পরিবারেরও নাম জানি, তোমার যাহা জিজ্ঞাস্য জিজ্ঞাসা কর, আমার অবকাশ অল্প। হাতেম্ বলিলেন হে বিজ্ঞ! আমি প্রথমে তোমাকে বৃশ্চিক আকৃতি দেখিলাম, তুমি পল্লিতে গমন করিয়া এমন করিলে। পরে কৃষ্ণসর্পাকৃতি হইয়া রাজার ও মন্ত্রীর সন্তানকে মৃত্তিকাসাৎ করিলে। তদনন্তর ব্যাঘ্রাকৃতি হইয়া সে যুবাকে ছেদন করিলে। তৎপরে

চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া কামিনী হইয়া দুই ভ্রাতাকে ছেদন করিলে। পুনর্ব্বার তুমি মহিষাকার ধারণে অনেক ব্যক্তিকে বিনাশ করিলে। এক্ষণে বৃদ্ধাকার হইয়া কোথায় গমন করিতেছ? আর তুমি কে? বৃদ্ধ বলিল, ইহাতে তোমার কি কর্ম্ম আছে? যাও আপন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হও, নতুবা তোমাকেও ছেদন করিব। হাতেম্ বলিলেন যেপর্য্যন্ত এ বৃত্তান্ত না বলিবে, সেপর্য্যন্ত কখনই তোমার বস্ত্র ছাড়িব না। বৃদ্ধ বলিল, হে হাতেম্! আমি "যমদূত" আছি, প্রথম দিন. আমাকে বৃশ্চিকাকৃতি দেখিয়াছিলে; গো, ঘোটক ও তৎ রক্ষকদিগের বৃশ্চিক-দংশনে মৃত্যু নিরূপিত ছিল, তাহাতেই আমি বৃশ্চিকাকৃতি হইয়াছিলাম। আর রাজপুত্র ও মন্ত্রিপুত্রের সর্পে মৃত্যু ছিল, তাহাতেই আমি সর্পাকৃতি হইয়াছিলাম, অপর সে যুবার ব্যাঘ্রে মৃত্যু ছিল, তাহাতেই ব্যাঘ্রাকৃতি হইয়াছিলাম। আর সে দুই ভ্রাতার অদৃষ্টে এরূপ ছিল যে উভয়ে ধনোপার্জ্জন জন্য বহির্গত হইয়া বহুকাল অর্থোপার্জ্জনে মুদ্রা হস্তগত করত আপন বাটী প্রত্যাগমন কালে প্রান্তরে স্ত্রী-হস্তে ছেদিত হইবে। অপর তাহাদিগের মহিষে মৃত্যু ছিল, তাহাতেই মহিষাকৃতি হইলাম। অকারণে কেহ কাহাকে ছেদন করে না, আর তাহাদিগের মৃত্যু যে যে রূপে ছিল সেই সেই রূপে হইল। হাতেম্ বলিলেন, আমার মৃত্যু কিসে আছে বল, বৃদ্ধ বলিল, সম্প্রতি তোমার অর্দ্ধেক বয়ঃক্রমও হয় নাই। হাতেম্ বলিলেন সত্য বল, বৃদ্ধ বলিল, যখন তুমি চত্বারিংশৎ বৎসরের হইবে তখন একটি উচ্চ স্থান হইতে পতিত হইবে এবং তোমার নাসিকা হইতে রক্ত নির্গত হইবে, তাহাতে বহুকাল কষ্ট পাইবে। পরে অরোগী হইলে পুনর্ব্বার তোমার নাসিকা হইতে রক্ত নির্গত হইবে, এই কারণেই তুমি প্রাণ পরিত্যাগ করিবে। এক্ষণে তোমার অনেক বয়ঃ-

ক্রম আছে, তোমার দ্বারা মনুষ্যের যত উপকার হয় কর, আলস্য করিও না। হাতেম্ ভূমিষ্ঠ-মস্তকে বিনতি করিয়া যখন মস্তক তুলিলেন, তখন বৃদ্ধকে দেখিতে পাইলেন না।

তদনন্তর তিনি সে স্থান হইতে রক্তবর্ণ-ভূমির দিকে গমন করিলেন। কয়েক মাস গত হইলে লোকালয় পাইলেন না, অনেক স্থানে জল না পাওয়ায় ক্ষুধিত ও পিপাসিত হইয়া গমন করিতে লাগিলেন, আর প্রান্তরের ফল আপন খাদ্য করিলেন। এই রূপে বহুকাল গত হইলে এক দিন কৃষ্ণভূমি সম্মুখবর্ত্তী হইল, হাতেম্ তাহা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, যখন রাত্রি হইল, তখন সমস্ত কৃষ্ণসর্প হাতেমের আঘ্রাণ পাইয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে আসিতে লাগিল, হাতেম্ মহ্যুরজীনের যষ্টিকে ভূমিতে দণ্ডায়মান করিয়া তাহার নীচে বসিয়া রহিলেন। ফণিগণ ফণা বিস্তার করিয়া তাঁহাকে দংশন করিতে লাগিল, এইপ্রকারে সমস্ত রজনী গত হইলে যখন প্রাতঃকাল হইল, সর্প-সমস্ত আপন আপন স্থানে গেল। হাতেম্ নিজ পথ ধরিলেন, প্রতিদিনই এইপ্রকার হইত। পরে কৃষ্ণবর্ণ-ভূমি হইতে শ্বেত-ভূমিতে উপস্থিত হইলেন, সেই ভূমি চূণের ন্যায় শুক্ল ছিল, হাতেম্ তথায় রহিলেন। যখন রাত্রি হইল তখন চতুর্দ্দিক্ হইতে শ্বেত-সর্প সমূহ বাহির হইয়া হাতেমকে বেষ্টন করিল এবং দূর হইতে বিষের নিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিল, কিন্তু মহ্যুরজীনের যষ্টির জন্য নিকটে আসিতে পারিল না। কয়েক দিন পরে তিনি শ্বেত-ভূমি পরিত্যাগ করিয়া হরিদ্বর্ণ ভূমিতে উপস্থিত হইলেন। তথায় হরিদ্বর্ণ সর্প সকল তাঁহাকে বেষ্টন করিল, এইরূপে তিনি অনেক কষ্টে হরিদ্বর্ণ-ভূমি পরিত্যাগ পূর্ব্বক রক্তবর্ণ-ভূমিতে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, তাহা হিঙ্গুলের ন্যায় রক্তবর্ণ, হাতেম্ সেই ভূমিতে পদ রাখিবামাত্র

এমন উষ্ণতা প্রকাশ হইল যে তিনি চারি পাঁচ পদ গমন করিলেন, আর পদ অচল হইল। তিনি মনোমধ্যে ভাবিত হইলেন, যে ইহার অগ্রে কিপ্রকারে যাইব! পরে মনে মনে বলিলেন, হে হাতেম্! এ পুণ্য কর্ম্মে যাহা হয় হউক, কিন্তু তিনি অনেক কষ্টে তিন ক্রোশ পর্য্যন্ত গমন করিলেন, চরণ ময় ফোস্কা হইল, পিপাসা এমন হইল, যে চরণ চলিতে অশক্ত হইল, হাতেম্ মনের প্রতি বলিলেন, এই স্থানেই তোমার মৃত্যু ছিল, প্রতিগমন কর এমন সাধ্য নাই, যদি অগ্রে যাও তবে ছেদিত হইবে; অতএব প্রতিগমন অপেক্ষায় মৃত্যু উত্তম। পুনর্ব্বার তিনি অগ্রে চলিলেন, তিন ক্রোশ গমন পরে চরণ অচল হইলে, তিনি পিপাসা সহ্য করিতে না পারিয়া অচেতনে ভূমিতলে পতিত হইলেন। সেই সময়ে সহসা এক প্রাচীন পুরুষ প্রকাশ হইলেন এবং হাতেমের হস্তধারণ পূর্ব্বক তাঁহাকে তুলিয়া বলিলেন, হে হাতেম্! এ কি তোমার সাহস পরিত্যাগ করিবার স্থান? ভল্লুক-কন্যা তোমাকে যে গুটিকা দিয়াছে, তাহা মুখ-মধ্যে রাখ, হাতেম্ শীঘ্র সেই গুটিকা মুখে রাখিলেন, তাহাতে রক্তসর্পের উষ্ণতা ও তাঁহার পিপাসা নিবারণ হইল। পরে হাতেম্ সেই বৃদ্ধের চরণতলে পতিত হইয়া বলিলেন, হে বিজ্ঞ! কি কারণে এমন উষ্ণতা হইয়াছে? বৃদ্ধ বলিলেন, ইহার কারণ রক্তসর্প, তাহার মুখ হইতে অগ্নির শ্বাস নির্গত হইতেছে, সেই জন্য এই ভূমি সেই অগ্নি দ্বারা রক্তবর্ণ হইয়াছে। হাতেম্ গুটিকাকে মুখে রাখিয়া অগ্রে চলিলেন, সেই গুটিকার কারণেই উষ্ণতা হাতেমের প্রতি কিছু করিতে পারিল না। যখন অর্দ্ধেক ভূমিতে উপস্থিত হইলেন, তখন রক্তসর্প হাতেমের আঘ্রাণ পাইয়া ভূমি হইতে বাহির হইতে লাগিল, আর তাহার উষ্ণতা আকাশ পর্য্যন্ত গেল। পরে

হঠাৎ সেই অতি দীর্ঘ রক্তসর্প প্রস্তরের ন্যায় বৃহৎ ফণা ধরিয়া ভূমি হইতে প্রকাশ হইল, যেরূপ চুল্লিদ্বার হইতে অগ্নির স্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়, সেইরূপ তাহার নাসিকা-রন্ধ্রদ্বয় হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে লাগিল, কিন্তু হাতেমের মুখস্থিত গুটিকার কারণে তাঁহার মুখে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ শীতল জল হইতে ছিল। হাতেম্ মহ্যুর-জীনের দত্ত যষ্টি ভূমিতে রাখিয়া, তাহার ছায়ায় বসিয়া দেখিতে লাগিলেন। সর্প ঐ যষ্টিকে দেখিয়া নিকটে আসিতে পারিল না, কিন্তু দূর হইতে অগ্নির উষ্ণতা ত্যাগ করিতে লাগিল, পরে সর্প সমস্ত রাত্রি উষ্ণতা ত্যাগ করিতে ক্রটি করিল না। যখন প্রাতঃকাল হইল, তখন হাতেম্ দেখিলেন, সর্পের মুখে একটি রক্তবর্ণ গোলাকৃতি আছে, তাহা সে ত্যাগ করিতেছে না, পরে হাতেম্ সেই যষ্টিকে মস্তকোপরি ঘূর্ণায়মান করিলেন, সর্প কুণ্ডলী করিয়া ভূমিতে ছট্ ফট্ করিতে লাগিল। তদনন্তর দিবাকর প্রকাশ হইলে সর্প গুটিকা ত্যাগ করিয়া গর্ত্তের ভিতরে প্রবেশ করিল। হাতেম্ দ্রুতগমনে গুটিকার নিকটে যাইয়া তদ্দর্শনে এরূপ ভয় করিলেন যে ইহা উষ্ণ আছে, কিঞ্চিৎ বিলম্বের পর দূর হইতে সেই গুটিকার উপরে বস্ত্র নিঃক্ষেপ করিলেন, পরে যখন দেখিলেন যে বস্ত্র দগ্ধ হইল না, তখন অগ্রে গমন পূর্ব্বক গুটিকাকে গ্রহণ করিয়া উষ্ণীষে বন্ধন করিয়া রাখিলেন। যখন সর্প হইতে গুটিকা গৃহীত হইল, তখন উষ্ণতা দূর হইয়া গেল, আর সেই ভূমির বর্ণ হরিদ্বর্ণ দৃষ্ট হইল। গুটিকার গুণ এই যে যদি কেহ সেই গুটিকাকে গ্রহণ করে তবে তিন বৎসর পরে সেইরূপ গুটিকা জন্মে. তাহার একাধিক সহস্র প্রকার গুণ আছে, তন্মধ্যে কয়েকটি গুণ লিখিতেছি। প্রথম এই যে তাহা যাহার নিকটে থাকে, সে নদীতে মগ্ন হয় না; দ্বিতীয়, সর্পের বিষে ও অন্যান্য

সমস্ত বিষে কিছুই করিতে পারে না ;- তৃতীয়, সে অগ্নিতে দগ্ধ হয় না ; চতুর্থ, তাহাতে অন্ধের চক্ষুঃ ভাল হয় ; পঞ্চম, সমস্ত পীড়া আরোগ্য হয় ; ষষ্ঠ, যুদ্ধে জয় হয় ; সপ্তম, শত্রুর নিকটে প্রিয় হয় ; অষ্টম, ভুচর খেচর সমস্ত জন্তু অধীন হয় ; নবম, বুদ্ধিকে তীক্ষ্ণ করে ; দশম, ধনসম্পত্তি অনেক হয়।

হাতেম্ সেই গুটিকা লইয়া কিছুদিন গতে সেই যুবার নিকটে আগমন পূর্ব্বক সাক্ষাৎ করিলেন, আর গুটিকা তাহার হস্তে দিয়া বলিলেন, মসক্ষরযাত্নুর নিকটে লইয়া যাও। যুবা হাতেমের চরণতলে পতিত হইল, এবং হাতেমের নিকটে সর্পের ও পথের সমুদয় বিবরণ শ্রবণ পূর্ব্বক ঐ গুটিকা ও হাতেম্‌কে সঙ্গে লইয়া নগরে উপস্থিত হইল। পরে মসক্ষরযাত্নুর সাক্ষাৎকারে রক্তবর্ণ সর্পের গুটিকা দিয়া বলিল, সহস্র কষ্টে আনিয়াছি, মসক্ষরযাত্নু বলিল অগ্রে ইহাকে পরীক্ষা করি, যুবা বলিল পরীক্ষা কর। মসক্ষরযাত্নু তাহার যত গুণ জানিত, তাহা পরীক্ষা করিল, তাহা যথার্থ বোধ হইলে সে মনোমধ্যে সন্তুষ্ট হইয়া যুবাকে বলিল সম্প্রতি একটি প্রশ্ন আছে, তাহা সিদ্ধ কর, যুবা বলিল আমি স্বীকার করিতেছি।

পরে মসক্ষরযাত্নু আপন ভৃত্যদিগকে বলিল অমুক লৌহ কটাহকে ঘৃতপূর্ণ করিয়া চুল্লির উপরে রাখ, তাহারা ঘৃতকে এমন উত্তপ্ত করিল যে যদি তাহাতে প্রস্তর ফেলা যায়, তবে তাহাও ভস্ম হয়। যুবা হাতেম্‌কে বলিল, হে বিজ্ঞ! এখন মসক্ষরযাত্নু বলিতেছে যে যদি তুমি উত্তপ্ত ঘৃতে আপনাকে মগ্ন করিয়া জীবিত বহির্গত হও তবে তোমাকে কন্যা দিই। হাতেম্ বলিলেন মনুষ্যের কি সাধ্য যে উত্তপ্ত ঘৃতে মগ্ন হইয়া জীবিত বাহির হয়, পরে বলিলেন চিন্তিত হইও না। যে গুটিকা ভল্লূক-কন্যা দিয়াছিল,

তাহা বাহির করিয়া যুবাকে দিয়া বলিলেন, ইহাকে মুখে রাখিয়া নিঃশঙ্কায় আপনাকে ঘৃতে নিঃক্ষেপ কর; যুবা কম্পিত হইল, হাতেম্‌ এরূপ দিব্য করিলেন যে তোমার হানি হইবে না। তৎপরে যুবা হাতেমের কথিতানুসারে গুটিকা মুখে রাখিয়া চুল্লির নিকটে গমন পূর্ব্বক দর্শন করিল যে ঘৃত আবর্ত্তিত হইতেছে, যুবার মনঃ কম্পিত হইতে লাগিল, হাতেম্‌ বলিলেন, হে নির্ব্বোধ! ভাবিত হইও না, এ প্রেম-অগ্নি, যুবা হাতেমের কথায় চক্ষুঃ মুদ্রিত করিয়া ঘৃতে ঝম্ফ প্রদান পূর্ব্বক দেখিল যে জলের ন্যায় শীতল আছে, কটাহ-মধ্যে চতুর্দ্দিকে ধাবিত হইয়া দুই হস্ত দ্বারা মস্তকে ও অঙ্গে ঘৃত মর্দ্দন করিতে লাগিল এবং বলিল, হে মসক্ষরযাদু! এখন কি বল, বহির্গত হই, কি কিঞ্চিৎ কাল আর থাকি? মসক্ষরযাদু যখন দেখিল যে যুবা জীবিত রহিয়াছে, তখন মনে ভীত হইয়া নত-মস্তকে বলিল, বহির্গত হও। যুবা বহির্গত হইল, পরে মসক্ষরযাদু যাদু করিতে আরম্ভ করিল, হাতেম্‌ উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, হে মসক্ষরযাদু! আর কেন বিলম্ব করিতেছ? তুমি যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছ তাহা কর, তোমার যাদুতে কিছুই হইবে না, এ আর একটি রক্তবর্ণ গুটিকা নিকটে রাখে, তৎপরে মসক্ষরযাদু অনুপায় হইয়া যুবাকে ক্রোড়ে লইল, আর বিবাহের আয়োজন করিয়া কন্যা তাহাকে দিল এবং অনেক বিনয় করিয়া বলিল যে, যেসমস্ত ধনাদি আমার আছে, তাহা আপনার জ্ঞান কর, কেননা আমার সন্তান নাই, তুমি আমার পুত্র হইলে। যখন উভয়ের মানস পূর্ণ হইল, তখন হাতেম্‌ সেই যুবকের সন্নিধানে বিদায় গ্রহণে আল্‌কা-পর্ব্বতের দিকে গমন করিলেন।

বহুদিন পরে আল্‌কা-পর্ব্বতে উপস্থিত হইয়া একটি এরূপ পর্ব্বত দেখিলেন যে পক্ষিদিগের সাধ্য নাই যে তাহার উপরে

উড়িয়া যায়। হাতেম্ সেই পর্ব্বত-নিম্নে উপবেশন করিয়া ভাবিলেন, কাহাকে জিজ্ঞাসা করি! ইহা কোন্ স্থান, আর ইহার পথ কোন্ দিকে আছে। ইতিমধ্যে একদল পরীজাতি যাইতেছে দেখিয়া, হাতেম্ তাহাদিগের পশ্চাতে ধাবিত হইয়া গমন করিলেন, পরীজাতিরা পর্ব্বতের উপরে উঠিয়া ক্ষণৈক পরে দৃষ্টির অগোচর হইল। তিনি হঠাৎ দেখিলেন, এক পরিষ্কার প্রস্তরে গর্ত্ত রহিয়াছে, ভাবিলেন, এ গর্ত্তে কিপ্রকারে যাইব! পুনর্ব্বার চিন্তা করিলেন যে এই প্রস্তরে শয়ান হইয়া গর্ত্তে প্রবেশ করি, পরে হাতেম্ সেইরূপে প্রস্তরের উপরে শয়ান হইয়া গমন করিলেন। প্রাতঃকাল অবধি সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তাহার ভিতরে যাইয়া পরে ভুমিতে উপস্থিত হইলেন, নেত্র উন্মীলন পূর্ব্বক বৃহৎ প্রান্তর দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন, পরে গাত্রোত্থান করিলেন, তখন রাত্রিকাল এবং কিছু পথও অবশিষ্ট ছিল, এজন্য একটি স্থানে থাকিয়া ভাবিলেন, সে পরীজাতিরা কোথায় গেল! এস্থানে বসতিও পাওয়া যাইতেছে না। তদনন্তর অগ্রে চলিলেন, পরে এক প্রকাণ্ড হর্ম্ম্য দৃষ্টিগোচর হইলে বুঝিলেন, ইহা পরীদিগের বাসস্থান, সেই বাটীর দিকে গমন করিলেন, যখন নিকটস্থ হইলেন, তখন পরীরা হাতেম্‌কে দেখিয়া বিবেচনা করিল মনুষ্য আসিতেছে। তথায় একটি উদ্যান ছিল, পরীরা সেই উদ্যানে বসিয়াছিল, হাতেম্‌কে দর্শনে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক তাঁহার নিকটে আসিয়া বলিল, হে মনুষ্য! ইহা তোমার স্থান নহে, তুমি কিপ্রকারে আসিলে? হাতেম্ বলিলেন, আমি দূর হইতে তোমাদিগকে দর্শনে তোমাদিগের পশ্চাতে ধাবিত হইলাম, ক্ষণৈক বিলম্ব হয় নাই, তোমরা আমার দৃষ্টির অগোচর হইলে, তখন ভাবিলাম যে তোমরা কোথায় গেলে। পরে যে দিকে তোমরা গমন করিয়াছিলে আমিও

সেই দিকে গমন করিয়া গর্ত্তের উপরে উপস্থিত হইলাম, আর গর্ত্তকে দেখিয়া ভাবিলাম, এ পরিষ্কার প্রস্তরের উপর দিয়া কি-প্রকারে গর্ত্তে যাইব! তৎপরে আমার মনে উদয় হইল যে স্বয়ং প্রস্তরের উপরে শয়ান হইয়া যাই। এইরূপে তোমাদিগের তত্ত্বে এখানে উপস্থিত হইলাম, তোমরা বল, এ কোন্ স্থান? আর ইহার নাম কি? পরীরা বলিল, এ পর্ব্বতের নাম আল্কা, আল্কন্পরীর এ উদ্যান, আর আমরা উদ্যানের রক্ষক আছি, এক্ষণে বসন্তকাল, ভ্রমণের সময়, মল্কা আল্কন্পরী পরশ্ব দিবস এ উদ্যানে ভ্রমণ করিতে আসিবেন, তোমাকে কিরূপে রাখি, তুমি ছেদিত হইবে। এক্ষণে তুমি আমাদিগের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছ, আমাদিগের দয়া হইতেছে, হাতেম্ বলিলেন, কোথায় যাই? আমার যাইবার স্থান নাই, যাঁহার জন্য এত কষ্ট পাইয়া আপনাকে এস্থানে উপস্থিত করিয়াছি, তিনি এ উপবনে আসিবেন, যাহা হয় হউক। পরীরা বলিল, তোমার কি কর্ম্ম আছে? তুমি দরিদ্র, তিনি পরীদিগের রাজ্ঞী, হাতেম্ বলিলেন কখন মনুষ্যের পক্ষে পরীর আবশ্যক হয়, কখন পরীও মনুষ্যের আবশ্যক হয়। পরীরা বলিল, হে নির্বোধ! তুমি কি আপন পরমায়ুঃ হইতে নিরাশ হইয়াছ যে এরূপ কথা বলিতেছ? হাতেম্ কহিলেন, যে ব্যক্তি প্রাণ হইতে নিরাশ হয়, সেই এমন স্থানে আইসে। পরে সমস্ত পরীরা একবারে হাতেমের প্রতি ধাবিত হইলে হাতেম্ নতশিরে দণ্ডায়মান হইলেন, তাহারা আপন আপন মনোমধ্যে বলিল, কি আশ্চর্য্য, এ মনুষ্য নত-শিরে রহিল, পলায়ন করিতেছে না এবং যুদ্ধও করিতেছে না, এমন ব্যক্তিকে কিপ্রকারে ক্লেশ দেওয়া যায়। পরে বলিল হে যুবক! তুমি যাও, তোমাকে অনুগ্রহ করিয়া বলিতেছি এ তোমার স্থান নহে, আপন প্রাণকে ও

দেহকে লইয়া প্রস্থান কর। হাতেম্ বলিলেন, আমার দেহ প্রাণে আবিশ্যক নাই, যেব্যক্তি আপন প্রাণ হইতে নিরাশ হয়, আর আপন মস্তক জগদীশ্বরের পথে অর্পণ করে, সেই এরূপ ভয়ানক কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়।

হাতেমের এই বাক্যে পরীরা দয়ালু হইয়া বলিল, হে মিষ্টভাষী যুবক! আইস, তোমাকে একপার্শ্বে লুকাইয়া রাখি, যদি তুমি মল্কাকে দেখিবার ইচ্ছা রাখ, তবে তোমাকে দূর হইতে দেখাইব কিন্তু সূর্য্যের সহিত বালুকার চাক্‌চক্যের সম্পর্ক কি? পরে পরীরা হাতেম্‌কে উপবনের একপার্শ্বে লইয়া গিয়া খাদ্যদ্রব্য ও ফল আ-নিল। হাতেম্ ভোজন করিয়া জলপান করিলেন, আর পরীরা হাতেমের সঙ্গে অশেষ সন্তোষে দুইদিন যাপন করিল, তৃতীয়দিনে জিজ্ঞাসা করিল, তোমার এস্থানে আসিবার কারণ কি? সত্য বল, হাতেম্ বলিলেন আমার মল্কার সঙ্গে আবশ্যক আছে, তিনি এক যুবার নিকটে সাতদিনের অঙ্গীকার করিয়া আসিয়াছেন, সম্প্রতি সপ্তবৎসর হওয়ায় তাঁহার অপেক্ষায় যুবার প্রাণ ওষ্ঠা-গত হইয়াছে, আর মৃত্যু তাহার বস্ত্র ধরিয়াছে, দুই দণ্ড অন্তরে সে একটি নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া এই বাক্য বলিতেছে ;

এসো এসো এসো প্রিয়ে, নিকটে আমার।
সহিতে না পারি আমি বিরহ তোমার॥

তাহার নিতান্ত মন্দ অবস্থা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম ; সে যখন আমাকে আপন বিবরণ বলিল, তখন আমার প্রাণ জ্বলিয়া উঠিল, এস্থানে এই জন্য উপস্থিত হইয়াছি যে তাঁহার অঙ্গীকার তাঁহাকে স্মরণ করিয়া দিব, তিনি ভুলিয়া গিয়াছেন। পরীরা বলিল, হে মনুষ্য! আমাদিগের এমন সাধ্য নাই যে তোমার অবস্থা নিবেদন করি, কিন্তু তোমার হস্তবন্ধন করিয়া তাঁহার

অগ্রে লইয়া যাইব, তোমার মুখ হইতে যাহা প্রকাশ হয় তাহা নিবেদন করিও, আমরা তোমাকে বন্ধুভাবে লইয়া গেলে কিজানি যদি মল্কা আমাদিগের প্রতি ক্রোধান্বিতা হয়েন, হাতেম্ বলিলেন, তোমরা যেপ্রকারে পার আমাকে মল্কার সমীপে লইয়া চল, যদি সেই অনুপায়-ব্যক্তির ভাগ্য প্রসন্ন হয় তবে তাহার কর্ম্ম সফল হইবে।

তৎপরে তৃতীয়দিনে মল্কা-আল্কন্‌পরী আপন সহচরীদিগের সঙ্গে বাটী হইতে বহির্গত হইয়া উদ্যানের দিকে আসিল, পরে পরীরা তাহাকে অভিবাদন করিল, সে উদ্যানের ভিতরে যাইয়া বসিলে পরীরা হাতেমের সমীপে আসিয়া বলিল আইস, তোমাকে মল্কাকে দেখাই, পরে একটি ছিদ্রের নিকটে আনিয়া দেখাইল যে, যিনি স্বর্ণসিংহাসনে বসিয়া আছেন, তিনিই মল্কা। হাতেম্ দেখিবামাত্র অচেতন হইলেন, কিঞ্চিৎপরে চৈতন্য হওয়ায় মস্তক ভূমিতে রাখিয়া জগদীশ্বরের আরাধনা করিতে লাগিলেন। হাতেম্ যুবা অপেক্ষায় মল্কা-আল্কন্‌পরীর প্রতি আসক্ত ও ক্ষিপ্ত হইলেন, আর সেই যুবাকে ভুলিয়া গিয়া আহার নিদ্রা ত্যাগ করিলেন। এই প্রকারে তিনদিন গত হইলে, একদিন রাত্রিতে নিদ্রা যাইতেছেন, এমত সময়ে একটি এরূপ শব্দ শুনিতে পাইলেন যে, হে হাতেম্! উঠ, সাবধান হও, জগদীশ্বরের পথে কটিবন্ধন করিয়া অপরের সঞ্চিতকে অপচয় করিতেছ? পরে হাতেম্ নিদ্রা হইতে জাগ্রত হইয়া কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না, গাত্রোত্থান করিলেন, আর পরমেশ্বরকে ভয় করিয়া অনেক ক্রন্দন পূর্ব্বক ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। পরে পরীদিগকে বলিলেন, হে প্রিয়-সমস্ত! আমাকে মল্কার নিকটে লইয়া চল, পরীরা বলিল, আমাদিগের এমন ক্ষমতা নাই, কিন্তু

হস্তবন্ধন করিয়া তোমাকে লইয়া যাইতে পারি। হাতেম্ বলিলেন, যেরূপে হয় লইয়া চল, আমি স্বীয় দুরবস্থা প্রকাশ করি।

তৎপরে তাহারা হাতেমের হস্তবন্ধন পূর্ব্বক উদ্যানের দ্বারে আনিল, এক ব্যক্তি অগ্রে যাইয়া মল্কাকে নিবেদন করিল যে এক জন মনুষ্য কোন স্থান হইতে উদ্যানের দ্বারে আসিয়াছে, তাহাকে ধৃত করিয়া বন্ধন-পূর্ব্বক আনিয়াছি, কি আজ্ঞা হয়? পরে সে যুবাকে স্মরণ হওয়ায় আল্কন্‌পরী ভাবিল, বোধ করি, সেই আসিয়াছে, পরে বলিল আনয়ন কর। অনন্তর হাতেম্‌কে মল্কার নিকটে আনিলে সে হাতেম্‌কে দেখিয়া সে যুবাকে ভুলিয়া গেল এবং বলিল, অগ্রে আন, হাতেম্‌কে অগ্রে লইয়া গেল, স্বর্ণচৌকী আনাইয়া হাতেমের হস্তধারণ-পূর্ব্বক চৌকীর উপরে বসাইল; যখন হাতেম্ উপবেশন করিলেন, তখন মল্কা জিজ্ঞাসা করিল, কোন্ স্থান হইতে আসিতেছ? তোমার নাম কি? আর কি প্রয়োজনে এখানে উপস্থিত হইয়াছ? হাতেম্ মল্কাকে দেখিয়া মোহিত হইয়াছিলেন, কিছুই উত্তর দিলেন না, পরী বুঝিল যে আমার নয়নভঙ্গির শর ইহার হৃদয়ে বিদ্ধ হইয়াছে। মিষ্টবাক্যে প্রণয় প্রকাশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, হে যুবক! নীরবের কারণ কি? উত্তর দাও, হাতেম্ বলিলেন হে মল্কা! কি বলিব, আমি এমন্‌নগরের, আর আমার নাম হাতেম্। মল্কা যখন হাতেমের বিবরণ জ্ঞাত হইল, তখন সিংহাসন হইতে উঠিয়া বলিল, আমি হাতেমের নাম শুনিয়াছি, তিনি এমন্‌দেশের রাজপুত্র, পরে তাঁহার হস্ত ধরিয়া সিংহাসনের উপরে বসাইয়া বলিল হে রাজন্! আপনি আমার প্রতি অত্যন্ত অনুগ্রহ করিলেন, আপনার আগমনের কারণ কি বলুন? এত কষ্ট কি জন্য সহ্য করিলেন? আমি আপনার দাসীর উপযুক্ত আছি, আ-

পনি কিছু চিন্তা করিবেন না। হাতেম্ বলিলেন, তোমার অনেক অনুগ্রহ, যদি আমার সহস্র মুখ হয় তথাচ তোমার প্রশংসার বর্ণনা হইতে পারে না, কিন্তু এক ব্যক্তিকে অঙ্গীকার করিয়া আসিয়াছি, হঠাৎ আমি হামির-প্রান্তরের দিকে যাইতেছিলাম, পথের মধ্যে এক যুবাকে দেখিলাম, সে বৃক্ষতলে অত্যন্ত ক্রন্দন করিয়া আঃ এই শব্দ করিতেছে, তাহার প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়াছে, জানা যায় না সে জীবিত আছে কি না, আর চক্ষুমুদ্রিত করিয়া এই বাক্য বলিতেছে;

এসো এসো এসো প্রিয়ে নিকটে আমার।
সহিতে না পারি আমি বিরহ তোমার॥

যখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমার কি অবস্থা হইয়াছে? রোদনের হেতু কি? তখন সে মল্কার অনুগ্রহ ও প্রণয় এবং অঙ্গীকার করার সমস্ত বিবরণ বর্ণন করিয়া বলিল, আল্কন্-পরী সাতদিনের অঙ্গীকার করিয়া গিয়াছে, এক্ষণে সাতবৎসর হইল, তাহার জন্য রোদন করিতেছি, না যাইবার সামর্থ্য আছে, না থাকিবার সামর্থ্য আছে, প্রিয়া বলিয়া গিয়াছে, কোথাও গমন করিও না, আমি তাহার আদেশ লঙ্ঘন কিপ্রকারে করি? যদি তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবার হয়, এই খানেই হইবে। যখন সেই অনুপায় ব্যক্তির এরূপ অবস্থা দেখিলাম, তখন তাহাকে যথার্থ আসক্ত জানিয়া আপন কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া এস্থানে আসিলাম, যদি সেই দুঃখির প্রতি দয়া কর, তবে আমার প্রতি অনেক অনুগ্রহ করা হয়। পরী বলিল, হে এমনদেশের রাজন্! সে যুবাকে বিস্মৃত হইয়াছিলাম, যখন লোকেরা আমার নিকটে আপনার সংবাদ আনিল, তখন তাহাকে আমার স্মরণ হইয়াছিল, কিন্তু যখন আপনাকে দেখিলাম তখন জানিলাম যে সে নহে, ফলতঃ হে

হাতেম্! সে যুবা আমার নিকটে থাকিবার যোগ্য নহে, কেননা তাহার প্রেম অপক্ক, সপ্তমবর্ষ হইল, আপন প্রাণভয়ে সেই খানে রহিয়াছে, আল্কা-পর্ব্বতে আইসে নাই, আমি তাহাকে আল্কা-পর্ব্বতের নাম ও পথের চিহ্ন বলিয়াছিলাম, যদি সে আমার প্রতি সম্পূর্ণ আসক্ত হইত তবে যেপ্রকারে হউক, আপনাকে এস্থানে উপস্থিত করিত। হাতেম্ বলিলেন, যদি সে অপক্ব হইত, তবে প্রেমের মদ পান করিত না এবং তোমার স্মরণে আপনাকে দুরবস্থান্বিতও করিত না, যখন তুমি অঙ্গীকার পূর্ব্বক তাহাকে রাখিয়া আসিয়াছ, তখন সে অনুপায় আসক্ত ব্যক্তি প্রিয়ার অনুমতি ব্যতিরেকে কিপ্রকারে যাইবে? তাহার নিশ্চয় আছে যে প্রিয়া এরূপ অঙ্গীকার করিয়া গিয়াছে যে, যেপর্য্যন্ত আমি না আসি সেই পর্য্যন্ত এস্থানে থাক, তাহাতেই অদ্য পর্য্যন্ত সে খান হইতে কোথাও যায় নাই, এবং আমাকে বলিল, যদি আমি আল্কা-পর্ব্বতের দিকে যাই আর আমার সেই প্রিয়া এখানে আসিয়া আমাকে না পায়, তবে আদেশের বিপরীত হওয়ায় সেই প্রিয়া আমা হইতে দুঃখিত হইবে। মল্কা বলিল, আমি তাহাকে কখনই স্বীকার করিব না। হাতেম্ কহিলেন, তোমাকে জগদীশ্বরের দিব্য, আমার পরিশ্রমকে নিষ্ফল করিও না, আমি অনেক পরিশ্রম করিয়া এস্থানে আসিয়াছি। পরী বলিল ভাল, আপনার কথা অমান্য করিব না, তাহাকে আপন নিকটে রাখিব কিন্তু তাহার সহিত কামকার্য্য করিব না। হাতেম্ বলিলেন, সে অনুপায় ব্যক্তির মনোবাঞ্ছা পূর্ণ না করা তোমার অনুগ্রহের উচিত নহে। মল্কা বলিল, কোনমতেই আমা হইতে তাহা হইবে না। হাতেম্ বলিলেন, তবে আমি তোমার দ্বারে এত উপবাস করিব যে তাহাতে আমার মৃত্যু হইবে। পরে তিনি মল্কার নিকট হইতে

উঠিয়া আসিয়া একটি তরুতলে আগমন পূর্ব্বক সাতদিন পর্য্যন্ত খাদ্য ও জল ত্যাগ করিয়া রহিলেন। এক রাত্রিতে স্বপ্নে দেখিলেন, এক ব্যক্তি বলিতেছে যে "হে হাতেম্‌! এ পরী আপন বিরহ দ্বারা অনেক ব্যক্তিকে ছেদন করিয়াছে; এক্ষণে কর্ত্তব্য এই যে, যেগুটিকা তোমার নিকটে আছে, তাহা ঘর্ষণ করিয়া তাহার কিঞ্চিৎ সেই যুবাকে দাও, সে কুল্লী করিয়া একটি পাত্রে (বাটীতে) ফেলিলে, তাহাতে সরবৎ করিয়া পরীকে পান করাও, তাহা হইলেই জগদীশ্বরের মহিমা দেখিতে পাইবে, অগ্রে সে যুবাকে আপন নিকটে আহ্বান কর"।

হাতেম্‌ নিদ্রা হইতে জাগ্রত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, প্রাতঃকালে মল্কা হাতেমের নিকটে আসিয়া বলিল, হে হাতেম্‌! আপনি খাদ্য ও জল কেন পরিত্যাগ করিয়াছেন? যদি আপনার মৃত্যু হয় তবে অন্তে আপনার পাপে আমাকে ধৃত করিবে, তখন জগদীশ্বরকে কি উত্তর দিব? হাতেম্‌ বলিলেন, হে মল্কা! একবার সে যুবাকে আহ্বান কর, সে তোমাকে দর্শন করুক। মল্কা বলিল অবশ্য আমি তাহাকে দর্শন দিব। হাতেম্‌ স্বয়ং গমন করিতে উদ্যত হইলে পরী বলিল হে হাতেম্‌! আপনি কেন স্বয়ং কষ্ট পাইবেন, আমার পরীরা তাহাকে আনিবে। সেই সময়ে মল্কা কয়েক ব্যক্তিকে আহ্বান পূর্ব্বক নিদর্শন বলিয়া দিয়া সেই যুবার নিকটে পাঠাইল, আর বলিল, তাহাকে বলিবে মল্কা আল্কন্‌পরী তোমাকে ডাকিয়াছেন, আর যাঁহার নাম হাতেম্‌, তিনি তথায় যাইয়া তোমাকে স্মরণ করিয়া দিয়াছেন।

অনন্তর পরীরা গমন করিল, চত্বারিংশৎ দিন পরে সেই যুবার নিকট উপস্থিত হইয়া সকল বৃত্তান্ত বলিল, যুবা হাতেমের অনেক প্রশংসা করিয়া পরীদিগের সঙ্গে চলিল। কয়েক দিবসের পরে

পরীরা সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া যুবাকে মল্কার নিকট আ-
নিল। মল্কা তাহাকে আপন নিকটে আহ্বান করিলে যুবা
মল্কার মুখ দর্শন পূর্ব্বক অচৈতন্য হইয়া ভূমিতে পড়িল, মল্কা
তাহার মুখে গোলাপ সেচন করিতে লাগিল, কিঞ্চিৎ পরে তা-
হার চৈতন্য হইলে মল্কা মিষ্টবাক্যে বলিল, হে যুবক ! আমাকে
দেখ, যুবা ঈষৎ দৃষ্টিতে তাহাকে দেখিতে লাগিল, এবং তাহার
প্রাণ জ্বলিয়া উঠিতে লাগিল। দিবা গত হইয়া রাত্রি হইলে মল্কা
আদেশ করিল যে পরীগণ বাদ্য যন্ত্র লইয়া আগমন পূর্ব্বক নৃত্য
করুক, পরীগণ নৃত্য ও গান করিতে লাগিল। হাতেম্ সেই স্থান
হইতে দেখিতে লাগিলেন যে পরী যুবার প্রতি কিছুমাত্র অনু-
গ্রহ করিতেছে না। হাতেম্ যুবাকে বলিলেন যে এই গুটিকা লও
এবং ইহাকে জলে ঘর্ষণ পূর্ব্বক কুল্লী করিয়া জলের কলসে ফেল,
আর এই স্থানে উপবেশন কর, হাতেম্ যাহা বলিলেন, যুবা তা-
হাই করিল। পরীগণ যখন দেখিল সে সকলের নিকট আসিয়া
দাঁড়াইয়াছে, তখন জিজ্ঞাসা করিল যে এ খাস কলসের নিকট
তোমার কি কর্ম্ম ? যুবা বলিল পিপাসিত আছি, জলপান করিবার
নিমিত্ত আসিয়াছি। পরীরা সে যুবাকে জল দিয়া সেই স্থানে উপ-
স্থিত করিয়া দিল, হাতেম্ দেখিলেন যে যুবা আপন কর্ম্ম করি-
য়াছে, মল্কাকে বলিলেন, হে মল্কা ! অত্যন্ত উষ্ণবায়ু বহিতেছে,
সরবৎ পান করা উচিত। পরী আদেশ করিল যে সরবৎ আন,
হাতেম্ উঠিলেন এবং আপন হস্তে সরবৎ প্রস্তুত করিয়া মল্কার
নিকট আনিলেন। মল্কা বলিল, সকল প্রিয়গণ পান কর, হা-
তেম্ বলিলেন ইহা মর্য্যাদা সূচক রীতি নহে, অগ্রে তুমি কিঞ্চিৎ
পান কর, পরে অন্যে পান করিবে, পরী হাতেমের বাক্যানুযায়ী
কিঞ্চিৎ সরবৎ পান করিল। ঐ সরবৎ পান করিবামাত্র পরীর

প্রাণ স্ববশে রহিল না, এবং সে যুবার প্রতি আসক্তা হইয়া কাতরা হইল, পরে ইচ্ছা করিল যে সেই সময়েই যুবার নিকট আসিয়া বসে। হাতেম্ মল্কার অবস্থা এক্ষণে অন্যরূপ হইয়াছে দেখিয়া বলিলেন, হে মল্কা! যদি তুমি এই আসক্ত অনুপায় ব্যক্তির প্রতি অনুগ্রহ কর, আর এই বিরহচ্ছেদিতকে সন্তোষে রাখ, তবে কি উত্তম হয়। মল্কা বলিল হে হাতেম্! আপনিই এ সমস্ত আপদ উপস্থিত করিয়াছেন, সম্প্রতি আপনার অনুরোধে ইহাকে স্বীকার করিলাম; কিন্তু পিতা মাতার বিনা অনুমতিতে ইহাকে আপন প্রিয় করিতে সাধ্য নাই। অগ্রে পিতা মাতাকে সমাচার দিই, পরে সেই সময়ে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক পরীদিগকে সঙ্গে লইয়া আল্কা-পর্ব্বতের দিকে চলিল, পরে আপন পিতা মাতার নিকটস্থ হইয়া প্রণাম করিলে তাহার মাতা বলিলেন, হে কন্যে! তুমি প্রতিজ্ঞা করিয়া উদ্যানে গমন করিয়াছিলে, সম্প্রতি ছয়মাস গত হয় নাই, কি কারণে দুই প্রহর রাত্রিতে আসিয়াছ? পরীরা মাতাকে ইঙ্গিতে নিবেদন করিল, মল্কার এক মানবের সঙ্গে প্রণয় হইয়াছে, সে ব্যক্তি কয়েক বৎসর পরিশ্রম করিয়া এস্থানে উপস্থিত হইয়াছে, সে ইচ্ছা করে যে সর্ব্বদা নিকটে থাকে, কিন্তু ইনি পিতা মাতার অনুমতি ভিন্ন তাহা করিতে পারেন না। তাহার মাতা সেই সময়ে তাহার পিতার নিকটে যাইয়া বলিলেন, কন্যার এরূপ ইচ্ছা হইয়াছে, পিতা বলিলেন, যদি তাহার এরূপ অভিলাষ, তবে কি করা যায়, ভালই। পরে মল্কা হাতেমের সহিত যুবাকে আহ্বান করিল, তাহার মাতা সে যুবাকে দেখিয়া আপন স্বামীর সমীপে প্রশংসা করিলেন, তৎক্ষণাৎ তাহার পিতা রীতিমত বিবাহের আয়োজন করিয়া মল্কার সঙ্গে সেই যুবার বিবাহ দিলেন। অনেক দিন গত হইলে পর আসক্ত ব্যক্তির

প্রিয়ার সঙ্গে মিলন হইল, যুবা হাতেমকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিল।

সপ্তদিন পরে হাতেম্ বিদায় প্রার্থনা করিলেন, মল্কা বলিল হে হাতেম্! সম্প্রতি আপনি কোথায় যাইবেন? হাতেম্ বলিলেন, হামির-পর্ব্বতে চলিলাম। মল্কা বলিল আপনি চিন্তিত হইবেন না, যদিও দূর বটে তথাচ আমার পরীরা আপনাকে শীঘ্র তথায় উপস্থিত করিয়া দিবে। পরে মল্কা হাতেম্কে খট্টায় বসাইয়া পরীদিগকে আজ্ঞা দিল, লইয়া যাও। পরীরা মল্কার আদেশ-মত খট্টাকে স্কন্ধে রাখিয়া উড্ডীন হইল, এক দিবারাত্রির মধ্যে তথায় উপস্থিত হইলে হাতেম্ সেই শব্দ শুনিতে পাইলেন যে, "কাহারো মন্দ করিও না, যদি করিবে তাহা পাইবে"। হাতেম্ বলিলেন, হে প্রিয়-সমস্ত! এই স্থানে আমাকে নামাও, এই প্রান্তরে আমার এক কর্ম্ম আছে। পরে তাহারা হাতেম্কে নামাইয়া হাতেমের নিকটে বিদায় হইল।

হাতেম্ সেই শব্দানুসারে গমন করিয়া শুনিলেন একটি বৃক্ষ হইতে শব্দ আসিতেছে। হাতেম্ বৃক্ষের তলে যাইয়া দেখিলেন, একজন বৃদ্ধকে পিঞ্জরে বদ্ধ করিয়া শাখাতে লম্বিত করিয়া রাখিয়াছে, সে পিঞ্জরের ভিতরে বসিয়া শব্দ করিতেছে। হাতেম্ কিছুকাল দণ্ডায়মান রহিলেন, পরে পুনর্ব্বার সে শব্দ করিলে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে বিজ্ঞ! এ কি শব্দ যাহা তুমি করিতেছ? আর কিকারণে তোমাকে পিঞ্জরে বদ্ধ করিয়া লম্বিত করিয়াছে? বৃদ্ধ বলিল, হে যুবক! জিজ্ঞাসা করিও না, যদি জিজ্ঞাসা করিতেছ তবে আমার প্রতি দয়া কর, আর যদি প্রতিজ্ঞা কর তবে আমি বলি, হাতেম্ বলিলেন, প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক দিব্য করিলাম। বৃদ্ধ বলিল, আমি এক ব্যক্তি সওদাগর, আমার নাম কামির্,

যখন আমি জ্ঞানবান হইলাম, তখন আমার পিতা আমার নামে এই নগর স্থাপন করিয়া বাণিজ্য করিবার জন্য নদী-পথে গমন করিলেন, এবং আমাকে এই নগরে রাখিয়া গেলেন; আমি অপব্যয়ী ছিলাম, যেসমস্ত ধন আমার পিতা আমার দিনযাপনের জন্য দিয়া গিয়াছিলেন, আমি তাহা অল্পদিনের মধ্যে ব্যয় করিয়া দরিদ্র হইলাম; আর পিতা যেসমস্ত ধন গৃহে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন, আমি তাহার তত্ত্ব করিলাম, কিন্তু অনেক অনুসন্ধান করিয়াও পাইলাম না। আমার পিতারও বিদেশে মৃত্যু হইল এবং নৌকাও জলমগ্ন হইয়া গেল, ইহাতে আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম। অনেক দিনের পরে বাজারে এক যুবাকে দেখিলাম, সে বলিতেছিল যদি কাহারো ধন ও মুদ্রা হারাইয়া থাকে তবে আমি তাহাকে বাহির করিয়া দিতে পারি, কিন্তু সেই ধনের চতুর্থাংশের এক অংশ আমাকে দিতে হইবে। আমি সেই যুবার নিকটে যাইয়া আপন বৃত্তান্ত বলিলাম, যখন সে স্বীকার করিল, তখন আমি তাহার নিকটে অঙ্গীকার করিয়া তাহাকে নিজ বাটীতে আনিলাম, আর সমস্ত স্থান তাহাকে দেখাইলাম। যুবা তাবৎ স্থানের মৃত্তিকার আঘ্রাণ লইয়া হঠাৎ প্রোথিত ধন-সমস্ত বহির্গত করিল; যখন আমি অনেক স্বর্ণ মুদ্রা দেখিলাম, তখন আপন অঙ্গীকার প্রতিপালন না করিয়া কিঞ্চিৎ স্বর্ণ মুদ্রা তাহাকে দিলাম, যুবা ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বলিল, চতুর্থাংশ দিবার অঙ্গীকার করিয়াছিলে, এক্ষণে সে অঙ্গীকার অস্বীকার করিবার কারণ কি? আমি তাহার মুখে দুই তিনবার মুষ্টাঘাত করিয়া তাহাকে বাটী হইতে বাহির করিয়া দিলাম।

তদনন্তর বহুদিবস পরে সে আসিয়া আমার সঙ্গে প্রণয় করিল, এক দিবস বলিল, যেসমস্ত ধন ও স্বর্ণমুদ্রা মৃত্তিকার মধ্যে আছে,

আমি তাহা দেখিতেছি, আমি বলিলাম, এ বিদ্যা কি? যুবা বলিল বিদ্যা নহে, এক অঞ্জন আছে, যেব্যক্তি তাহা চক্ষুতে দেয়, সে প্রোথিত-ধন দেখিতে পায়, আমি বলিলাম হে প্রিয়! যদি তুমি তাহা আমার চক্ষুতে দাও, তবে তাহাতে আমি যেসমস্ত ধন দেখিতে পাইব, তাহার অর্দ্ধেক তোমার হইবে। যুবা বলিল উত্তম, আইস প্রান্তরে যাই। পরে এস্থানে আসিয়া এই পিঞ্জর দর্শনে বলিলাম, এ পিঞ্জর কাহার? সে বলিল, কাহার পিঞ্জর তাহা জগদীশ্বর জানেন, পরে সে এই তরুতলে উপবেশন পূর্ব্বক আপনার থলী হইতে অঞ্জন বাহির করিয়া আমার দুই চক্ষুতে দিল, দিবামাত্র দুই চক্ষুঃ দৃষ্টিহীন হইল, তাহাকে বলিলাম, হে প্রিয়! এ কি করিলে? সে বলিল তোমার অঙ্গীকার অপালনের এই দণ্ড, যদি তুমি পুনর্ব্বার চক্ষুঃ প্রাপ্ত হইবার ইচ্ছা রাখ, তবে এই পিঞ্জরের মধ্যে বসিয়া ক্রন্দন পূর্ব্বক এরূপ বলিতে থাক যে, "কাহারো মন্দ করিও না, যদি করিবে তাহা পাইবে"। আমি বলিলাম তুমি আমার এরূপ অবস্থা করিলে কিন্তু জগদীশ্বরকে কি উত্তর দিবে? সে বলিল, তুমি জগদীশ্বরের শপথ করিয়াও আমার মুখে অনেক মুষ্টাঘাত করিয়াছ, তাহাতে কি উত্তর দিবে? পুনর্ব্বার বলিলাম এক্ষণে আমার ঔষধ কি? সে বলিল, কোন একদিন এক যুবা এস্থানে আসিবেন, তাঁহাকে আপন বিবরণ বলিও, এই পর্ব্বতে নুর্ তৃণ (উজ্জ্বলঘাস) আছে, তিনি তাহা আনিয়া তোমার চক্ষুতে দিলে তোমার চক্ষুর দর্শন-শক্তি হইবে। এইরূপে সেই যুবা এই পিঞ্জর-মধ্যে আমাকে রাখিয়া গিয়াছে, এক্ষণে প্রায় তিনশত বৎসর হইল, এই পিঞ্জরে বসিয়া আছি, যখন পিঞ্জর হইতে বহির্গত হই, তখন আমার তাবৎ চর্ম্ম ও পদদ্বয় বেদনা করে, পরে কাতর হইয়া এই পিঞ্জরের মধ্যে একদিন মনে করি-

লাম, পক্ষির ন্যায় পিঞ্জরে থাকায় লাভ কি? পরে বহির্গত হই-লাম, ভূমিতে চরণ রাখিবামাত্র সর্ব্বাঙ্গে এমন বেদনা হইল যে মৃত্যুপ্রায় হইলাম; পুনর্ব্বার পিঞ্জরের মধ্যে আসিয়া এইরূপ শব্দ করিতেছি, অনেক বুদ্ধিমান যুবা উপস্থিত হইয়া আমার বিবরণ জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, কিন্তু কেহই আমার অবস্থার প্রতি মনোযোগী হয়েন নাই। অদ্য তুমি আসিয়াছ, কি করিবে? হাতেম্ বলিলেন নিশ্চিন্ত থাক, এক্ষণে আমি যাইতেছি। পরে হাতেম্ সেস্থান হইতে হামির-প্রান্তরের দিকে গমন করিলেন।

এদিকে পরীরা হাতেম্‌কে রাখিয়া গেল, মল্কা-আল্কেন্‌পরী ক্রোধান্বিতা হইয়া বলিল, হাতেম্‌কে কেন ত্যাগ করিয়া আসিলে? যখন হাতেম্ সেই কর্ম্ম সমাধা করিতেন, তখন তাঁহাকে তাঁহার বাটীতে উপস্থিত করিয়া দিয়া আসা উচিত ছিল। পুনর্ব্বার পরীরা হাতেমের অনুসন্ধান করিতে তথায় আসিল, হাতেম্ হামির-প্রান্তরের দিকে যাইতেছিলেন, হঠাৎ পরীদিগকে দেখিয়া চিনিতে পারিলেন। তাহারাও হাতেম্‌কে দেখিয়া সাক্ষাৎকারে বৃত্তান্ত-প্রকাশ পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কোথায় যাইতেছেন? হাতেম্ বলিলেন, নুর্-তৃণ আনয়ন করিতে যাইতেছি; পরীরা বলিল, আমরা সেস্থানে আপনকাকে উপস্থিত করিয়া দিয়া দূর হইতে তাহা দেখাইয়া দিব, পরে আপনি যাইবেন। যখন আ-পনি জীবিত আসিবেন, তখন আমরা আপনাকে আপনার নগরে লইয়া যাইব, নতুবা আপনার প্রতি যে ঘটনা হইবে, তাহা মল্কাকে সংবাদ দিব, হাতেম্ বলিলেন, কেন? পরীরা বলিল, ঐ তৃণ ভূমির ভিতর হইতে নির্গত হইলে তাহার পুষ্প প্রদীপের ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া সমস্ত প্রান্তর আলোকময় করে, সহস্র সহস্র সর্প ও বৃশ্চিক এবং অন্যান্য হিংস্র জন্তু তাহার চতুষ্পার্শ্বে এরূপ

উপস্থিত হয় যে পক্ষীগণও তাহার নিকটে যাইতে পারে না। হাতেম্ বলিলেন, ভাল দেখি, তৎপরে পরীরা হাতেম্‌কে স্কন্ধে লইয়া উড্ডীন হইল। সাতদিন ও সাতরাত্রির মধ্যে সেই প্রান্তরে উপস্থিত হইলে, এক বৃহৎ প্রান্তর দৃষ্টিগোচর হইল, পরে হাতেম্‌কে নামাইল, রাত্রি হইলে হাতেম্ জিজ্ঞাসা করিলেন, সে তৃণ কোথায়? তাহারা বলিল, এই প্রান্তরে উদ্ভব হয়, কিন্তু তাহা বহির্গত হইবার এ সময় নহে, কিছু দিন পরে প্রকাশ হইবে। হাতেম্ পরীদিগের সঙ্গে সেই প্রান্তরে কয়েক দিন অবস্থান করিলেন। পরীরা চতুর্দ্দিক্ হইতে ফল ও জল আনিয়া হাতেম্‌কে ভোজন ও পান করাইত, আর এক বৃহৎ প্রস্তরের উপরে থাকিত।

কয়েকদিন পরে সে তৃণ ভূমি হইতে নির্গত হইলে তাহার পুষ্প প্রদীপের ন্যায় প্রজ্বলিত হইল, এবং তাহার সুগন্ধে প্রান্তর পরিপূর্ণ হইল, আর হিংস্র জন্তু সকল সেই তৃণের চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিয়া বসিল, হাতেম্ পরীদিগকে বলিলেন, সম্প্রতি তোমরা এস্থানে থাক, আমি পরমেশ্বরের প্রতি নির্ভর করিয়া যাইতেছি। পরে সেই গুটিকা বাহির করত মুখমধ্যে রাখিয়া গমন পূর্ব্বক তাহার নিকটে উপস্থিত হইলেন, আর সেই তৃণ ও পুষ্পরস দুই তিন বিন্দু লইয়া প্রত্যাগমন করিলেন। পরীরা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া ভাবিল ইনি আশ্চর্য্য পুরুষ! পরে হাতেম্‌কে স্কন্ধে করিয়া উড্ডীন হইল, হাতেম্ হামির-প্রান্তরে উপস্থিত হইয়া, হামিরের নিকট গমন পূর্ব্বক বলিলেন, হে বৃদ্ধ! যাহা আমার নিকটে চাহিয়াছিলে তাহা আনিয়াছি, বৃদ্ধ প্রশংসা করিয়া হাতেম্‌কে বলিল, হে যুবক! আপন হস্তে মর্দ্দন করিয়া দুই তিন বিন্দু রস আমার দুই চক্ষুতে দাও। হাতেম্ বৃদ্ধকে পিঞ্জর হইতে বাহির করিয়া সহস্তে তৃণ মর্দ্দন পূর্ব্বক তাহার দুই চক্ষুতে দিলেন, দিবা-

মাত্র প্রথমে তাহার দুই চক্ষুঃ হইতে জল পড়িতে লাগিল, দ্বিতীয় বারে নীলবর্ণ জল বহির্গত হইল, তৃতীয় বারে জল শুষ্ক হওয়ায় সে চক্ষুঃ উন্মীলন করিয়া হাতেমের মুখদর্শন পূর্ব্বক তাঁহার পদে পতিত হইয়া অনেক বিনয় করিল, হাতেম্ তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, হে ভাই! বিনয় করিবার আবশ্যক কি? আমি পরমেশ্বরের পথে কটিবন্ধন করিয়াছি, এসকল কর্ম্ম আমি আপন জ্ঞান করি। পরে সে ব্যক্তি বলিল, হে হাতেম্! আমার বাটীতে অনেক ধন আছে, তুমি যত লইতে পার লইবে, হাতেম্ বলিলেন, ধনে আমার আবশ্যক নাই, আমিও অনেক ধন রাখি, তুমি আপন ধন ক্ষুধিত ব্যক্তিদিগকে দাও। পরে বৃদ্ধের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণে পরীদিগের স্কন্ধে আরোহণ পূর্ব্বক কয়েক মাস কয়েক দিন পরে শাহ্আবাদে উপস্থিত হইলেন। পরীরা বলিল, আপনি নিদর্শন-পত্র দিউন, আমরা তাহা লইয়া মল্কা-আল্কন্‌পরীকে দেখাইব, হাতেম্ পত্র লিখিয়া তাহাদিগকে দিলেন, পরীরা বিদায় হইল।

হাতেম্ নগরে আসিলেন, হোসন্‌বানুর ভৃত্যগণ চিনিতে পারিয়া হাতেম্‌কে শীঘ্র হোসন্‌বানুর সমক্ষে আনিল, হোসন্‌বানু তাঁহাকে অন্তঃপুরে আহ্বান করিয়া পথের বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন। হাতেম্ যাহা দেখিয়াছিলেন, একে একে তাহা বর্ণন করিলেন, হোসন্‌বানু প্রশংসা করিয়া খাদ্যদ্রব্য আনয়ন করিতে আদেশ করিলেন। হাতেম্ বলিলেন, আমার ভ্রাতা মুনীর্‌শামী পান্থনিবাসে আছেন, তাঁহাকে আনয়ন করুন, তাঁহার সঙ্গে একত্র ভোজন করিব। পরে রাজপুত্র-মুনীর্‌শামীকে আনয়ন করিলে মুনীর্‌শামী হাতেমের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া উভয়ে একত্র ভোজন করিতে লাগিলেন। যখন ভোজন সমাপ্ত হইল, তখন হাতেম্

বলিলেন, বল এক্ষণে কি প্রশ্ন আছে? হোসন্‌বানু বলিলেন, এক ব্যক্তি বলিতেছে, "সত্যবাদির সদাই সুখ সম্মুখে আছে," অতএব সেব্যক্তি কি সত্য বলিয়াছিল, আর কি সুখ পাইয়াছে, তাহার সংবাদ আন। হাতেম্ বলিলেন সে কোন্‌দিকে আছে? হোসন্‌বানু কহিলেন, আমি জানি না কিন্তু আপন ধাত্রীর নিকটে শুনিয়াছি তাহাকে কোরম্-নগর বলে, হাতেম্ বলিলেন, ইহাতেও জগদীশ্বর উদ্ধার করিবেন। তদনন্তর হাতেম্ হোসন্‌বানুর সমীপে বিদায় গ্রহণে পান্থশালায় আগমন পূর্ব্বক সমস্ত রাত্রি রাজপুত্র-মুনীর্‌শামীর সহিত একত্র অবস্থান করিয়া স্থানের স্থানের গল্প করিলেন। প্রাতঃকালে বিদায় হইয়া কোরম্-নগরের পথ ধরিলেন।

হোসন্‌বানুর চতুর্থ প্রশ্ন পূরণের জন্য হাতেমের কোরম্-নগরে গমন ও কষ্ট সহ্য করণ এবং অনেক আশ্চর্য্য দর্শন পূর্ব্বক মানস সিদ্ধ করিয়া শাহ-আবাদে প্রত্যাগমন।

হাতেম্ শাহ্‌আবাদ হইতে বহির্গত হইলেন; পরে কয়েক মঞ্জেল গমন-পূর্ব্বক এক পর্ব্বত-নিম্নে উপস্থিত হইয়া একটি নদী দেখিতে পাইলেন, তাহার তীরে আসিয়া দেখিলেন রক্তমিশ্রিত হইয়া সমস্ত জল বহিতেছে, তদ্দর্শনে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া ভাবিলেন, কখনই এমন জল দেখি নাই; যে দিক্ হইতে জল আসিতেছিল, সেই দিকে গমন করিলেন। দুইদিন পরে একটি বৃহৎ বৃক্ষ দেখিতে পাইলেন, হাতেম্ দ্রুতগমনে সেই বৃক্ষের নিকটে যাইয়া দেখিলেন, তাহার প্রত্যেক শাখায় মনুষ্যদিগের মুণ্ড ঝুলি-

তেছে, আর তাহার নীচে পুষ্করিণী আছে, তাহা হইতে জল নদীর দিকে যাইতেছে, হাতেম্ সেই বৃক্ষতলে বসিলেন, সমস্ত মুণ্ড হাসিয়া উঠিল, হাতেম্ অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া ভাবিলেন এ কি চমৎকার ব্যাপার! ছিন্ন-মুণ্ড সমস্ত হাসিতেছে, আর প্রত্যেক মুণ্ড হইতে রক্ত বহিয়া জলের উপরে পড়িতেছে, কাহাকে জিজ্ঞাসা করি, এই চিন্তা করিতেছেন, পরে সকল মুণ্ডের উপরে যে এক মুণ্ড ছিল, হঠাৎ তাহাকে দেখিতে পাইলেন, দেখিবামাত্র হাতেমের মনঃ স্ববশে রহিল না, তিনি ভূমিতে পতিত হইলেন, ক্ষণৈকপরে চৈতন্য হইলে ভাবিলেন, এ কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! ইহারা এমন কি অত্যন্ত পাপ করিয়াছিল যে এরূপ সুন্দরীদলের মুণ্ডচ্ছেদন করিয়াছে? পরে মনের প্রতি বলিলেন যখন কাহারো নিকটে ইহার গল্প করিবে তখন ইহার বৃত্তান্ত কি বলিবে? অতএব এই প্রান্তরে কিছুদিন অবস্থান করা উচিত, তাহা হইলে ইহার বৃত্তান্ত জানিতে পারিবে। যখন দিনগত হইয়া রাত্রি হইল, তখন হাতেম্ একপার্শ্বে বসিয়া দেখিতে লাগিলেন, সমস্ত মুণ্ড পুষ্করিণীতে পতিত হইল, পুষ্করিণীর মধ্যে একটি বসিবার স্থান ছিল, তাহাতে উত্তম শয্যা পাতিত করিল, আর একখানি স্বর্ণসিংহাসন রাখিল, ক্ষণকাল পরে কয়েকটি সুন্দরী হস্তে ছত্র ধরিয়া বহির্গত হইল, তন্মধ্যে একটি পরী-মুখী সুন্দরী নিজ দলের সঙ্গে পুষ্করিণী হইতে বাহির হইয়া সিংহাসনের উপরে বসিল, হাতেম্ বিশেষরূপে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, যাহার প্রতি আসক্ত হইয়াছিলেন সেই মুণ্ড আছে এবং অন্যান্য সকলে সিংহাসনের চতুষ্পার্শ্বে চৌকীর উপরে বসিয়া আছে, অনুমান একশত জন করপুটে দণ্ডায়মান আছে। গায়কগণ আপন আপন সজ্জা লইয়া আসিল, এবং নৃত্য ও গান করিতে লাগিল, হাতেম্

দেখিয়া চিন্তা করিতেছিলেন, ইতিমধ্যে দুইপ্রহর রাত্রি গতে দাসীসমস্ত ভোজনের আসন পাতিত করিয়া নানাপ্রকার খাদ্য উত্তমরূপে আনিল, পরে সেই সিংহাসন-উপবেসন কারিণী আপন দাসীদিগের প্রতি বলিল, একখাঞ্চা খাদ্য বিদেশির সম্মুখে লইয়া যাও, সে পুষ্করিণীর পার্শ্বে বসিয়া আছে ; তন্মধ্যে এক দাসী খাঞ্চা মস্তকে রাখিয়া হাতেমের অগ্রে আসিল, এবং খাঞ্চা রাখিয়া চক্ষুর ইঙ্গিতে বলিল, ঐ যে সিংহাসন-বাসিনী, উনি আমাদিগের কর্ত্রী, উনি তোমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়াছেন, হাতেম্ বলিলেন, উহাঁর নাম কি ? সে সুন্দরী বলিল, জিজ্ঞাসা করিও না, আমাকে বলিবার আজ্ঞা নাই, এ ইচ্ছা ত্যাগ কর, এ কথায় তোমার কি আবশ্যক ? হাতেম্ বলিলেন, যেপর্য্যন্ত ইহার নিগূঢ় কথা প্রকাশ না করিবে সেপর্য্যন্ত কখনই তোমার খাদ্য ভোজন করিব না ! পরে যে সুন্দরী খাদ্য আনিয়াছিল, সেই মল্কার নিকটে এই বৃত্তান্ত নিবেদন করিলে মল্কা বলিল, তুমি যাইয়া বল, অগ্রে তুমি খাদ্য খাও, পরে নিগূঢ় কথা বলিব। অনন্তর সেই পরীমুখী হাতেমের নিকটে আসিয়া যাহা মল্কা বলিয়াছিল তাহা বলিল, হাতেম্ উদর পূরণ করিয়া ভোজন পূর্ব্বক বলিলেন এক্ষণে বল। সে পরীমুখী খাঞ্চা মস্তকে রাখিয়া বলিল, কল্য বলিব, হাতেম্ তাহাকে ধৃত করিতে ইচ্ছা করিলেন, সে শীঘ্র পুষ্করিণীর মধ্যে গেল। অন্যান্য পরীরা বসিবার স্থান হইতে প্রকাশ হইয়া করপুটে আপন আপন স্থানে দাঁড়াইল। মল্কা সমস্তরাত্রি, নৃত্যগীত ও কৌতুক করিল। যখন প্রাতঃকাল হইল তখন ছিন্নমুণ্ডসমস্ত পুষ্করিণী-মধ্যে প্রকাশ হইয়া আপনাআপনি সকলে বৃক্ষের শাখায় লম্বিত হইল। হাতেম্ তথা হইতে বাহির হইয়া বৃক্ষের তলে আগমন পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে দেখিতে লাগি-

লেন, তাহারা হাসিতে লাগিল, হাতেম্ স্থিরনেত্রে দুই চক্ষুর্দ্বারা সেই প্রধান মুণ্ডকে দেখিয়া মনোমধ্যে বলিতে লাগিলেন, যদি ইহার বৃত্তান্ত জানিতে পারি, আর ইহাদিগকে জীবিতা পাই, তবে যেপ্রকারে হউক মল্কাকে নিজ স্ত্রী করিব। ইহা আশ্চর্য্য ব্যাপার যে রাত্রিতে জীবিতা হয়, দিন হইলে ইহাদিগের মুণ্ড বৃক্ষে লম্বিত হইয়া থাকে; বোধ করি ইহারা ঐন্দ্রজালিকে বদ্ধ আছে। এই চিন্তায় দিবা গত হইয়া রাত্রি হইলে, বৃক্ষ হইতে সমস্ত মুণ্ড পুষ্করিণীর জলে মগ্ন হইল, আর গত রাত্রিতে যেরূপ করিয়াছিল, সেইপ্রকার করিতে লাগিল, হাতেম্ পুষ্করিণীর পার্শ্বে বসিয়া দর্শন পূর্ব্বক মনোমধ্যে বলিতে লাগিলেন, বোধ করি অদ্য রাত্রিতে তাবৎ বিবরণ জানা যাইবে, আর সে পরীমুখীও অঙ্গীকার করিয়া গিয়াছে।

যখন অর্দ্ধরাত্রি গত হইল, তখন ভোজনের আসন অগ্রে আনিল; পরে সেই পরী দুইখাঞ্চা খাদ্য হাতেমের সম্মুখে আনিলে হাতেম্ বলিলেন, এক্ষণে অঙ্গীকার পালন কর, তবে তোমার খাদ্য ভোজন করিব। পরী বলিল, অগ্রে তুমি খাদ্য খাও, হাতেম্ বলিলেন, যেপর্য্যন্ত আমাকে জ্ঞাত না করিবে, সেপর্য্যন্ত কখনই ভক্ষণ করিব না। সেই পরীমুখী মল্কার নিকটে যাইয়া ঐ কথা বলিলে, মল্কা বলিল তুমি যাইয়া বল, যখন মল্কার নিকটে যাইবে তখন ইহার নিগূঢ় জ্ঞাত হইবে, কিন্তু অগ্রে খাদ্য খাও, পরে আমার সঙ্গে মল্কার নিকটে আইস। অনন্তর হাতেম্ খাদ্য আহার করিয়া তাহার সঙ্গে গমন করিলেন, সেই পরীমুখী পুষ্করিণীতে পতিত হইয়া মগ্ন হইল, পরে সেই বসিবার স্থানে উপস্থিতা হইয়া অন্যকে খাঞ্চা দিল। হাতেম্ও নেত্র মুদ্রিত করিয়া পুষ্করিণীতে মগ্ন হইলেন, যখন ভূমিতে চরণ রাখিয়া চক্ষু-

রুন্মীলন করিলেন, তখন না সে পুষ্করিণী, না সে বৃক্ষ, না সে চন্দ্রমুখী, কিছুই দেখিতে পাইলেন না, আপনাকে এক প্রান্তরে দণ্ডায়মান দেখিয়া চীৎকার করিলেন, আর আপন প্রাণ হইতে শ্বাসত্যাগ করিয়া মস্তকে ধূলি নিঃক্ষেপ করিলেন। সাতদিন সাতরাত্রি গত হইলে পর জগদীশ্বর কৃপা করিয়া খাজাখেজর্-পয়গম্বরের প্রতি আদেশ করিলেন যে, প্রান্তরমধ্যে হাতেম্ ব্যাকুল ও দুঃখিত হইয়া পাগল হইয়াছে, অতএব তুমি যাইয়া তাহার হস্তধারণ কর, তাহা হইলে তাহার নাম পৃথিবীতে সুখ্যাতির সহিত প্রচার হইবে। খাজাখেজর্ হরিৎবর্ণ বস্ত্র পরিধানে হস্তে যষ্টি ধারণ করিয়া হাতেমের দক্ষিণ হস্তের দিক্ হইতে প্রকাশ হইলেন, হাতেম্ সেই বিজ্ঞকে দর্শনে দণ্ডায়মান হইয়া শ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন। খাজাখেজর্ হাতেমের নিকটে উপস্থিত হইয়া তাঁহার মুখে আপন হস্ত বুলাইতে লাগিলেন, সেই সময়ে হাতেম্ আপন পূর্ব্ব অবস্থায় অবস্থিত হইয়া বলিলেন হে বিজ্ঞ! এ কোন্ স্থান? তিনি বলিলেন ইহাকে হয়রুস্-প্রান্তর বলে, হাতেম্ বলিলেন, হে বিজ্ঞ! আমি কিরূপে এ প্রান্তরে উপস্থিত হইলাম? খাজাখেজর্ বলিলেন তুমি আপনাকে যে পুষ্করিণীতে মগ্ন করিয়াছিলে, তাহা ঐন্দ্রজালিক, আর এস্থান হইতে সে পুষ্করিণী তিনশত ক্রোশ হইবে। হাতেম্ এই কথা শ্রবণে ধূলিতে পতিত হইয়া বলিলেন, আমার কি অবস্থা হইল! পুনর্ব্বার কিপ্রকারে তথায় উপস্থিত হইব? আপন প্রাণ দিলাম কিন্তু পূর্ণাভিলাষ হইলাম না। খাজাখেজর্ জিজ্ঞাসা করিলেন, হে যুবক! তোমার অভিলাষ কি? হাতেম্ বলিলেন হে বিজ্ঞ! যেস্থানে ছিলাম সেইস্থানে উপস্থিত হইতে ইচ্ছা করি; খাজাখেজর্ বলিলেন আমার যষ্টিধারণ করিয়া নেত্র মুদ্রিত কর। হাতেম্ তাহা করিলে

ক্ষণকাল পরে যখন তাঁহার চরণ ভূমিতে সংলগ্ন হইল, তখন চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দেখিলেন যে সেই পুষ্করিণী আছে, আর যাহার শাখায় সমস্তমুণ্ড লম্বিত ছিল, সেই বৃক্ষ রহিয়াছে। যখন সেই বৃক্ষকে দুই হস্তে ধারণ করিয়া তাহার উপরে উঠিতে ইচ্ছা করিলেন, তখন সে বৃক্ষ এমন দুলিতে লাগিল যে যেন ভূমিতে পড়িয়া যায়, তিনি বৃক্ষ-স্কন্ধকে আলিঙ্গন করিয়া ধরিলেন, বৃক্ষ কম্পিত হইতে ক্ষান্ত হইল। হাতেম্ অগ্রে আরোহণ করিলেন, যখন বৃক্ষের মধ্যস্থলে উপস্থিত হইলেন, তখন তড়াকৃকরে একটি শব্দ হইল, বৃক্ষের মধ্যস্থল বিদারিত হইয়া হাতেমের কটিদেশ পর্য্যন্ত অর্দ্ধেক অঙ্গ আপন ভিতরে নীত করিল; হাতেম্ অনুপায় হইয়া ভীত হওত ভাবিলেন, এ কি বিপদ্ উপস্থিত! একবার ইহাদিগের জন্য পুষ্করিণীর মধ্যে মগ্ন হইয়া বিপদ্-গ্রস্ত হইয়াছিলাম, এক্ষণে বৃক্ষারোহণ ইচ্ছা করায় অর্দ্ধেক অঙ্গ বৃক্ষের মধ্যে নীত হইল, যত বল করিতেছি ততই ভিতরে যাইতেছি, ক্রমে বক্ষ-পর্য্যন্ত ভিতরে গেল, শেষ দুই চক্ষুঃ অবশিষ্ট রহিল। হাতেম্ পরমেশ্বরকে স্মরণ করিলেন, তৎক্ষণাৎ খাজাখেজর্ উপস্থিত হইয়া বলিলেন, হে যুবক! কেন তুমি আপনাকে বিপদে ফেলিতেছ? তুমি কি আপন পরমায়ুঃ হইতে নিরাশ হইয়াছ? সেসময়ে হাতেমের অবস্থা অন্য প্রকার হইয়াছিল, উত্তর দিলেন না। খাজাখেজর্ আপন যষ্টি দ্বারা বৃক্ষমূলে আঘাত করিলেন, বৃক্ষ মোমের ন্যায় হইল, হাতেম্ বহির্গত হইয়া বৃক্ষ হইতে পতিত হওত কিছুকাল পরে সুস্থ হইলেন। খাজাখেজর্ জিজ্ঞাসা করিলেন, হে যুবক! ইহাদিগের সঙ্গে তোমার কি কর্ম্ম আছে? হাতেম্ বলিলেন, হে বিজ্ঞ! আমার এই ইচ্ছা যে ইহাদিগের বৃত্তান্ত জ্ঞাত হই। খাজাখেজর্ বলিলেন,

এই সুন্দরী শাম্‌আহমর্‌-যাতুকরের কন্যা, সে পর্ব্বতে থাকে, সে পর্ব্বতের নাম আহমর্‌-পর্ব্বত, এক দিবস তাহার কন্যা বিবাহ করিবার কথা বলিয়াছিল "যে সম্প্রতি আমি যুবতী হইয়াছি, পিতা আমার বিবাহ দিবেন; শাম্‌আহমর্‌ এই কথা শ্রবণে ক্রোধান্বিত হইয়া সেই দিন হইতে আপন কন্যাকে এই যাতুর পুষ্করিণীর মধ্যে ফেলিয়াছে, এ সমুদয় জল ও বৃক্ষ যাতুর, আর যে মুণ্ড উপরে লম্বিত আছে, তাহা শাম্‌আহমরের কন্যার মুণ্ড, ইহার নাম মল্কা-জর্‌রিঁপোশ, শাম্‌আহমরের যাতুর পর্ব্বত এ-স্থান হইতে তিনশত ক্রোশ হইবে, আর সে আপন যাতুর বলে একদিনে এস্থানে উপস্থিত হইতে পারে, অপর যেপর্য্যন্ত শাম্‌-আহমর্‌ জীবিত থাকিবে সেপর্য্যন্ত এ কন্যা কোন মতে হস্তগত হইবে না। হাতেম্‌ বলিলেন, তবে এস্থানেই আমার মৃত্যু হইবে, তাহাতেই জগদীশ্বর আমাকে এস্থানে আনিয়া শাম্‌আহমরের কন্যার হস্তে বদ্ধ করিয়াছেন। খাজাখেজর্‌ বলিলেন, যদি তাহার অভিলাষ রাখ, তবে আপন প্রাণকে বিপদে নিঃক্ষেপ করিবে, অতএব এ ইচ্ছা ত্যাগ কর, হাতেম্‌ বলিলেন, হে বিজ্ঞ! আমি আপন প্রাণের আশা ত্যাগ করিয়াছি, যাহা হয় হউক, যেপর্য্যন্ত এ সুন্দরী আমার হস্তগত না হইবে, সেপর্য্যন্ত ক্ষান্ত হইব না। খাজাখেজর্‌ বলিলেন, তোমার বাঞ্ছা কি? তিনি বলিলেন বাঞ্ছা এই যে ইহার নিকটে থাকি, আর বৃক্ষে আরোহণ করিয়া ইহার সঙ্গে কথা কই, পুনর্ব্বার খাজাখেজর্‌ বলিলেন জানিয়া এবং দেখিয়া আপনাকে বিপদে নিঃক্ষেপ করায় কি লাভ? হাতেম্‌ বলিলেন, হে বিজ্ঞ! ইহাই আমার লাভ যে একপলও ইহা হইতে পৃথক্‌ না হই. জন্মকালে আমার কপালে ক্লেশ লিখিত হইয়াছে, সুখের মুখ কিপ্রকারে দেখিব? খাজাখেজর্‌ বৃক্ষে আ-

পন যষ্টি আঘাত পূর্ব্বক এসম্‌আজম্‌ (মহামন্ত্র) পাঠ করিয়া বলিলেন বৃক্ষের উপরে যাও, পরে স্বয়ং তাঁহার চক্ষুর অগোচর হইলেন।

হাতেম্‌ বৃক্ষের উপরে আরোহণ করিয়া যখন স্থন্দরীর মুণ্ডের নিকটে উপস্থিত হইলেন, তখন হাতেমের মুণ্ড তাহার ন্যায় বৃক্ষের শাখায় লম্বিত হইল, আর হাতেমের দেহ পুষ্করিণীতে পতিত হইয়া মগ্ন হইল। এই সময়ে আকাশ ও ভূমি হইতে অত্যন্ত শব্দ উঠিল, যখন রাত্রি হইল, তখন হাতেমের মুণ্ড ও অন্যান্য মুণ্ড-সমস্ত আপনা আপনি পুষ্করিণীতে পতিত হইয়া রীতিমত আপন আপন শরীরে সংযুক্ত হইয়া কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হইল। আর মল্কা সিংহাসনের উপরে বসিল, এবং হাতেম্‌ কৃতাঞ্জলি হইয়া সিংহাসনের এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইলেন, কিন্তু জ্ঞান-শূন্য হইয়াছিলেন বলিয়া জানিতে পারেন নাই যে কোথায় ছিলাম, আর কোথায় উপস্থিত হইয়াছি। মল্কা-জর্‌রিঁপোশ বলিল, হে যুবক! কোথা হইতে আসিয়াছ? আর তোমার নাম কি? হাতেম্‌ বলিলেন, আমি তোমার বাটীর ভৃত্যের মধ্যে এক জন, আর এই পুষ্করিণী হইতে বাহির হইয়াছি, মল্কা দেখিল যে এব্যক্তি যাদুতে বদ্ধ হইয়াছে, নীরব হইয়া নৃত্যগীতে প্রবৃত্ত হইল।

অর্দ্ধরাত্রি গত হইলে ভোজনের আসন আনিল, মল্কা তাঁহার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক আপন নিকটে বসাইয়া নানাপ্রকার খাদ্য হাতেমের সম্মুখে রাখিল, আর অত্যন্ত অনুগ্রহ পূর্ব্বক বলিল, খাদ্য ভক্ষণ কর। হাতেম্‌ ভোজন করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহার এ জ্ঞান ছিল না যে আমি কে? আর কি কর্ম্মের জন্য আসিয়াছি? যখন ভোজন সমাপ্ত হইল, আর তাবৎ রাত্রি শেষ

হইয়া গেল, তখন হাতেমের ও অন্যান্যের মুণ্ড বৃক্ষের উপরে লম্বিত হইল এবং দেহ-সমস্ত জলে মগ্ন হইল। এইপ্রকারে কয়েক দিবস গত হইলে পুনর্ব্বার খাজাখেজর্ হাতেমের সহায়তা করিতে আসিয়া হাতেমের মুণ্ডকে আপন যষ্টি দ্বারা নামাইলেন, এবং এসম্‌আজম্ (মহামন্ত্র) পাঠ করিলেন, হঠাৎ হাতেমের দেহ পুষ্করিণী হইতে বাহির হইল। খাজাখেজর্ সেই দেহে মুণ্ড সংযুক্ত করিয়া এসম্‌আজম্ (মহামন্ত্র) পাঠ করিলেন, জগদীশ্বরের ইচ্ছায় দেহে প্রাণ সঞ্চার হইল, আর যাদুর গুণ দূর হইয়া গেল, হাতেম্ চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দেখিলেন যে এক বিজ্ঞ মস্তকের নিকটে দণ্ডায়মান আছেন, গাত্রোত্থান পূর্ব্বক তাঁহার পদতলে পতিত হইয়া বলিলেন, হে বিজ্ঞ! আমাকে এরূপ অবস্থান্বিত দেখিয়া কিছু প্রতীকার করিতেছেন না? খাজাখেজর্ বলিলেন, তুমি কোথায় ছিলে? হাতেম্ বলিলেন বৃক্ষের উপরে ছিলাম, তিনি বলিলেন, তোমার মুণ্ড ঐ সুন্দরীর নিকটে ছিল, আর তোমার দেহ পুষ্করিণীর মধ্যে ছিল, এখন কি ঐ সুন্দরীর মিলনের ইচ্ছা তোমার মনে আছে? হাতেম্ বলিলেন আপনি যদি ঈশ্বরের পথে আমার প্রতি অনুগ্রহ করেন, তবে আমার অভিলাষ সিদ্ধ হয়, নতুবা আমি দেখিয়া ও জানিয়া বিপদে ধৃত হইয়াছি। খাজাখেজর্ বলিলেন যেপর্য্যন্ত এ সুন্দরীর পিতা ছেদিত না হইবে, সেপর্য্যন্ত এ হস্তগত হইবে না, যেহেতু সে যাদুকর এবং আপন কন্যাকে যাদুতে বদ্ধ করিয়াছে। হাতেম্ বলিলেন যদি আপনি আমার সহায় হয়েন, তবে তাহার সঙ্গে আমি যুদ্ধ করিব। খাজাখেজর্ বলিলেন কখনই সে যাদুকর হস্তগত হইবে না, কিন্তু আমি তোমাকে যাহা বলি তাহাই কর। হাতেম্ বলিলেন, আমি আপনার কথার অতীত হইব না, খাজাখেজর্ বলিলেন, যদি নি-

য়ম পালন করিতে পার, তবে তোমাকে একটি মন্ত্র শিখাইয়া দিই, আপনাকে শুচি রাখিবে, মিথ্যা কহিবে না? প্রতিদিন স্নান করিবে এবং সমস্ত দিবস রোজা করিবে। হাতেম্ ইহা স্বীকার পূর্ব্বক খাজাখেজরের নিকটে এসম্‌আজম্ (মহামন্ত্র) শিক্ষা করিয়া বলিলেন, হে বিজ্ঞ! আমি আহমর্-পর্ব্বতের উপরে কিরূপে উপস্থিত হইব? খাজাখেজর্ বলিলেন আমার যষ্টি ধর, আর আপন চক্ষুঃ মুদ্রিত কর। হাতেম্ তাহা করিলেন, ক্ষণকাল পরে ভূমিতে তাঁহার পদ সংলগ্ন হইল, যখন চক্ষুরুন্মীলন করিলেন, তখন কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না, এক বৃহৎপর্ব্বত দৃষ্টিগোচর হইলে দেখিলেন অকালে সমস্ত পর্ব্বতে "লালাপুষ্প" রহিয়াছে। পর্ব্বতের উপরে পদক্ষেপ করিলেন, চরণ রাখিবামাত্র পর্ব্বতের প্রস্তর সকল হাতেমের পদকে এমন ধৃত করিল যে পদ উত্তোলন করা দুষ্কর হইল, যখন অত্যন্ত অক্ষম হইলেন, তখন মনোমধ্যে বলিলেন, এ কি বিপদ! এসম্‌আজম্ (মহামন্ত্র) পাঠ করিতে লাগিলেন, হঠাৎ তাঁহার চরণ পর্ব্বতের প্রস্তর হইতে মুক্ত হইলে, জানিলেন যে আহমর্-যাদুর এই পর্ব্বত।

তদনন্তর এসম্‌আজম্ (মহামন্ত্র) পাঠ করিয়া যখন পর্ব্বতের উপরে উপস্থিত হইলেন, তখন প্রকাণ্ড প্রান্তর দৃষ্টিগোচর হইলে অগ্রে গমন করিলেন। পরে একটি নির্ঝর ও তাহার পার্শ্বে ফলের বৃক্ষ-সমস্ত ছিল, তেমন কখন দেখেন নাই, পরে সেই ঝরণায় স্নান করিয়া শুদ্ধ বস্ত্র পরিধানে এসম্‌আজম্ পাঠ করিতে লাগিলেন, এসম্‌আজমের গুণে তাবৎ হিংস্রজন্তু পলায়ন করিল, শাম্‌আহমর্-যাদুর নিকটে এরূপ সমাচার আসিল যে জন্তু সকল পলায়ন করিয়া আসিতেছে, যাদুকর জ্যোতিষের পুস্তক দেখিয়া

জানিল যে একদিবস তয়-পুত্র-হাতেম্ এ পর্ব্বতে আসিয়া যাদুকে নিস্ফল করিবে, সে নির্ঝরের উপরে বসিয়া এসম্‌আজম্ পাঠ করিতেছে, আর এসম্‌আজমের কারণে যাদুর গুণ কিছুই করিতে পারিতেছে না, মনোমধ্যে ভাবিল, কি উপায় করি! কি হইলে সে এসম্‌আজম্ ভুলিয়া যায়। পরে সে মন্ত্রপাঠ করিলে হঠাৎ পরী-মুখী সকল চতুর্দ্দিক্ হইতে দলে দলে উপস্থিত হইল, মল্কাজর্-রিঁপোশের আকৃতি একটি নারী বোতল ও পেয়ালা হস্তে লইয়া আসিল, যাদু বলিল যাও, হাতেম্‌কে বঞ্চনা করিয়া মদ্য পান করাও। সেই আকৃতি-সমস্ত পরীমুখীর সঙ্গে ঝরণায় উপস্থিত হইল, যখন হাতেম্ তাহাদিগকে দেখিলেন তখন চিন্তা করিলেন যে ইহারা সেই বৃক্ষে লম্বিত ছিল, এখানে কিপ্রকারে আসিল? পুনর্ব্বার তাঁহার মনে এরূপ উদয় হইল যে, এস্থানে তাহার পিতার বাসস্থান আছে, বোধ করি, সেই নিমিত্তই আসিয়া থাকিবে। এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমত সময়ে সেই আকৃতি নিকটে আসিয়া বলিল, হে হাতেম্! তুমি আমার জন্য অনেক কষ্ট ও অনেক ক্লেশ সহ্য করিয়াছ, আমার পিতা আমাকে উপবন ভ্রমণের জন্য আহ্বান করিয়াছেন, এক্ষণে তোমাকে দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলাম। এই বলিয়া হাতেমের পার্শ্বে উপবিষ্ট হইল। পরে বোতল বাহির করিয়া পেয়ালায় মদিরা পূর্ণ করত তাঁহার হস্তে দিল, হাতেম্ তাহার হস্ত হইতে লইয়া ভাবিলেন, প্রিয়ার মিলন অনায়াসে লভ্য হইল, পরে মদ্যপান করিলেন, পান করিবামাত্র সেই প্রিয়া কৃষ্ণবর্ণ দৈত্য হইয়া হাতেম্‌কে বন্ধন পূর্ব্বক শাম্‌আহমর্-যাদুর সম্মুখে আনিল। যাদু হাতেম্‌কে দর্শনে অধোমুখে বলিল, এমন যুবাকে ছেদন করা বুদ্ধি ও সাহসের বহির্ভূত কর্ম্ম; এব্যক্তি শত্রু, ইহাঁকে বদ্ধ রাখা কর্ত্তব্য, পরে

বলিল, ইহাকে অগ্নির কূপে নিঃক্ষেপ কর। দৈত্যগণ হাতেম্‌কে আনিয়া কূপের মধ্যে নিঃক্ষেপ করিল, হাতেম্ গড়াইয়া গড়াইয়া কূপমধ্যে যাইতেছিলেন, পরে দৈত্যেরা সহস্র মোন পরিমিত লৌহ কূপের মধ্যে হাতেমের মস্তকে ফেলিল; ভল্লুক-কন্যার গুটিকা হাতেমের মুখে ছিল, এজন্য সেই লৌহ জলের ন্যায় হইল। দৈত্যেরা সংবাদ লইয়া গেল যে হাতেম্ অগ্নির কূপমধ্যে দগ্ধ হইল, শাম্‌আহমর্ জ্যোতিষের পুস্তকে দেখিল যে হাতেম্ গুটিকার কারণে জীবিত আছে, সে চিন্তা করিল যে সে কিপ্রকারে ছেদিত হইবে? যেপর্য্যন্ত সে গুটিকা আপনি না দেয়, সেপর্য্যন্ত তাহা লওয়া যাইবে না। পরে সে আপন বন্ধুদিগকে বলিল যে হাতেম্‌কে কূপ হইতে বাহির কর, আর সে যে ঝরণায় ছিল, তথায় লইয়া যাও, দৈত্যেরা তাহাই করিল।

হাতেম্ যখন কূপ হইতে বহির্গত হইয়া সেই নির্ঝরে উপস্থিত হইলেন, তখন স্নান করিয়া ঝরণার উপরে উপবেশন পূর্ব্বক জগদীশ্বরের আরাধনা করিতে লাগিলেন। এদিকে শাম্‌আহমর্‌ঃ যাদু যাদু করিতে আরম্ভ করিল, ক্ষণকাল পরে সুন্দরীদিগের দল প্রকাশ হইল, তন্মধ্যে মল্কাজররিঁপোশের আকৃতি আসিয়া বলিল, হে প্রিয়! এখন তোমাকে দূর হইতে দেখিব, কেননা একবার তোমার নিকটে আসিয়াছিলাম, তাহাতে আমার পিতা কৃষ্ণবর্ণ দৈত্যকে প্রেরণ পূর্ব্বক তোমাকে ধরিয়া কারাবদ্ধ করিয়াছিলেন, জগদীশ্বর তোমাকে উদ্ধার করিয়াছেন, পুনর্ব্বার যদি তোমার নিকটে বসি, আর আমার পিতা জানিতে পারেন, তবে কোন বিপদ্ ঘটাইবেন। হাতেম্ তাহার হস্ত ধরিয়া আপন নিকটে বসাইলেন, সেই মল্কার আকৃতি বলিল, হে হাতেম্! তুমি কি আমাকে সত্য ভালবাস? তিনি বলিলেন, হে সুন্দরি! আমি

তোমাকে মনঃ ও প্রাণ হইতেও প্রিয় জানি, সেই আকৃতি বলিল, যদি আমাকে দাও, তবে তোমার নিকটে একটি দ্রব্য প্রার্থনা করি, হাতেম্ বলিলেন, সে কি দ্রব্য? সেই আকৃতি বলিল, ভল্লূক-কন্যার গুটিকা যাহা তোমার নিকটে আছে, যদি তাহা আমাকে দাও, তবে আমার পিতা তোমাকে এস্থান হইতে মুক্ত করিবেন। হাতেম্ বলিলেন, গুটিকা যে আমার নিকটে আছে, তাহা তুমি কিপ্রকারে জানিলে? আকৃতি বলিল, আমার পিতা জ্যোতিষের পুস্তক দ্বারা সর্ব্বদা বলিয়া থাকেন যে হাতেমের নিকট গুটিকা থাকিবে। হাতেম্ বলিলেন, গুটিকা প্রিয়া হইতে অধিক নহে, পরে গুটিকা বহির্গত করিয়া তাহাকে প্রদান করিতে উদ্যত হইলে হঠাৎ দক্ষিণ হস্তের দিক্ হইতে এক বৃদ্ধ এরূপ শব্দ করিলেন, যে "হে হাতেম্! কি করিতেছ? হস্ত হইতে গুটিকা দিও না, পশ্চাৎ তাপিত হইতে হইবে, প্রত্যুত জীবন হইতেও বঞ্চিত হইবে"। হাতেম্ বলিলেন, হে বিজ্ঞ! তুমি কে? এ শুভ কর্ম্ম করিতে নিষেধ করিতেছ? গুটিকা কোন্ কর্ম্মে আসিবে, যেহেতু প্রিয়া তাহার প্রার্থনা করিয়াছে। বৃদ্ধ বলিলেন, আমি সেই ব্যক্তি পূর্ব্বে যে তোমাকে এসম্‌আজম্ শিখাইয়াছিল। হাতেম্ তাঁহার পদতলে পতিত হইয়া বলিলেন, হে বিজ্ঞ! আমার এই সুন্দরীকে পাইবার অভিলাষ ছিল, আপনার অনুগ্রহে তাহা প্রাপ্ত হইয়াছি। বৃদ্ধ বলিলেন, হে নির্ব্বোধ! তুমি কি বোধ করিতেছ? ইহা যাদুর আকৃতি, পূর্ব্বে আহমর্‌যাদু এই আকৃতিকে তোমার নিকটে প্রেরণ করিয়াছিল, এ তোমাকে যাদুর মদ্য পান করাইয়া অচেতন করে, তাহাতেই তোমাকে অগ্নির কূপে নিঃক্ষেপ করিয়াছিল, গুটিকার কারণে তুমি জীবিত ছিলে; আর যে সকল আকৃতি আসিতেছে, ইহারা নিতান্তই যাদুর আ-

কৃতি, এসম্‌আজম্ পাঠ কর, যদি মল্কা হয় তবে তোমার অগ্রে বসিয়া থাকিবে, আর যদি যাদুর আকৃতি হয়, তবে দগ্ধ হইয়া যাইবে। হাতেম্ বৃদ্ধের পদচুম্বন পূর্ব্বক ঝরণার তীরে আসিয়া স্নান করিলেন এবং এসম্‌আজম্ পাঠ করিতে লাগিলেন, পাঠ করিবামাত্র তাহাদিগের দলের অবস্থা অন্য প্রকার হইল, আর তাহাদিগের দেহ কাঁপিতে লাগিল, এবং মল্কার আকৃতির সমস্ত দেহ কম্পিত হওয়ায় বার বার দন্তে দন্তে সংলগ্ন হইতে লাগিল, পরে তাহাদিগের মস্তক হইতে অগ্নির শিখা প্রকাশ হওয়ায় বোধ হইল, যেন মোমবাতি জ্বলিতেছে, ক্ষণকাল পরে তাহাদিগের সমস্ত দেহে এরূপ অগ্নি সংলগ্ন হইল, যেন শুষ্ক কাষ্ঠ জ্বলিতে লাগিল, পরে এরূপ দগ্ধ হইল যে সমস্ত আকৃতি ভস্ম হইয়া গেল। হাতেম্ এরূপে আক্ষেপ করিতে লাগিলেন যে প্রিয়ার আকৃতি উপস্থিত ছিল, তাহাকে দেখিয়া মনকে প্রবোধ দিতেছিলাম। পরে তিনি প্রিয়ার বিরহে তাপিত হইয়া ক্রন্দন করিতে করিতে নিদ্রা গেলেন।

শাম্‌আহমরের নিকটে সংবাদ আসিল যে তাবৎ যাদুর আকৃতি ভস্ম হইয়াছে, আহমর্‌যাদু যাদুর দ্বারা শয়তানকে আনাইয়া সম্মান পূর্ব্বক আপন অবস্থা নিবেদন করিল। শয়তান বলিল, হে আহমর্‌যাদু! হাতেমের আয়ুঃ অনেক আছে, সে ছেদিত হইবে না, তাহাকে তুমি আপন কন্যা দিতে কি জন্য অস্বীকার হইতেছ? যাদু বলিল, যেপর্য্যন্ত আমি জীবিত আছি, সেপর্য্যন্ত আপন কন্যা কাহাকেও দিব না।' সে দুষ্ট বলিল তবে আমাকে কি জন্য আহ্বান করিয়াছ? আহমর্‌যাদু বলিল সে আমার অনেক আকৃতিকে উচ্ছিন্ন করিয়াছে, আর সে এসম্‌আজম্ জানে, তোমার নিকটে এই প্রার্থনা যে এসম্‌আজম্ তা-

হার মনঃ হইতে ভুলাইয়া দাও, শয়তান বলিল, তাহার প্রতি জগদীশ্বরের অনুগ্রহ আছে, তিনি খাজাখেজর্‌কে তাহার সহায়ের নিমিত্ত পাঠাইয়াছেন, তাহার মনের মধ্যে আমি প্রবেশ করিতে পারি না, সে এসম্‌আজম্ জানে, কিরূপে ভুলাইয়া দিব? কিন্তু এরূপ হইতে পারে যে নিদ্রাকালে তাহাকে অচেতন করিয়া তাহার রেতঃস্খলন করাইয়া দিতে পারি। যাদু শয়তানের চরণতলে পতিত হইলে, সে আশ্বাস প্রদান করিয়া অদৃশ্য হইল এবং হাতেম্‌কে নিদ্রায় অচেতন পাইয়া তাঁহার রেতঃপাত করাইয়া দিল, হাতেম্ নিদ্রা হইতে উঠিয়া আপনাকে অশুচি দর্শনে ইচ্ছা করিলেন যে ঝরণার মধ্যে যাইয়া স্নান করেন। সেস্থানে আহমর্‌যাদু তাঁহার অপেক্ষায় ছিল, সময় পাইয়া মন্ত্রপাঠ করিতেলাগিল, তাহাতে ভূমি হইতে একটি দৈত্য প্রকাশ হইয়া হাতেমের দিকে ধাবিত হইল। যখন হাতেম্ দৈত্যকে দেখিলেন তখন অনুপায় হইয়া ভাবিলেন যে আমি অশুচি আছি, কিপ্রকারে এ দৈত্যের সহিত যুদ্ধ করি, সম্প্রতি ছেদিত হইলাম। হঠাৎ দৈত্য হাতেমের দুইটি হস্ত ধরিয়া শাম্‌আহমর্-যাদুর সম্মুখে লইয়া গেল। আহমর্ বলিল, এ যুবাকে ছেদন করা উচিত নহে, কেননা তাহা হইলে গুটিকা নষ্ট হইবে, যে পর্য্যন্ত এ আপনি হস্ত হইতে না দেয়, সেপর্য্যন্ত ইহাকে প্রাণে বিনাশ করিব না।

পরে হাতেম্‌কে শৃঙ্খল-বদ্ধ করিয়া এক ভারযুক্ত প্রস্তরের নীচে রাখিল, কেবল হাতেমের মুখ ও মস্তক বাহিরে রহিল, আর সমস্ত দেহ প্রস্তরের নীচে থাকিল, হাতেম্ পরমেশ্বরের উদ্দেশে রোদন করিতে লাগিলেন। শাম্‌আহমর্ যাদুকরদিগের প্রতি বলিল, ইহার চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিয়া প্রহরির কর্ম্ম কর। হাতেম্ সাতদিন সাতরাত্রি ক্ষুধা তৃষ্ণায় আক্রান্ত হইয়া ক্রন্দন করিতে

করিতে সেই ভারযুক্ত প্রস্তরের নীচে রহিলেন, পরে শাম্আহ্মর্ জিজ্ঞাসা করিল, হে হাতেম্! কি অবস্থায় আছ? তিনি কিছুই উত্তর দিলেন না। পুনর্ব্বার সে বলিল যদি গুটিকা আমাকে দাও, তবে তোমাকে ছাড়িয়া দিই। হাতেম্ বলিলেন, যদি আমার সঙ্গে মল্কাজর্রিঁপোশের বিবাহ দাও, তবে গুটিকা তোমাকে দিই। যাদু ক্রোধিত হইয়া শয্যা হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক যাদুকরদিগের প্রতি বলিল, তোমরা প্রস্তর বর্ষণ করিয়া ইহার মুণ্ডকে চূর্ণ কর। যাদুকরেরা বলিল, হে যুবক! প্রাণ হইতে কি প্রিয় আছে যে তুমি কষ্ট সহ্য করিতেছ? আর গুটিকা দিতেছ না? হাতেম্ বলিলেন যেপর্য্যন্ত সে আপন কন্যা আমাকে না দিবে সেপর্য্যন্ত আমিও গুটিকা তাহাকে দিব না। যাদুকরেরা প্রস্তর সকল হাতেমের মস্তকের উপরে নিঃক্ষেপ করিয়া বলিল, এক্ষণে তোমার প্রাণ যাইতেছে, গুটিকা লইয়া কি করিবে? আহমর্ বলিয়াছে যে প্রস্তর দ্বারা তোমার মস্তককে এরূপ খণ্ড খণ্ড করিব, যে তাহাতে তোমার মস্তিষ্ক বহির্গত হইবে। হাতেম্ বলিলেন, যদি জগদীশ্বর করেন, তবে আমি তাহাকে ছেদন করিয়া তাহার কন্যাকে দাসী করিব। যাদুকরেরা প্রস্তর সকল দ্বারা এমন আঘাত করিল, যে হাতেম্ যে প্রস্তরের নীচে ছিলেন, তাহার উপরে ও চতুষ্পার্শ্বে পর্ব্বতের ন্যায় হইয়া গেল। যাদুকরেরা বলিল, এক্ষণে হাতেম্ মরিল। আহমর্ বলিল, সে এখন পর্য্যন্তও জীবিত আছে। যাদুকরেরা বলিল, যদি তাহার লৌহদেহ হয়, তথাপিও ধূলির ন্যায় হইয়াছে। আহমর্ বলিল, যদি প্রত্যয় না কর, তবে প্রস্তর সকলকে সরাইয়া দেখ, সে জীবিত আছে কি মৃত হইয়াছে?

পরে যাদুকরেরা প্রস্তর সমস্ত সরাইয়া হাতেম্‌কে জীবিত প্রাপ্ত হওত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া পুনর্ব্বার এমন প্রস্তর বর্ষণ করিল যে পূর্ব্ব অপেক্ষায় দ্বিগুণ পরিমাণে এক পর্ব্বত হইল। তৎপরে পুনর্ব্বার প্রস্তর সকল সরাইয়া দেখিল যে তাঁহার কিছুই হানি হয় নাই। এইরূপে সাতদিন গত হইলে, আহমর্ নিজগৃহে গমন কালে এরূপ বলিয়া গেল যে, এইপ্রকারে প্রতিদিন প্রস্তর বর্ষণ কর, কতদিন জীবিত থাকিবে? পরে যাদু-আহমর্ যাদু করিতে প্রবৃত্ত হইল, হাতেম্ ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতর ছিলেন, রক্ষকগণ পরস্পরে বলিল এ গুটিকার গুণ দেখিলে, আমরা হাতেম্‌কে অগ্নির কূপে নিঃক্ষেপ করিলাম, তথাপি দগ্ধ হইল না এবং প্রস্তরের নীচেও মরিল না। হাতেম্ বলিলেন, আমি সেই ব্যক্তিকে গুটিকা দিব, যে আমাকে সেই ঝরণায় লইয়া যাইবে, তাহারা বলিল, আমাদিগের আবশ্যক নাই, তন্মধ্যে একব্যক্তি যে নিকটে ছিল, সে গুটিকার লোভে হাতেম্‌কে চক্ষুর ইঙ্গিতে জানাইল যে যখন রাত্রি হইবে, তখন তোমাকে সেই ঝরণাতে লইয়া যাইব, হাতেম্‌ও ইঙ্গিত করিলেন।

যখন অর্দ্ধরাত্রি গত হইল, তখন সমস্ত যাদুকরেরা নিদ্রিত হইলে যে গুটিকার লোভ করিয়াছিল, সেই যাদুকর ত্বরায় উঠিয়া হাতেমের নিকটে আগমন পূর্ব্বক বলিল, যদি তুমি বল, তবে তোমাকে সেই ঝরণায় উপস্থিত করিয়া দিই। হাতেম্ বলিলেন, আমার এমন শক্তি নাই যে এই প্রস্তরের নীচে হইতে বাহির হই। সে যাদুকর বলিল, আমি যাদুর বলে তোমাকে বাহির করিতেছি। পরে সে মন্ত্রপাঠ করিতে লাগিল, হঠাৎ এক কৃষ্ণবর্ণ দৈত্য প্রকাশ হইয়া হাতেমের বক্ষঃ হইতে সেই প্রস্তরকে উঠাইয়া পৃথক্ করিয়া রাখিল। হাতেম্ গাত্রোত্থান পূর্ব্বক সেই

যাদুকরের সঙ্গে গমন করিয়া সেই ঝরণার নিকটে উপস্থিত হইলেন, এবং দেহ হইতে বস্ত্র নামাইয়া সেই ঝরণায় স্নান করিলেন, পরে জলপান পূর্ব্বক উপরে আসিয়া বস্ত্র পরিধান করিলেন। যাদুকর বলিল, হে হাতেম্! তোমাকে ভারযুক্ত প্রস্তরের নীচে হইতে বাহির করিয়া মুক্ত করিয়াছি, এখন গুটিকা আমাকে দাও। হাতেম্ বলিলেন, হে প্রিয়! যখন তুমি আমার ভাল করিয়াছ, তখন আমিও তাহার পরিবর্ত্তে তোমার ভাল করিব। যাদুকর বলিল, তুমি ইহার পরিবর্ত্তে কি দিবে? হাতেম্ বলিলেন, যখন শাম্আহমর্কে ছেদন করিব, তখন তাহার রাজত্ব তোমাকে দিব। যাদুকর বলিল, গুটিকা ভিন্ন আর কোন দ্রব্যে আবশ্যক নাই। হাতেম্ বলিলেন, এই গুটিকা আমার এক প্রিয়ার চিহ্ন, কিপ্রকারে তোমাকে দিই? আর তুমি ইহা কাহার জন্য চাহিতেছ? যাদুকর বলিল, আমি আপনার নিমিত্ত চাহিতেছি। হাতেম্ বলিলেন, হে নির্ব্বোধ! যদি তুমি জগদীশ্বরের নামে চাহিতে তবে আমি তোমাকে দিতাম, যাদুকর বলিল শাম্আহমর্ আমাদিগের যাদুকরগণের পরমেশ্বর ও শিক্ষাগুরু আছেন। হাতেম্ বলিলেন, হে দুষ্ট! তুমি জগদীশ্বরের সৃজিত ব্যক্তিকে জগদীশ্বর বল, আমার অগ্র হইতে দূর হও, বোধ হয় তুমি জগদীশ্বরকে জান না, জানাগেল, তুমি জগদীশ্বরকে জগদীশ্বর না জানিয়া অন্য ব্যক্তিকে জগদীশ্বর জানিতেছ, যখন তুমি আমার হিত করিয়াছ, তখন হিতের পরিবর্ত্তে মন্দ করা নহে, নতুবা দেখিতে পাইতে; যাদুকর বলিল, হে হাতেম্! তোমার নিকট হইতে গুটিকা লওয়া কঠিন কর্ম্ম নহে, যদি তুমি স্ব ইচ্ছায় দাও, তবে তোমার প্রাণ রক্ষা করি, নতুবা তোমাকে এমন জলে ডুবাইব যে তোমার প্রাণ বহির্গত হইবে, আর গুটিকা তোমার

নিকট হইতে লইব। হাতেম্ বলিলেন, হে দুষ্ট! যাও, গুটিকা আমার ধন, কিরূপে তুমি দৌরাত্ম্য করিয়া লইবে? তুমি আমার উপকার করিয়াছ, কিন্তু জগদীশ্বরকে যদি একই জান, তবে তোমাকে এদেশের রাজত্ব দিব। যাদুকর বলিল, আমি যাদুর দ্বারা তোমার নিকট হইতে গুটিকা লইতেছি, পরে সে মন্ত্রপাঠ করিতে লাগিল, হাতেম্ও এসম্আজম্ পাঠ করিতে লাগিলেন। যদিও যাদুকর মন্ত্রপাঠ করিয়া ফুৎকার ত্যাগ করিতেছিল বটে কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইল না, আর এসম্আজমের গুণে তাহার সমস্ত-দেহ কম্পিত হইতে লাগিল। সে হাতেমের নিকট হইতে পলায়ন পূর্ব্বক আপন বন্ধুদিগের দলে আসিয়া শাম্আহ্‌মরের ভয়ে বন্ধুদিগের মধ্যে এই জন্য পা ছড়াইয়া শয়ন করিল যে কেহ যেন জানিতে না পারে আমি এ কর্ম্ম করিয়াছি। আর হাতেম্ ঝরণার উপরে এসম্আজম্ পাঠ করিতে লাগিলেন।

যখন প্রাতঃকাল হইল, তখন সমস্ত যাদুকর জাগরিত হইয়া প্রস্তরকে পৃথক্ দেখিল, আর হাতেম্‌কে সেস্থানে না পাইয়া এরূপ ভয় করিল যে এক্ষণে শাম্আহমর্ আমাদিগকে জীবিত ত্যাগ করিবে না, পরে তাহারা অনুপায় হইয়া মস্তকে ধূলি নিঃক্ষেপ পূর্ব্বক তাহার নিকটে যাইয়া প্রকাশ করিল যে সে যুবা প্রস্তরের নীচে হইতে অদৃশ্য হইয়াছে। আহমর্ গণনার দ্বারা দেখিল যে হাতেম্ ঝরণার উপরে বসিয়া আছে; আর রক্ষকদিগের মধ্যে সর্‌তক্ নামে রক্ষক গুটিকার লোভে তাহাকে মুক্ত করিয়া ঝরণার উপরে উপস্থিত করিয়া দিয়াছে। পরে শাম্‌আহমর্ ক্রোধান্বিত হইয়া সর্‌তকের প্রতি বলিল, আমি তোকে জীবিত ত্যাগ করিব না, সর্‌তক্ ভয়ে পলায়ন পূর্ব্বক হাতেমের নিকটে যাইয়া বলিল, তোমার জন্য আমার প্রাণ যাইতেছে,

আমি তোমার পক্ষে মন্দ না করিয়া তোমাকে মুক্ত করিয়াছি, এক্ষণে আমার দুইটি চিন্তা উপস্থিত হইল ; এক চিন্তা এই যে গুটিকা হস্তগত হইল না, দ্বিতীয়, প্রাণের চিন্তায় পতিত হইলাম। হাতেম্ মনোমধ্যে ভাবিলেন, এব্যক্তি আমার পক্ষে ভাল করিয়াছে অতএব তাহার পরিবর্ত্তে ভাল করা কর্ত্তব্য ; পরে তিনি তাহাকে অনেক আশ্বাস দিলেন।

যখন আহমর্ দেখিল যে সর্তক্ পলায়ন করিল, তখন মন্ত্র পাঠ করিতে লাগিল, হঠাৎ যাদুর অগ্নি সর্তকের চতুষ্পার্শ্বে উপস্থিত হইলে সে চীৎকার করিয়া বলিল হে হাতেম্! আমি দগ্ধ হইলাম, হাতেম্ তৎক্ষণাৎ এসম্আজম্ পাঠ করিয়া সর্তকের উপরে ফুৎকার দিলেন, অগ্নির শিখা নির্ব্বাণ হইল। পরে হাতেম্ তাহাকে আপন পশ্চাতে রাখিলেন, সর্তক্ বলিল, হে হাতেম্! এক্ষণে আমি তোমারি হইলাম, শাম্আহমরের যাদু হইতে আমাকে রক্ষা কর। হাতেম্ বলিলেন ভয় করিও না, নিশ্চিন্ত থাক ; আহমর্যাদুর কি সাধ্য যে তোমার উপরে যাদু করে? পরে স্বয়ং গাত্রোত্থান করিয়া সর্তকের সঙ্গে যাদুকরদিগের দিকে গমন করিলেন। যখন শাম্আহমর্ এরূপ সংবাদ পাইল যে হাতেম্ ও সর্তক্ আসিতেছে, তখন সে আপন সমস্ত সৈন্য সঙ্গে নগর হইতে বহির্গত হইয়া যাদু করিতে আরম্ভ করিল। প্রথমে নগরের চতুষ্পার্শ্বে বিদ্যুত প্রকাশ হওয়ায় বজ্রপাত হইতে লাগিল, হাতেম্ আকাশের প্রতি দৃষ্টি করিলেন, তাহাতে সেই সকল বজ্রাদি যাদুকরদিগের উপরে পতিত হইল, এবং যাদুকরেরা জানিল যে হাতেম্ও উত্তমরূপে যাদু জানেন, তাহাতেই সমস্ত বজ্রাদি বিনাশ করিলেন। যখন এসম্আজমের গুণে বজ্রাদি বিনাশ হইল, তখন শাম্আহমর্ দ্বিতীয় মন্ত্র পাঠ করায় একটি

পর্ব্বত ভূমি হইতে প্রকাশ হইয়া আকাশে উঠিল, যখন হাতে-
মের মস্তকের উপরে গেল, তখন সর্‌তক্ উচ্চৈঃস্বরে বলিল, হে
হাতেম্! ইহা দ্বিতীয় যাদু, সাবধান হও। হাতেম্ এসম্‌আজম্
পাঠ করিয়া তাহার উপরে ফুৎকার দিলেন, সেই পর্ব্বত খণ্ড
খণ্ড হইয়া যাদুকরদিগের মস্তকে পতিত হইলে, প্রায় চারি
সহস্র যাদুকর তাহার আঘাতে নরকে গেল। তন্মধ্যে একটি
প্রকাণ্ড প্রস্তর শাম্‌আহমরের মস্তকের উপরে আসিলে সে
তাহাকে যাদুর শক্তিদ্বারা দূর করিল, আর সেই প্রস্তর-খণ্ড এক
প্রান্তরে পতিত হইল। হাতেম্ অগ্রে চলিলেন, যাদুকর দেখিল
যে হাতেম্ নির্ভয়ে আসিতেছে, যখন তিনি নিকটে আসিলেন
তখন শাম্‌আহমর্ পুনর্ব্বার মন্ত্রপাঠ করায় চতুর্দ্দিক্ হইতে
অজগর সর্প-সকল প্রকাশ হইয়া হাতেমের দিকে ধাবিত হইল।
হাতেম্ এসম্‌আজম্ পাঠ করায় সমস্ত অজগর সর্প প্রতিগমন
পূর্ব্বক যাদুর সৈন্যের উপরে পতিত হইয়া সমস্ত সৈন্যকে গ্রাস
করিল, যাদুকরদিগের মধ্যে তিন সহস্র অবশিষ্ট রহিল, অপর
সকলে মরিয়া গেল। আহমর্ যাদুপাঠ করিয়া অজগর সর্প
সমস্তকে দূর করিল, যখন যাদুকরেরা দেখিল যে, হাতেমের উপরে
যাদু গুণ করিতেছে না; তখন সকলে প্রাণভয়ে পলায়ন করিতে
লাগিল। যদিও আহমর্ উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া আশ্বাস প্রদান
করিতেছিল, কিন্তু কেহ তাহা শ্রবণও করিল না। যখন আহমর্
দেখিল, কোন মতে তাহারা প্রত্যাগমন করিল না, তখন যাদু-
পাঠ করিয়া ফুৎকার ত্যাগ করিল, তাহাতে সমস্ত যাদুকর বৃক্ষ
হইয়া গেল, আর শাম্‌আহমর্ একাকী হাতেমের সম্মুখে থাকিয়া
যাদুপাঠ করত ফুৎকার দিতে লাগিল। যখন দেখিল যে আমার
যাদুতে গুণ করিতেছে না, তখন যাদুপাট করিয়া আপন দেহে

ফুৎকার প্রদান পূর্ব্বক উড়িয়া গেল, তাহাকে উড্ডীন হইয়া দৃষ্টির অগোচর হইতে দেখিয়া সর্‌তক্‌কে জিজ্ঞাসা করিলেন যে শাম্‌আহমর্‌ কোথায় গেল? সে বলিল, এক্ষণে আপনার শিক্ষাগুরুর নিকটে গিয়াছে, তাহার নাম কম্‌লাক্‌-যাদুকর; সে যাদুর দ্বারা একটি আকাশ প্রস্তুত করিয়াছে এবং যাদুর দ্বারা তাহাতে নক্ষত্র সকল প্রকাশ হইতেছে; আর কম্‌লাকের পর্ব্বতের নিম্নে একটি নগর আছে, তাহাতে চল্লিশ সহস্র যাদুকর বসতি করে, সে বলিয়া থাকে যে আমি আকাশ সৃষ্টি করিয়াছি এবং আমিই পরমেশ্বর। আমরা প্রতি বৎসর তাহাকে দেখিবার জন্য যাইতাম, এখান হইতে সেস্থান একশত ক্রোশ হইবে, হাতেম্ বলিলেন, হে সর্‌তক্‌! জগদীশ্বরের নাম লও, তিনি এক, অতুল্য, নিরাকার; তাঁহার প্রতিমা নাই। সর্‌তক্ বলিল যাহা বলিলে যথার্থ, অপর যখন আমি এসম্‌আজমের গুণ দেখিলাম, তখন যাদুকরদিগের প্রতি আমার শ্রদ্ধা রহিল না। হাতেম্ বলিলেন, আমার কম্‌লাকের পর্ব্বতের উপরে যাওয়া আবশ্যক আছে। সর্‌তক্ বলিল, হে হাতেম্! এই যে বৃক্ষ সকল দেখিতেছ, ইহারা শাম্‌আহমরের সৈন্যগণ; ইহারা প্রলয়-পর্য্যন্ত বৃক্ষ হইয়া থাকিবে, যদি পার তবে ইহাদিগের যেরূপ আকৃতি ছিল, সেইরূপ করিয়া আপন সঙ্গে লইয়া চল। হাতেম্ কিঞ্চিৎ জলে এসম্‌আজম্ পাঠ করিয়া ফুৎকার প্রদান পূর্ব্বক সর্‌তক্‌কে দিয়া বলিলেন, তুমি এই সমস্ত বৃক্ষের উপরে ইহা প্রক্ষেপ কর। যখন সর্‌তক্ সেই জল প্রক্ষেপ করিল, তখন এসম্‌আজমের গুণে সকল বৃক্ষ পূর্ব্বাকার প্রাপ্ত হইয়া সর্‌তক্‌কে জিজ্ঞাসা করিল, আহমর্‌যাদু কোথায় আছেন? সর্‌তক্ কহিল সে তোমাদিগকে যাদুদ্বারা বৃক্ষ করিয়া পলায়ন করিয়াছে, এক্ষণে হাতেম্ এসম্‌আজমের গুণে

পুনর্ব্বার তোমাদিগকে পূর্ব্বের আকার প্রাপ্ত করাইয়াছেন, আর শাম্‌আহমর্ হাতেমের হস্ত হইতে পলায়ন করিয়া কম্‌লা-কের নিকটে গিয়াছে। হাতেম্ বলিলেন, তোমরা আপনাদি-গের অবস্থা ব্যক্ত কর, কিপ্রকারে ছিলে? তাহারা বলিল, হে স্বামিন্! আমরা অত্যন্ত কষ্টে ছিলাম, আপনি সম্প্রতি কোথায় গমন করিবেন? তিনি বলিলেন, হে প্রিয়গণ! শাম্‌আহমরের নিকটে আমার কর্ম্ম আছে, যেপর্য্যন্ত তাহাকে না পাই সেপর্য্যন্ত অন্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইব না। যদি সে আপন কন্যাকে ইচ্ছাপূর্ব্বক দেয়, তবে তাহাকে জীবিত ত্যাগ করিব, নতুবা তাহার প্রাণ বিনাশ করিব। যাদুকরেরা বলিল, আপনি শাম্‌আহমরের কন্যা-কে কোথায় দেখিয়া তাহার প্রতি আসক্ত হইয়াছেন? হাতেম্ বলিলেন হয়্‌রুস্-প্রান্তরের মধ্যে পুষ্করিণীর উপরে এক বৃক্ষ আছে, তাহাতে অনেক সুন্দরীর মুণ্ড ঝুলিতেছে, সেই সকল মুণ্ডের উপরে মল্কাজর্‌রিঁপোশের মুণ্ড আছে, অনেক কষ্টে সে-খানে যাইয়া তাহাকে দেখিয়াছি; রাত্রিতে তাহারা সেই পুষ্ক-রিণীর মধ্যে মগ্ন হইয়া আপন আপন আকৃতি ধারণ করে, আর দিবসে তাহাদিগের মুণ্ড বৃক্ষে ঝুলিয়া থাকে। পরে তিনি আপন প্রেম-যন্ত্রণার সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া বলিলেন, আমি এরূপ দেখিয়া তাহার প্রতি আসক্ত হইলাম, আর তাহাকে পাই-বার জন্য অনেক কষ্ট সহ্য করিয়া এস্থানে উপস্থিত হইয়াছি, আর শাম্‌আহমর্ আমার প্রতি যেরূপ দৌরাত্ম্য করিয়াছে, তাহা তোমরা দেখিলে। পরিশেষে জগদীশ্বর তাহার উপরে আমাকে জয়ী করিলেন, সে পলায়ন করিয়া আপন শিক্ষাগুরুর নিকটে গিয়াছে, যদি জগদীশ্বর করেন, তবে তাহার শিক্ষাগুরুর সহিত তাহাকে বিনাশ করিব। যাদুকরেরা বলিল, কম্‌লাক্ বড় যাদু-

কর; হাতেম্‌ বলিলেন, হে প্রিয়গণ! যদি কৌতুক দেখিবার ইচ্ছা রাখ, তবে আমার সঙ্গে আইস, নতুবা এস্থানে থাক, আমি জানিব, আর কম্‌লাক্‌ জানিবে, যাদুকরেরা বলিল, আপনি আমাদিগের প্রতি অনুগ্রহ করিয়াছেন, অতএব আপনাকে একাকী যাইতে দেওয়া উচিত নহে, যদি আপনি তাহাদিগের যাদুকে নিষ্ফল করিতে পারেন, তবে তাহাদিগের উপরে জয়ী হইবেন, আমরাও আপনার সঙ্গে প্রত্যাগমন করিব, আর আপনি যেস্থানে যাইবেন, আমরা সঙ্গে থাকিব, এ নগরে আমাদিগের কি আবশ্যক? সে আমাদিগকে জীবিত ত্যাগ করিবে না, অতএব আপনার সঙ্গে অবস্থান করা উত্তম।

পরে হাতেম্‌ যাদুকরদিগের সঙ্গে কম্‌লাক্‌-পর্ব্বতের পথ ধরিয়া চলিলেন; যাদুকরেরা বলিল, শাম্‌আহমর্‌ আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া একদিনে সেই পর্ব্বতে যাইত। হাতেম্‌ বলিলেন, সে যাদুকর যাদুর বলে যাইত। তাহারা বলিল, যদি আপনি যাদুকর নহেন, তবে কিরূপে শাম্‌আহমরের উপরে জয়ী হইলেন? সে এমত যাদুকর যে পর্ব্বতকে মোম করে, আর মোমকে লৌহ করে, আর প্রস্তরকে পর্ব্বত করে, সে আপনার নিকট হইতে কেন পলায়ন করিল? আপনি যদি যাদু না জানেন তবে কিপ্রকারে তাহাদিগের উপরে জয়ী হইবেন? সর্‌তক্‌ তাহাদিগকে বলিল, হে নির্ব্বোধ-সমস্ত! আমি এ যুবার ক্ষমতা দেখিয়াছি, ইনি এক দিনের মধ্যেই শাম্‌আহমর্‌ ও কম্‌লাক্‌কে বশীভূত করিবেন। হাতেম্‌ বলিলেন, হে প্রিয়গণ! আমি এসম্‌আজম্‌ জানি, এসম্‌আজম্‌ যাহার নিকটে থাকে যাদুকরের কি সাধ্য যে তাহার উপরে জয়ী হয়? বরঞ্চ এসম্‌আজমের গুণে যাদুকরেরা ভস্ম হইয়া যায়।

পরে যাহারা বৃক্ষের আকার হইতে পূর্ব্ব আকার প্রাপ্ত হই-য়াছিল, সেই সকল যাদুকর হাতেমের সঙ্গে গমন পূর্ব্বক এক পুষ্করিণীর উপরে উপস্থিত হইয়া তথায় বিশ্রাম করিল, তাহারা জানিতে পারিল না যে আহমর্ সেই পথে গমন করিয়া পুষ্ক-রিণীর জলে যাদু পাঠ করিয়া গিয়াছে। সকলে সেই পুষ্করিণীর জল পান করিল, জলপান করিবামাত্র তাহাদিগের নাভির নীচে হইতে ফোয়ারার ন্যায় জল নির্গত হইতে লাগিল, হাতেম্ তাহা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, যদিও স্বয়ং তৃষ্ণাযুক্ত ছিলেন, কিন্তু এই অবস্থা দেখিয়া জলপান করিলেন না, তাহাদিগকে জি-জ্ঞাসা করিলেন, তাহারা কিছু উত্তর না করিয়া হাতেমের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। হাতেম্ ইহার কারণ না জানিতে পারিয়া বলিতে লাগিলেন যে, এ অনুপায় ব্যক্তিরা আমার সঙ্গে আসি-য়াছে, কিরূপে ইহাদিগকে ত্যাগ করিয়া যাই, আর এ জলে কি আপদ্ ছিল যে ইহারা এমন অবস্থায় পতিত হইল। এইরূপে সমস্ত রাত্রি গত হইয়া গেল, হাতেম্ তৃষ্ণাযুক্ত থাকিলেন।

যখন প্রাতঃকাল হইল, তখন সকলে কুপার ন্যায় এমন স্ফীত হইল যে তাহাদিগের মুখ আর জানা গেল না। হাতেম্ কর-তল মর্দ্দন করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহার মনো-মধ্যে এরূপ বোধ হইল, যে ইহারা যাদুতে ধৃত হইয়াছে, মনে মনে বলিলেন যে, এসম্আজমের গুণে ইহাদিগের রোগ দূর হইবে, তাহাদিগের দেহ হইতে প্রাণ বাহির হইবার বিলম্ব ছিল না, হাতেম্ এসম্আজম্ পাঠ করিয়া তাহাদিগের উপরে ফুৎকার দিতে লাগিলেন; প্রথম ফুৎকারে তাহাদিগের দেহ হইতে স্ফী-ততা দূর হইলে হাতেম্ সন্তুষ্ট হইলেন, দ্বিতীয় ফুৎকারে তাহা-দিগের নাভির নীচে ও নাসিকা হইতে নীলবর্ণ জল বাহির

হইল, তৃতীয় ফুৎকারে তাহারা পূর্ব্বের মত আপন আপন অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া হাতেম্কে আশীর্ব্বাদ ও প্রশংসা করিতে লাগিল। হাতেম্ জিজ্ঞাসা করিলেন, বন্ধুগণ! এ কি ব্যাপার? তাহারা বলিল, বোধ হইতেছে, আহমর্ এই পথে গমন করিয়া এই জলে যাদু করিয়া গিয়াছে। হাতেম্ পুনর্ব্বার এসম্আজম্ পাঠ করিয়া সেই পুষ্করিণীতে ফুৎকার দিলেন, প্রথমতঃ জল বৃদ্ধি হইয়া রক্তবর্ণ হইল, পরে হরিৎবর্ণ হইয়া নীলবর্ণ হইল, ক্ষণকাল পরে নির্ম্মল হইয়া হাতেমের দৃষ্টি গোচর হইলে, নিশ্চয় হইল যে এক্ষণে জল হইতে যাদু দূর হইয়াছে, তিনি সেই পুষ্করিণীর কিঞ্চিৎ জল স্বয়ং পান করিয়া সকল বন্ধুদিগকে বলিলেন এক্ষণে তোমরা জল পান কর এবং স্নান কর, তাহা হইলে শরীরের জ্বালা দূর হইবে। পরে সকলে জলপান ও স্নান করিল, আর এসম্আজমের গুণে তাহাদিগের দেহ হইতে সমস্ত যাদুর জ্বালা গেল। যাদুকরেরা হাতেমের প্রতি অত্যন্ত ভক্তি করিয়া পরস্পরে বলিল, হাতেম্ উত্তম যাদু জানেন, আর তিনি বড় যাদুকর। পরে সকলে অগ্রে গমন করিল।

এদিকে শাম্আহমর্ পলায়ন করিয়া কম্লাকের দ্বারে উপস্থিত হইলে দ্বারিরা এই সংবাদ দিল যে, শাম্আহমর্ দুরবস্থান্বিত হইয়া দ্বারে দণ্ডায়মান আছেন। কম্লাক্ তাহাকে বাটীর ভিতরে ডাকাইয়া আলিঙ্গন-পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিল, তোমার কি বিপদ্ হইয়াছে যে এমন অবস্থায় আসিয়াছ? শাম্আহমর্ বলিল, হাতেম্ নামে এক যুবা আমার পর্ব্বতে আসিয়াছে, সে উত্তম যাদু জানে, তাহার দৌরাত্ম্যে আমার এমন অবস্থা হইয়াছে। সে ক্রোধান্বিত হইয়া বলিল, তুমি নিশ্চিন্ত থাক, আমি তাহাকে বন্ধন করিয়া তোমাকে দিব। তৎপরে

কম্‌লাক্‌-যাদু, যাদু আরম্ভ করিয়া আপনার পর্ব্বতে ফুৎকার দিল, তাহাতে সমস্ত পর্ব্বতে অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল।

হাতেম্‌ চারিদিন পরে কম্‌লাকের পর্ব্বতে উপস্থিত হইলেন, তাঁহার বন্ধুগণ তাঁহাকে নিবেদন করিল যে, হে হাতেম্‌! এই কম্‌লাক্‌-পর্ব্বত, কিন্তু চতুর্দ্দিকে যে অগ্নি দেখা যাইতেছে, ইহার কারণ কি? বোধ করি ইহা যাদুর কর্ম্ম। হাতেম্‌ তথায় দাঁড়াইয়া এসম্‌আজম্‌ পাঠ পূর্ব্বক পর্ব্বতের চতুর্দ্দিকে ফুৎকার দিলেন, সকল অগ্নি দূর হইয়া গেল, পরে কম্‌লাক্‌ এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া পুনর্ব্বার দ্বিতীয় প্রকার যাদু আরম্ভ করিল, তাহাতে পর্ব্বতের চতুষ্পার্শ্বে একটি বৃহৎ নদী প্রকাশ হইয়া ইহঁাদিগের দিকে আসিতে লাগিল। তাঁহার বন্ধুগণ উচ্চৈঃস্বরে কহিল, হে স্বামিন্‌! যাদুর জল আসিতেছে, এখনি আমরা মগ্ন হইব। হাতেম্‌ বলিলেন ঈশ্বরকে স্মরণ কর, পরে স্বয়ং এসম্‌আজম্‌ পাঠ করিয়া সেই দিকে ফুৎকার দিলেন, ক্ষণকাল পরে জল দূর হইয়া গেল। পরে কম্‌লাকের নিকটে এরূপ সংবাদ আসিল যে, সে যুবার উপরে যাদু গুণ করিতেছে না। সে পুনর্ব্বার অন্য প্রকার যাদু আরম্ভ করিলে দশ মোন ও পাঁচ মোন পরিমিত প্রস্তর বর্ষণ হইতে লাগিল। হাতেম্‌ এসম্‌আজমের গণ্ডী করিয়া তাহার মধ্যে বসিলেন, তিনরাত্রি তিনদিন পর্য্যন্ত এমন প্রস্তর বর্ষণ হইল যে, তাঁহাদিগের চতুষ্পার্শ্বে পর্ব্বতের ন্যায় হইয়া গেল, তাহাতে কম্‌লাক্‌-পর্ব্বত তাঁহাদিগের অদৃশ্য হইল। হাতেম্‌ এসম্‌আজম্‌ পাঠ করিলেন, তাহার গুণে প্রস্তর সকল দূর হইয়া গেল।

পরে হাতেম্‌ অগ্রে চলিলেন, কম্‌লাক্‌ পুনর্ব্বার মন্ত্রপাঠ করিলে পর্ব্বত দৃষ্টির অগোচর হইয়া গেল। বন্ধুগণ বলিল, এক্ষণে কম্‌লাক্‌ যাদুদ্বারা পর্ব্বতকে লুকাইয়াছে। তিনি সেই স্থানে

বসিয়া এসম্‌আজম্ পাঠ পূর্ব্বক ফুৎকার দিলেন। তিন দিন পরে পর্ব্বত প্রকাশ হইলে হাতেম্ গাত্রোত্থান করিয়া পর্ব্বতের উপরে আরোহণ করিলেন, যাদুকরেরা শব্দ করিয়া বলিতে লাগিল, এ যুবা সকল জীবিত আসিতেছে। কম্‌লাক্-যাদুকর যাদুদ্বারা এক আকাশ করিয়াছিল, তাহা পর্ব্বত হইতে তিন সহস্র গজ উপরে ছিল, সে আপন সৈন্যদিগকে লইয়া সেই আকাশে গেল এবং তাহার দ্বারকে রজ্জুর্দ্বারা বন্ধন করিল। যখন হাতেম্ পর্ব্বত হইতে নগরে উপস্থিত হইলেন, তখন দেখিলেন যে বিপণি সকলে খাদ্যদ্রব্য ও ফল এবং নানাপ্রকার মিষ্টান্ন পরিপূর্ণ রহিয়াছে, কিন্তু মনুষ্য নাই। পরে হাতেম্ আপন বন্ধুদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন এ নগরবাসীরা কোথায় গিয়াছে? তাহারা নিবেদন করিল, কম্‌লাকের সঙ্গে যাদুর আকাশে যাইয়া থাকিবে। হাতেম্ হাস্য করিলেন, বন্ধুগণ ক্ষুধাযুক্ত ছিল, মিষ্টান্ন ও ফলাদি ভোজন করিল, তৎক্ষণাৎ তাহারা স্ফীত হইল এবং তাহাদিগের নাসিকা হইতে রক্ত বাহির হইতে লাগিল। হাতেম্ জানিলেন যে এসকল খাদ্যদ্রব্যেও কম্‌লাক্ যাদু করিয়া গিয়াছে, জল আনাইয়া তাহার উপরে এসম্‌আজম্ পাঠ পূর্ব্বক তাহাদিগকে দিলেন; যখন তাহারা জল পান করিল, তখন যাদু দূর হওয়ায় পূর্ব্ব অবস্থা পাইল। হাতেম্ সমস্ত খাদ্যদ্রব্যে এসম্‌আজম্ পাঠ পূর্ব্বক ফুৎকার দিয়া বলিলেন, এখন তোমরা ভোজন কর, যাদুর গুণ দূর হইয়াছে। পরে জিজ্ঞাসা করিলেন যাদুর আকাশ কোথায়? তাহারা বলিল, ঐ যে শূন্যে গুম্বজের (গোলাকার) ন্যায় দেখা যাইতেছে। হাতেম্ এসম্‌আজম্ পাঠ করিলেন, তাহাতে কম্‌লাকের আকাশে বজ্রপাতের ন্যায় ভয়ঙ্কর শব্দ হওয়ায় তাহা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পর্ব্বতে পতিত হইল।

আর সমস্ত যাদুকরের হস্ত পদ ভঙ্গ হইয়া গেল এবং অনেকের নাসিকা দিয়া মস্তিষ্ক বাহির হওয়ায় প্রাণ বিনাশ হইল, আর শাম্‌আহমর্‌ ও কম্‌লাক্‌ দুই জনে পর্ব্বতের উপরে পলায়ন করিল, হাতেম্‌ও তাহাদিগের দুই জনের পশ্চাতে যাইতে লাগিলেন। পরিশেষে দুই জন যাদুকর পর্ব্বত হইতে পতিত হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিল। হাতেম্‌ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া আপন স্থানে আগমন পূর্ব্বক জগদীশ্বরের আরাধনা করিলেন, আর সর্‌তক্‌কে বলিলেন, আমি তোমার নিকট অঙ্গীকার করিয়াছিলাম যে তোমাকে রাজত্ব দিব, এখন শাম্‌আহমর্‌ ও কম্‌লাকের রাজত্ব তোমাকে দিতেছি, কিন্তু তুমি পরমেশ্বরকে এক জানিয়া মনুষ্যের উপরে দৌরাত্ম্য করিবে না, সর্‌তক্‌ তাহা স্বীকার করিল।

পরে হাতেম্‌ সমস্ত যাদুকরকে ডাকাইয়া বলিলেন তোমরা সকলে সর্‌তকের অধীন হও, আর ইহার আদেশ মত থাকিয়া জগদীশ্বরের স্মরণে প্রবৃত্ত থাক এবং আপনাদিগকে জগদীশ্বরের দাস জান, যদি এ আদেশ লঙ্ঘন করিবে, তবে তোমরা দণ্ড পাইবে, আর আমি মল্কা-জর্‌রিঁপোশের নিকটে যাইতেছি। যাদুকরেরা বলিল, আমরা আপনার সঙ্গে যাইব। হাতেম্‌ বলিলেন, আমি কখনই কোন ব্যক্তিকে আপনার জন্য ক্লেশে নিঃক্ষেপ করি না, তোমরা আপনাদিগের নগরে থাক, আর যাহা নিষেধ করিলাম, তাহা প্রতিপালন করিয়া আপনাদিগের কর্ত্তার সন্তোষে থাকিও। তাহারা কহিল, আপনার আজ্ঞা পালন করাই আমাদিগের কর্ম্ম। পরে হাতেম্‌ তাহাদিগকে বিদায় করিয়া স্বয়ং মল্কা-জররিঁপোশের বাসস্থানের দিকে গমন করিলেন।

কিছুদিন গত হইলে সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, সে পুষ্করিণী নাই কিন্তু বৃক্ষ বিদ্যমান আছে, আর এক স্থানে একটি

আয়না-মহল দৃষ্টিগোচর হইল, তাহার সমস্ত হর্ম্ম্য আয়নায়-নির্ম্মিত ছিল। হাতেম্ সেই বাটীর দ্বারে আসিয়া দেখিলেন যে, সেই সুন্দরীসকল দ্বারির ন্যায় দাঁড়াইয়া আছে। তাহারা হাতে-মকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কে? কোথা হইতে আসিয়াছ? হাতেম্ বলিলেন, তোমাদিগের সঙ্গে বৃক্ষ শাখায় যে লম্বিত ছিল, আমি সেই ব্যক্তি, তোমরা মল্কাকে আমার নমস্কার জানাও। তন্মধ্যে এক সুন্দরী মল্কার নিকটে যাইয়া বলিল, হাতেম্ নামে এক ব্যক্তি যুবা যে পূর্ব্বে যাদুতে বদ্ধ হইয়াছিল, সেই যুবা কয়েক মাস পরে পুনর্ব্বার আসিয়া দ্বারে দণ্ডায়মান আছে, আর নমস্কার জানাইতেছে। মল্কা নতশিরে থাকিয়া ক্ষণকাল পরে মস্তক উত্তোলন পূর্ব্বক বলিল, এপর্য্যন্ত সে কোথায় ছিল, সংবাদ আন। বোধ হয়, আহমর্-পর্ব্বতে যাইয়া থাকিবে, সেই সুন্দরী পুনর্ব্বার দ্বারে আসিয়া হাতেম্‌কে ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, মল্কার পিতা দুষ্ট ছিল, নরকে গমন করিয়াছে, অবশিষ্ট বৃত্তান্ত মল্কার নিকটে বলিব। পরে সে সু-ন্দরী মল্কার নিকটে আসিয়া তাহা প্রকাশ করিলে মল্কা ক্রন্দন করিতে লাগিল। তাহারা বলিল, হে মল্কা! এখন ক্রন্দন করা বিফল; তিনি আপন কু রীতে মরিয়াছেন, আমরাও যাদু হইতে মুক্ত হইয়াছি, এক্ষণে যুবাকে আহ্বান করুন।

পরে মল্কা উত্তম বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক সুসজ্জিতা হইয়া রত্ন-জড়িত-সিংহাসনে বসিল এবং হাতেম্‌কে ডাকাইল; যখন তাহার উপরে হাতেমের দৃষ্টি পতিত হইল, তখন তিনি অচেতন হই-লেন, মল্কাও হাতেম্‌কে দর্শনে অস্থির হইয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক সম্মানের সহিত তাঁহার মুখে গোলাব দিতে লাগিল। যখন চৈতন্য হইল, তখন তিনি দেখিলেন যে, মস্তকের নিকটে মল্কা দাঁড়া-

হইয়া আছে, মনোমধ্যে সন্তুষ্ট হইয়া জগদীশ্বরের প্রশংসা করিলেন। পরে মল্কা আসিয়া সিংহাসনের উপরে বসিল এবং হাতেমের নিমিত্ত স্বর্ণ-চৌকী রাখিয়া তাহাতে হাতেম্‌কে বসাইল, আর মিষ্ট কথায় অবস্থা জিজ্ঞাসা করিলে হাতেম্ আপনার সমুদায় বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়া বলিলেন, তোমার জন্য এত কষ্ট সহ্য করিয়াছি, এখন প্রার্থনা এই যে, আমি যেসকল কষ্ট ও দুঃখ আপনার উপরে সহ্য করিয়াছি, তুমি অনুগ্রহ করিয়া তাহা আপন মিলনের সুখের সহিত পরিবর্ত্ত কর। সঙ্গিনীগণ কহিল হে মল্কা! হাতেম্ এমন্‌দেশের রাজা, আপনার সৌভাগ্যে ইনি এস্থানে উপস্থিত হইয়াছেন, আর আপনার পিতা যাদুকর ও দৌরাত্ম্যকারী ছিলেন, ভাল হইল, সংসারের আপদ্ দূর হইল, এখন বিবাহের আয়োজন করা উচিত। মল্কা শীঘ্র গাত্রোত্থান পূর্ব্বক অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল, সঙ্গিনীগণ বিবাহের আয়োজন করিয়া সাতদিন পর্য্যন্ত নৃত্য গীত করিতে লাগিল এবং ঐ সপ্তম দিনেই পৈতৃক রীতিমতে হাতেমের সঙ্গে মল্কার বিবাহ দিল।

পরে হাতেম্ সুন্দরীর হস্তধারণ পূর্ব্বক শয়নের গৃহে লইয়া গেলেন, এবং তাহাকে ক্রোড়ে বসাইয়া কয়েক বার মুখচুম্বন পূর্ব্বক ইচ্ছা করিলেন যে, রতিক্রীড়া করিয়া মিলন-সরবৎ পান করেন; ইতিমধ্যে রাজপুত্র-মুনীর্‌শামীকে স্মরণ হওয়ায় মল্কার নিকট হইতে পৃথক্ হইয়া দাঁড়াইলেন। মল্কা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া ভাবিল, আমার কি দোষ দৃষ্ট হইল যে, মিলনের সময় আমাকে ত্যাগ করিয়া পৃথক্ হইলেন! ইহা কিরূপেই বা জিজ্ঞাসা করি! অনুপায় হেতু নীরব হইয়া রহিল, হাতেম্ প্রিয়াকে চিন্তিত দেখিয়া ভাবিলেন, ইহাকে আপন বৃত্তান্ত বলা উচিত, যাহাতে এ নিশ্চিন্ত হয়। পরে হাতেম্ বলিলেন হে প্রাণ!

কেন চিন্তিত হইলে ? চন্দ্র সূর্য্যে কি দোষ আছে ? আমি জগদীশ্বরের পথে কটিবন্ধন পূর্ব্বক বাটী হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছি, রাজপুত্র-মুনীর্‌শামী হোসন্‌বানুর প্রতি আসক্ত হইয়াছে, আর সে সাতটি প্রশ্ন রাখে এবং অঙ্গীকার করিয়াছে যে, যেব্যক্তি সাত প্রশ্নের উত্তর দিবে তাহাকে স্বীকার করিব। রাজপুত্র-মুনীর্‌শামী ঐ প্রশ্ন সকল পূরণ করিতে না পারায় হোসন্‌বানু তাহাকে আপন নগর হইতে বাহির করিয়া দেয়। সেই অনুপায় ব্যক্তি ক্রন্দন করিয়া আপনার অবস্থা আমার নিকটে বর্ণন করিলে, আমার প্রাণ জ্বলিয়া উঠিল, আমি জগদীশ্বরের পথে কটিবন্ধন পূর্ব্বক তাহার সঙ্গে শাহ্‌আবাদে উপস্থিত হইয়া হোসন্‌বানুর সমস্ত প্রশ্ন পূরণে স্বীকার করিলাম, এবং রাজপুত্রকে পান্থশালায় বসাইয়া তাহার প্রশ্ন সকলের অনুসন্ধানে নগরে নগরে ভ্রমণ পূর্ব্বক তাহার তিন প্রশ্ন পূরণ করিয়াছি, আর চতুর্থ প্রশ্ন পূরণ করিতে আসিয়া এস্থানে তোমার রূপে আসক্ত হইলাম, তোমার প্রেম-কণ্টক আমার প্রাণে বিদ্ধ হওয়ায় সকল চিন্তা বিস্মৃত হইলাম; সম্প্রতি জগদীশ্বর আমাকে তোমার মিলন লাভ করাইয়াছেন। এখন রাজপুত্র-মুনীর্‌শামীকে স্মরণ হইল, আমি তাহার সমক্ষে এরূপ দিব্য করিয়াছি যে, হে ভ্রাতঃ! আমি ঈশ্বরের পথে কটিবন্ধন করিলাম, যেপর্য্যন্ত তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ না হয়, সেপর্য্যন্ত সংসারের আমোদ আমার পক্ষে অশুদ্ধ। ইহা ভদ্রতার বহির্গত কর্ম্ম যে সে অনুপায় ব্যক্তি আমার অপেক্ষায় থাকে, আর আমি আপন আমোদে প্রবৃত্ত থাকি। এই জন্য আমার এই ইচ্ছা যে কোরমের দিকে যাই, আর চতুর্থ প্রশ্নের সংবাদ তাহাকে দিই। মল্কা বলিল, আমাকে কোথায় রাখিয়া যাইবে? পূর্ব্বে আমার পিতা আমার

রক্ষক ছিলেন, এখন কি হইবে ? হাতেম্ বলিলেন, হে মল্কা ! আমি তোমাকে আমার পিতার নিকটে পাঠাইতেছি, তিনি এমন্‌দেশের রাজা।

অনন্তর দশদিন পরে তিনি আপন পিতাকে পত্র লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়া সমস্ত বৃত্তান্ত প্রকাশ পূর্ব্বক লিখিলেন যে, "যদি পরমায়ুঃ থাকে তবে এই কর্ম্ম শেষ করিয়া আপনকার চরণ চুম্বনে কৃতার্থ হইব, আর মল্কা-জর্‌রিঁপোশকে বিবাহ করিয়া আপনার নিকটে পাঠাইতেছি, অবশ্য আপনি অনুগ্রহ করিতে তাচ্ছিল্য করিবেন না"। যখন পত্র সমাপ্ত হইল, তখন তাহার উপরে মুদ্রাঙ্কিত করিয়া মল্কাকে দিলেন, সে আপন ভৃত্যগণ ও ধনরত্ন সঙ্গে লইয়া এমন্‌দেশের দিকে গমন করিল। আর তিনি মল্কার নিকটে বিদায় হইয়া স্বয়ং কোরমের দিকে চলিলেন। বহুদিন পরে সেই নগরে উপস্থিত হইয়া সেস্থানের মনুষ্যগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, যেব্যক্তি বলিতেছে "সত্যবাদির সদাই সুখ সম্মুখে আছে," সেব্যক্তি কোথায় আছে ? তাহারা বলিল, এস্থানে কেহই এমত বলিতেছে না, কিন্তু যাহা তুমি বলিতেছ, তাহা এক ব্যক্তি বৃদ্ধ বহুদিন হইতে আপন দ্বারে লিখিয়া রাখিয়াছে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন তাহার বাটী কোথায় ? তাহারা বলিল, এস্থান হইতে নয় ক্রোশ দূরে কোরম্ নামে এক গ্রাম আছে, সে সেই স্থানে থাকে, অগ্রে এখানে ছিল, পরে যে অবধি সে-স্থানে গিয়াছে, সেই অবধি নূতন হর্ম্ম্য নির্ম্মাণ করাইয়া তাহার দ্বারে ঐরূপ লিখিয়াছে, কিন্তু তাহার কারণ সেই জানে।

পরে হাতেম্ কোরমের দিকে গমন করিলেন, দিবা তিন প্রহ-রের সময়ে তাহার দ্বারে উপস্থিত হইয়া এক বৃহৎ হর্ম্ম্য দেখিলেন, তাহার উপরে লিখিয়াছে যে, "সত্যবাদির সদাই সুখ সম্মুখে

আছে,” হাতেম্ তাহার দ্বারের কপাটে হস্তক্ষেপ করিলে দ্বারীরা আসিয়া দ্বার মুক্ত করিয়া দিল, আর হাতেম্‌কে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, হে যুবক! তুমি কোন্ স্থানবাসী? কি জন্য আসিয়াছ? হাতেম্ বলিলেন, শাহ্ আবাদ হইতে এক কর্ম্মের জন্য আসিয়াছি। দ্বারীরা আপনাদিগের কর্ত্তাকে সংবাদ দিল, সেব্যক্তি দেখিতে বালক ছিল, কিন্তু বাস্তবিক বৃদ্ধ হইয়াছিল, পরে বলিল সে যুবাকে আন। অনন্তর তাহারা হাতেম্‌কে ভিতরে লইয়া গেল, তিনি দেখিলেন যে, এক সুন্দরমুখ যুবা উত্তম শয্যায় বসিয়া আছে। হাতেম্ নমস্কার করিলেন, সেব্যক্তি প্রতি-নমস্কার করিয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক হাতেম্‌কে আলিঙ্গন করিল, এবং অত্যন্ত মর্য্যাদার সহিত উত্তম শয্যায় বসাইল, আর খাদ্য ও জল উপস্থিত করিল। পরে ভোজনান্তে সেই গৃহস্বামী জিজ্ঞাসা করিল যে হে যুবক! তুমি কোন্ স্থানবাসী? আর কি কর্ম্মের জন্য এত পরিশ্রম করিয়াছ? দুই ব্যক্তি ভিন্ন এস্থানে কেহ আইসে নাই, তন্মধ্যে তুমি এক জন। হাতেম্ বলিলেন, হে বিজ্ঞ! আমি এমন্‌বাসী, সম্প্রতি এক কর্ম্মের জন্য শাহ্ আবাদ হইতে আসিয়াছি, রাজপুত্র-মুনীর্-শামী বর্‌জখ্-সওদাগরের কন্যার প্রতি আসক্ত হইয়াছে, সেই সওদাগরকন্যা-হোসন্‌বানু সাতটি প্রশ্ন রাখে, রাজপুত্র তাহা পূরণ করিতে না পারিয়া আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলে আমি জগদীশ্বরের পথে কটিবন্ধন করিয়া তিন প্রশ্ন পূরণ করিয়াছি, আর চতুর্থ প্রশ্ন পূরণের জন্য এস্থানে আসিয়াছি, হে বিজ্ঞ! এ কি কথা, যাহা দ্বারে লিখিয়াছ? সেব্যক্তি বলিল, হে এমন্-দেশের যুবক? তুমি পৃথিবীতে অনেক দিন থাকিবে, নতুবা এমন ব্যক্তি কে আছে যে পরের জন্য এত পরিশ্রম স্বীকার করে? তুমি অদ্য আসিয়াছ, রাত্রিতে বিশ্রাম কর, কল্য তোমাকে বলিব।

হাতেম্ সমস্ত রাত্রি বিশ্রাম করিয়া যাপন করিলেন; যখন প্রাতঃকাল হইল, তখন ভোজনকার্য্য সমাপ্ত হইলে জিজ্ঞাসা করিলেন। সেব্যক্তি বলিল, হে এমনদেশের যুবক! সাতশত বৎসর হইল, আমি এই কোরম্‌দেশে আছি, এখন আমাকে যেরূপ দেখিতেছ, ঐ সময়েও আমি এইরূপ ছিলাম। আর আমি জুয়ারী ছিলাম, সর্ব্বদাই জুয়া খেলা আমার কর্ম্ম ছিল। একদিন এক পয়সাও আমার হস্তগত হইল না, রাত্রিকালে চুরি করিতে বহির্গত হইলাম। মনে এরূপ উদয় হইল যে, অন্য ব্যক্তির বাটীতে কি যাইব, রাজার বাটীতে যাই যে অনেক অর্থ হস্তগত হইবে। পরে রাজবাটীর নীচে যাইয়া কমন্দ্ (রজ্জুর সোপান বিশেষ) নিক্ষেপ করত রাজকন্যার শয়ন-গৃহে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, সকলেই নিদ্রা গিয়াছে; তাঁহার কণ্ঠে উজ্জ্বলমাণিক্য ছিল, তাহা লইয়া কমন্দের পথে বাহিরে আসিলাম। যখন প্রান্তরে উপস্থিত হইলাম, তখন একদল চোর দেখিলাম, তাহারা অপহৃত-ধন ভাগ করিতেছিল। যখন তাহারা আমাকে দেখিল, তখন ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তুই কে? আর কখন আসিয়াছিস্? আমি তাহাদিগকে সত্যকথা কহিলাম যে, আমি একব্যক্তি জুয়ারী; আমার হস্তে কিছু না থাকায় অদ্য রাত্রিতে চুরি করিতে যাইয়া রাজবাটীতে রাজকন্যার কণ্ঠ হইতে উজ্জ্বলমাণিক্য অপহরণ করিয়া আনিয়াছি, এক্ষণে তাহা আমার নিকটে আছে। চোরেরা যখন তাহা দেখিল, তখন তাহাদিগের লোভ হওয়ায় ইচ্ছা করিল যে, ঐ অমূল্য মাণিক্য আমার হস্ত হইতে গ্রহণ করে। হঠাৎ সেই প্রান্তরে একব্যক্তি প্রকাশ হইয়া এমন ভয়ঙ্কর শব্দ করিলেন যে, সমস্ত প্রান্তর কাঁপিতে লাগিল; চোরেরা তাঁহার ভয়ে পলায়ন করিল, আমি একাকী দণ্ডায়মান থাকিলাম। সেইব্যক্তি আমার

নিকটে আসিয়া বলিলেন, তুমি কে ? আমি সত্য ভিন্ন অন্য কিছু কহিলাম না। তিনি কহিলেন, যেহেতু তুমি সত্য বলিলে, এজন্য চোরদিগের সমস্ত ধন তোমাকে দিলাম, আর তুমি এ কর্ম্ম হইতে দিব্য কর। আমি প্রাণপণে দিব্য করিয়া বলিলাম যে, পুনর্ব্বার জুয়া খেলিব না। তিনি বলিলেন, তোমার বয়ঃক্রম সাতশত বৎসর হইবে। পরে আমি সমস্তধন একত্র বন্ধন করিয়া আপন বাটীতে আনিলাম, আর একটি অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইলাম। যাহারা আমার শক্র ছিল, তাহারা শান্তিরক্ষককে সংবাদ দিল যে, এ ব্যক্তি দরিদ্র ছিল, এত মুদ্রা কোথা পাইল যে, অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইতেছে ? পরে শান্তিরক্ষক আমাকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলে আমি সত্য ভিন্ন অন্য কথা বলিলাম না। তিনি আমাকে রাজার নিকটে লইয়া গেলেন, রাজা জিজ্ঞাসা করিলেও আমি সত্য ভিন্ন অন্য কিছু নিবেদন করিলাম না। তাহাতে রাজা আমার প্রতি দয়ালু হইয়া বলিলেন, এ ব্যক্তি অত্যন্ত সত্যবাদী, ইহাকে ক্লেশ দিও না। পরে আমার সমস্তধন আমাকে দিলেন, আর আপন নিকট হইতে এত মুদ্রা আমাকে দিলেন যে, আমি এতদিন পর্য্যন্ত তাহা ব্যয় করিয়াছি, তথাপি অদ্য পর্য্যন্ত অনেক অবশিষ্ট আছে, আর আমি সেইদিন হইতে মনোমধ্যে জানিলাম যে, “সত্যবাদীর সদাই সুখ” এই জন্যই আপন দ্বারে তাহা লিখিয়াছি। মনুষ্যের উচিত যে, সত্য ভিন্ন অন্য কথা না বলে, আর মিথ্যাকথা ত্যাগ করে, হে মনুষ্য ! সত্য বল তুমি কে ? হাতেম্ বলিলেন, আমি তয়ের পুত্র হাতেম্, এমন্‌দেশের রাজকুমার। সেব্যক্তি গাত্রোত্থান-পূর্ব্বক হাতেমের হস্তচুম্বন করিয়া অনেক সম্মানের সহিত বলিল, হাতেম্ ভিন্ন এমন কে আছে যে এরূপ কর্ম্ম করিতে পারে? পরে কয়েক

দিন তাঁহাকে আপন বাটীতে রাখিল। পরে হাতেম্ বলিলেন, হে বন্ধো! আমার এক কর্ম্ম আছে; বহুদিন হইল আমি গৃহ হইতে বহির্গত হইয়াছি, আমাকে বিদায় কর। পরে সেব্যক্তি বিদায় করিল।

হাতেম্ প্রান্তরের দিকে গমন করিয়া দিবারাত্রি পথে চলিতে লাগিলেন। মস্কাজরর্রিঁপোশের আকৃতি তাঁহার স্মরণ হইলে মনোমধ্যে বিবেচনা করিলেন যে, একবার মস্কাকে দেখিয়া শাহ্আবাদে যাইব। পরে তিনি এমন্দেশের পথে গমন করিলেন। কয়েক দিন পরে এমন্দেশের অন্তভাগে উপস্থিত হইয়া সন্তোষে ও সুখে গমন করিতেছিলেন; এক জলের ঝর্ণা দৃষ্টিগোচর হইল, সেই ঝর্ণার নিকটে যাইয়া বসিলেন। সেই ঝর্ণার বৃক্ষে এক যোড়া শুকপক্ষী পরস্পর আলাপ করিতেছিল, সারিকা আপন স্বামিকে বলিল, তুমি আমাকে একাকিনী ত্যাগ করিয়া কোথায় যাইবে? এ ইচ্ছা হইতে বিমুখ হও। সে বলিল, হে বুদ্ধিহীনে! তুমি কি জন্য উত্তম কর্ম্মে বাধা দিতেছ? আমার পরকালে তুমি কি কর্ম্মে আসিবে? আর তোমা হইতে সংসারেই বা কি লভ্য হইবে যে, তোমাতেই নিতান্ত অনুরক্ত হইয়া থাকি, আর উত্তম কার্য্য ত্যাগ করি? তুমি শ্রবণ কর নাই যে, এক রাজপুত্র মৃগয়া করিতে গিয়াছিলেন, অনেক ভ্রমণ করাতেও একটি মৃগ হস্তগত না হইলে তিনি সৈন্য হইতে পৃথক্ হইয়া এক বনে উপস্থিত হইলেন। তথায় একটি উদ্যান ছিল, সেই উদ্যানের ভিতরে যাইয়া ভ্রমণ করিতে করিতে সেই উদ্যানের অট্টালিকার নিকটে গেলেন, আর সেই অট্টালিকার সম্মুখে জলে পরিপূর্ণ একটি হউজ দেখিলেন; তাহা বৃহৎপুষ্করিণীর ন্যায় ছিল, তাহার জল অতিপরিষ্কার, তাহার উপরে কিছুমাত্র মলা ছিল না। রাজপুত্র

সেই উদ্যান ও অট্টালিকা এবং হউজ দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হই-লেন, এবং সেই হউজের তীরে বসিয়া করদ্বারা জলক্রীড়া করিতে লাগিলেন। হঠাৎ এক শৃঙ্খল হস্তগত হইলে তাহা ধৃত্ত করিয়া বলপূর্ব্বক উঠাইলেন। সে শৃঙ্খল এক সিন্দুকে সংলগ্ন ছিল, এবং তাহাতে কুলুপ দেওয়া ও কাটী ঝোলান ছিল, তাহা বহির্গত হইল। যখন তিনি তাহার কুলুপ খুলিলেন, তখন দেখিলেন যে, এক উত্তমা চন্দ্রমুখী স্ত্রী সেই সিন্দুকে বসিয়া আছে; রাজপুত্র ত্রাসযুক্ত হইয়া রহিলেন, সে স্ত্রী বলিল, হে যুবক! নতশির হই-বার কারণ কি? আমি মানবী। পরে সে সিন্দুক হইতে বাহির হইয়া অট্টালিকা হইতে কুজা ও পেয়ালা ও খাদ্যদ্রব্য আনয়ন-পূর্ব্বক রাজপুত্রের অগ্রে রাখিল। সেই স্ত্রীর সুন্দর আকৃতি দেখিয়া তাঁহার মনঃ অবশ হওয়ায় তাহার সঙ্গে কামক্রীড়া করিলেন। রতিক্রীড়া সাঙ্গ হইলে রাজপুত্রের নিজ সৈন্য-দিগকে স্মরণ হইল। গমন করিতে উদ্যত হইয়া আপন অঙ্গুলি হইতে হীরকের অঙ্গুরী মুক্ত করত প্রদান-পূর্ব্বক বলিলেন, আমি আপন সৈন্য হইতে পৃথক্ হইয়া এস্থানে আসিয়াছি, আমার সৈন্যেরা আমার জন্য চিন্তিত হইয়া থাকিবে; আর এই অঙ্গুরী চিহ্নের জন্য তোমাকে দিতেছি, যেপর্য্যন্ত সাক্ষাৎ না হয়, সে-পর্য্যন্ত আপন নিকটে রাখিবে; আর আপন মন হইতে আমাকে ভুলিও না। সেই স্ত্রীলোক হাস্য করিল, এবং অঙ্গুরীসকলের থলি বাহির করিয়া রাজপুত্রকে দেখাইয়া বলিল, আমার স্বামী অত্যন্ত সাহসিক পুরুষ; তিনি বসতি-মধ্যে বাস করেন না, আর আমাকে এই প্রান্তরে আনিয়া হউজের মধ্যে রাখিয়াছেন। তিনি মনুষ্যজাতি-পথিকদিগের নিকট হইতে কর লইয়া জীবিকা নি-র্ব্বাহ করেন, আর এই অট্টালিকার ভিতরে সমস্ত দ্রব্য প্রস্তুত

আছে, তিনি রাত্রিকালে আসিবেন। আর অনেক রাজপুত্র তোমার ন্যায় পথভ্রমে এখানে আগমন-পূর্ব্বক আমার সঙ্গে রতিক্রীড়া করিয়া গিয়াছেন এবং সকলেই আমাকে অঙ্গুরী দিয়াছেন, সেই জন্য এই থলিতে অনেক অঙ্গুরী একত্র হইয়াছে; জানি না কোন্ ব্যক্তি কোন্ অঙ্গুরী চিহ্ন দিয়াছে, এইপ্রকারে তোমার অঙ্গুরীকেও ভুলিয়া যাইব। রাজপুত্র এই কথায় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া সেই স্ত্রীকে পূর্ব্বরীতিমতে জলে রাখিলেন, এবং স্বয়ং নগরের পথ ধরিলেন, পথের মধ্যে সৈন্যদিগের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। পরে যখন আপন বাটীতে উপস্থিত হইলেন, তখন দ্বারিদিগকে কর্ম্মচ্যুত করিয়া দিয়া এরূপ নির্ভর করিলেন যে, জগদীশ্বর যাহা করিবেন, তাহাই হইবে। মন্ত্রী আসিয়া নিবেদন করিল, হে স্বামিন্! ইহাদিগের অপরাধ কি যে, সকলকেই কর্ম্মচ্যুত করিয়া দিলেন? রাজপুত্র সেই স্ত্রীলোকের সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। মন্ত্রী বলিল, যথার্থ বলিলেন, স্ত্রীজাতিরা এইরূপই বটে, কিন্তু যাহারা সতী হয়, তাহারা সতীই থাকে, আর যাহারা ভ্রষ্টা, তাহাদিগকে ভ্রষ্টাজ্ঞান করা উচিত, এসকল জগদীশ্বরের মহিমা, আর দ্বারিদিগকে কর্ম্মচ্যুত করিলে নগরে নগরে অখ্যাতি হইবে। রাজপুত্র মন্ত্রীর কথায় দ্বারিদিগকে কর্ম্মে নিযুক্ত করিলেন। শুক, সারিকাকে বলিল, হে বুদ্ধিহীনে! তুমি কি কর্ম্মে আসিবে যে, উত্তম কর্ম্ম হইতে আমাকে ক্ষান্ত করিতেছ? যেমন হাতেম্ জগদীশ্বরের পথে কটিবন্ধন করিয়াও এরূম্ যাইতেছেন; পথের অনেক ক্লেশ ও দুঃখ সহ্য করিয়া এক্ষণে মস্কাজররিঁপোশকে স্মরণ হওয়ায় শাহ্আবাদের পথ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক এমন্ যাইতেছেন, স্ত্রীরা এইরূপে পুরুষদিগকে জগদীশ্বরের কর্ম্ম হইতে ক্ষান্ত রাখে।

যখন হাতেম্ শুক-মুখ হইতে এই গল্প শ্রবণ করিলেন, তখন ভূমিষ্ঠমস্তকে পরমেশ্বরকে প্রণাম করিয়া মনোমধ্যে বলিলেন যে, জগদীশ্বরের নিকট হইতে এই সঙ্কেত উপদেশ হইল, পরে সেখান হইতে প্রতিগমন-পূর্ব্বক শাহ্আবাদের দিকে চলিলেন। অনেক পথ অতিক্রম করিয়া শাহ্আবাদে উপস্থিত হইলে মনুষ্যেরা তাঁহাকে চিনিয়া হোসন্বানুর দ্বারে লইয়া গেল, হোসন্বানু যবনিকা নিক্ষেপ-পূর্ব্বক তাঁহাকে ভিতরে ডাকাইয়া সংবাদ জিজ্ঞাসা করিল; হাতেম্ নিজের সমস্ত বিবরণ ও কোরমের সেই মনুষ্যের সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। হোসন্বানু বলিল, সত্য বটে, পরে খাদ্যদ্রব্য সমস্ত আনাইল, হাতেম্ বলিলেন, আমি পান্থশালায় যাইয়া রাজপুত্র-মুনীর্শামী-ভ্রাতার সঙ্গে ভোজন করিব। পরে সেস্থান হইতে গাত্রোত্থান-পূর্ব্বক পান্থশালায় আসিয়া মুনীর্শামীর সঙ্গে সাক্ষাৎকারে ভোজন করিলেন, আর রাজপুত্রের নিকটে তাঁবৎ বৃত্তান্ত বলিলেন; রাজপুত্র অনেক ধন্যবাদ দিলেন। তদনন্তর হাতেম্ রাজপুত্রের সঙ্গে সমস্তরাত্রি সুখে যাপন করিলেন। প্রাতঃকালে স্নানাগারে গমন-পূর্ব্বক স্নান করিয়া দেহের শ্রান্তি শান্তি করিলেন, পরে নূতনবস্ত্র পরিধান-পূর্ব্বক হোসন্বানুর দ্বারে উপস্থিত হইলেন। দ্বারিরা সংবাদ দিল যে, সেই যুবা দ্বারে দণ্ডায়মান আছে, হোসন্বানু বলিলেন, সাতদিন পরে তাহাকে আসিতে বল, কয়েকদিন বিশ্রাম করুক। তৎপরে হাতেম্ বলিয়া পাঠাইলেন যে, আমার এই কর্ম্ম করাই বিশ্রাম্ করা। বল, পঞ্চম প্রশ্ন কি? হোসন্বানু যবনিকা নিক্ষেপ-পূর্ব্বক হাতেম্কে ভিতরে ডাকাইয়া চৌকীর উপরে বসাইল এবং বলিল, হে সাহসিক পুরুষ! শুনিয়াছি এক পর্ব্বত হইতে শব্দ বাহির হইতেছে, আর সেই পর্ব্বতকে "কোহনেদা"

বলে, অতএব তাহার সংবাদ আন যে, সে শব্দ কে করিতেছে; আর পর্ব্বতের পশ্চাতে কি গুপ্তভাব আছে? হাতেম্ চৌকী হইতে গাত্রোত্থান-পূর্ব্বক হোসন্‌বানুর নিকটে বিদায় গ্রহণে পান্থশালায় আসিয়া রাজপুত্রকে বলিলেন, হে ভ্রাতঃ! এখন কোহনেদার সংবাদের জন্য যাইতেছি; আর তোমাকে জগদীশ্বরকে সমর্পণ করিলাম, য়দি পরমায়ুঃ থাকে তবে পুনর্ব্বার সাক্ষাৎ হইবে। দুইজনে দুইজনের নিকটে বিদায় হইলেন। পরে হাতেম্ পঞ্চম প্রশ্নের সমাচার আনিতে গমন করিলেন।

হোসন্‌বানুর পঞ্চম প্রশ্নের সংবাদ আনিতে হাতেমের কোহনেদায় গমন ও কর্ম্মসিদ্ধ করিয়া পুনর্ব্বার শাহ্‌আবাদে প্রত্যাগমন।

যখন হাতেম্ মুনীর্‌শামীর নিকটে বিদায় হইয়া গমন করিলেন, তখন জগদীশ্বরের উপরে নির্ভর করিয়া প্রান্তরের দিকে যাইতেছিলেন। যে নগরে উপস্থিত হইতেন, সেস্থানের মনুষ্যদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেন যে, হে প্রিয় সকল! তোমরা কেহ জান কোহনেদা কোন্ দিকে আছে? মনুষ্যেরা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিত, হে বিদেশিন্! আমরা জন্মাবধি তাহা শুনি নাই। হাতেম্ এইরূপে মঞ্জেল মঞ্জেল গমন করিতে লাগিলেন।

একমাস পরে এক নগরের পার্শ্বে উপস্থিত হইয়া দূর হইতে দেখিলেন যে, প্রান্তর-মধ্যে সমস্ত মনুষ্য একত্র হইয়া রহিয়াছে; হাতেম্ সেইদিকে চলিলেন। যখন মনুষ্যেরা দেখিল যে, একব্যক্তি আসিতেছে, তখন সকলে হাতেমের দিকে মুখ করিয়া হস্ত উত্তোলন-পূর্ব্বক বলিল, হে বিদেশিন্! উত্তম হইল যে, তুমি

এখানে আসিলে, আমরা সকলে তোমার অপেক্ষা করিতে-ছিলাম। হাতেম্ অগ্রে যাইয়া দেখিলেন যে, ভোজনের আসনে নানাপ্রকার খাদ্য সজ্জিত রহিয়াছে, আর এক শবকে মৃত্যু-শয্যায় রাখিয়া তাহার চতুষ্পার্শ্বে অনেকে বসিয়া আছে। হাতেম্ বলিলেন, কেন তোমরা শবকে মৃত্তিকাসাৎ করিতেছ না? তা-হারা বলিল, আমাদিগের মধ্যে একটি রীতি আছে যে, এই নগরে আমাদিগের মধ্যে যদি কোন ধনবান্ ব্যক্তির কিম্বা কোন দরিদ্র ব্যক্তির মৃত্যু হয়, তবে আমরা সকলে একত্র প্রান্তরে আগ-মন-পূর্ব্বক নানাখাদ্য প্রস্তুত করিয়া ভোজনের আসনে তাহা রাখি, এবং বিদেশীর আসিবার পথ দেখিয়া থাকি, যখন বিদেশী আইসে, তখন শবকে মৃত্তিকাসাৎ করিয়া খাদ্য সমস্ত বিদেশীর অগ্রে রাখি, যখন সে ভোজন করে, তখন আমরাও খাই। অদ্য সাতদিন হইল, কোন বিদেশী আইসে নাই, সন্ধ্যাকাল উপ-স্থিত হইতেছে এবং বিদেশীও আইসে নাই, এই কারণে আমা-দিগের জলমাত্রও পান করা হয় নাই, তোমাকে দেখিয়া আ-মরা সন্তুষ্ট হইলাম, এখন শবকে মৃত্তিকাসাৎ করিয়া রোজা খুলিব (আহার করিব)। হাতেম্ বলিলেন, যদি একমাস পর্য্যন্ত বিদেশী ব্যক্তি না আইসে, তবে শবের ও জীবিত ব্যক্তিদিগের কি দশা হয়? তাহারা বলিল, একি কথা! অবশ্যই সাতদিনের মধ্যে বিদেশী উপস্থিত হয়; যদি একাদশ দিনও গত হইয়া যায়, তথাপি আমরা জল পান করিব না ও রোজা রাখি, কোন প্রকা-রেই কিছু খাই না। হাতেম্ তাহাদিগের রীতির কথায় আশ্চর্য্যা-ন্বিত হইলেন।

তৎপরে তাহারা শবকে ভূগর্ভীয়-গৃহে লইয়া গিয়া উত্তম-শয্যা পাতিত করত তাহার উপরে শবকে শয়ান করিল; এবং সুগন্ধি

দ্রব্য জ্বালাইয়া দিয়া সেই শবের চতুষ্পার্শ্বে খাদ্যদ্রব্য সমস্ত রাখিল, আর সাতবার শবকে প্রদক্ষিণ করিয়া বাহিরে আগমন-পূর্ব্বক ভোজন-আসনে বসিয়া বলিল, হে বিদেশিন্! খাদ্যদ্রব্যে হস্তক্ষেপ করিয়া অনুগ্রহ-পূর্ব্বক ভক্ষণ কর যে শবের পুণ্য হউক, আর তোমার কৃপায় আমরাও ভোজন করি। হাতেম্ ভোজন করিতে লাগিলেন, খাদ্যসকল উত্তমরূপ থাকা প্রযুক্ত ভোজনে তৃপ্তি জন্মিল। পরে তাহারাও ভোজন করিয়া আপন আপন পরিবারদিগের জন্য খাদ্যদ্রব্য পাঠাইয়া দিল; আর স্নান করিয়া শুক্লবস্ত্র পরিধান-পূর্ব্বক নগরে উপস্থিত হইয়া হাতেম্‌কে বলিল, হে প্রিয়! যদি তোমার ইচ্ছা হয়, তবে কিছু-দিন এ নগরে থাক; তিনি বলিলেন, থাকিব। পরে তাহারা হাতেমের জন্য একটি স্থান পরিষ্কার করিয়া দিল, আর আহা-রীয় দ্রব্যসমস্ত ও পরিধেয় বস্ত্রাদি এবং সেবা করিবার জন্য কয়েকটি সুন্দরী স্ত্রী পাঠাইল। হাতেম্ মনোমধ্যে বলিলেন, এ নগরের কি উত্তম রীতি! যদি জগদীশ্বর আমাকে এ কর্ম্ম হই-তে উদ্ধার করেন, তবে আমিও আপন নগরে এইরূপে বিদেশি-দিগের আতিথ্য করিব; পরে সেই স্ত্রীরা আপন মনঃপ্রাণের সহিত হাতেমের সেবা করিতে লাগিল। হাতেম্ কোনমতেই তাহাদিগের কাহাকেও কামকটাক্ষে দেখিলেন না, এবং অভি-লাষও করিলেন না। যখন সাতদিন গত হইল, তখন সেই স্ত্রী-লোকেরা আপন আপন গৃহে আসিয়া নগরকর্ত্তার নিকটে হাতে-মের চরিত্রের বর্ণনা করিল। নগরকর্ত্তা হাতেম্‌কে আপন নিকটে আহ্বান-পূর্ব্বক সম্মানের সহিত শয্যায় বসাইয়া বলি-লেন, হে যুবক! যদি তুমি এ নগরে থাক, তবে কি উত্তম হয়, আমি আপন কন্যাকে তোমার সেবার জন্য তোমাকে দিই।

হাতেম্ বলিলেন, আমার এক কর্ম্ম আছে, কর্ত্তা কহিলেন, তোমার কি কর্ম্ম আছে ? যদি তাহা আমাকে বল, তবে আমি তোমার সহযোগী হই । হাতেম্ কহিলেন, আমার এমন ইচ্ছা নহে যে, অন্যব্যক্তি আমার সঙ্গে কষ্ট পায় । সেইব্যক্তি বলিলেন, হে যুবক ! সে কি কর্ম্ম একবার আমি শ্রবণ করি । হাতেম্ বলিলেন, আমি যে কর্ম্ম রাখি, যদি তুমি তাহার সন্ধান বলিয়া দাও, তবে আমার সঙ্গী হওয়াই হইবে । এইরূপে অনেক উত্তর ও প্রত্যুত্তরের পর হাতেম্ বলিলেন, হোসন্‌বানুনামে এক চতুরা স্ত্রী সাতটি প্রশ্ন রাখে; যেব্যক্তি তাহার উত্তর দিবে, তাহাকেই সে নিজ স্বামী করিবে । রাজপুত্র-মুনীর্‌শামী তাহার প্রতি আসক্ত হইয়াছেন, তিনি তাহার বিরহ সহ্য করিতে পারেন না, এবং মিলন লাভ করিতেও সাধ্য নাই । যখন তাহার প্রশ্ন-পূরণ করিতে পারিলেন না, তখন আমার সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হইল, আমি তাঁহার ক্রন্দন ও দুঃখিত মন দেখিয়া জগদীশ্বরের পথে কটিবন্ধন করিলাম, পরে চারিটি প্রশ্নের সংবাদ তাহার নিকটে উপস্থিত করিয়াছি, এখন পঞ্চম প্রশ্নের সংবাদের জন্য কোহনেদার অনুসন্ধানে বাহির হইয়াছি, আর সকল ব্যক্তিকেই জিজ্ঞাসা করিতেছি, কেহই কোহনেদার সন্ধান দিতে পারে না, যদি তুমি কখন কোহনেদার সন্ধান শুনিয়া থাক, তবে আমাকে সেই সন্ধান দিলে আমার সঙ্গী হওয়াই হইবে ।

সেব্যক্তি অতি প্রাচীন ছিলেন; তিনি আপন পিতৃপুরুষদিগের মুখে শুনিয়াছিলেন যে, উত্তরদিকে জুল্‌মাৎ (অন্ধকারযুক্ত স্থান) আছে; তাহার বামদিকে বসতি আছে ; সে নগরে কোনব্যক্তি শব দেখে নাই, এবং কেহ কাহার জন্যে ক্রন্দনও করে না, আর সে নগরে কেহ কবরও দেখে নাই, ফলতঃ তিনি এই

সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। হাতেম্ বলিলেন, কোহনেদার দিকে আমার যাওয়াই শ্রেয়ঃ। সেব্যক্তি বলিলেন, কর্ণে শুনিয়া কিপ্রকারে যাইবে? আর তুমি একাকী কিরূপেই বা উপস্থিত হইবে? হাতেম্ বলিলেন, যিনি আমাকে এখানে আনিয়াছেন, তিনিই সেখানে উপস্থিত করিয়া দিবেন। পরে নগরকর্ত্তা হাতে-মের অগ্রে মুদ্রা রাখিলেন, হাতেম্ পাথেয়-উপযুক্ত মুদ্রা লইয়া অবশিষ্ট ভিক্ষুকদিগকে প্রদান-পূর্ব্বক গমন করিলেন।

করেকদিন পরে এক নগরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, সে নগরের কোনস্থানেই কবর নাই, জানিলেন যে, এই স্থানই হইবে। নগরের ভিতরে উপস্থিত হইলে, নগরবাসিরা হাতেম্‌কে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, হে বিদেশিন্! কোন্‌স্থান হইতে আসি-য়াছ? আর কোন্‌স্থান যাইবে? তিনি বলিলেন, শাহ্‌আবাদ হইতে আসিতেছি, কোহনেদায় যাইব। তাহারা বলিল, কোহ-নেদা অনেক দূরে আছে, তুমি সেখানে উপস্থিত হইতে পারিবে না। হাতেম্ বলিলেন, আমার পক্ষে জগদীশ্বর আছেন। তাহারা বলিল, হে যুবক! অদ্য রাত্রিতে এখানে থাক, হাতেম্ সেইস্থানে সুখে থাকিলেন, পরে দিন হইল। সেই নগরবাসি-দিগের মধ্যে একব্যক্তি পীড়িত ছিল, তাহার পরিবারেরা একত্র হইয়া তাহাকে ছেদন-পূর্ব্বক আপনাদিগের মধ্যে তাহার মাংস অংশ করিয়া লইল। হাতেমের সহিত যাহার সাক্ষাৎ হইয়া-ছিল, সেব্যক্তি আপন অংশের মাংস রন্ধন-পূর্ব্বক সন্ধ্যাকালে এক কুজা জল ও দুই রোটিকা মাংসের সহিত হাতেমের নিকটে আনিয়া বলিল, হে যুবক! খাও, এমন খাদ্য কখন খাও নাই। হাতেম্ বলিলেন, হে প্রিয়! পক্ষী কি চতুষ্পদ-জন্তু, যত খাদ্য আছে, সকলি খাইয়াছি; ইহা কোন্ জন্তুর মাংস? সে বলিল,

সমস্ত জন্তুর মাংস খাইয়া থাকিবে, কিন্তু ইহা মনুষ্যমাংস। হাতেম্ চিন্তিত হইয়া মনোমধ্যে বলিলেন, এ জাতিরা মনুষ্য-ভক্ষক, বোধকরি বিদেশিকে ছেদন করিয়া ভক্ষণ করে, আমাকেও ছেদন করিয়া আমার মাংস খাইবে, পরে সেব্যক্তিকে বলিলেন, হে প্রিয়! এ কি রীতি যে, পীড়িত বিদেশী ব্যক্তি তোমাদিগের নগরে আসিলে, তাহাকে ছেদন করিয়া তাহার মাংস খাও? সেব্যক্তি বলিল, হে বিদেশিন্! ঈশ্বরের নাম লও, আমরা মনুষ্যভক্ষক নহি যে, বিদেশিকে ছেদন করিয়া ভক্ষণ করি। হাতেম্ বলিলেন, তুমি স্বয়ং বলিলে যে ইহা মনুষ্য-মাংস, তবে কি অন্য কোনপ্রকারের মনুষ্য জন্মে যে, তাহার মাংস খাও? সেব্যক্তি কহিল, আমাদিগের নগরের এই রীতি যে, যেব্যক্তি আপন পরিবারদিগের মধ্যে পীড়িত হয়, তাহাকে ছেদন করিয়া তাহার মাংস ভক্ষণ করি, এবং পরিবারদিগকে তাহা অংশ করিয়া দিই, আর আমাদিগের নগরে কোনব্যক্তিই রোগে মরে না যে, তাহাকে কবর দিই। হাতেম্ বলিলেন, তোমাদিগের রীতিকে ধিক্! জগদীশ্বর দাতা, কখনও অরোগিব্যক্তিকে রোগ দেন, কখনও রোগিকে আপন কৃপায় অরোগী করেন। আপন হস্তে মনুষ্যকে ছেদন করা তোমাদিগের কি রীতি? তোমরা সকলেই অপরাধী, বৃথায় কত সহস্র সহস্র মনুষ্যকে হত্যা করিয়াছ, তোমাদিগের মুখ দেখা কর্ত্তব্য নহে। পরে হাতেম্ সেস্থান হইতে গাত্রোত্থান করিয়া প্রস্থান করিলেন। সমস্তরাত্রি পর্য্যন্ত প্রান্তরের দিকে গমন করিয়া সে নগরকে পরিত্যাগ করিলেন। যখন দিন হইল, তখন অত্যন্ত ক্ষুধা হওয়ায় একটি জন্তুকে মৃগয়া করিলেন, এবং চক্‌মকী হইতে অগ্নি উৎপত্তি করিয়া কাবাব প্রস্তুত করিলেন, তৎপরে হাতেম্ একটি ব্যাঘ্রকে দেখিতে পাইয়া বলি-

লেন, হে জগদীশ্বরের দাস! একটি মৃগের সমুদয় মাংস প্রস্তুত আছে, যদি ক্ষুধাযুক্ত থাক তবে তাহা খাও। ব্যাঘ্র মৃগমাংস ভক্ষণ-পূর্ব্বক হাতেম্‌কে প্রণাম করিয়া বনে প্রস্থান করিল। হাতেম্‌ও কাবাব ভক্ষণ-পূর্ব্বক গমন করিয়া এক পুষ্করিণীর নিকটে উপস্থিত হইলেন, তথায় জলপান-পূর্ব্বক জগদীশ্বরের আরাধনা করিয়া সেখান হইতে গমন করিলেন। প্রান্তরে ফল পাইলে তাহা ভক্ষণ করিতেন, যখন তাহা না পাইতেন, তখন মৃগয়া করিয়া তাহার মাংস খাইতেন। একদিন কাবাব ভক্ষণ করিয়া যাইতেছেন, অত্যন্ত তৃষ্ণা হইল, চতুর্দ্দিকে জল অন্বেষণ করিয়া পাইলেন না, কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া গেল। হঠাৎ বালুকাময় স্থান প্রকাশ হইলে হাতেম্ সন্তুষ্ট হইয়া ভাবিলেন, এস্থানে জল থাকিতে পারে, নিকটে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, বালুকাসমস্ত রহিয়াছে, অনুপায় হইয়া এক বৃক্ষতলে বসিলেন। একটি পক্ষী দৃষ্টিগোচর হইল; তাহার পক্ষসকল হরিদ্বর্ণ, তাহার দিকে গমন করিলেন। পক্ষী হাতেম্‌কে দেখিয়া উড়িয়া গেল, হাতেম্ তথায় উপস্থিত হইয়া একটি গর্ত্ত দেখিলেন, বর্ষার জলে তাহা পরিপূর্ণ ছিল, জলপান করিয়া জগদীশ্বরের আরাধনা-পূর্ব্বক গমন করিলেন।

কয়েকদিন পরে দূর হইতে একটি বসতি দৃষ্টিগোচর হইল; হাতেম্ তাহার দিকে যাইয়া দেখিলেন যে, এক প্রান্তরমধ্যে মনুষ্যসকল অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া তাহার চারিদিকে দাড়াইয়া আছে। হাতেম্ জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মনুষ্যসকল! এ কোন্‌ দেশ? আর তোমরা কে? কাষ্ঠ একত্র করিয়া বৃথা কেন দগ্ধ করিতেছ? মনুষ্যেরা বলিল, এখানে কিছু খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত হইতেছে না যে, তোমাকে দিই, একব্যক্তি মরিয়াছেন, তাঁহার স্ত্রী

তাঁহার সঙ্গে দগ্ধ হইতেছে। হাতেম্ বলিলেন, তোমরা শবকে কিজন্য মৃত্তিকাসাৎ কর নাই? আর স্ত্রীলোককে কিজন্য অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া তাহার পাপ আপনাদিগের স্কন্ধে লইতেছ? মনুষ্যেরা বলিল, হে যুবক! বোধ হয়, তুমি এদেশের নও, এদেশ হিন্দুস্থান, আর হিন্দুস্থানের এই রীতি যে, স্ত্রী আপন স্বামীর সঙ্গে দগ্ধ হইয়া থাকে। হাতেম্ বলিলেন, এ মন্দরীতি যে তোমরা মৃতের সঙ্গে জীবিতকে দগ্ধ করিতেছ। পরে হাতেম্ তাহাদিগের নিকট হইতে পৃথক্ হইয়া গ্রামের নিকটে আগমনপূর্ব্বক একব্যক্তির সমীপে জল চাহিলেন, সেব্যক্তি ক্ষুদ্র কলসিতে করিয়া দুগ্ধ ও দধি হাতেমের নিকটে আনয়ন-পূর্ব্বক বলিল, হে বিদেশিন্! দধি ও দুগ্ধ যাহা তোমার ইচ্ছা হয় পান কর। হাতেম্ দধি খাইয়া ক্ষণকাল বিশ্রামের পর দুগ্ধ চাহিলেন, সেব্যক্তি দুগ্ধে শর্করা মিশ্রিত করিয়া হাতেম্‌কে দিল আর বলিল, হে বিদেশিন্! আমার বাটীতে অন্ন প্রস্তুত আছে, যদি বল তবে আনি। হাতেম্ বলিলেন উত্তম; পরে মনোমধ্যে তাহার দয়ার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। অনন্তর সেই হিন্দু, অন্ন দুগ্ধ ও শর্করা আনয়ন-পূর্ব্বক হাতেমের অগ্রে রাখিয়া বলিল, ভোজন কর। হাতেম্ সমুদয় ভক্ষণ করিয়া সেই গ্রামে রাত্রি যাপন করিলেন। যখন দিন হইল, তখন সেই হিন্দু আসিয়া বলিল, হে বিদেশিন্! অন্ন প্রস্তুত আছে ভোজন কর, আর দুইতিনদিন থাক। হাতেম্ বলিলেন, হে হিন্দু! তোমার সাহসের প্রতি জগদীশ্বরের অনুগ্রহ হউক। সে বলিল, হে বিদেশিন্! আমি তোমার কি সেবা করিলাম, যদি দুইতিনদিন অবস্থান কর, তবে তোমার সেবা করি। হাতেম্ বলিলেন ভাল, যদি তোমার এরূপ অভিলাষ, তবে অবস্থান করিতেছি।

অনন্তর হিন্দু খট্টা আনিয়া তাহার উপরে শয্যা পাতিত করিল এবং নানাপ্রকার খাদ্য পাক করিয়া হাতেমের নিকটে আনিল। হাতেম্ বলিলেন, হিন্দুস্থানের খাদ্য কখনো খাই নাই, কখনো দেখিও নাই। পরে হাতেম্ তাহার সুব্যবহারের ও ভদ্রতার প্রশংসা করিয়া বলিলেন, হিন্দুস্থান উত্তম উদ্যানের ন্যায় আছে, কিন্তু তোমাদিগের নগরের এই কুরীতি যে, জীবিতা স্ত্রীকে শবের সঙ্গে দগ্ধ করে, এবং শবকেও অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া থাকে, ইহা ভাল নহে। সে বলিল, হে বিদেশিন্! সত্য বলিলে, কিন্তু স্ত্রীপুরুষের মধ্যে অত্যন্ত প্রেম ও ভাব হইয়া থাকে, তাহাতে একব্যক্তি মরিলে একব্যক্তির জীবিত থাকায় অত্যন্ত কষ্ট। আর আমরা দৌরাত্ম্য করিয়া স্ত্রীলোককে দগ্ধ করি না, সে ইচ্ছাপূর্ব্বক আপনাকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করে, যদি কিছুদিন তুমি থাক তবে তোমাকে তাহা দেখাইব।

সেই গ্রামের কর্ত্তা পীড়িত ছিলেন, দুইতিনদিন পরে হঠাৎ তাঁহার মৃত্যু হইল। তাঁহার চারিটি স্ত্রী ছিল, তন্মধ্যে প্রধানা স্ত্রীর দুইতিনটি সন্তান সন্ততি ছিল, অপরস্ত্রীদিগের সন্তান সন্ততি ছিল না। যখন তাঁহার শবকে বাহির করিল, তখন তাঁহার স্ত্রীরা রঞ্জিত-বস্ত্র ও অলঙ্কার পরিধানে সজ্জিতা হইয়া গলদেশে মালাধারণ-পূর্ব্বক তাম্বুল ভক্ষণ করিতে করিতে বহির্গতা হইলে সমস্ত পরিবারেরা তাহাদিগের পদতলে পতিত হইয়া বিনয়-পূর্ব্বক বলিল, তোমাদিগের পুত্র আছে, তোমাদিগের দাহ হওয়া ভাল নহে। তাহারা কাহারো কথা শুনিল না, হাতেম্ও তাহাদিগের নিকটে যাইয়া বলিলেন, হে পরীমুখীরা! তোমরা যে গৃহ হইতে বাহিরে আসিলে, তোমাদিগের লজ্জা করা আবশ্যক। তাহারা এ কথায় হাস্য করিয়া বলিল, হে যুবক! তোমার লজ্জা হইতেছে না যে,

চক্ষু উত্তোলন করিয়া আমাদিগকে দেখিতেছ? আমরা সকলেই মরিয়াছি। সে কি দিন ছিল, যেদিন তাঁহার সঙ্গে আমোদ আহ্লাদ করিয়াছি, এখন তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে, তাঁহা হইতে পৃথক্ থাকায় কি ফল? যাবজ্জীবন তাঁহার বিরহে দগ্ধ হইয়া একাকিনী থাকিতে হইবে, অতএব এককালে তাঁহার সঙ্গে দগ্ধ হইয়া বিরহ-অগ্নি হইতে নিস্তার পাই। আর এমন না হয় যে, সয়তানের প্রবঞ্চনায় পতিত হইয়া আমরা আপন স্বামীকে ভুলিয়া অন্য ব্যক্তির প্রতি দৃষ্টি করি, অতএব জীবিত থাকায় কি ফল? উচিত এই যে, আপন স্বামীর সঙ্গে দগ্ধ হইয়া সকল বিপদ্ ও চিন্তা হইতে পরিত্রাণ পাই। পরে হাতেমের কথা শ্রবণ না করিয়া পাগলের ন্যায় অলঙ্কারসকল আপন আপন দেহ হইতে ত্যাগপূর্ব্বক চতুষ্পার্শ্বে নিক্ষেপ করিয়া শবের সঙ্গে চিতার নিকটে উপস্থিত হইল, হাতেম্ তাহাদের সঙ্গে উপস্থিত থাকিয়া দর্শনপূর্ব্বক আক্ষেপ করিতেছিলেন। সেই স্ত্রীগণ চিতার মধ্যে শবকে নড়াইয়া হাস্য করিতে করিতে শবের চতুর্দ্দিকে বসিল, কেহ শবের মস্তককে আপন উরুদেশে এবং কেহ বা পদকে উরুদেশে রাখিল। মনুষ্যগণ পুনর্ব্বার তাহার উপর এমত কাষ্ঠ প্রদান করিল যে, অগ্নি আকাশ পর্য্যন্ত উঠিল। হাতেম্ ইহা দেখিয়া মনোমধ্যে বলিতেছিলেন যে, এক্ষণে ইহারা অগ্নি হইতে পলায়ন করিবে, কিন্তু স্ত্রীগণ হাস্য করিতে করিতে অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া ভস্ম হইল। হাতেম্ তাহাদের সৌন্দর্য্যের প্রতি আক্ষেপ এবং প্রণয়ের প্রশংসা করিতেছিলেন। যখন মনুষ্যগণ গৃহে আসিল, তখন সেই হিন্দু হাতেমের প্রতি বলিল, হে বিদেশিন্! দেখিলে ত স্ত্রীগণ স্বেচ্ছাপূর্ব্বক অগ্নিতে দগ্ধ হইল, প্রণয়ের রীতিই এই। হাতেম্ বলিলেন, সত্য বলিলে, কিন্তু উহা অপেক্ষা

স্বীয়-ধর্ম্মে বিরহ-অগ্নিতে যাবজ্জীবন দগ্ধ হওয়া বড় কঠিন, সে হিন্দু বলিল, তুমি যাহা বলিতেছ তাহা সত্য।

কিছুদিন পরে হাতেম্ বলিলেন, হে প্রিয়! আমাকে কোহ-নেদা যাইতে হইবে। সে বলিল, সে বহুদূরের পথ, তুমি তথায় উপস্থিত হইতে পারিবে না। হাতেম্ বলিলেন, যিনি আমাকে এখানে উপস্থিত করিয়াছেন, তিনিই তথায় উপস্থিত করিয়া দিবেন, পরে বিদায় হইয়া গমন করিলেন। সমস্ত হিন্দু-স্থানের গ্রামে গ্রামে মঞ্জেল মঞ্জেল গমন করিয়া উত্তরদিকে উপস্থিত হইলেন। হঠাৎ এক নগর দৃষ্টিগোচর হইলে, জগদীশ্ব-রের আরাধনা করিলেন, তদনন্তর সেই নগরের নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, মনুষ্যগণ একত্র হইয়া কলরব করিতেছে। হাতেম্ তাহাদের নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এরূপ কলরব করিবার কারণ কি? তাহাদিগের মধ্যে একজন বলিল যে, এই নগরের ভূস্বামীর কন্যার মৃত্যু হইয়াছে, ভূস্বামী এরূপ ইচ্ছা করিতেছেন যে, ঐ কন্যার সঙ্গে তাহার স্বামীকে মৃত্তিকাসাৎ করেন, সে স্বীকার করিতেছে না, ইহারই জন্য কল-রব হইতেছে। হাতেম্ বলিলেন, এ নগরের আশ্চর্য্য রীতি, পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের ভূস্বামী কোন্‌ব্যক্তি? এবং কো-থায় আছেন? তাহারা ভূস্বামীকে দেখাইয়া দিল। হাতেম্ তাঁহার নিকটে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের এ কি রীতি যে, জীবিতব্যক্তিকে শবের সহিত ভূমিগত কর? আর এব্যক্তি ইহা-তে সম্মত হইতেছে না, তোমরা ইহাকে দৌরাত্ম্যদ্বারা মৃত্তিকা-সাৎ করিতেছ? আর ঈশ্বরকে ভয় করিতেছ না। তিনি বলিলেন, হে যুবক! তোমার ন্যায় এই বিদেশীও এ নগরে আসিয়াছিল, আর আমার নগরের এই রীতি আছে যে, যেপর্য্যন্ত কন্যা কি

পুত্র যুবা না হয়, সেপর্য্যন্ত ইচ্ছাক্রমে তাহাদিগের বিবাহ দিই না। যখন যুবা হইয়া একজন অন্যজনের প্রতি আসক্ত হয়, তখন তাহাদিগের উভয়কে এইরূপ প্রতিজ্ঞা করাই যে, যদি তোমাদিগের উভয়ের মধ্যে একজনের মৃত্যু হয়, তবে অন্যব্যক্তিকে তাহার সঙ্গে মৃত্তিকাগত হইতে হইবে। যখন দুইজনে ইহা স্বীকার করে, তখন তাহাদিগের বিবাহ দিই, আর এ যুবা আমাদিগের রীতি দেখিয়াছিল, পরে এ আমার কন্যার প্রতি আসক্ত হয়, যখন ইহাদিগের উভয়ের অত্যন্ত প্রণয় হইল, তখন ইহাদিগকে বিচারকের নিকটে লইয়া গিয়া প্রণয়ের কথা বলিলাম। বিচারক বলিলেন, হে যুবক! এ নগরের এই রীতি যে, স্ত্রীর মৃত্যু হইলে স্বামীকে তাহার সঙ্গে কবর দেয়, আর স্বামীর মৃত্যু হইলে স্ত্রীকে তাহার সঙ্গে কবর দেয়। ইহারা উভয়ে এই কথা স্বীকার করিল, পরে এই যুবার সঙ্গে এই কন্যার বিবাহ দিলাম। আমরা দৌরাত্ম্য করিয়া কাহাকেও কবর দিই না, যদি এব্যক্তিকে বন্ধন করিয়া কবর দিই তবে দৌরাত্ম্য করা হয়, হে বিদেশিন্! তুমি এব্যক্তিকে বল, কিজন্য এ আপন অঙ্গীকার পালন করিতেছে না। হাতেম্ সেই যুবার নিকটে আসিয়া বলিলেন হে প্রিয়! তুমি কিজন্য আপন অঙ্গীকার পালন করিতেছ না? কতদিন বাঁচিবে? পরিশেষে মৃত্যু-সরবৎ পান করিতেই হইবে। সেব্যক্তি বলিল, হে প্রিয়! তুমিও কি ইহাদিগের সঙ্গী? তুমি আপন দেশের রীতি বল, হাতেম্ বলিলেন, কি বলিব? তুমি যাহা অঙ্গীকার করিয়াছ, পালন কর। সে বলিল কখনই তাহা আমার দ্বারা হইবে না। হাতেম্ যখন দেখিলেন যে, যেপর্য্যন্ত সেব্যক্তি কবরমধ্যে না যায়, সেপর্য্যন্ত তাহারা শবকে মৃত্তিকাসাৎ করিবে না, তখন আপন ভাষায় সেই ব্যক্তিকে বলিলেন, আমি তোমা-

কে কবর হইতে বাহির করিব, সম্প্রতি তুমি কবরমধ্যে যাও, নতুবা কোনমতেই ছাড়িবে না। সেব্যক্তি বলিল, হে বিদেশিন্! তোমার বাহির করিবার পূর্ব্বে আমি কিরূপে জীবিত থাকিব? হাতেম্ উপস্থিত ব্যক্তিদিগের প্রতি বলিলেন, হে প্রিয়সকল! এব্যক্তি বলিতেছে যে, আমার নগরের এই রীতি যে, কবরকে কুঠরীর ন্যায় প্রস্তুত করে, এ কবর ক্ষুদ্র ও অন্ধকারযুক্ত, যদি আমার নগরের ন্যায় কবর করে তবে আপন ইচ্ছায় কবরে প্রবেশ করি। তাহাদিগের কর্ত্তা কহিলেন, একথা বিচারকের আজ্ঞার অধীন। পরে সকলে একত্র হইয়া বিচারকের নিকটে প্রকাশ করিল যে, এব্যক্তি কোনমতেই কবরে যাইতে সম্মত নহে, কিন্তু এ, এরূপ বলিতেছে যে, যদি আমার দেশের ন্যায় কবর প্রস্তুত করে, তবে স্বীকার করি। বিচারক বলিলেন, ইহার দেশে কিপ্রকারের কবর হয়? হাতেম্ বলিলেন, কুঠরীর ন্যায়, তাহাতে কয়েকব্যক্তি বসিতে ও শয়ন করিতে পারে। বিচারক ক্ষণকাল পরে বলিলেন, যাও যাহা সে বলিতেছে, তাহাই করা কর্ত্তব্য, তাহা হইলে সে আপন ইচ্ছায় কবরমধ্যে প্রবেশ করিবে, এবং তাহার প্রতি আমাদিগের দৌরাত্ম্য করাও হইবে না।

তৎপরে তাহারা বিচারকের কথিতানুযায়ী কুঠরীর ন্যায় কবর নির্ম্মাণ করিলে সেব্যক্তি হাতেম্‌কে বলিল, এক্ষণে আমি সম্মত হইয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক কবরে যাইতেছি। পরে তাহারা সেইব্যক্তিকে কবরের মধ্যে রাখিয়া প্রস্তরদ্বারা কবরের দ্বাররোধ-পূর্ব্বক তাহাতে কর্দ্দম দিল, এবং আলোক-প্রবেশ হইবার জন্য একটি প্রণালী (মুরী) রাখিল, আর সেই সকল মনুষ্যেরা আপনাদিগের নগরে প্রত্যাগমন না করায় হাতেম্ তিনদিন পর্য্যন্ত সুযোগ পাইলেন না, যখন চতুর্থরাত্রিতে তাহারা আপন আপন

বাটীতে আসিয়া নিদ্রা গেল, তখন হাতেম্ গাত্রোত্থান-পূর্ব্বক কবরের নিকটে আসিলেন।

এদিকে সেব্যক্তি কবরের মধ্যে থাকিয়া হাতেমের প্রতি কটু-কথা প্রয়োগপূর্ব্বক মনোমধ্যে বলিতেছিল যে, সে বিদেশী মিথ্যা-বাদী প্রতারণাদ্বারা আমাকে কবরমধ্যে রাখিয়া গেল। চতুর্থ-দিনের রাত্রিকালে সেব্যক্তি ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতর হইয়া নিদ্রাগেলে হাতেম্ ঐ কবরের প্রণালীতে (মুরীতে) নিজমুখ রাখিয়া বলি-লেন, হে যুবক ! সম্প্রতি তোমাকে বাহির করিবার নিমিত্ত আ-সিয়াছি, যদি তুমি জীবিত থাক, উত্তর দাও। সে যুবা কিছু উত্তর দিল না, হাতেম্ অনুমান করিলেন যে সেব্যক্তি মরিয়া গিয়াছে, কেননা যদি জীবিত থাকিত, তবে উত্তর দিত, বৃথা কর্দ্দম ও প্রস্তরকে দূর করা, যদি সে মৃত বহির্গত হয়, তবে কি ফল হইবে। পুনর্ব্বার হাতেমের মনে উদয় হইল যে, তিনবার ডাকিয়া দেখা উচিত, যদি জীবিত থাকে তবে উত্তর দিবে, নতুবা আমি আপন দোষ হইতে নিস্তার পাইব। পরে পুনর্ব্বার ডা-কিলেন, হে যুবা ! আমি সেই বিদেশী, পূর্ব্বে তোমার সঙ্গে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, যদি জীবিত থাক তবে উত্তর দাও। সে কিছু উত্তর দিল না, তিনি মনোমধ্যে নিশ্চয় করিলেন যে, যুবা মরিয়া গিয়াছে, অত্যন্ত আক্ষেপ করিয়া তৃতীয়বার উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, হে যুবক ! যদি জীবিত থাক, তবে উত্তর দাও, নতুবা প্রলয়পর্য্যন্ত কবরে থাকিবে, আর আমি আপন দোষ হইতে নিস্তার পাই-লাম। সেব্যক্তি শুনিতে পাইল যে কেহ ডাকিতেছে, গাত্রো-ত্থান-পূর্ব্বক মুরীর নিকটে আসিয়া বলিল, তুমি কে ? তুমি কি সেই বিদেশী যে আমার সঙ্গে অঙ্গীকার করিয়াছিলে ? হাতেম্ যখন তাহার কথা শুনিতে পাইলেন, তখন সেব্যক্তি জীবিত

আছে জানিয়া জগদীশ্বরের আরাধনা করিলেন, এবং প্রত্যুত্তর করিলেন যে, আমি সেইব্যক্তি বটি, পরে খঞ্জর-অস্ত্রদ্বারা দ্বার খনন করিয়া সে যুবাকে বাহির করিলেন, আর আপন সঙ্গে যে জল ও খাদ্য লইয়া গিয়াছিলেন, তাহা তাহাকে পানভোজন করাইলেন, যখন সে সুস্থ হইল, তখন হাতেম্ বলিলেন, হে যুবক! এক্ষণে যেখানে তোমার ইচ্ছা হয়, সেখানে যাও। যুবা বলিল আমার পাথেয় নাই, হাতেম্ স্থলী হইতে কয়েকটি মুদ্রা তাহাকে দিয়া বিদায় করিলেন, সে রাত্রিমধ্যেই পলায়ন করিল।

পরে হাতেম্ সেই কবরকে পূর্ব্বের ন্যায় করিয়া যেখানে নিদ্রা গিয়াছিলেন, সেই খানে আসিয়া নিশ্চিন্তরূপে নিদ্রা গেলেন। যখন প্রাতঃকাল হইল তখন সকল মনুষ্য জাগ্রত হইয়া খাদ্যদ্রব্য আনিল, হাতেম্ ভোজনের পর তাহাদিগের বিদায়কালে বলিলেন, আমাকে কোহনেদায় যাইতে হইবে, বহুকাল হইল, শাহ্‌আবাদ হইতে আসিয়া কোহনেদার সংবাদের জন্য যাইতেছি, তাহারা বলিল, হে যুবক! কোহনেদা নিকট বটে। একমাসকাল গমনের পর একটি নগর দেখা যাইবে, সেই নগর কোহনেদার অধিকার, ঐ কোহনেদার বৃত্তান্ত সেই নগরবাসিদিগের নিকটে জ্ঞাত হইবে। হাতেম্ তাহাদিগের নিকটে বিদায় হইয়া গমন করিতে উদ্যত হইলে তাহারা বলিল যখন দুইটি পথ দৃষ্টিগোচর হইবে, তখন দক্ষিণের পথে গমন করা উচিত, তাহাতে ভয় করিবে না।

পরে হাতেম্ দশদিন পর্য্যন্ত গমন করিলে দুইটি পথ দৃষ্টিগোচর হইল। হাতেম্ দক্ষিণদিকের পথ মনোমধ্যে বিস্মৃত হইয়া পূর্ব্বে মনুষ্যেরা বামদিকের যে পথে গমন করিতে নিষেধ করিয়াছিল, সেই পথে গমন করিলেন। চারিদিন পরে দেখিলেন

যে, বন হইতে হিংস্রজন্তু সকল পলাইয়া আসিতেছে, পরে হাতেম্ একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া মনোমধ্যে বলিতে লাগিলেন যে, বোধ করি ব্যাঘ্র এই সকল জন্তুর পশ্চাতে তাড়া দিয়া থাকিবে, তাহাতেই ইহারা পলাইয়া আসিতেছে। পরে হাতেম্ একটি বৃক্ষের উপরে আরোহণ করিয়া দেখিলেন যে, হস্তী ও অন্যান্য বৃহৎজন্তু সকল আসিতেছে, আর তাহাদিগের পশ্চাতে একটি ক্ষুদ্রজন্তু মস্তকের উপরে পুচ্ছ তুলিয়া আসিতেছিল, সে অতিভয়ঙ্কর-আকৃতি, তাহার চক্ষুঃ প্রদীপের ন্যায়। হাতেম্ ভীত হইয়া মনোমধ্যে বলিলেন, একি ভয়ঙ্কর বিপদ! ইহার ভয়ে সকল হিংস্রজন্তু পলায়ন করিয়া আসিতেছে! এ বিপদের নিকটে কিরূপে জীবিত থাকিব! পরে ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর করিয়া খঞ্জর-অস্ত্র হস্তে ধরিলেন। হঠাৎ সেই ভয়ঙ্কর জন্তু সেই বৃক্ষের তলে আসিল এবং মনুষ্যের আঘ্রাণ প্রাপ্তমাত্রে গর্জ্জন করিয়া লম্ফপ্রদানে হাতেমের নিকটে উপস্থিত হইল, আর নখের দ্বারা আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলে হাতেম্ অতিশীঘ্র খঞ্জর-অস্ত্রদ্বারা তাহার দুইহস্তে এরূপ আঘাত করিলেন যে, তাহা ছেদিত হইয়া ভূমিতে পতিত হইল, তাহাতে সেই জন্তু ক্রুদ্ধ হইয়া পুনর্ব্বার লম্ফপ্রদানে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল, হাতেম্ কটি হইতে খঞ্জর-অস্ত্র বাহির করিয়া তাহার উদরে আঘাত করিলেন, তাহাতে তাহার সমস্ত নাড়ী বাহির হইল, আর সে বিপদ ভূতলে পতিত হইয়া মূত্রত্যাগ-পূর্ব্বক পুচ্ছদ্বারা তাহা বৃক্ষে সেচন করিল, সেচন করিবামাত্র বৃক্ষ শুষ্ক হইয়া প্রান্তরে পড়িল, তাহাতে হাতেম্ আঘাতী হইলেন, এবং অনেকক্ষণ পরে সুস্থ হইয়া খঞ্জর-অস্ত্রদ্বারা তাহার চারিটি দন্ত, দুইটি কর্ণ ও পুচ্ছ ছেদনপূর্ব্বক গ্রহণ করিলেন।

ঐ চারিটি দন্তকে কটিদেশে বন্ধন করিয়া রাখিলেন, এবং কর্ণ আর পুচ্ছকে ভূগে রাখিয়া তথা হইতে গমন করিলেন।

পরে দূর হইতে একটি দুর্গ দেখা গেল, তাহার কার্ণিশ আকাশকে আক্রমণ করিয়াছিল, নিকটে আসিয়া তাহার দ্বারমুক্ত পাইলেন, তাহার মধ্যে অট্টালিকা ও বিপণিতে সহস্র সহস্ররূপ খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত ছিল, কিন্তু মনুষ্য ছিল না, হাতেম্ চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিক্ষেপপূর্ব্বক আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া মনোমধ্যে বলিলেন, কোন বিপদ এস্থানকে নির্লোক করিয়াছে, যখন অগ্রে গেলেন, তখনও কি মৃত কি জীবিত একব্যক্তিকেও দেখিতে পাইলেন না, বোধ করিলেন যে, সেই বিপদ এ নগরে আসিয়া থাকিবে, তাহাতে সকল লোক পলায়ন করিয়াছে। পরে হাতেম্ সেই দুর্গের নিকটে উপস্থিত হইলেন, সেই নগরের রাজা সপরিবারে তাহার ভিতরে ছিলেন, কয়েক জন ভৃত্য গবাক্ষে বসিয়াছিল, তাহারা হাতেম্কে দেখিয়া বলিল, বহুদিবস পরে এ নগরে বিদেশী আসিয়াছে, পরে রাজাকে সংবাদ দিল, রাজা বলিলেন, বিদেশীকে ডাক, সে এদিকে আসুক, ভৃত্য হাতেম্কে ডাকিল। হাতেম্ সেই গবাক্ষের নিকটে আসিলেন, রাজা গবাক্ষ হইতে মুখ বাহির করিয়া নমস্কার করিলে হাতেম্ প্রতিনমস্কার করিলেন। পরে রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি কোন্স্থান হইতে আসিতেছ? হাতেম্ বলিলেন, আমি এমন্নিবাসি, সম্প্রতি শাহ্আবাদ হইতে আসিতেছি, কোহনেদায় গমনের বাসনা রাখি। রাজা বলিলেন, পথ ভুলিয়া আসিয়াছ, দক্ষিণদিকের পথই কোহনেদার পথ ছিল, তুমি বামদিকের পথে আসিয়াছ, বোধ হয় তোমার মৃত্যুই তোমাকে এখানে আনিয়াছে। হাতেম্ বলিলেন, যদি জগদীশ্বরের এরূপ ইচ্ছা হয়, তবে আমি ইহাতে সম্মত আছি, সম্প্রতি

আপনি আপন বৃত্তান্ত বলুন, আপনাকে বড়লোক বোধ হইতেছে, আপনি কে? এস্থানে আসিয়া কিজন্য বদ্ধ আছেন? রাজা বলিলেন আমি এই নগরের রাজা, আমার নগরে এক বড় বিপদ আছে, তাহাতেই সমস্ত প্রজা ও সৈন্য সকল পলায়ন করিয়াছে, কি করি, কাহারো দ্বারা সে বিপদের ঔষধ হইতেছে না, তাহার নাম সংসারছুল্‌আতস্‌জন্ জন্তু; ব্যাঘ্র, হস্তী, তরক্ষু, (হেড়োল) গাণ্ডার ও অন্যান্য জন্তু তাহার ভয়ে পলায়ন করে, সে সকল জন্তুর উপরেই জয়ী, সকললোক অনুপায় হইয়া স্বপরিবারে অন্যদিকে গমন করিয়াছে, আমি লজ্জা ও মানের জন্য এস্থানে রহিয়াছি, পলায়ন করিবার ক্ষমতা নাই এবং এরূপ ক্ষমতাই নাই যে, যুদ্ধ করিয়া তাহাকে ছেদন করি, অনুপায় হইয়া জগদীশ্বরের প্রতি নির্ভর-পূর্ব্বক বসিয়া আছি। হাতেম্ বলিলেন, সে কি বিপদ? সে কি দৈত্য? রাজা বলিলেন, সে সংসারছুল্‌আতস্‌জন্, কোহনেদা হইতে আসিয়া আমার নগরকে উচ্ছিন্ন করিয়াছে, প্রতিদিন যে সময় সে আইসে সে সময় দুইশত মনুষ্যকে ছেদন করে, কিন্তু এই দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করে নাই, যেহেতু দুর্গের চতুষ্পার্শ্বে জল পরিপূর্ণ আছে, যখন সে লম্ফ দেয়, তখন এ দুর্গের কার্ণিশপর্য্যন্ত উঠে, পুনর্ব্বার ভূমিতে পতিত হয়, এইরূপে প্রতিদিন সে যুদ্ধ করে। পরে হাতেম্ তাঁহাকে এইরূপ সুসংবাদের কথা বলিলেন যে, আমি তোমার সেই শত্রুকে ছেদন করিয়াছি, বনের মধ্যে অমুকস্থানে আমার সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তাহার মৃত্যু আমার হস্তে থাকাপ্রযুক্ত কোনপ্রকারে ছেদিত হইয়াছে, এই জন্যই আমি দক্ষিণদিকের পথ বিস্মৃত হওয়ায় জগদীশ্বর আমাকে বামদিকের পথে আনিয়াছেন, এই বলিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। রাজা এই সুসংবাদ শ্রবণে

দুর্গ হইতে নীচে আসিয়া হাতেম্‌কে তাহার ভিতরে লইয়া গেলেন, এবং সমাদরে বসাইলেন, পরে ভৃত্যেরা ফল ও খাদ্য এবং জল আনিয়া হাতেম্‌কে ভোজন করাইল। ভোজনের পর রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, কিপ্রকারে সে বিপদ ছেদিত হইল? হাতেম্‌ তাহার দন্ত ও কর্ণ বাহির করিয়া দেখাইলেন, রাজা হাতেম্‌কে আলিঙ্গনপূর্ব্বক তাঁহার পদতলে পতিত হইলেন, হাতেম্‌ তাঁহাকে তুলিয়া লইয়া বিনয় করিতে লাগিলেন। পরে রাজা পত্র লিখিয়া আপন ভৃত্যদিগের হস্তে প্রদান-পূর্ব্বক বলিলেন যে, চতুর্দ্দিকে যাইয়া মনুষ্যদিগকে এ সংবাদ দাও। হাতেম্‌ একদিন তথায় অবস্থান-পূর্ব্বক বিদায় চাহিয়া বলিলেন, হে রাজন্‌! আপনার একটি লোক আমার সঙ্গে দিউন, সে আমাকে কোহনেদার পথ দেখাইয়া দেয়। রাজা বলিলেন, হে যুবক! এ নগরের মনুষ্যকে তুমি আপনারই জ্ঞান কর, সম্প্রতি এ নগর তোমার অনুগ্রহতেই লোকময় হইল, আমি আপন কন্যাকে তোমার দাসীর জন্য দিতেছি, তুমি কোথায় যাইবে? হাতেম্‌ বলিলেন, হে রাজন্‌! যেপর্য্যন্ত জগদীশ্বরের দাসদিগের কর্ম্ম নির্ব্বাহ না করি এবং বরজখ্‌-বণিকের কন্যার নিকটে কোহনেদার সংবাদ না দিই, সেপর্য্যন্ত সংসারের আমোদ হইতে আপনাকে স্থগিত রাখিয়াছি। রাজা হাতেমের সাহসের প্রশংসা করিয়া একব্যক্তিকে তাঁহার সঙ্গে দিলেন, আর অধিকমূল্যের অনেক রত্ন হাতেমের নিকটে আনিলেন, হাতেম্‌ তাহা স্বীকার না করিয়া রাজার নিকটে বিদায় গ্রহণে গমন করিলেন।

কয়েকদিন পরে দুইটি পথের উপরে উপস্থিত হইলেন; সঙ্গীলোক বলিল, হে যুবক! কোহনেদার এই পথ, হাতেম্‌ আশীর্ব্বাদ-পূর্ব্বক সেখান হইতে বিদায় হইয়া কোহনেদার দিকে গমন

করিলেন । দশদিন পরে একটি নগর দৃষ্টিগোচর হইল ; যখন সে নগরে উপস্থিত হইলেন, মনুষ্যেরা হাতেম্‌কে ধৃত করিয়া নগরের বিচারকের নিকটে লইয়া গেল । বিচারক শয্যা হইতে গাত্রোত্থান-পূর্ব্বক সমাদরে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে প্রিয়! কোথা হইতে আসিতেছ ? এ নগরে কখন বিদেশী আইসে নাই, কিন্তু শুনিয়াছি, সেকন্দরবাদশাহ কয়েক ব্যক্তিকে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিলেন, এক্ষণে তুমি আসিয়াছ, ইহার কারণ কি ? হাতেম্ বলিলেন, বরজখ্-বণিকের কন্যা হোসনবানু আমাকে কোহনেদার সংবাদের জন্য পাঠাইয়াছে, আমি পথে অত্যন্ত কষ্টসহ্য করিয়া আসিয়াছি, যদি কোহনেদার বৃত্তান্ত আমাকে বিদিত করাও, তবে উত্তম অনুগ্রহ করা হয়, আমি পথের অনেক ক্লেশ সহ্য করিয়া তাহার বৃত্তান্ত জানিতে প্রার্থনাবান্ আছি । নগরকর্ত্তা বলিলেন, কোহনেদার বৃত্তান্ত বর্ণন করা যায় না, কিছুদিন এ নগরে থাক, তবেই জানিতে পারিবে । হাতেম্ বলিলেন, উত্তম, পরে হাতেম্‌কে এক উত্তম স্থানে রাখিয়া খাদ্য ও জল প্রদান-পূর্ব্বক সেবা করিতে লাগিলেন, হাতেম্ তাঁহার সংসর্গে থাকিয়া সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন ।

একদিন হাতেম্ দুইশত লোকের মধ্যে বসিয়া বলিলেন, কোহনেদা কোথায় ? তাহারা দেখাইয়া বলিল, ঐ কোহনেদা, যাহার মস্তক আকাশকে আক্রমণ করিয়াছে, উহা হইতে শব্দ আইসে । এইরূপ কথোপকথন হওয়ায় হাতেম্ সেই পর্ব্বতের দিকে দেখিতে লাগিলেন, হঠাৎ এরূপ এক শব্দ আসিল যে " হে হামির্ যারের পুত্র ! " সেই সুন্দর যুবা তাঁহাদিগের মধ্যে বসিয়াছিল, শব্দ আসিবামাত্র নীরব হইয়া গাত্রোত্থান-পূর্ব্বক বলিল, হে ভাই ! হে ভাই ! নিশ্চয় যাইতেছি, পরে কোহনেদার দিকে মুখ

করিল। পরে তাহার পরিবারদিগের নিকটে এরূপ সংবাদ গেল যে হামিরকে ডাক হইয়াছে, সে কোহনেদার দিকে যাই-তেছে। তাহাতে সমস্ত পরিবার দ্রুতবেগে হামিরের নিকটে আসিয়া দেখিল যে তাহার মুখ রক্তবর্ণ হইয়াছে, তাহারা তা-হার চতুষ্পার্শ্বে দাঁড়াইল, সে যুবা পর্ব্বতের দিকে অতিবেগে যাইতেছিল। হাতেম্ বলিলেন, হে প্রিয়সমস্ত! এ যুবার কি হইল যে পাগলের ন্যায় যাইতেছে? কিছু বলিতেছে না, তাহারা বলিল, কোহনেদা হইতে এই শব্দ আসিয়াছে যে, হামির্ শীঘ্র আইস। হাতেম্ বলিলেন উহাকে কে ডাকিয়াছে বল, তাহারা বলিল, ইহার বৃত্তান্ত আমাদিগের নিকটে কি তোমার নিকটে প্রকাশ হইবে না, আর আমরা জানিও না. তুমি ঐ যুবাকে জি-জ্ঞাসা কর, হাতেম্ দ্রুতবেগে যাইয়া তাহার হস্তধারণ-পূর্ব্বক বলিলেন, হে ভাই! ইহা প্রণয়ের রীতি নয় যে তুমি কোন কথা বলিতেছ না, বল তোমাকে কে ডাকিয়াছে? আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া কোথায় যাইতেছ? যদি বল তবে আমিও তোমার সঙ্গী হই। হাতেম্ এইরূপে অনেক বলিলেন, সে কিছু উত্তর না দিয়া তাঁহার হস্ত হইতে আপন হস্ত ছাড়াইয়া বায়ুর ন্যায় গমনে পর্ব্বতের নীচে উপস্থিত হইল। হাতেম্ তাহার পশ্চাতে ধাবমান হইলেন; যখন কোহনেদায় উপস্থিত হইতে অর্দ্ধেকপথ অবশিষ্ট ছিল, তখন পর্ব্বত হাতেমের দৃষ্টি হইতে অদৃশ্য হইয়া গেল। হাতেম্ সেই পর্ব্বতের দিকে অনেক দেখিলেন, কিন্তু তাহার কোন চিহ্ন দেখিতে পাইলেন না, কেবল নানাবর্ণের প্রস্তর দে-খিতে পাইলেন, হাতেম্ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তথায় রহিলেন, তদনন্তর তাহার বিরহে নতশিরে প্রত্যাগমন করিলেন।

আর সেই যুবার পরিবারেরা পর্ব্বতের নীচে আসিয়া তিনদিবা-রাত্রি বারবার তাহার উপরে গতায়াত করিতে লাগিল, পরে নগরে আসিয়া কিছুমাত্র শোক দুঃখ করিল না, এবং অন্ন প্রস্তুত করিয়া দরিদ্রদিগকে ভোজন করাইল, পরে সন্তোষরূপে আপন আপন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইল। হাতেম্ বলিলেন, হে ভ্রাতৃসমস্ত! তোমরা কিছু জানিতে পারিলে না, যে, সে যুবা কি হইল? তাহারা বলিল তুমিও উপস্থিত ছিলে, যাহা তুমি দেখিলে, আমরাও তাহা দেখিলাম, হাতেম্ সেই যুবার জন্য ক্রন্দন করিয়া আক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তাহারা হাতেম্‌কে বলিল, ইহা আমাদিগের দেশের রীতি নয় যে, কেহ কাহারো জন্য ক্রন্দন করে, যদি তুমি এদেশে কিছুদিন থাকিবার ইচ্ছা রাখ, তবে আমাদিগের সঙ্গী হও, নতুবা নগর হইতে বাহির করিয়া দিব। হাতেম্ নিরুপায় হইয়া রোদন করিতে ক্ষান্ত হইলেন, এবং মনোমধ্যে সেই যুবার জন্য শোক করিয়া কালযাপন করিতে লাগিলেন। পুনর্ব্বার তাহারা বলিল, হে হাতেম্! তুমি কি নিমিত্ত-চিন্তিত আছ? যাহা দেখিলে তাহাই কোহনেদার সংবাদ। হাতেম্ বলিলেন, আমি কি দেখিলাম, কিছুই জানিতে পারিলাম না, সমুদায় বৃত্তান্ত না জানিলে হোসন্‌বানুকে কি উত্তর দিব।

হাতেম্ সেই নগরে ছয়মাস গত করিলেন; ঐ ছয়মাসের মধ্যে একাদশজন লোক এইরূপে গেল, হাতেম্ গমনকারিদিগকে ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিতেন, কোনব্যক্তিই উত্তর দিত না, তাহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া থাকিতেন। তথাকার লোকদিগের মধ্যে হাতেম্ নামে একব্যক্তি ছিল, তাহার সঙ্গে হাতেমের অত্যন্ত প্রণয় হইয়াছিল, দিবারাত্রি একত্র থাকিতেন। একদিন দুইজনে বসিয়া প্রণয়ের কথোপকথন করিতেছিলেন, অন্যান্য ব্যক্তিরা

চতুষ্পার্শ্বে বসিয়া হাস্য করিতেছিল, হঠাৎ পর্ব্বত হইতে শব্দ উঠিল, সেই হাতেম্ নামক যুবা "হে ভাই হে ভাই" বলিয়া কোহনেদার দিকে মুখ করিল, আর তাহার পরিবারদিগের নিকটে এরূপ সংবাদ গেল যে হাতেম্কে ডাক হইয়াছে, সকলে একত্র আসিয়া তাহার চতুষ্পার্শ্বে বসিল। তয়পুত্র-হাতেম্ বুঝিলেন যে এব্যক্তিও সেইরূপে যাইবে, তাহার সঙ্গে অত্যন্ত প্রণয় থাকা প্রযুক্ত হাতেম্ মনোমধ্যে আক্ষেপ করিয়া বলিতে লাগিলেন যে, এব্যক্তিও আমাকে ত্যাগ করিয়া চলিল, আমিও এ যুবার সঙ্গে পর্ব্বতে যাইয়া যেখানে এ যাইবে সেইখানে যাইব, তাহাতে আমার ভাগ্যে যাহা হইবার তাহাই হইবে। এ যুবার সঙ্গে আমার গমন করা ও পর্ব্বতের বৃত্তান্ত জানা আবশ্যক। পরে হাতেম্ও শীঘ্র কটিবন্ধন-পূর্ব্বক পর্ব্বতের দিকে দ্রুতগমনে সেই নগরবাসি হাতেমের হস্ত ধরিয়া বলিলেন, হে ভাই! তোমার একি অবস্থা হইল? আর কে তোমাকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে? তুমি কোথায় যাইতেছ? সে কোন উত্তর দিল না, হাতেম্ বলিলেন, হে নির্দ্দয়! এ কেমন প্রণয়? কিছুদিন আমাকে আপনার সংসর্গে সন্তোষে রাখিয়া অত্যন্ত প্রণয়-প্রকাশ করিলে, সম্প্রতি বাক্যালাপও করিতেছ না, কিন্তু একবার বল তোমাকে কোন্ব্যক্তি টানিয়া লইয়া যাইতেছে? তুমি কোথায় যাইতেছ? সে কোন উত্তর না করিয়া হাতেমের হস্ত হইতে আপন হস্তকে টানিতে লাগিল, হাতেম্ তাহার দুইটি হস্তই ধরিয়াছিলেন, সে এমন বল করিল যে, হাতেমের হস্ত হইতে আপন হস্তকে ছাড়াইল, হাতেম্ ভূমিতে পতিত হইলেন, আর সে যুবা পর্ব্বতের দিকে গমন করিল। হাতেম্ তাহার পশ্চাতে ধাবিত হইয়া পর্ব্বতের উপরে উপস্থিত হইলেন এবং লম্ফ-

প্রদানে আপন দুইহস্তদ্বারা তাহার কটিদেশকে এমন দৃঢ়রূপে ধরিলেন যে, সে ছাড়াইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াও কৃত-কার্য্য হইতে পারিল না, হাতেম্ তাহার কটিদেশ ধরিয়া লুণ্ঠিত হইয়া যাইতে লাগিলেন, সে যুবা পর্ব্বতের উপরে গেল, হাতেম্ কোনমতেই তাহার কটিদেশকে ত্যাগ করিলেন না, যখন সে সেই পর্ব্বতের মস্তকের উপরে গেল, তখন একটি গবাক্ষ প্রকাশ হইল, সে গবাক্ষের নিকটে আসিল এবং হাতেম্ও আসিলেন। যখন সেই যুবা ও হাতেম্ দুইজনে মনুষ্যদিগের দৃষ্টির অগো-চর হইলেন, তখন তাহারা অনুপায় হইয়া আপনাদিগের নগরে প্রত্যাগমন করিল, আর হাতেমের নিমিত্ত আক্ষেপ করিয়া নগ-রের বিচারকের নিকটে সংবাদ দিল যে, সেই বিদেশীও আমা-দিগের হাতেমের সঙ্গে পর্ব্বতের উপরে গমন করিয়া আমা-দিগের দৃষ্টির অগোচর হইলেন। বিচারক ক্রোধান্বিত হইয়া বলি-লেন, হে নির্ব্বোধগণ! অদ্যপর্য্যন্ত কেহ বিনা আহ্বানে পর্ব্বতে যায় নাই, তোমরা তাহাকে কিজন্য ছাড়িয়া দিলে? সে বিদে-শীর হত্যাপরাধ তোমাদিগের স্কন্ধে রহিবে। তাহারা বলিল আমরা অনেক বারণ করিলাম, আমাদিগের কথা শ্রবণ না করিয়া তিনি বলিলেন যে এ আমার প্রাণের বন্ধু, ইহাকে একাকী ত্যাগ করা কর্ত্তব্য নয়, ইহার যে অবস্থা হইবে আমারো তাহা হইবে। পরে বিচারক সেই সকল মনুষ্যের মুদ্রাদণ্ড করিয়া তাহাদিগকে কারাবদ্ধ করিলেন। তাহারা অগত্যা দণ্ডিতমুদ্রা প্রদানে কারাগার হইতে মুক্ত পাইয়া আপন আপন বাটীতে আসিল, আর মনুষ্যদিগকে অন্ন ভোজন করাইল, কিন্তু হাতে-মের নিমিত্ত অনেক আক্ষেপ করিয়া বলিতে লাগিল যে, বড় আক্ষেপের বিষয় যে বিদেশী বিনা ডাকে পর্ব্বতের উপরে গে-

লেন, আর তাঁহার জন্য আমাদিগের ক্ষতি হইল, এবং তাঁহার নিমিত্ত অত্যন্ত শোক হইতেছে। নগরবাসিরা ও বিচারক এই-রূপে হাতেমের জন্য বিলাপ করিতে লাগিলেন।

এদিকে হাতেম্ তাহার কটিদেশ ধারণপূর্ব্বক পর্ব্বতোপরে যাইয়া দেখিলেন, একটি গবাক্ষ রহিয়াছে, উভয়ে গবাক্ষদ্বার দিয়া ভিতরে গেলেন। কিছু পথ যাইলে পর একটি বৃহৎপ্রান্তর দেখা গেল; যখন সেস্থানে উপস্থিত হইলেন, তখন হাতেম্ মনোমধ্যে বলিলেন, এক্ষণে এযুবার কটিদেশ ছাড়িয়া দিয়া দেখি এ কোথায় যায়, পরে তাহার কটিদেশ ছাড়িয়া দিয়া তাহার পশ্চাতে গমনপূর্ব্বক দেখিলেন, হরিদ্বর্ণভূমি রহিয়াছে। যখন দুইজন যুবা সেস্থানে উপস্থিত হইলেন, তখন হাতেম্ দেখিলেন হরিদ্বর্ণ তৃণসকল বাহির হইয়া রহিয়াছে, বোধ হইল, যেন কেহ হরিদ্বর্ণ শয্যা পাতিত করিয়াছে, আর সেই তৃণের মধ্যে একজন মনুষ্যের পরিমাণ ভূমি পরিষ্কার ছিল, সেই যুবা সে-স্থানে যাইবামাত্র পতিত হইয়া শয়ন করিল, তৎক্ষণাৎ তাহার হস্ত পদ দৃঢ় হইয়া গেল। হাতেম্ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া তাহার হস্তধারণপূর্ব্বক বলিলেন হে ভাই! আমাকে এপ্রান্তরে একাকী ত্যাগ করিলে! তোমার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব ছিল, এবং আমা-দিগের দুইজনের একই নাম ছিল, আমাকে আপন সঙ্গী কর, পরে তাহাকে শীঘ্র পীতবর্ণ হইতে দেখিয়া হাতেম্ রোদন করি-তে আরম্ভ করিলেন। এমন সময়ে সেই শবের নীচের ভূমি বি-দীর্ণ হওয়ায় সে যুবা তাহার মধ্যগত হইয়া গেল, হাতেম্ তাহার সঙ্গী হইতে উদ্যত হইলে, ঈশ্বরের ইচ্ছায় বিদীর্ণভূমি মিলিত হইয়া গেল। তৎক্ষণাৎ তথায় তৃণ বহির্গত হইল, হাতেম্ আশ্চ-র্য্যান্বিত হইয়া মস্তকে করাঘাত-পূর্ব্বক বলিলেন, হে প্রিয়!

কেন একাকী যাইতেছ? হঠাৎ অদৃশ্য হইতে এরূপ শব্দ হইল যে, "হে হাতেম্! তুমিও কি মরিবে" কিজন্য রোদন করিতেছ? রোদন করা বিফল, পরে হাতেম্ ভূমিষ্ঠমস্তকে জগদীশ্বরকে স্মরণ করিয়া বলিলেন, হে প্রিয়! তোমার সঙ্গে বিরহ হওয়া অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয়। পরে তিনি নিশ্চয় জানিলেন যে, এস্থানের মনুষ্যদিগের এইরূপই মৃত্যু, যখন ইহাদিগের মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন যম ইহাদিগকে ডাকে।

অনন্তর হাতেম্ সেস্থান হইতে প্রতিগমন-পূর্ব্বক নগর যাইতে ইচ্ছা করিয়া সমস্তদিন ভ্রমণ করিলেন, কিন্তু পথ পাইলেন না, এবং খাদ্যদ্রব্যও প্রাপ্ত হইলেন না, হাতেম্ প্রাণধারণে নিরাশ হইয়া বলিলেন, আমার মৃত্যু আমাকে এপর্ব্বতে আনিয়াছে। এইরূপে কয়েক ক্রোশপথ গমন করিলেন; পরে তরঙ্গময় একটি প্রকাণ্ড নদী প্রকাশ হইল, কিন্তু তাহার সীমা দেখা গেল না, তাহার তীরে উপস্থিত হইয়া দণ্ডায়মান হওত ভাবিলেন, এনদী হইতে কিপ্রকারে পার হইব? যদি জগদীশ্বর কোন উপায় করেন, তবে পার হইতে পারি। এইরূপ চিন্তা করিতেছিলেন, দূর হইতে নদীর মধ্যে একখানি নৌকা দৃষ্টিগোচর হইল; তাহাতে বিবেচনা করিলেন যে, কেহ নৌকা আরোহণে আসিতেছে। যখন নৌকা তীরে উত্তীর্ণ হইল, তখন তাহাতে কাহাকেও না দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, পরে জগদীশ্বরের আরাধনা করিয়া তাহাতে আরোহণ-পূর্ব্বক দেখিলেন, দুইখানি রোটিকা ও ভর্জ্জিতমৎস্য বস্ত্রাচ্ছাদনে নৌকামধ্যে রহিয়াছে, ক্ষুধিত ছিলেন খাদ্যের আঘ্রাণ প্রাপ্তে কাতর হইয়া বস্ত্রাচ্ছাদন মোচন করিলেন, পরে দুইখানি রোটিকা ও ভর্জ্জিতমৎস্য দর্শনে হস্ত উঠাইয়া মনোমধ্যে বলিলেন, বোধ করি নাবিক ইহা রাখিয়া

কোন কর্ম্মের জন্য যাইয়া থাকিবে, বায়ুদ্বারা নৌকা এদিকে আসিয়াছে ; ইহা অন্যের খাদ্য, ভোজন করা কর্ত্তব্য নহে। হঠাৎ জল হইতে এক বৃহৎমৎস্য মস্তক বাহির করিয়া বলিল, হে হাতেম্! এ রোটিকা ও ভর্জিত-মৎস্য তোমারি খাদ্য আছে, খাও, পরে মৎস্য জলমগ্ন হইলে, হাতেম্ সন্তুষ্টমনে রোটিকা ও ভর্জিতমৎস্য ভক্ষণ-পূর্ব্বক জলপান করিলেন। হঠাৎ বায়ু বহিতে লাগিল, তাহাতে নৌকা তীরের ন্যায় যাইতে লাগিল। তিনদিন পরে নৌকা তীরে উত্তীর্ণ হইলে হাতেম্ জগদীশ্বরের মহিমার প্রতি ধন্যবাদ-প্রদানে নৌকা হইতে অবরোহণ করিয়া মনোমধ্যে ভাবিলেন, সম্প্রতি সে নগরের পথ কোথায় পাইব যে, তথায় যাইয়া সে যুবার বৃত্তান্ত সেই সমস্ত মনুষ্যদিগের নিকটে বলিব। এইরূপে সাতদিন সাতরাত্রি গত হইল ; হাতেম্ ক্ষুধাতৃষ্ণায় যাইতেছিলেন, বালুকাভিন্ন অন্য কিছু দেখিলেন না। সাতদিন পরে একটি পরিষ্কার বৃহৎ পর্ব্বত দেখিতে পাইয়া তাহার দিকে গমন করিলেন। তিনদিন পরে তাহার নিকটে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, সমস্ত প্রস্তর হইতে রক্ত বাহির হইতেছে, হাতেম্ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন একি আশ্চর্য্য পর্ব্বত! এ পর্ব্বতের ও প্রস্তরের বৃত্তান্ত কাহাকে জিজ্ঞাসা করি! পরে পর্ব্বতের উপরে উপস্থিত হইয়া একটি প্রকাণ্ড প্রান্তর দেখিতে পাইলেন। তাহার মৃত্তিকা ও পর্ব্বতের জন্তু সমুদায় রক্তবর্ণ ছিল, হাতেম্ অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া ক্ষুধাতৃষ্ণা ভুলিয়া গেলেন। পরে তিনক্রোশ পথ গমন করিয়া দেখিলেন, একটি রক্তের নদী অতিবেগে ঢেউ দিয়া বহিতেছে. জলজন্তু সমুদায় রক্তবর্ণ, তাহা দর্শনে হাতেম্ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া মনোমধ্যে বলিলেন, হে জগদীশ্বর! এ নদী হইতে কিরূপে পার হইব!

পরে তাহার তীরে তীরে গমন করিতে লাগিলেন, এবং জন্তু-গণকে মৃগয়া করিয়া অরণি (চক্মকী) হইতে অগ্নি উৎপাদন-পূর্ব্বক তাহা ভর্জ্জিত করিয়া ভক্ষণ করিলেন; যখন পিপাসা হইত, তখন ভল্লুক-কন্যার গুটিকাকে মুখমধ্যে রাখিতেন। এক-মাস গত হইলে একস্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, নদীর উপর দিয়া পক্ষীও উড়িয়া যাইতেছে না, মনে মনে ভাবিলেন যে, হে হাতেম্! একমাসপর্য্যন্ত কষ্টসহ্য করিলে, কিন্তু কিছু জানিতে পারিলে না; যদি দুইবৎসর-পর্য্যন্ত গমন কর তথাপিও রক্তের নদীভিন্ন অন্য কিছু দেখিতে পাইবে না, কিন্তু অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয় যে, তুমি এস্থানে বদ্ধ রহিলে, এখান হইতে বাহির হওয়া কঠিন, আর উপায়হীন রাজপুত্র-মুনীরশামী তোমার অপেক্ষায় রহিল; পরে মনে করিলেন, যদি পরমেশ্বর সেই যুবার মনো-ভিলাষ পূর্ণ করেন, তবে আমাকে এই মৃত্যুস্থান হইতে বাহির করিবেন। এইরূপ চিন্তা করিতেছিলেন, দূরে একটি দ্রব্য প্রকাশ হইল, হাতেম্ তাহাকে উত্তমরূপ দৃষ্টি করিয়া দেখিলেন যে তাহা নৌকা। ক্রমে নৌকা তীরে আসিয়া উপস্থিত হইলে হাতেম্ তাহাতে আরোহণ করিয়া দেখিলেন যে, দুইখানি রোটিকা ও ভর্জ্জিত-মৎস্য রহিয়াছে, ক্ষুধিত ছিলেন, ভোজন করিলেন, নৌকা তীরের ন্যায় গমন করিয়া সাতদিন সাতরাত্রির পরে তীরে উপ-স্থিত হইল, হাতেম্ নৌকা হইতে অবরোহণ করিয়া নদীর তীরে তীরে গমন করিলেন।

পূর্ব্বের ন্যায় প্রস্তর হইতে রক্ত বহির্গত হইতে দেখিয়া জগ-দীশ্বরের প্রতি নির্ভর-পূর্ব্বক গমন করিতে লাগিলেন। হঠাৎ দূর হইতে যেন শ্বেতবর্ণ দেখা গেল, তাহাতে বোধ হইল যে, রৌপ্যের মস্তক আকাশে স্পর্শ করিয়াছে; যখন নিকটে উপস্থিত

হইলেন, তখন দেখিলেন একটি বৃহৎ নদী রহিয়াছে, তাহার জল গাল্মান রৌপ্যের ন্যায়। হাতেম্ পিপাসিত ছিলেন, জল-পান করিতে ইচ্ছা করিয়া বামহস্ত জলে ডুবাইলেন, তৎক্ষণাৎ ঐ হস্ত রৌপ্যবৎ হইয়া ভারযুক্ত হইল, এবং কর্ম্মণ্য হইয়া গেল, তাহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া মনোমধ্যে বলিলেন এ আশ্চর্য্য নদী! যদি ইহাতে অবগাহন করিতাম, তবে সমুদায় শরীর রৌপ্যের হইয়া যাইত, ক্ষণকাল পরে তাহাতে নৌকা প্রকাশ হইলে হাতেম্ জগদীশ্বরের আরাধনা করিলেন। যখন নৌকা তীরে উপস্থিত হইল, তখন হাতেম্ তাহার উপরে আ-রোহণ করিয়া দেখিলেন যে, একটি পাত্রমধ্যে মোহনভোগ রহি-য়াছে, হাতেম্ তাহা ভক্ষণ-পূর্ব্বক নৌকাতে শয়ন করিয়া নিদ্রা গেলেন।

একাদশদিন একাদশরাত্রি পরে নৌকা তীরে উপস্থিত হইলে হাতেম্ অবরোহণ-পূর্ব্বক পথে গমন করিতে লাগিলেন, ক্ষণে ক্ষণে আপন হস্ত দেখিতেছিলেন। চারিদিন গত হইলে একটি পর্ব্বত প্রকাশ হইল, বিবেচনা করিলেন যে তাহা নিকটে আছে, তাহার দিকে গমন করিলেন, পর্ব্বত সেখান হইতে একমাসের পথ দূরে ছিল, হাতেম্ কখন মৃগয়া করিয়া মাংসভক্ষণ ও কখন ফল ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। যখন পর্ব্বতে উপস্থিত হইতে তিনদিনের পথ অবশিষ্ট রহিল, তখন রক্ত, শ্বেত, পীত, হরিৎ-বর্ণের প্রস্তরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড সমস্ত প্রকাশ হইলে হাতেম্ তাহা দেখিয়া জগদীশ্বরের অপার মহিমা স্বীকার করিলেন, পরে কিছুপথ গমন করিয়া দেখিলেন যে, হীরক মাণিক্য ও পান্না-সকল পতিত রহিয়াছে, মনোমধ্যে লোভ হওয়ায় ঐসকল রত্ন এত লইলেন যে, অঞ্চলপূর্ণ হইয়া গেল, পরে অগ্রে যাইয়া

পূর্ব্ব অপেক্ষায় উত্তম উত্তম রত্ন-দর্শনে পূর্ব্বের রত্ন-পরিত্যাগ-পূর্ব্বক বৃহৎ বৃহৎ রত্নসকল লইয়া থলীতে রাখিলেন এবং মনো-মধ্যে বলিলেন, যদি এসকল রত্ন নগরে লইয়া যাইতে পারি, তবে কোনব্যক্তি ইহার মূল্য বলিতে পারিবে না, বোধ করি কেহ এরূপ রত্ন দেখে নাই ও ইহার কথা শুনেও নাই।

যখন দিবাগত হইল, তখন হাতেম্ ঐ সকল রত্নের ভারে শ্রান্ত হইয়া কোন একস্থানে উপবেশন করিলেন, আর কয়েকটা মাণিক্য ও হীরক ও পান্না যাহা সকল হইতে শ্রেষ্ঠ ছিল, তাহা লইয়া অবশিষ্ট রত্ন নিক্ষেপ-পূর্ব্বক গমন করিলেন। পরে একটি ঝর্ণার নিকটে উপস্থিত হইলেন; তাহার জল নির্গত হইতে ছিল, সেই ঝর্ণার উপরে বসিয়া হস্তপদ ধৌত করিতে লাগি-লেন, বামহস্ত ধৌত করিবামাত্র তাহা পূর্ব্বের ন্যায় স্বাভাবিক হইল, হাতেম্ ভূমিষ্ঠমস্তকে জগদীশ্বরকে প্রণাম করিলেন। পরে সেই ঝর্ণার তীরে শয়ন করিয়া জল দেখিতে লাগিলেন, হঠাৎ জল হইতে দুইব্যক্তি প্রকাশ হইল, তাহাদিগের দুইজনের মানুষের ন্যায় মস্তক, হস্তীর ন্যায় চরণ, ব্যাঘ্রের ন্যায় নখ, এবং দুইজনেই কৃষ্ণবর্ণ। হাতেম্ ভীত হইয়া গাত্রোত্থান-পূর্ব্বক জগদীশ্বরকে স্মরণ করিলেন, এবং ধনুর্ব্বাণ হস্তে লইয়া তাহা-দিগের প্রতি শরক্ষেপ করিলেন, তাহারা হস্তদ্বারা সেই শরকে ধরিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিল, হে হাতেম্! তুমি কি আপন প্রাণ ভয়ে শরক্ষেপ করিতেছ? আমরাও জগদীশ্বরের দাস বটি, ক্লেশ দিবার নিমিত্ত আসি নাই। হাতেম্ এই কথায় ধনুর্ব্বাণ হস্ত হইতে ত্যাগ করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, আমার নিকটে ইহাদিগের কি কার্য্য আছে। এই অবসরে তাহারা দুইজনে নিকটে উপস্থিত হইয়া বলিল, হে হাতেম্! রত্নের প্রতি লোভ

কথা তোমার উচিত নয়, তোমার কথা পৃথিবীতে বিখ্যাত থাকিবে, আর যদি তুমি রত্নের লোভ কর, তবে তোমার কর্ম্মসিদ্ধ হইবে না। হাতেম্ বলিলেন, হে জগদীশ্বরের দাসদ্বয়! আমি কাহার রত্নে লোভ করিয়াছি? তাহারা বলিল, তুমি যেসকল রত্ন লইয়া আসিয়াছ, তাহা কিছু তোমার নহে। হাতেম্ বলিলেন জগদীশ্বরের পৃথিবী প্রকাণ্ড, জগদীশ্বর আপন দাসদিগের জন্য সেসকল রত্ন রাখিয়াছেন, যদি আমি তাহা হইতে লইয়া থাকি, তবে তোমাদিগের কি? তাহা কিছু তোমাদিগের ছিল না। তাহারা বলিল জগদীশ্বর সে সমুদায় রত্ন অন্যজাতিদিগের জন্য রাখিয়াছেন, হাতেম্ বলিলেন, মনুষ্য হইতে কে উত্তম আছে যে তাহাদিগের জন্য রাখিয়াছেন? তাহারা বলিল যদিও মনুষ্যজাতি উত্তম বটে কিন্তু সেসকল রত্ন দৈত্য ও পরীদিগের জন্য আছে, যখন তাহাদিগের আবশ্যক হয়, তখন তাহারা লইয়া যায়। হাতেম্ বলিলেন, মনুষ্যেরা কি এ রত্নের উপযুক্ত নহে, তাহারা বলিল, মনুষ্যেরা উত্তম বটে কিন্তু পরমেশ্বর তাহাদিগের জন্য পর্ব্বতে ও বালুকাময়-স্থানে অনেক দ্রব্য গোপনে রাখিয়াছেন, কারণ এই যে, তাহারা আপন আপন বুদ্ধিদ্বারা হস্তগত করিবে। পরে হাতেম্ মনোমধ্যে বিবেচনা করিলেন যে, এ দুইব্যক্তি রত্ন ছাড়িয়া দিবে না, এবং বলিলেন আমি আপন নগরের লোকদিগকে দেখাইবার নিমিত্ত কয়েকটি রত্ন লইয়াছি, তাহারা ইহা দেখিয়া জানিতে পারিবে যে, জগদীশ্বর সংসারমধ্যে এরূপ রত্ন সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং তাহারা জগদীশ্বরের মহিমাও জানিবে, কিন্তু যদি তোমরা চাহিতেছ, তবে লইব না, উত্তম; এই লও দিতেছি, কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, জগদীশ্বর তোমাদিগকে কৃপা করিয়া এই বৃহৎপ্রান্তরে বহু-

মূল্য-রত্ন সমুদায় সমর্পণ করিয়াছেন, তথাপি তোমরা একপ বলিতেছ। পরে তাহারা কহিল, হে হাতেম্! যদি তুমি আপন নগরে জীবিত যাইবার ইচ্ছা রাখ, তবে রত্ন ফেলিয়া দাও। হাতেম্ লজ্জিত হইয়া রত্ন ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, ইহা অতিশয় দুঃখের বিষয় যে, তোমরা আমার প্রতি দৌরাত্ম্য করিয়া রত্ন লইলে, আমি অনেক ক্লেশসহ্য করিয়া আনিয়াছিলাম, তাহারা বলিল যদি দৌরাত্ম্য করিয়া লইতে চাও, তবে পাবে না, কারণ এই যে, বিনা অনুমতিতে কোনব্যক্তির দ্রব্য লওয়া ভাল নয়। হাতেম্ বলিলেন, হে মন্দআকৃতি দুইজন! দরিদ্রের প্রতি একপ দৌরাত্ম্য করা উত্তম লোকের কর্ম্ম নহে। তাহারা বলিল এসকল রত্ন জগদীশ্বরের সঞ্চিত আছে, বিনা আজ্ঞায় লইয়া যাইতেছ, আর আপনাকে দরিদ্র জ্ঞান করিতেছ। হাতেম্ নীরব হইয়া রহিলেন, তাহারা সেই সকল রত্ন তুলিয়া লইল এবং একটি মাণিক্য, একটি হীরক, একটি পান্না, যাহা সকল হইতে শ্রেষ্ঠ ছিল, এবং সাতদেশের কর যাহার মূল্য, তাহা হাতেম্‌কে দিয়া বলিল, এই তিনটি রত্নই তোমার পক্ষে অধিক, গ্রহণ কর, আপন নগরের মনুষ্যদিগকে দেখাইও। হাতেম্ সেই তিনটি রত্ন লইয়া বলিলেন, তোমাদিগের হস্ত হইতে যাহা পাইলাম, তাহাই অনেক; এখন আমাকে পথ দেখাইয়া দাও, আমি আপন নগরে উপস্থিত হই। তাহারা বলিল ইহাই তোমার সৌভাগ্য যে, এস্থানে আসিয়া জীবিত আছ, নতুবা তুমি ভিন্ন কেহ এস্থানে আসিয়া প্রাণ বাঁচাইয়া যাইতে পারে নাই, কিন্তু অন্য দুইব্যক্তি আসিয়াছিল, তাহারা আপন দেশে জীবিত প্রতিগমন করে নাই, প্রাণ দিয়াছে, তোমার পরমায়ু অনেক আছে, গমন কর। কিছু দিন পরে তোমার অগ্রে একটি স্বর্ণের নদী ও একটি অগ্নির নদী

উপস্থিত হইবে, যদি সেই দুই নদী হইতে উত্তীর্ণ হইতে পার তবে আপন দেশে উপস্থিত হইবে, তোমার উচিত এই যে, কোন দ্রব্যের প্রতি লোভ না করা, তাহা হইলেই তুমি নির্ব্বিঘ্নে যা-ইবে, তুমি সাবধানে থাকিও। পরে দুইজনে জলের মধ্যে অদৃশ্য হইল, হাতেম্ সমস্তরাত্রি জগদীশ্বরের নাম লইতে লাগিলেন, যখন প্রাতঃকাল হইল, জগদীশ্বরের প্রতি নির্ভর করিয়া গমন করিলেন। পরে একটি জলের ঝর্ণায় উপস্থিত হইলেন, তাহার জল জানুপর্য্যন্ত ছিল, নির্ব্বিঘ্নে তাহা উত্তীর্ণ হইলেন।

কিছুদিন পরে ক্ষুধিত ও তৃষ্ণাযুক্ত হইয়া আর একটি ঝর্ণার তীরে উপস্থিত হইলেন ; তাহার তীরে কাঁকরের পরিবর্ত্তে পক্ষী-ডিমের তুল্য মুক্তা সকল পতিত ছিল, আর মুক্তা-পরিপূর্ণ-সিন্দুক সকল দেখিয়া মনোমধ্যে লোভ করিলেন, পরে সেই দুইজনের নিষেধ-বাক্য স্মরণ হওয়ায় ক্ষান্ত হইলেন। তদনন্তর ঝর্ণার জল-পান করিলেন, সে জল এরূপ শীতল ও মিষ্ট ছিল, বোধ হয় পরমেশ্বর তাহাতে দুগ্ধ ও মধু মিশ্রিত করিয়া রাখিয়াছিলেন, হাতেম্ ঈশ্বরের আরাধনা-পূর্ব্বক সেই জলের ঝর্ণা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া তীরে উপস্থিত হইলেন, পরে সমস্তদিন পথে গমন করিয়া একস্থানে উপস্থিত হইলেন। দূর হইতে একটি উদ্যান প্রকাশ হইল ; হাতেম্ মনোমধ্যে বলিলেন, যদি জগদীশ্বর অদ্য আ-মাকে এ উদ্যানে উপস্থিত করিয়া দেন তবে ইহার বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইব, পরে অগ্রে গমন করিয়া যখন উদ্যানের সমীপে উপস্থিত হইলেন, তখন দেখিলেন একটি বৃহৎদ্বার রহিয়াছে, আর দুই-ব্যক্তি বৃদ্ধ দ্বারের মধ্যে দণ্ডায়মান আছে, যেন কাহারো অপে-ক্ষায় রহিয়াছে। হাতেম্ তাহাদিগের দুইজনকে নমস্কার করি-লেন, তাহারা প্রতিনমস্কার করিয়া বলিল হে যুবক! উত্তম হইল,

তুমি আসিলে, আমরা তোমার অপেক্ষায় ছিলাম, আপনার বৃত্তান্ত বল। হাতেম্ কহিলেন, হে বন্ধুদ্বয়! কি বলিব, আমার বৃত্তান্ত বলা যায় না। পরে সেই দুইব্যক্তি হাতেমের হস্ত ধরিয়া তাঁহাকে উদ্যানের ভিতরে লইয়া গেল। হাতেম্ যখন উদ্যানের ভিতরে উপস্থিত হইলেন, তখন দেখিলেন একটি জলের লহরী রহিয়াছে; অট্টালিকাসকল স্বর্ণ ও রজতে নির্ম্মিত; আর বৃক্ষ ও ফলাদি নানাপ্রকার ও কেয়ারি সকল মিনাকারী ছিল; নানাবর্ণের শয্যা সমস্ত যবনিকা ও উপধান জরির নির্ম্মিত; আর একটি হউজ (জলকুণ্ড) হীরকের দ্বারা সজ্জিত ছিল, এবং তাহার তীরে এয়াকুতের (চুণীর) সিংহাসন পাতিত ছিল, তাহার উপরে একজন সুন্দরমুখ সুধীর মনুষ্য বসিয়াছিলেন। তিনি হাতেম্‌কে দেখিয়া সিংহাসন হইতে গাত্রোত্থান করিলেন, হাতেম্ তাঁহাকে নমস্কার করিলে তিনিও প্রতিনমস্কার করিয়া সিংহাসন হইতে অবরোহণ-পূর্ব্বক হাতেম্‌কে আলিঙ্গন করিলেন, এবং তাঁহাকে আপন নিকটে সিংহাসনে বসাইয়া সমস্ত বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন। হাতেম্ প্রথম হইতে আপনার সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন, সেব্যক্তি বিজ্ঞের ন্যায় হাতেম্‌কে নিষেধ করিয়া বলিলেন, হে হাতেম্! তুমি এ ইচ্ছা ত্যাগ কর, হাতেম্ বলিলেন, জগদীশ্বর উদ্ধার করিবেন, পরে সেব্যক্তি ডাবর ও গাড়ু আনাইয়া হাতেমের হস্তধৌত করিয়া দিলেন, তৎপরে ভৃত্যগণ সরবৎ ও ফলাদি অগ্রে আনিল। ক্ষণকাল পরে সেই সিংহাসন-উপবেশনকারি ব্যক্তি যে অট্টালিকায় রাজশয্যা পাতিত ছিল, তথায় যাইয়া শয্যার উপরে বসিলেন এবং হাতেম্‌কে সমাদরে বসাইয়া খাদ্য আনয়ন করিতে আদেশ করিলেন, ভৃত্যেরা উপস্থিত হইয়া খাদ্যের আসন পাতিত করিল, আর বিবিধপ্রকার খাদ্য ও মিষ্টান্ন

ও সুগন্ধি দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিল। হাতেম্ কয়েকদিবস হইতে ক্ষুধিত ও পিপাসিত ছিলেন, ইচ্ছাপূর্ব্বক উদরপূর্ণ করিয়া ভোজন করিলেন, আর জগদীশ্বরের আরাধনা করিলেন।

ভোজনকার্য্য সমাপ্ত হইলে ভৃত্যেরা সুগন্ধদ্রব্য আনিয়া আমোদের সজ্জার আয়োজন করিল, আর সুন্দর গায়কেরা ও সুন্দরীস্ত্রীসকল আপন আপন বাদ্যাদি সজ্জার সহিত উপস্থিত হইয়া গান করিতে আরম্ভ করিল; সকলে এইরূপে তিনপ্রহর রাত্রিপর্য্যন্ত সন্তুষ্টমনে যাপন করিলেন, একপ্রহররাত্রি অবশিষ্ট থাকিতে সেই কর্ত্তা হাতেম্‌কে বলিলেন, হে এমন্‌দেশের যুবক! যদি এই সুন্দরীস্ত্রীদিগের মধ্যে কাহারো প্রতি তোমার ইচ্ছা হয়, তবে তৃষ্ণাযুক্ত মনকে শীতল কর; হাতেম্ সন্তুষ্টমনো হইয়া এক চন্দ্রমুখী সুকেশা সুন্দরীর প্রতি ইঙ্গিত করিলেন, সে ব্যক্তি দেখিল যে, হাতেম্ এক সুন্দরীর প্রতি কটাক্ষপাত করিয়াছেন, তাহাতে সেই সুন্দরীকে বলিলেন, হে চন্দ্রাকৃতিস্ত্রী! তুমি অদ্যরাত্রিতে এই এমন্‌দেশীয় যুবার সঙ্গে আমোদ প্রমোদ কর, এবং ইহাঁকে আপন বাটীতে লইয়া গিয়া ইহাঁর সেবায় নিযুক্ত থাক। পরে সেই মাহপরীনাম্নী সুন্দরী গাত্রোত্থান-পূর্ব্বক প্রণাম করিয়া হাতেমের হস্তধারণে তাঁহাকে আপন বাটীতে আনিয়া শয্যায় বসাইল এবং আমোদের দ্রব্যের আয়োজন করিল। হাতেম্ সেই চন্দ্রমুখীর সঙ্গে সমস্তরাত্রি সুখে যাপন করিলেন, আর সেই সুন্দরী সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে স্নানাগারের ব্যবহারীয়বস্ত্র ও দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিয়া রাখিল। প্রাতঃকালে হাতেম্ গাত্রোত্থান করিয়া বলিলেন, তোমার কৃপা ও অনুগ্রহ এবং সেবার প্রতি ধন্যবাদ; পরে সেই সুন্দরী নিবেদন করিল, হে হাতেম্! স্নানাগারে চলুন তত্রস্থ হইয়া স্নান করিয়া নূতনবস্ত্র পরি-

থান-পূর্ব্বক বাহিরে আসিয়া দেখিলেন যে, সেই ভাগ্যবান্ ব্যক্তি সিংহাসনে বসিয়া আছেন, হাতেম্ নমস্কার করিলেন, তিনিও প্রতিনমস্কার করিয়া গাত্রোত্থান-পূর্ব্বক হাতেমকে আপন নিকটে বসাইলেন, এবং রাত্রির বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, হাতেম্ সেই সুন্দরীর সেবা করার প্রশংসা করিতে লাগিলেন, তাহাতে সেই কর্ত্তা সেই চন্দ্রমুখীর অনুগ্রহের প্রশংসা করিলেন। হাতেম্ পূর্ব্বের ন্যায় দুইদিন সেইস্থানে থাকিয়া তৃতীয়দিনে বিদায়-গ্রহণে প্রান্তরের* পথ ধরিলেন।

অনেক মঞ্জেল ও পথ অতিক্রম করিয়া একস্থানে উপস্থিত হইলেন; হঠাৎ দূর হইতে একটি আলোক দেখা যাইতে লাগিল, বোধ হইল যেন স্বর্ণের যবনিকা শূন্যে লম্বিত রহিয়াছে, তাহার দিকে গমন করিলেন। কিছুদিন পরে তাহার নিকটে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, একটি স্বর্ণের পর্ব্বত আছে, তাহার মস্তক আকাশকে আক্রমণ করিয়াছে, পরে সেই পর্ব্বতে যাইতে যাইতে দেখিলেন, তাহার সমুদায় বৃক্ষ ও শাখাপত্র সকলই স্বর্ণের আছে। পরে তিনদিবারাত্রিতে পর্ব্বতের উপরে উঠিয়া একটি বৃহৎপ্রান্তর দেখিতে পাইলেন, তাহার ধূলিসমস্ত স্বর্ণের ছিল, অগ্রে যাইয়া একটি স্বর্ণের অট্টালিকা দেখিলেন, পরে সেই অট্টালিকার নিকটে যাইয়া তাহার দ্বারমুক্ত পাইলেন। তদনন্তর হাতেম্ তাহার ভিতরে গমন করিয়া ফলে-পরিপূর্ণ একটি উদ্যান দেখিলেন, তাহার বৃক্ষসমস্ত স্বর্ণের ছিল, তাহার কিছু কালক্ষেপণ করিয়া একটি হওজের (জলকুণ্ড) তীরে গমন-পূর্ব্বক দেখিলেন, জল অতিনির্ম্মল, পরে অন্য আর একটি হওজের চতুপার্শ্বে রত্ননির্ম্মিত ছিল, তাহার তীরে বসিয়া ভাবিলেন, ইহার বৃত্তান্ত কাহাকে জিজ্ঞাসা করিব। এই অবসরে সিংহাসনে বসিয়া

কয়েকটি পরী আসিল, হাতেম্ তাহাদিগের রূপ দেখিয়া আ-শ্চর্য্যান্বিত হইলেন, তাহাতে মস্কাজরবিঁপোশকে স্মরণ হওয়ায় তাহাদিগকে বলিলেন, হে ঈশ্বরের সেবিকাগণ ! তোমরা কে ? তাহারা বলিল আমরা পরীজাত, নোশ্‌লব্‌পরীর এ বাটী, আ-মরা তাঁহার দাসী, তিনিও পশ্চাতে আসিতেছেন, ক্ষণকাল পরে নোশ্‌লব্‌পরীর সিংহাসন আসিল, হাতেম্ তাহাকে দেখিবামাত্র আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া মূর্চ্ছিত হইলেন। আর সেই পরী তাঁহার মস্তকের নিকটে আসিয়া বলিল, এ যুবা কে ? তাহার নিকটস্থ ব্যক্তিরা নিবেদন করিল, এই হউজের নিকটে এব্যক্তিকে দেখি-য়াছি, এ এইমাত্র অচেতন হইয়াছে, সে বলিল ইহার মুখে গোলাবসেচন কর। পরে গোলাব্‌সেচন করিবামাত্র হাতেমের চৈতন্য হইলে পরী সিংহাসনে বসিয়া হাতেম্‌কে স্বর্ণের চৌকীতে বসাইল, এবং জিজ্ঞাসা করিল হে যুবক ! কোথা হইতে আসি-য়াছ ? আর কি কর্ম্মের নিমিত্ত এস্থানে উপস্থিত হইয়াছ ? হা-তেম্ সমস্তবৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া বলিলেন, হে ঈশ্বরের সেবিকা ! তোমরা কে তাহা বল, আর এই নগর, এই পর্ব্বত, যাহা দেখা যাইতেছে, তাহা কাহার অধিকার ? নোশ্‌লব্ বলিল, হে মনুষ্যজাতি ! এ পর্ব্বতকে কোহ্‌জরবিঁ বলে, এ বাটীর নাম আ-মিন্, আর আল্‌মাস্ রাজ্যেশ্বরীর এ পর্ব্বত-রাজ্য, আমি তাঁ-হার দাসী, সাতদিন পরে আমার পালী হয়, আমি তাঁহার নিকটে যাইতেছি। হাতেম্ জিজ্ঞাসা করিলেন পূর্ব্বে এ দেশ কাহার ছিল ? নোশ্‌লব্ বলিল, পূর্ব্বকালে শাহ্‌রোখ্-রাজার এ দেশ ছিল; তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহার পুত্র শাহ্‌পাল রাজা হই-লেন। শাহ্‌পালের পুত্র ছিল না, কেবল এক কন্যা ছিলেন, তাঁ-হার নাম আল্‌মাস্। তিনি অনুপায় হইয়া আপন কন্যা আল্-

মাস্‌কে রাজ্য দিয়াছিলেন, অদ্যাপি তিনি রাজ্যেশ্বরী আছেন, শাহ্‌পাল-রাজার মৃত্যুর পরে কোহ্‌কাফের রাজা আল্‌মাস্‌কে এইরূপ মর্ম্মে পত্র পাঠাইয়াছিলেন যে, "যদি তুমি আপন নগরের আবশ্যক রাখ, তবে আমাকে বিবাহ কর, নতুবা তোমাকে লুট করিয়া লইব।" ইহাতে শাহ্‌পালরাজার পারিষদগণ আল্‌মাসের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া তাহা স্বীকার করিলেন, এবং ঐ পত্রের প্রত্যুত্তর-পত্র লিখিলেন। কিছুদিন পরে কোহ্‌কাফের রাজা আগমন-পূর্ব্বক আল্‌মাস্‌কে বিবাহ করিয়া বলিলেন, এখন আমার সঙ্গে কোহ্‌কাফ-পর্ব্বতে আইস, আল্‌মাস্‌ তাহা স্বীকার করিলেন না, রাজা অনুপায় হইয়া আল্‌মাস্‌কে এস্থানে রাখিয়া স্বয়ং তথায় গমন করিলেন। সম্প্রতি কোহ্‌জর্‌রিঁ ও এস্থান কোহ্‌কাফের অধিকারে আছে, এইরূপে নোশ্‌লব্‌পরী সমস্ত-বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া হাতেম্‌কে চারিদিন সন্তোষে রাখিলেন।

পঞ্চমদিনে হাতেম্‌ পরীর নিকটে বিদায় হইয়া গমন করিলেন। দুইদিন পরে পর্ব্বত হইতে অবরোহণ করিয়া প্রান্তরের পথ ধরিলেন। ষোড়শদিন পথে গমন-পূর্ব্বক স্বর্ণের নদীর নিকটে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, বালুকাপর্য্যন্ত স্বর্ণের আছে, আর নদীর জল গলিত স্বুবর্ণের ন্যায়, তাহার তরঙ্গ আকাশে উঠিতেছে, হাতেম্‌ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া নদীর তীরে উপবেশন-পূর্ব্বক ভাবিতে লাগিলেন, এক্ষণে এ নদী হইতে কিপ্রকারে পার হইব! হঠাৎ পরমেশ্বরের মহিমায় দূর হইতে একখানি নৌকা প্রকাশ হইল; হাতেম্‌ তাহা দেখিয়া সন্তুষ্টমনে গাত্রোত্থান-পূর্ব্বক সেই দিকে দেখিতে লাগিলেন; ক্রমে সেই নৌকা তীরে আসিয়া উপস্থিত হইলে জগদীশ্বরের আরাধনা-পূর্ব্বক নৌকায় আরোহণ করিয়া দেখিলেন, একটি পাত্রে উষ্ণ মোহন-

ভোগ প্রস্তুত রহিয়াছে, ভাবিলেন ইহা অন্যব্যক্তির খাদ্য, তাহার বিনা অনুমতিতে ভক্ষণ করা অশুদ্ধ। এই অবসরে জগদীশ্বরের আদেশে এক পরীমুখী জল হইতে প্রকাশ হইয়া বলিল, হে মানুষ! কেন ভক্ষণ করিতেছ না? এ মোহনভোগ জগদীশ্বর তোমারি জন্য রাখিয়াছেন, হাতেম্ ভূমিষ্ঠমস্তক হইয়া তাহা ভক্ষণ করিলেন, নৌকা বায়ুর ন্যায় গমন করিতে লাগিল, হাতেম্ নদীর তরঙ্গে ভীত হইতে লাগিলেন, যখন কোন উপায় দেখিলেন না, তখন সেই নৌকায় শয়ন করিয়া নিদ্রা গেলেন। পরে নিদ্রা হইতে জাগ্রত হইলেন, তদনন্তর অত্যন্ত পিপাসা হওয়ায় সেই পাত্রদ্বারা নদীর জল লইয়া কিঞ্চিৎ মুখমধ্যে দিলে পরে পাত্র ও দন্ত স্বর্ণের হইয়া গেল, মনোমধ্যে বলিলেন, যদি এ জল পান করিতাম তবে সমস্তদেহ স্বর্ণের হইত, পরে জলপূর্ণ সেই পাত্রকে রাখিয়া দিলেন। পরমেশ্বরের ইচ্ছার কয়েকদিন পরে নৌকা তীরে উপস্থিত হইল, হাতেম্ নৌকা হইতে অবরোহণ করিয়া গমন করিলেন।

অনেক পথ অতিক্রম-পূর্ব্বক সপ্তদিন পরে এক বালুকাময় স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, সেস্থানের কঙ্করসকল মুক্তার ও বালুকা সমুদায় রৌপ্যের আছে, তাহাতে জগদীশ্বরের মহিমা স্বীকার করিয়া তাহার উপরে পদক্ষেপ করিলেন, তাহা এপ্রকার উত্তপ্ত ছিল যে, তাহা যেন কেহ অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া রাখিয়াছিল; যখন কিঞ্চিৎ অগ্রে গেলেন, তখন আর গমন করিবার ক্ষমতা রহিল না, সেইস্থানে থাকিলেন, কিন্তু উত্তাপে ওষ্ঠ শুষ্ক হইতে লাগিল, আর সমস্তশরীর জ্বলিতে লাগিল, হাতেম্ ভল্লুককন্যার গুটিকা মুখমধ্যে রাখিলেন, কিন্তু তাহাতে কোন ফল দর্শিল না, পরে মুখ হইতে গুটিকা ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া

এমন লুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন যে, তাহাতে মূর্চ্ছিত হইয়া প্রায় যেন মৃত্যুর নিকটে উপস্থিত হইলেন। হঠাৎ সেই দুইব্যক্তি যাহারা হাতেমের নিকট হইতে বস্ত্র লইয়াছিল, তাহারা আসিয়া হাতেমকে উঠাইয়া মিষ্টজল মুখে দিল, হাতেম্ সচেতন হইয়া চক্ষুরুন্মীলন-পূর্ব্বক ঐ দুইজনকে দেখিয়া বলিলেন, হে বন্ধুদুইজন! তোমরা সময়েই উপস্থিত হইয়া আমার সহায় হইলে, তোমাদিগকে ধন্যবাদ; এখন বল কোন্ দিকে যাই? আর কি কারণে এরূপ উত্তাপ হইতেছে? তাহারা দুইজনে বলিল, ইহার অগ্রে অগ্নির নদী আছে, এই কারণে সমুদায় বালুকা উত্তপ্ত হইয়াছে, যাইবার এই পথ; জগদীশ্বরের কৃপায় তুমি আপন নগরে উপস্থিত হইবে, পথ দেখাইয়া দেওয়া আমাদিগের কর্ম্ম নহে, যদি বল তবে তোমার পক্ষে এ অগ্নির উত্তাপ নিবারণ করিয়া দিই। হাতেম্ বলিলেন, ইহাই অনেক অনুগ্রহ, তাহারা বলিল, একটি গুটিকা তোমাকে দিতেছি, তিনি বলিলেন উত্তম। পরে তাহারা দুইজনে একটি গুটিকা বাহির করিয়া হাতেমকে প্রদান-পূর্ব্বক বলিল, ইহা মুখমধ্যে রাখ, অগ্নি তোমার প্রতি কিছু করিতে পারিবে না, যখন নদীপার হইবে, তখন গুটিকাকে তথায় পরিত্যাগ করিও। হাতেম্ আহ্লাদিতমনে গুটিকা মুখমধ্যে রাখিলেন, পরে সেই দুইজন তাঁহার দৃষ্টির অগোচর হইল। হাতেম্ তথায় রাত্রিযাপন-পূর্ব্বক পরদিনে গুটিকা মুখে রাখিয়া গমন করিলেন।

তিনদিন পরে অগ্নির শিখা দেখা যাইতে লাগিল, হাতেম্ ভীত হইয়া অগ্রে পদক্ষেপ করিলেন, যখন নদীর তীরে উপস্থিত হইলেন, তখন দেখিলেন, অগ্নিশিখার মস্তক আকাশে উঠিয়াছে, হাতেম্ আকাশের দিকে মুখ করিয়া জগদীশ্বরকে স্মরণ করিলেন।

হঠাৎ একখানি নৌকা প্রকাশ হইল; হাতেম্ পরমেশ্বরের আ-রাধনা করিয়া ভূমিষ্ঠমস্তক হইলেন, ক্রমে নৌকা তীরের নিকটে উপস্থিত হইলে, হাতেম্ চিন্তা করিলেন যে, চক্ষুতে দর্শন করিয়া ও জানিয়া কিপ্রকারে আপনাকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করি? পুন-র্ব্বার মনোমধ্যে ভাবিলেন, যাওয়া আবশ্যক; যদি পরমায়ু অবশিষ্ট থাকে, তবে জগদীশ্বর উদ্ধার করিবেন।

পরে নৌকায় আরোহণ করিয়া দেখিলেন, একটি পাত্রে উষ্ণ ভর্জিত-মাংস রহিয়াছে, তখন ক্ষুধান্বিত ছিলেন, গুটিকা মুখ হইতে বাহির করিয়া ঐ মাংসভক্ষণ-পূর্ব্বক জগদীশ্বরের আরা-ধনা করিলেন। নৌকা বায়ুর ন্যায় গমন করিতে লাগিল, হা-তেম্ অগ্নিশিখার ভয়ে চক্ষুর্মুদ্রিত করিয়াছিলেন, যখন চক্ষু-রুন্মীলন করিতেন, তখন তাঁহার দেহ কম্পিত হওয়ায় যেন প্রাণ বহির্গতপ্রায় হইত, অমনি চক্ষুর্মুদ্রিত করিতেন। একদিন নৌকা নদীর মধ্যস্থলে উপস্থিত হইয়া পেষণযন্ত্রের (জাঁতা) ন্যায় ঘুরিতে লাগিল, তাহাতে হাতেম্ জ্ঞানশূন্য হইয়া নিশ্চয় জানি-লেন যে, এক্ষণে আমার মৃত্যু উপস্থিত হইল, চক্ষুর্মুদ্রিত করিয়া জগদীশ্বরের স্মরণে প্রবৃত্ত হইলেন। পরে নৌকা অগ্নির মধ্যে প্রবেশ করিলে হাতেম্ বিবেচনা করিলেন, নৌকা মগ্ন হইয়া গেল, নিরাশ হইয়া জানুর উপরে মস্তক রাখিলেন, তিনদিন পরে নৌকা তীরে উপস্থিত হইলে অবরোহণ করিয়া গমন করি-লেন।

পরে অনেক মঞ্জেল গমনপূর্ব্বক শীতল ভূমিতে উপস্থিত হইয়া মুখ হইতে গুটিকা বাহির করিয়া তথায় ফেলিয়া দিলেন। যখন কিঞ্চিৎপথ গমন করিলেন, তখন দেখিলেন যে, সেস্থান এমন্-নগরের অন্তভাগ; আহ্লাদিত হইয়া ভূমিষ্ঠমস্তকে জগদীশ্বরকে

প্রণাম করিলেন। দূর হইতে একটি গ্রাম প্রকাশ হইল; সেই গ্রামের দিকে গমন করিয়া দেখিলেন, একব্যক্তি গ্রামবাসী নদীর তীরে দণ্ডায়মান হইয়া আপন ক্ষেত্র দেখিতেছে। তাহার নিকটে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহা কোন্ নগরের সীমা? সেই গ্রামবাসিব্যক্তি কোন উত্তর না করিয়া হাতেমের প্রতি দৃঢ়-দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিল। হাতেম্ বলিলেন, হে মানব! তুমি কি বধির যে শুনিতেছ না? গ্রামবাসী বলিল আমি তোমার আ-কৃতি দেখিতেছি, তুমি আমাদিগের রাজপুত্রের ন্যায় আছ, হাতেম্ জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদিগের রাজপুত্রের নাম কি? সে বলিল আমাদিগের রাজপুত্রের নাম হাতেম্, আর এ এমন্-নগর, হাতেমের পিতা যিনি তিনি এই এমননগরের রাজা, তাঁহার নাম তয়। অনেকদিন হইল, হাতেম্ এরাজ্য হইতে বাহির হইয়া ভ্রমণ করিতে গিয়াছেন, অষ্টমবৎসর হইল একবার মস্কাজর্-রিঁপোশের দ্বারা তাঁহার শারীরিক মঙ্গলসংবাদ আসিয়াছিল, সেই অবধি আর কোন সমাচার না পাইয়া তাঁহার পিতামাতা অত্যন্ত চিন্তিত আছেন, আর সকল অপেক্ষায় মস্কাজর্রিঁপোশ ভাবিত আছে। হাতেম্ বলিলেন আমি অমুকস্থানে তাঁহাকে দেখিয়াছি, তিনি শারীরিক কুশলেআছেন, যখন আমি তাঁহার নিকট হইতে পৃথক্ হইলাম, তখন তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন যে, যদি তুমি এমন্ যাও, তবে আমার বাটীতে আমার সংবাদ বলিও যে, তিনি শাহ্আবাদের দিকে গমন করিয়াছেন। হে গ্রাম-বাসিন্! এক্ষণে আমি তৃষ্ণাযুক্ত আছি, জল আন; পরে গ্রাম-বাসী জল ও দধি আনিল, হাতেম্ তাহা পান করিয়া জগদী-শ্বরের প্রতি ধন্যবাদ প্রদানপূর্ব্বক গমন করিলেন।

কিছুদিন পরে শাহ্আবাদে উপস্থিত হইলেন; গ্রামবাসীরা

হাতেম্‌কে চিনিয়া হোসন্‌বানুকে সংবাদ কহিল। হোসন্‌বানু হাতেম্‌কে অন্তঃপুরে ডাকাইয়া বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, হাতেম্‌ সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিলে পর হোসন্‌বানু বলিলেন, সত্য বটে, কিন্তু তুমি কিছু চিহ্ন রাখ, হাতেম্‌ বামহস্ত দেখাইয়া বলিলেন, ইহা এক নদীর জলে রৌপ্যের হইয়াছিল, পরে সে নদী হইতে পার হইয়া এক ঝর্ণার নিকটে উপস্থিত হওত আপন হস্ত ধৌত করায় জগদীশ্বরের কৃপায় হস্ত পূর্ব্ববৎ হইল, কিন্তু নখ এপর্য্যন্ত রৌপ্যেরই আছে; আর দ্বিতীয় চিহ্ন এই যে, স্বর্ণের নদীতে আমার দন্ত স্বর্ণের হইয়াছে, এই বলিয়া সেই তিনটি রত্ন দেখাইলেন। পরে হোসন্‌বানু প্রশংসা করিয়া খাদ্যদ্রব্য আনাইলেন, হাতেম্‌ বলিলেন, আমি রাজপুত্র-মুনীরশামীর সহিত ভোজন করিব।

পরে পান্থশালায় গমন-পূর্ব্বক রাজপুত্র-মুনীরশামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন, রাজপুত্র হাতেমের পদে পতিত হইলেন, হাতেম্‌ তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান-পূর্ব্বক বলিলেন এক্ষণে যে দুইপ্রশ্ন অবশিষ্ট আছে, যদি জগদীশ্বর করেন তবে সেই প্রশ্নের পূরণ করিয়া তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিব, তুমি নিশ্চিন্ত থাক। পরে দুই তিন দিন তথায় অবস্থান-পূর্ব্বক হোসন্‌বানুর নিকটে যাইয়া বলিলেন, এক্ষণে তোমার প্রশ্ন কি বল। হোসন্‌বানু বলিলেন, হে যুবক! আমার নিকটে একটি মুক্তা আছে, তোমার উচিত এই যে, তাহার তুল্য আর একটি মুক্তা আমাকে আনিয়া দাও, পরে হাতেম্‌ সেই মুক্তা আনাইয়া তাহা দেখিলেন এবং তাহার প্রতিমূর্ত্তি একটি রৌপ্যের নির্ম্মাণ করাইয়া আপন নিকটে রাখিলেন, পরে হোসন্‌বানুর নিকটে

বিদায় গ্রহণে পান্থশালায় আগমন-পূর্ব্বক রাজপুত্র-মুনীরশামীর নিকটে বিদায় হইয়া গমন করিলেন।

ষষ্ঠপ্রশ্ন পূরণের জন্য হংসডিম্বের ন্যায় মুক্তা আনয়নার্থ হাতেমের গমন ও কর্ম্মসিদ্ধ করিয়া পুনর্ব্বার শাহ্‌আবাদে প্রত্যাগমন।

হাতেম্ শাহ্‌আবাদ হইতে গমন করিয়া প্রান্তরের পথ ধরিলেন; পরে ছয়ক্রোশ পথ গমন-পূর্ব্বক এক বৃক্ষের তলে অধোমুখে বসিয়া চিন্তিত হওত মনোমধ্যে বলিতে লাগিলেন, হে জগদীশ্বর! আমি না জানিয়া কোথায় যাই? কাহাকে জিজ্ঞাসা করি? আর এত বড় মুক্তা কোথায় হস্তগত হইবে? এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে সন্ধ্যা হইল; সাতপ্রকার বর্ণের নাতক্কানামক একযোড়া পক্ষী, যাহাদিগের বাসস্থান কহর্‌মান্-নদীর তীরে ছিল, জগদীশ্বরের কৃপায় তাহারা সেই দিনে সেই বৃক্ষের উপরে হঠাৎ আসিয়া উপস্থিত হইল; পক্ষিপত্নী বলিল, এ অঞ্চলের বায়ু আমার উত্তম বোধ হয় না, পক্ষী বলিল, তুমি সত্য বলিতেছ, যদিও আমার এরূপ ইচ্ছা ছিল যে, কিছুদিন এস্থানে থাকি, কিন্তু যদি এ অঞ্চলের বায়ু তোমার পক্ষে সহ্য হইল না, তবে কল্য আপন বাটী যাইবার চেষ্টা করিব, পক্ষিণী বলিল সত্য বল, কল্য যে গমন করিব বলিলে, একথা যেন স্থির থাকে, পক্ষী বলিল, হে পক্ষিণি! তুমি উত্তমরূপে জান, আমি কখন মিথ্যা বলি না। পরে পক্ষিণী ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিল, হে পক্ষি! এ মনুষ্যজাতি কে? কি নিমিত্ত বসতি-শূন্য স্থানে চিন্তিত হইয়া নতশিরে বসিয়া আছে? পক্ষী বলিল, এ

অনুপায়-ব্যক্তি, কহর্মান্-নদীর তীরবাসি লাতশ্-পক্ষীর ডিম্ব পাইবার জন্য চিন্তিত আছেন, আর এ যুবা এমন্দেশীয়; ইহাঁর নাম হাতেম্; ইনি তয়ের পুত্র; ভদ্রলোক; জগদীশ্বরের দাস-গণের জন্য কটিবন্ধন-পূর্ব্বক জগদীশ্বরের পথে আপন প্রাণ দিতেও উদ্যত আছেন, রাজপুত্র-মুনীরশামী বর্জখ্-সওদাগরের হোসন্বানু নাম্নী কন্যার প্রতি আসক্ত হইয়াছে, সে সাতটি প্রশ্ন রাখে, আর এরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছে যে, যেব্যক্তি ঐ সাতপ্রশ্নের উত্তর দিবে, তাহাকে বিবাহ করিবে; রাজপুত্র-মুনীরশামী ঐ সকল প্রশ্নঃপূরণে অপারক-হেতু চিন্তিত ও ভাবিত হইয়া এমন্-দেশের প্রান্তরে আগমন-পূর্ব্বক ক্রন্দন করিতেছিল, ঈশ্বরের ইচ্ছায় এই ধার্ম্মিক যুবার সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ায় সে আপন বৃত্তান্ত বর্ণন করিলে, এই যুবা তাহার প্রতি অনেক অনুগ্রহ করিয়া চেষ্টার কটিবন্ধন-পূর্ব্বক তাহার সঙ্গে হোসন্বানুর নিকটে উপ-স্থিত হইলেন, আর তাহার প্রশ্ন-পূরণের ভার আপন স্কন্ধে লইয়া পাঁচটি প্রশ্ন পূরণ করিয়াছেন, এক্ষণে ষষ্ঠপ্রশ্ন-পূরণের জন্য এই বসতি-শূন্য স্থানে আগমন-পূর্ব্বক চিন্তিত হইয়া বসিয়া আছেন। পক্ষিণী বলিল, হে পক্ষি! তাহার ষষ্ঠপ্রশ্ন কি? আর এ যুবার নিকটে সে কি চাহিয়াছে? পক্ষী বলিল, হে পক্ষিণি! তোমার ইহাতে কি আবশ্যক? তুমি নিদ্রা যাও, প্রাতঃকাল হইলে এ নদী হইতে আপন বাটী যাইতে হইবে। পক্ষিণী বলিল, হে পক্ষি! শুনিয়াছি মনুষ্যজাতির মধ্যে অনেক ব্যক্তি পরোপকারক আছেন, তাহার অনেক কথা তোমার স্মরণ আছে। পক্ষী বলিল, তুমি যথার্থ শুনিয়াছ, এ যুবাও জগদী-শ্বরের একজন উত্তম দাস, ইহাঁর নিজের কিছু কর্ম্ম নহে, অপ-রের কর্ম্মের জন্য কষ্ট সহ্য করিয়া আপনাকে বিপদে নিক্ষেপ

করিয়াছেন। পক্ষিণী বলিল, হে পক্ষি! হোসন্‌বানু এ যুবার নিকটে কি দ্রব্য চাহিয়াছে? পক্ষী বলিল, জলচর লাতিশ্‌পক্ষীর ডিম্ব তাহার হস্তগত হইয়াছে, সে জানে না যে তাহা কি দ্রব্য, তাহাকে মুক্তা জ্ঞান করিয়া তাহার তুল্য আর একটি চাহিতেছে; এ যুবা তাহারি অনুসন্ধানে ব্যাকুল আছেন। পক্ষিণী বলিল, এ যুবার প্রতি অনুগ্রহ করা ভদ্রতার বহির্ভূত কর্ম্ম নহে, এ কর্ম্ম তোমার দ্বারা নির্ব্বাহ হইবে, তুমি ইহাতে ক্রটি করিও না, সে পক্ষীর বৃত্তান্ত তোমার নিকটে গোপন নাই। পক্ষী বলিল, হে পক্ষিণি! বহুকাল হইল আর সেই সকল পক্ষী জলমধ্যে কি ভূমিতে ডিম্ব প্রসব করে না; এ অনুপায় ব্যক্তি আর তাহা কোথায় পাইবে? পক্ষিণী বলিল, হে পক্ষি! তবে কিরূপে লা-তশ্‌পক্ষীর ডিম্ব সে কন্যার হস্তগত হইবে? পক্ষী বলিল, তাহার উৎপত্তি এইপ্রকারে হইত;—কহর্‌মান্‌-নদীর মধ্যে সেই সকল পক্ষীর বাসস্থান ছিল; পূর্ব্বকালে তাহারা তিন বৎসর পরে ভূমিতে ডিম্ব প্রসব করিত, তাহার কয়েকটি ডিম্ব মুক্তা হইয়াছিল; এক দিবস সেই সকল পক্ষী মনোমধ্যে বিবেচনা করিল যে, আমরা এমন পক্ষী আছি যে, আমাদিগের ডিম্ব মুক্তা হইতেছে। এই অহঙ্কার করিবামাত্র জগদীশ্বরের আদেশে সেই লাতশ্‌পক্ষীর উৎপত্তি নিবারণ হইয়া গেল, এবং সেই সমস্ত ডিম্বও নদীতে মগ্ন হইল, কিন্তু সেই ডিম্বের মধ্যে দুইটি ডিম্ব রাজা জম্‌জান্ কহর্‌মানীর হস্তগত হইয়াছিল, আর রাজা শাম্‌-আনের জম্‌জান্ কহর্‌মানীর সঙ্গে অত্যন্ত প্রণয় থাকায় তিনি অনেক বিনয়ের দ্বারা যাজ্ঞা করিয়া তন্মধ্যে একটি ডিম্ব হস্তগত করিয়াছিলেন।

রাজা জম্‌জান্ কহর্‌মানী অনেক ধন ও অনেক রত্ন সংগ্রহ-

পূর্ব্বক কহর্মান্ নদীর তীরে এক বড় নগর বসাইয়া বহুকাল রাজ্য করেন ; যে সময় তাঁহার মৃত্যু হয়, তাহার কিছুদিন পরে সেই নগর বসতি-শূন্য হইয়া প্রান্তর হইয়া গেল। জগদীশ্বরের ইচ্ছায় তাঁহার সমস্ত ধনরত্ন হোসন্বানুর হস্তগত হইয়াছে।

আর যখন পরমেশ্বরের ইচ্ছায় রাজা শাম্আনের মৃত্যু হইল, তখন তাঁহার নগরে অরাজকতা হওয়ায় তাঁহার অধীন লোক-সকল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল, আর সেই দেশকে অপর লোকে অধিকার করিল। রাজার স্ত্রী গর্ভবতী ছিলেন; তিনি প্রাণ-ভয়ে লাতশ্পক্ষীর সেই ডিম্ব লইয়া বাটী হইতে পলায়ন-পূর্ব্বক প্রান্তরের পথ ধরিলেন ; একদিন তিনি কহর্মান্-নদীর তীরে যাইতে ছিলেন, ঐ সময়ে সওদাগরেরা নৌকাযোগে নদীতে সেই দিকে আসিতেছিল, সেই স্ত্রী অভিযোগ করিলেন, নৌকার কর্ত্তা তাহা শ্রবণে নৌকা তীরে আনয়ন-পূর্ব্বক সেই স্ত্রীলোককে নৌকার উপরে আরোহণ করাইয়া অবস্থা জিজ্ঞাসা করিলে পরে সেই স্ত্রী তাবৎ বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। সেই সওদাগরের নাম শেমর ছিল ; তিনি সেই স্ত্রীলোককে কন্যা বলিয়া আপন দেশে আনিলেন। পরে তথায় সেই স্ত্রীলোকের এক সন্তান জন্মিল। অনেক দিন পরে শেমর-সওদাগরের মৃত্যু হওয়ায় সেই সন্তান সেই নগরের কর্ত্তা হইলেন। তিনি বহুদিন জীবিত থাকিয়া বাণিজ্যের অর্থের দ্বারা অনেক সৈন্য-সংগ্রহ-পূর্ব্বক কয়েকটি চড়া অধিকার করিয়া রাজা হইলেন। পরিশেষে তাঁহার মৃত্যু হওয়ায় তাঁহার পুত্র পৌত্রেরাও সেই নগরে রাজ্য-ভোগ করিলেন। তৎপরে কোল্জম্-নদী, কহর্মান্-নদী, জর্রিঁ-নদী, আতসীঁ-নদী, এই সকল কোহকাফের সীমা, যখন সোলেমান্ পয়গম্বরের অধিকার হইল, তখন একদিন সকল দৈত্য, পরী ও বীরপুরুষ এবং

অন্যান্য কর্ত্তারা তাঁহার বাটীতে উপস্থিত হওয়ায় তিনি এক এক স্থান এক এক ব্যক্তিকে অর্পণ করিলেন ; পরে সেই সোলেমান্ পয়গম্বরের অধিকার অবধি এপর্য্যন্ত সেইসকল জাতিরা সেই সেই স্থানে বসতি করিতেছে ; তাহাদিগের সঙ্গে মনুষ্যের কোন আবশ্যক নাই, এবং মনুষ্যের সঙ্গেও তাহাদিগের কোন আবশ্যক নাই। ঐ মুক্তা "শাম্‌পরী সোরখ্‌কোলাহের" হস্তগত হইয়াছিল, মহএয়ার সোলেমানী যিনি মনুষ্য ও পরী হইতে জন্মিয়াছেন, এক্ষণে ঐ লাতশ্-পক্ষীর ডিম্ব তাঁহার নিকটে আছে, আর বর্‌জখের চড়ার দৈত্যেরা তাঁহার সঙ্গে প্রণয় রাখে এবং সোলেমানের নামের প্রতাপে তাঁহার প্রতি দৌরাত্ম্যও করিতেছে না ; তাঁহার একটি কন্যা আছে, তাহার সাতবৎসর বয়ঃক্রম হইয়াছে। মহএয়ার এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে, যে কোন ব্যক্তি ঐ মুক্তার জন্ম-বৃত্তান্ত বর্ণন করিবে, তাহাকে কন্যা দিব, ইহাতে অনেক পরী তাঁহার নিকটে গিয়াছিল কিন্তু কেহই ঐ মুক্তার জন্ম-বৃত্তান্ত জানে না যে বর্ণন করিবে। আর মহএয়ার সোলেমানী অত্যন্ত বিদ্বান্ ; সেইকালের পুস্তক সকল তাঁহার হস্তগত হইয়াছে, তিনি ঐ পুস্তক হইতে লাতশ্‌পক্ষীর ডিম্বের জন্ম-বৃত্তান্ত জ্ঞাত আছেন, অন্য ব্যক্তিরা তাহা কি জানিবে ও কি বলিবে? এক্ষণে সে পক্ষিগণকে ভূমিতে ডিম্ব প্রসব করিবার আদেশ নাই, বরঞ্চ সোলেমান্ পয়গম্বরের অধিকার-কাল হইতে তাহাদিগের আর জন্ম হয় না ; আর আমাদিগকেও এরূপ আজ্ঞা নাই যে, এই সকল কথা ও ইহার বৃত্তান্ত কাহারো নিকটে বলি, এ যুবা অনেক দিন হইতে জগদীশ্বরের পথে কটিবন্ধন করিয়া ক্লেশ সহ্য করিতেছেন, অতএব ইহাঁর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়, এই জন্য আমি এ কথা বলিলাম।

পক্ষিণী বলিল, এ যুবা কিরূপে কহর্‌মান্-নদীতে যাইয়া উপস্থিত হইবেন? যেহেতু দৈত্য ও রাক্ষসের সে দেশ, ও তাহাতে অনেক আপদ্ আছে। পক্ষী বলিল, জগদীশ্বর দাতা ও সর্ব্বকর্ম্ম-নির্ব্বাহক আছেন, আপন মহিমায় ইহাঁকে উপস্থিত করিয়া দিবেন। যদি এ যুবা জাগ্রত থাকেন, ও তোমাকে যে সকল কথা বলিলাম তাহা শুনিয়া থাকেন এবং স্মরণ রাখেন, তবে ইহাঁর উচিত যে দক্ষিণদিকে গমন করেন, আর আমার পালখ সঙ্গে রাখেন; যখন কোহ্‌কাঁকের সীমায় উপস্থিত হইবেন, তখন একটি বৃহৎ প্রান্তর দেখিতে পাইবেন, সেই প্রান্তরে গমন-কালে আমার রক্তবর্ণ-পালখ ভস্ম করত জলে গুলিয়া তাহা সর্ব্বাঙ্গে মর্দ্দন করিলে তাহার গন্ধে সমস্ত হিংস্রক পলায়ন করিবে, এবং ইহাঁর বর্ণ কৃষ্ণবর্ণ হইয়া দৈত্যের ন্যায় আকৃতি হইবে, আর ইহাঁর হস্ত পদ স্থূল ও বৃহৎ হইয়া যাইবে, এবং ইনি দৈত্যের ন্যায় কথা কহিতে পারিবেন। পরে যখন সেই প্রান্তর হইতে নির্ব্বিঘ্নে বাহির হইয়া চড়ায় উপস্থিত হইবেন, তখন আমার শ্বেতবর্ণ-পালখ ভস্ম করত জলে মিশ্রিত-পূর্ব্বক তাহা সর্ব্বাঙ্গে মর্দ্দন করিয়া স্নান করিলে পূর্ব্ব আকার পাইবেন। যখন সেখান হইতে মহএয়ার সোলেমানীর চড়ায় উপস্থিত হইবেন, তখন তাঁহার জাতিরা ইহাঁকে আপনার রাজার নিকটে লইয়া যাইবে। যখন ইনি সেখানে উপস্থিত হইবেন, তখন যেন আপন অভিলাষ প্রকাশ করেন, তাহা করিলে তিনি আপত্তি করিয়া বলিবেন যে, যেব্যক্তি এই মুক্তার জন্মবৃত্তান্ত বলিবে তাহাকে আপন কন্যা দিব। আর তিনি সেই মুক্তা কন্যার বিবাহের পণ-স্বরূপ রাখিয়াছেন। আমি যাহা বলিলাম, ইনি তাহা স্মরণ রাখিয়া যদি সমস্ত

বৃত্তান্ত তথায় বর্ণন করেন, তবে সেই সত্যবাদী মহ্‌এয়ার অবশ্যই সেই মুক্তা দিবেন।

পক্ষিণী বলিল, এ যুবা কিপ্রকারে আমাদিগের পালখ পাইবেন? পরে পক্ষী আপন পক্ষ ঝাড়িতে লাগিল, তাহাতে কয়েকটি পালখ পতিত হইল। হাতেম্ পক্ষিদিগের রাত্রির কথা-সকল শুনিয়াছিলেন, প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান-পূর্ব্বক পক্ষিদিগের পালখ কুড়াইয়া লইলেন। পক্ষিণী বলিল, হে পক্ষি! তুমি কিরূপে জানিলে যে, এ যুবা এই কর্ম্মের জন্য আসিয়াছেন? আর তুমি কিরূপেই বা এত কথা স্মরণ রাখিয়াছ? পক্ষী বলিল, আমাদিগের পক্ষীজাতির মধ্যে পুরুষদিগের আরম্ভ অবধি শেষ পর্য্যন্ত সকলকথা স্মরণ আছে; আর স্ত্রীজাতিরা বাক্যালাপ-ভিন্ন আর কিছু জানে না। যখন প্রলয়কালে জগদীশ্বর সকল জাতিকে বিনাশ করিয়া স্বয়ং থাকিবেন, তখন পর্য্যন্ত আমাদিগের পক্ষীজাতিরা কথা কহিতে স্মারক থাকিয়া বিনাশ পাইবে, আর মনুষ্য-জাতি হইতে আমাদিগের পরমায়ু অধিক; তোমার ও আমার অদ্যাপি একশত বৎসর আয়ুঃ অবশিষ্ট আছে, পরে আমরা দুইজনে পৃথিবী হইতে গমন করিব। এইরূপে কথা কহিয়া প্রাতঃকালে পক্ষীরা উড়িয়া গেল।

পরে হাতেম্ দক্ষিণদিকে গমন করিলেন; অনেক মঞ্জেল ও অনেক পথ গমন করিয়া রাত্রিতে এক তরুতলে নিদ্রা গেলেন, তথায় এক জন্তু এরূপে অভিযোগ করিল যে, হা! জগদীশ্বরের দাসের মধ্যে এমন কেহ আছে যে আমার অভিযোগের বিচার করে, হাতেম্ তাহা শ্রবণমাত্র সেই শব্দের দিকে গমন করিলেন। পরে নিকটে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, একটি খেঁকশেয়ালী ভূমিতে বিলুণ্ঠিত হইয়া চীৎকার করিতেছে। হাতেম্ বলিলেন,

খেঁকৃশেয়ালি! তোমাকে কে কষ্ট দিয়াছে ? খেঁকৃশেয়ালী বলিল, একজন ব্যাধ আমার স্বামী ও শিশুদিগকে শীকার করিয়া লইয়া গিয়াছে, তাহাদিগের বিরহে আমি রোদন করিতেছি। হাতেম্ জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্যাধের বাটী কোথায় ? সে বলিল, এস্থান হইতে ছয়ক্রোশ পরে একটি গ্রাম আছে, তথায় সে থাকে। হাতেম্ বলিলেন, তুমি আমাকে পথ দেখাইয়া দাও, তবে আমি তাহার নিকটে যাইয়া তাহাদিগকে মুক্ত করি। খেঁকৃশেয়ালী বলিল, হে যুবক! যদি আমি তোমার সঙ্গে যাই, আর তুমি তাহার সঙ্গে মিলিত হইয়া আমাকে বদ্ধ কর, তবে আমার অবস্থা সেই বানরীর ন্যায় হইবে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, সে বানরীর অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল ? খেঁকৃশেয়ালী বলিল, হে যুবক! শ্রবণ কর, বানরদম্পতি দাম্গান-নগরের প্রান্তরমধ্যে একস্থানে থাকিত; তাহাদিগের শাবক হইয়াছিল, একদিন এক ব্যাধ সেই প্রান্তরে উপস্থিত হইল, এবং শিশুদিগের সঙ্গে বানরকে ধৃত করিয়া এক ধনবান লোকের নিকটে বিক্রয় করিল। বানরী তাহাদিগের বিরহে ভূমিতে মস্তক আঘাত করিতে লাগিল। পরিশেষে সে অনুপায় হইয়া দাম্গানের কর্ত্তার নিকটে অভিযোগ করিতে গেল; কর্ত্তা বলিলেন, হে বানরি! তোমাকে কে ক্লেশ দিয়াছে ? মনুষ্যেরা বলিল ইহার স্বামী ও শিশুসকলকে অমুক ব্যাধ শীকার করিয়া আনিয়াছে, কর্ত্তা আপনার একজন মান্যলোককে তাহার সঙ্গে দিয়া বলিলেন তুমি যাও, আর ইহার শাবক ও স্বামীকে মুক্ত করিয়া দাও।

পরে সেই বানরী সেই মনুষ্যের সঙ্গে গমন করিল, ব্যাধের বাটীতে উপস্থিত হইলে ব্যাধ বাটী হইতে বাহির হইল, তখন সেই মান্যমনুষ্য বলিলেন, হে ব্যাধ! ইহার শিশুসকলকে ও

স্বামীকে কি করিলে? ব্যাধ বলিল তুমি কি জাননা? অমুকদিন যে তোমারি নিকটে বিক্রয় করিয়াছি? যদি তুমি ইহার কাতরতায় অনুগ্রহ কর, তবে ইহার স্বামীকে ও শিশুগণকে ছাড়িয়া দাও, আর আমাকে যে মুদ্রা দিয়াছ তাহা ফিরিয়া লও। সেই মান্য-ব্যক্তি বলিলেন, আমি তাহাদের সঙ্গে আমোদে আছি, আমার ইচ্ছা নয় যে, তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিই, পরে ব্যাধকে বলি-লেন এমন কিছু উপায় আছে যে, এ ক্ষান্ত থাকে। ব্যাধ বলিল ইহার এই এক উপায় যে, এই বানরীকে ধৃত করিয়া ইহার স্বামী ও শিশুদিগের সঙ্গে একত্র রাখ। পরিশেষে সেই ব্যক্তি বান-রীকে কৌশলদ্বারা ধৃত করিয়া রাখিলেন, এবং স্বয়ং কর্ত্তার নিকটে আসিয়া নমস্কার করিলেন। কর্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, সে বানরী কোথায়? তিনি বলিলেন, আপনকার কৃপায় সে আপন স্বামী ও শিশুগণকে পাইয়া প্রান্তরের দিকে পলায়ন করিয়াছে। কর্ত্তা বলিলেন, তুমি কি নিমিত্ত আপনার সঙ্গে তাহাদিগকে আনয়ন করিলে না? তিনি বলিলেন, সে জন্তু; আমি মনুষ্য, অনেক ডাকিলাম, কোনমতেই আমাকে উত্তর দিলে না। কর্ত্তা বলিলেন, আমি শুনিয়াছি ব্যাধ সেই বানরীর স্বামী ও শিশুকে তোমার নিকটে বিক্রয় করিয়াছে, আর বান-রীকেও ধৃত করিয়া তোমাকে দিয়াছে; যদি আপন প্রাণ বাঁচা-ইতে চাও, তবে তাহাদিগকে লইয়া আইস, নতুবা তোমাকে ছেদন করিব। তিনি অনুপায় হইয়া তাহাদিগকে আনিয়া দি-লেন। কর্ত্তা যখন বানরীর শিশুদিগকে দেখিলেন, তখন অত্যন্ত তুষ্ট হইয়া বলিলেন, বানর-শিশুদিগকে আমার নিকটে রাখিয়া বানর ও বানরীকে ছাড়িয়া দাও; পরে সেই বানর বানরী আপন

শিশুদিগের বিরহে আহার ত্যাগ করিয়া প্রথমে বানরী মরিল, শেষে বানরও মরিয়া গেল।

ওহে যুবা! এইজন্য আমি ভীত হইতেছি, তোমার উচিত নয় যে, আমাকে বিপদে নিক্ষেপ কর; মনুষ্যজাতি নির্দ্দয় এবং কঠিন-হৃদয় হইয়া থাকে। হাতেম্ বলিলেন, হে খেঁকৃশেয়ালি! তুমি নিশ্চিন্ত থাক, আমি সেরূপ মানুষ নই, তুমি আপন মনে কোন সন্দেহ করিও না। পরে খেঁকৃশেয়ালী সম্মত হইয়া পথ দেখাইয়া চলিল, এবং হাতেম্‌কে সেই গ্রামে উপস্থিত করিয়া দিয়া হাতেমের প্রতি বলিল, সে ব্যাধ এই গ্রামে থাকে। হাতেম্ খেঁকৃশেয়ালীকে বলিলেন, তুমি এইখানে থাক, আমি অনুসন্ধান করিতে যাই। পরে খেঁকৃশেয়ালী একপার্শ্বে লুকাইয়া রহিল।

অনন্তর হাতেম্ সেই গ্রামে প্রবেশ-পূর্ব্বক তথাকার লোকদিগকে ব্যাধের বাটী জিজ্ঞাসা করিয়া ব্যাধের দ্বারে উপস্থিত হওত কপাটে আঘাত করিলেন, ব্যাধ গৃহ হইতে বাহিরে আসিয়া দেখিল যে, এক যুবা দাঁড়াইয়া আছে, নমস্কার করিল, হাতেম্ প্রতি-নমস্কার করিলেন। ব্যাধ জিজ্ঞাসা করিল, হে যুবক! আমার নিকটে তোমার কি কর্ম্ম আছে বল, তুমি যে আমাদিগের গ্রামের লোক এরূপ বোধ হয় না, হাতেম্ বলিলেন, আমি এমন্-নগরবাসী; আমার কঠিন পীড়া হইয়াছে; চিকিৎসক বলিয়াছেন যে, যদি তুমি খেঁকৃশেয়ালীর রক্ত আপন দেহে মর্দ্দন কর, তবে তোমার সমুদায় রোগ আরোগ্য হইয়া যাইবে, আমি তাহার তত্ত্ব করিতেছি, শুনিলাম, তুমি খেঁকৃশেয়ালী শীকার কর, যদি তোমার দ্বারা আমার কর্ম্ম নির্ব্বাহ হয়, তবে আমার প্রতি অত্যন্ত অনুগ্রহ করা হইবে, আমি তো-

মাকে মূল্য দিব, ব্যাধ বলিল, তোমার কত খেঁকৃশেয়ালী চাই ? হাতেম্ বলিলেন, হে বন্ধো ! তোমার গৃহে যত উপস্থিত আছে, সমুদায় আন। ব্যাধ আপন গৃহে যাইয়া একটি বড় খেঁকৃশেয়ালী ও তাহার ছয়টি শিশু আনয়ন করিল। হাতেম্ তাহা দেখিয়া অত্যন্ত সন্তোষ-পূর্ব্বক কহিলেন হে ভাই ! কত মুদ্রা মূল্য বল, ব্যাধ বলিল প্রত্যেক খেঁকৃশেয়ালীর পাঁচ স্বর্ণমুদ্রা মূল্য, হাতেম্ তাহা বিনা-মূল্যে প্রাপ্ত জ্ঞান করিয়া তাহার কথিতমত মুদ্রা দিলেন, এবং শিশুদিগের সহিত খেঁকৃশেয়ালকে মুক্ত করত আপন সঙ্গে লইয়া যেস্থানে খেঁকৃশেয়ালী লুকাইয়াছিল, সেইখানে উপস্থিত হইলেন, আর আহ্বান করিয়া বলিলেন, হে খেঁকৃশেয়ালি ! অগ্রে আইস, আহ্লাদিত হও, তোমার শিশুদিগের সহিত তোমার স্বামীকে বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া আনিয়াছি, লও আপন বাসস্থানে যাও। খেঁকৃশেয়ালী গর্ত্ত হইতে বাহিরে আসিয়া আপন শিশুদিগকে দর্শন-পূর্ব্বক দ্রুতগমনে হাতেমের পদতলে পতিত হইল। হাতেম্ তাহাকে আশ্বাস প্রদান করিলেন, এবং ব্যাধ যে তাহার স্বামী ও শিশুদিগের হস্তপদকে রজ্জুদ্বারা বন্ধন করিয়াছিল, তাহা মুক্ত করিয়া দিলেন। শিশুদিগের সামর্থ্য-থাকা-প্রযুক্ত তাহারা পলায়ন করিল, খেঁকৃশেয়াল ভাবনায় মৃতপ্রায় হইয়া অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়াছিল, পলায়ন করিতে পারিল না। খেঁকৃশেয়ালী শিশুদিগের প্রতি স্নেহ প্রকাশ করিল, পরে আপন স্বামীর সেরূপ অবস্থা দর্শনে মস্তকে ধূলি-নিক্ষেপ করিয়া অত্যন্ত রোদন করিতে লাগিল। হাতেম্ তাহাকে আশ্বাস প্রদান করিয়া বলিলেন, জগদীশ্বর ইহাকেও বলবান করিবেন। খেঁকৃশেয়ালী বলিল ইহার এক ঔষধি আছে, কিন্তু তাহা পাওয়া কঠিন। হাতেম্ বলিলেন তাহা কি বল,

যদি আমার দ্বারা সে ঔষধি প্রস্তুত হয় তবে ইহা হইতে কি উত্তম আছে? খেঁকৃশেয়ালী বলিল তাহা মনুষ্যের রক্ত। হাতেম্ বলিলেন মানুষের রক্তে কি করিবে? খেঁকৃশেয়ালী বলিল মানুষের সদ্যরক্ত ইহঁাকে পান করাইব। হাতেম্ বলিলেন, দেহের কোন্ স্থানের রক্ত চাই, সে বলিল যেখানের হউক। হাতেম্ তূণ হইতে অস্ত্র বাহির করিয়া বামহস্তের কনুয়ের শিরা বিদ্ধ করত বলিলেন, হে খেঁকৃশেয়ালি! আমার যত রক্ত আবশ্যক হয় লও। খেঁকুশেঁয়ালী আপন স্বামীকে হাতেমের নিকটে আনয়ন-পূর্ব্বক তাহার মুখব্যাদান করিয়া দিয়া বলিল, যদি ইহঁার মুখমধ্যে রক্ত নিক্ষেপ কর তবে অত্যন্ত অনুগ্রহ করা হয়। হাতেম্ সেইরূপ করিলেন, খেঁকৃশেয়াল যখন কিঞ্চিৎ রক্ত পান করিল, তখন চক্ষুরুন্মীলন-পূর্ব্বক পূর্ব্ব অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া উঠিল। হাতেম্ বলিলেন হে খেঁকৃশেয়াল! তুমি আমার দ্বারা তুষ্ট হইলে ত? পরে খেঁকৃশেয়াল আপন শিশুদিগের সহিত হাতেমের পদে পতিত হইল। অনন্তর হাতেম্ তাহাদিগের নিকটে বিদায় হইয়া গমন করিলেন।

পরে এক বসতি-মধ্যে উপস্থিত হইয়া তথায় রাত্রি-যাপন করিলেন। যখন দিন হইল তখন পুনর্ব্বার গমন-পূর্ব্বক প্রান্তর ও বনের মধ্য দিয়া যাইতে লাগিলেন এবং মধ্যে মধ্যে ফলভক্ষণ করিতেন। কিছুদিন পরে এক প্রান্তরে উপস্থিত হইলেন, আর অত্যন্ত রৌদ্র হওয়া-প্রযুক্ত জলের জন্য চতুর্দ্দিকে দেখিতে লাগিলেন। পরে দূর হইতে একটি ঝর্ণা দেখিয়া তাহার দিকে গমন করিলেন; যখন তাহার নিকটে উপস্থিত হইলেন, তখন দেখিলেন তাহা ঝর্ণা নহে, একটি সর্প কুণ্ডলী হইয়া বসিয়া আছে; তথা হইতে যেমন প্রত্যাগমন করিতে ইচ্ছা করিলেন, অমনি

সর্প হাতেমের প্রতি কথা কহিয়া বলিল, হে এমন্‌দেশীয় যুবক! এ প্রান্তরে কি নিমিত্ত ভ্রমণ করিতেছ? আর কি কার্য্যের জন্য এখানে আসিয়াছ? হাতেম্ বলিলেন হে জগদীশ্বরের দাস! আমি তৃষ্ণাযুক্ত আছি, জলের অনুসন্ধানে এখানে আসিয়াছি। আমি তোমাকে জলের ঝর্ণার ন্যায় দেখিয়া আসিয়াছিলাম, এখন জানিলাম ইহা পরমেশ্বরের মহিমা। সর্প বলিল হে প্রিয়! তুমি সকলদ্রব্যই পাইবে, নিশ্চিন্ত থাক। পরে সে, সে স্থান হইতে গমনকালে বলিল, হে যুবক! আমার সঙ্গে আইস। হাতেম্ মনোমধ্যে বিবেচনা করিলেন এ সর্প, দংশনকারক, ইহার সঙ্গে কিপ্রকারে যাইব। যখন সর্প দেখিল যে, যুবা দাঁড়াইয়া রহিলেন, তখন বলিল হে প্রিয়! সন্দেহ না করিয়া আমার সঙ্গে আইস; হাতেম্ জগদীশ্বরের প্রতি নির্ভর করিয়া সর্পের পশ্চাতে চলিলেন। পরে সর্প হাতেম্‌কে এক উদ্যানের ভিতরে লইয়া গেল; হাতেম্ তথায় উপস্থিত হইয়া সন্তোষপূর্ব্বক বলিলেন, এমন উপবন আর কোথাও দেখি নাই, কেবল পরীদিগের দেশে দেখিয়াছি; তথায় নানাবর্ণের পুষ্প ও জলের লহরী ছিল। পরে হাতেম্ সর্পের সঙ্গে ভ্রমণ করিতে করিতে একটি উপবনের স্থানে যাইয়া উপস্থিত হইলেন, তথায় রাজোপযুক্ত-শয্যা ও উত্তম উপাধান (তাকিয়া) সকল পাতিত ছিল, আর তাহার সম্মুখে একটি বৃহৎ হউজ ছিল, সর্প হাতেম্‌কে সেই স্থানে বসাইয়া স্বয়ং হউজের জলে মগ্ন হইল, হাতেম্ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বিবেচনা করিলেন, 'এই হউজের মধ্যে সর্পের বাসস্থান আছে।

তদনন্তর হাতেম্ উদ্যানের কৌতুক দেখিতে লাগিলেন; কিছুকাল পরে কয়েকটি পরীপুরুষ মণি-মুক্তা-জড়িত কয়েক খানি

খাঞ্চা হস্তে ধারণ-পূর্ব্বক ঐ হউজ হইতে বহির্গত হইয়া হাতে-মের নিকটে দাঁড়াইয়া নমস্কার করিল, হাতেম্ জিজ্ঞাসা করি-লেন, তোমরা কে? তাহারা বলিল, যিনি তোমাকে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছেন, আমরা তাঁহার ভৃত্য, তিনি তোমার জন্য এই সকল-রত্ন পাঠাইয়াছেন, যদি তুমি গ্রহণ কর তবে অনুগ্রহ করা হয়। হাতেম্ বলিলেন, আমি একাকী এ সকল রত্ন লইয়া কি করিব? এইরূপ কথোপকথন হইতেছিল, এমতকালে আর কয়ে-কটি পরীপুরুষ খাঞ্চা হস্তে লইয়া ঐ হউজ হইতে বহির্গত হওত নমস্কার করিল, হাতেম্ জিজ্ঞাসা করিলেন, এ সকল খাঞ্চায় কি আছে? তাহারা কহিল, তোমার নিমিত্ত রত্ন ও মুদ্রা আনিয়াছি। হাতেম্ বলিলেন, এ সকল রত্ন আমার কি কর্ম্মে আসিবে? এমত সময়ে আর কয়েকটি চন্দ্রমুখী-পরী হস্তে খাঞ্চা লইয়া ঐ হউজ হইতে বাহিরে আগমন-পূর্ব্বক নমস্কার করিল। হাতেম্ তাহা-দিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এ সমস্ত খাঞ্চায় কি আছে? তাহারা বলিল খাদ্যদ্রব্য আছে, হাতেম্ সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, বাটীর কর্ত্তা কোথায়? তাঁহার সঙ্গে একত্র ভোজন করিব। ইতিমধ্যে কয়েকজন পরীপুরুষ সঙ্গে লইয়া একজন সুন্দরযুবা হউজ হইতে বহির্গত হইল, হাতেম্ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া ভাবিলেন, এ যুবা কে? পরে হাতেম্ তাহাকে নমস্কার করিলেন, তদনন্তর ঐ যুবা ও হাতেম্ শয্যার উপরে বসিলেন। যুবা হাতেম্‌কে জিজ্ঞাসা করিল তুমি আমাকে চিনিতে পার? হাতেম্ বলিলেন, আমি তোমাকে কখন দেখি নাই, যুবা কহিল আমি সেই ব্যক্তি, প্রান্তর হইতে তোমাকে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছি। হাতেম্ বলিলেন এ কি বৃত্তান্ত বর্ণন কর; যুবা বলিল ভোজনের পর বলিব।

পরে যখন ভোজন-কার্য্য সমাপ্ত হইল তখন হাতেম্ জিজ্ঞাসা

করিলেন, হে যুবক! এ কি ব্যাপার? প্রথমে তুমি সর্প ছিলে, পরে মানুষ হইলে। যুবা বলিল হে হাতেম্! আমি পরীজাতিদিগের বংশ, আমার নাম শম্‌স্‌শাহ্; সোলেমান্ পয়গম্বরের রাজ্যকালে আমি একদিন উদ্যানমধ্যে বসিয়াছিলাম, মনোমধ্যে উদয় হইল যে, কল্য সমস্ত-সৈন্যসহিত মনুষ্যদিগের দেশে যাইয়া সকলমনুষ্যকে ছেদন করিব এবং তাহাদিগের দেশকে অধিকার করিয়া লইব, যেহেতু জগদীশ্বর কৃপা করিয়া তাহাদিগকে উত্তম স্থান প্রদান করিয়াছেন। পরে সমস্ত জাতিদিগকে বলিলাম, তোমরা প্রস্তুত থাক, কল্য এক স্থানে আমাকে যাইতে হইবে। পরে রাত্রি হইল, নিদ্রা গেলাম। প্রাতঃকালে জাগ্রত হইয়া দেখিলাম, আমার স্বজাতীয় ব্যক্তিরা সকলেই আপন আপন আকারে আছে, কেবল তাহাদিগের পক্ষ নাই, আর আমি সর্পের আকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছি, তৎপরে সমস্ত দিন ভূমিতে অবলুণ্ঠন করিয়া রাত্রিকালে লম্ববান্ হইয়া ক্রন্দন করিতাম, কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইত না; আর অদৃশ্য হইতে এরূপ শব্দ শুনিতে পাইতাম যে, "যে ব্যক্তি আপন-অঙ্গীকার পালন না করে, তাহার এইরূপ দুর্দ্দশা হয়," প্রতি রাত্রিতেই এই শব্দ আমার কর্ণগোচর হইত, পরে আমি বিনয়-পূর্ব্বক ঈশ্বরের নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বলিলাম, পুনর্ব্বার এরূপ কথা মনেও করিব না, তখন আজ্ঞা হইল যে, "ধৈর্য্যধর, এমন্‌দেশীয় হাতেম্ নামক যুবা এই প্রান্তরে আসিবেন, তুমি প্রাণ ও মনের সহিত তাঁহার সেবা করিও, যখন তিনি তোমার জন্য জগদীশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিবেন, তখন তাঁহার সেই প্রার্থনা সফল হইবে এবং তুমি আপন আকার পাইবে।"

এক্ষণে অশীতি বৎসর হইল, আমি সর্পের আকার হইয়া

আছি, আর তিন বৎসর হইতে এই প্রান্তর-মধ্যে আমি সমস্ত-দিন তোমার আগমনের প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতাম, অদ্য যখন তোমাকে দেখিলাম, তখন বোধ করিলাম, ইনিই এমন্‌দেশের যুবা হইবেন, এখন তুমি আমার নিমিত্ত প্রার্থনা কর। হাতেম্ বলিলেন, যাহা তুমি প্রতিপালন কর নাই সে অঙ্গীকার কি? সে নিবেদন করিল, সোলেমান্ পয়গম্বরের নিকটে এরূপ অঙ্গীকার করিয়াছিলাম যে, যদি মনুষ্যদিগকে দুঃখ দিই কিম্বা তাঁহাদিগের দেশ-অধিকার করিতে ইচ্ছা করি তবে জগদীশ্বরের ক্রোধ আমার প্রতি পতিত হইবে। সেইদিন হইতে পরীজাতিদিগের মধ্যে কেহ মনুষ্যদিগের ক্লেশ-দারক হয় নাই, কেবল আমি এক জন জগদীশ্বরের ত্যজ্য-ব্যক্তি যেমন মন্দ ইচ্ছা করিয়াছিলাম, তেমনি দণ্ড পাইয়াছি, এক্ষণে তোমার নিকটে শুদ্ধমনে শপথ করিতেছি, পুনর্ব্বার মনোমধ্যে এমন মন্দ ইচ্ছা করিব না, আমার এই প্রার্থনা যে, তুমি আমার জন্য প্রার্থনা কর।

পরে হাতেম্ গাত্রোত্থান-পূর্ব্বক স্নান করিয়া নূতন বস্ত্র-পরিধান করত পশ্চিমমুখে ভূমিষ্ঠ-মস্তকে ঐ পরীপুরুষদিগের মঙ্গল-প্রার্থনা করিলে পরমেশ্বরের নিকটে তাহা গৃহীত হইল; আর সেই সকল পরীপুরুষেরা আপনাদিগের পূর্ব্ব আকার পাইল।

যদিও হাতেম্ জহুদিজাতি ছিলেন বটে, কিন্তু জগদীশ্বরকে এক জানিতেন, এবং দিবারাত্রি তাঁহার স্মরণ-করণে প্রবৃত্ত থাকিতেন, আর সেই সময়ের কোরাণ-মতে কার্য্য করিতেন, এবং দাতা ছিলেন, আর তখন শেষের পয়গম্বর জন্মগ্রহণ করেন নাই। যখন তাঁহার মৃত্যুকাল উপস্থিত হইল, তখন আপনজাতিদিগকে বলিয়াছিলেন, “হে মনুষ্যেরা! আমাদিগের এবং আমাদিগের পিতামাতার সমস্ত বয়স বৃথায় গেল, আমার মৃত্যুর পরে শেষের

পয়গম্বর জন্ম-গ্রহণ করিবেন, আমি আপন বিদ্যা ও পুস্তকের দ্বারা জানিয়া এ কথা সত্য বলিতেছি, "তোমরাও সত্যজ্ঞান কর, ঐ পয়গম্বর মনুষ্যদিগকে মুসল্মান্ হইবার জন্য ডাকিবেন, তোমাদিগের উচিত যে, তাঁহাকে আমার নমস্কার জানাইয়া বলিও যে, তিনি যেন আমার প্রতি আশীর্ব্বাদ করেন।" মনুষ্যেরা বলিয়াছিল, সেকাল পর্য্যন্ত কি আমরা জীবিত থাকিব যে তোমার সংবাদ তাঁহাকে দিব? হাতেম্ বলিয়াছিলেন, তোমরা একথা আপন সন্তানদিগকে বলিয়া যাইও, পরে তাহারা আপন আপন সন্তানদিগকে বলিবে যে, হাতেমের এই কথা স্মরণ রাখিও, আর আমি জানিতেছি যে, আমার বংশের মধ্যে এক ব্যক্তি শেষের পয়গম্বরের নিকটে মুসল্মান্ হইয়া আমার নমস্কার তাঁহাকে জানাইবেক। যখন শেষের পয়গম্বরের অধিকার-সময়ে হাতেমের, বংশের এক কন্যা আপন অধীন লোকদিগের সঙ্গে কারাবদ্ধ হইয়া পয়গম্বরের নিকটে আনীত হইয়াছিল, তখন তিনি আজ্ঞা দিলেন যে, ইহাদিগের মধ্যে যাহারা মুসল্মান্ হয়, তাহাদিগকে ছাড়িয়া দাও, পরে যখন সেই সকল লোকেরা তাহা স্বীকার করিল না, তখন আদেশ করিলেন যে, সকলকে ছেদন কর। পরে একজন নিবেদন করিল, এই জাতিদিগের মধ্যে হাতেমের বংশের এক কন্যা আছে, তাহার প্রতি কি আজ্ঞা হয়? পয়গম্বর আদেশ করিলেন, কারাবদ্ধ হইতে সে কন্যাকে মুক্ত করিয়া দাও, যেহেতু সে দাতাব্যক্তির বংশ। যখন কন্যার নিকটে এই সংবাদ গেল যে, তোমাকে মুক্ত করিয়া দিতে আজ্ঞা হইয়াছে, তুমি আপন নগরে যাও, আর তোমার জাতিরা সকলে ছেদিত হইবে। কন্যা বলিল ইহা হাতেমের বংশের বহির্ভূত কর্ম্ম যে, আমি স্বয়ং মুক্ত হইয়া আপন জাতি-

দিগকে বিষম বিপদে ফেলিয়া যাই, ইহার পরে তাহাদিগের যে অবস্থা হয়, আমারও তাহাই হইবে। পরে অনুচরেরা পয়গম্বরের নিকটে যাইয়া নিবেদন করিল যে, সে কন্যা আপন জাতিদিগকে ত্যাগ করিয়া যাইতেছে না। পয়গম্বর আদেশ করিলেন যে, আমি হাতেমের দাতৃত্বগুণে ও এই কন্যার অনুরোধে তাহাদিগের সকল ব্যক্তিকেই মুক্ত করিয়া দিলাম।

পরে যখন ঐ কন্যা আপন জাতিদিগের সহিত কারামুক্ত হইল, তখন হাতেমের পূর্ব্বের কথা তাহার স্মরণ হওয়ায় ঐ অনুচরদিগকে বলিল আমাকে পয়গম্বরের নিকটে লইয়া চল, তদনন্তর অনুচরেরা তাহাকে পয়গম্বরের নিকটে লইয়া গেলে সে তাঁহাকে প্রণাম করিল, এবং হাতেমের নমস্কার তাঁহাকে জানাইয়া স্বয়ং মুসল্‌মান্ হইল, পরে কন্যার জাতিরা সকলেই তাহার সঙ্গে মুসল্‌মান্ হইল।

হাতেমের প্রার্থনায় যে পরীপুরুষেরা পরিত্রাণ পাইল, ইহার কারণ এই যে একদিন শেষের পয়গম্বর এইরূপে তাঁহার বংশের প্রতি ক্ষমা করিবেন। পরিশেষে সকল পরীজাতিদিগের পক্ষ হইয়া পূর্ব্ব আকার হইলে শম্‌স্‌শাহ হাতেম্‌কে জিজ্ঞাসা করিল তোমার এখানে আসিবার কারণ কি? আর তুমি কি কর্ম্মের জন্য আসিয়াছ? কোথায় যাইবার ইচ্ছা রাখ? হাতেম্ বলিলেন বর্‌জখের চড়ায় যাইতে আমার ইচ্ছা আছে; পরে সেই মুক্তার রৌপ্যনির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তি যাহা আপন সঙ্গে আনিয়াছিলেন, তাহা দেখাইয়া সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। শমস্‌শাহ বলিল সত্য বলিলে, ঐ ল্যাতশ্‌পক্ষীর ডিমের যোড়া বর্‌জখের চড়ার রাজার নিকটে আছে, কিন্তু তিনি এরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে, যেব্যক্তি সেই ডিমের জন্ম-কথা বলিতে পারিবে

তাহাকে সেই ডিম্বের সহিত আপন কন্যা দিবেন, কিন্তু তুমি কি-প্রকারে সেখানে উপস্থিত হইবে? যেহেতু তাহা অনেক দূর হইবে, আর মানুষের সাধ্য নাই যে তথায় উপস্থিত হয়। হাতেম্ বলিলেন যাহা হইবার তাহাই হইবে। শম্স্শাহ বলিল পথিমধ্যে মনুষ্যের কষ্টদায়ক-দৈত্য অসংখ্য আছে। হাতেম্ বলিলেন জগদীশ্বর আমার রক্ষক আছেন। শম্স্শাহ বলিল হে হাতেম্! তুমি নিশ্চিন্ত থাক, আমি আপন লোকদিগকে তোমার সঙ্গে দিতেছি; পরে ভৃত্যগণের দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল হে প্রিয়সকল! এই মনুষ্যের কৃপায় তোমরা সকলে এবং আমি মুক্ত হইয়াছি, এক্ষণে ইহাঁর একটি কঠিন কর্ম্ম উপস্থিত হইয়াছে, যদ্যপি তোমরা সকলে একত্র হইয়া তাহা সম্পন্ন কর তবে উত্তম হয়। পরীপুরুষেরা বলিল সে কি কর্ম্ম? আমা-দিগকে আজ্ঞা করুন, তাহা সম্পন্ন করিতে চেষ্টা করি, পরে শম্স্শাহ পরীপুরুষদিগের নিকটে সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিলে তাহারা তাহা শ্রবণে নতশির হইয়া শম্স্শাহকে নিবেদন করিল হে রাজন্! বর্জখের চড়ায় আমাদিগের যাওয়া কঠিন, আর যদ্যপি আপনি স্বয়ং সেদিকে গমন করেন, তবে দৈত্যদিগের সঙ্গে যুদ্ধ উপস্থিত হইবে, আমরা যাইতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু আমাদিগের কয়েক ব্যক্তিদ্বারা এ কর্ম্ম নির্ব্বাহ হইবে না। শম্-স্শাহ বলিল, আমাদিগের প্রতি এ মনুষ্য অনেক উপকার করি-য়াছেন, অতএব এ যুবার কর্ম্মে অত্যন্ত চেষ্টা করা উচিত। পরী-পুরুষেরা বলিল উত্তম, আমরা এ যুবাকে বর্জখের চড়ায় উপ-স্থিত করিয়া দিব কিন্তু যদি পথের মধ্যে কোন বিপদ্ উপস্থিত হয়, তবে আমাদিগের সহায়তার জন্য আপনাকে উপস্থিত হইতে হইবে, শম্স্শাহ তাহা স্বীকার করিল।

পরে চারিজন পরীপুরুষ হাতেম্‌কে একখানি চৌকীর উপরে বসাইয়া তাহার চারিটি পায়া ধারণপূর্ব্বক উড্ডীন হইল। গমনের কালে শমস্‌শাহ তাহাদিগকে বলিল যে, তোমরা এ যুবাকে অত্যন্ত সাবধানে লইয়া যাইবে, যে সময়ে ইহাঁর ক্ষুধাতৃষ্ণা হইবে তখন শঙ্কা-শূন্য স্থানে ইহাঁকে নামাইয়া কিঞ্চিৎ ভোজন করাইবে। সেই চারিজন এই কথা স্বীকার করিয়া তাঁহার সঙ্গে গমন করিল। পরে তিনদিন তিনরাত্রি গমন করিয়া চতুর্থদিনে পথের মধ্যে বিস্মৃতিক্রমে দৈত্যদিগের বাসস্থানের এক পার্শ্বে হাতেম্‌কে নামাইয়া বলিল, তিনদিন তিনরাত্রি হইল আমরা কিছু ভোজন করি নাই, যদি তুমি দুই তিন দণ্ড বিশ্রাম কর, তবে কিছু খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করি, হাতেম্ বলিলেন উত্তম, পরে পরীপুরুষেরা একজন পরীকে হাতেমের নিকটে রাখিয়া গমন করিল। সে স্থানের দৈত্যগণ মৃগয়া করিতে গিয়াছিল, হঠাৎ আসিয়া দেখিল যে, একব্যক্তি চৌকীর উপরে বসিয়া আছে, আর একজন-পরীপুরুষ দাঁড়াইয়া আছে, আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া ভাবিল এ ব্যক্তি কোথা হইতে প্রকাশ হইল! পরে দৈত্যেরা পরস্পরে বলিল, বহুকাল পরে এ মনুষ্যজাতি হস্তগত হইয়াছে, আমাদিগের রাজার এরূপ আদেশ নহে যে, মনুষ্যজাতি জীবিত যায়, তবে ইহাকে রাজার নিকটে লইয়া যাওয়া উচিত। পরে দৈত্যেরা শূন্য হইতে নামিয়া হাতেমের চৌকীর নিকটে উপস্থিত হইল, পরীপুরুষ পলায়ন করিতে না পারিয়া অগত্যা যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইল। পরে দৈত্যেরা চৌকীর দিকে যাইতে উদ্যত হইলে পরীপুরুষ দৈত্যদিগের সঙ্গে এরূপ যুদ্ধ করিল যে, তাহাতে তাহাদিগের মধ্যে কয়েক জন ছেদিত

হইল, কিন্তু অনেক দৈত্য থাকা-প্রযুক্ত তাহারা প্যারশেষে ঐ পরীপুরুষকে ধৃত করিল।

তৎপরে দৈত্যেরা চৌকীর সহিত হাতেম্‌কে আপনাদিগের রাজা মোক্‌রেশের নিকটে উপস্থিত করিলে, মোক্‌রেশ্ সেই পরীপুরুষকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, এ মনুষ্যজাতিকে কোথা হইতে আনিয়াছ? আর কোথায় যাইতেছ? পরীপুরুষ বলিল ইনি এমন্‌দেশের যুবা, শম্‌স্‌শাহের বন্ধু, আমাকে এবং এ যুবাকে ক্লেশ দিও না, ক্লেশ দিলে দুর্দশা ঘটিবে। দৈত্য বলিল হে পরীপুরুষ! শম্‌স্‌শাহ বহুদিন হইতে অদৃশ্য হইয়াছেন, এক্ষণে কোথা হইতে প্রকাশ হইলেন? পরে পরীপুরুষ প্রথম অবধি শেষপর্য্যন্ত তাবৎ বৃত্তান্ত বর্ণন করিলে, দৈত্য নতশির হইয়া আপন দৈত্যদিগকে বলিল, এই মনুষ্যজাতিকে পরীপুরুষের সহিত দুর্গের মধ্যে একস্থানে বদ্ধ করিয়া রাখ, পরে আমি ইহাদিগকে উত্তমরূপে রাখিব, ঐ সময়ে দৈত্যেরা হাতেম্‌কে ও পরীপুরুষকে এক কূপের মধ্যে বদ্ধ করিয়া রাখিল।

এদিকে পরীপুরুষগণ যাহারা আহার অন্বেষণে গমন করিয়াছিল, তাহারা তথায় আসিয়া দেখিল যে, হাতেম্ নাই, পরীপুরুষও নাই, এবং চৌকীও নাই, কেবল কয়েকটি ছেদিত-দৈত্য পতিত আছে, জানিতে পারিল যে দৈত্যগণ আসিয়া তাহাদিগকে লইয়া গিয়াছে। পরে দুঃখিত হইয়া অন্বেষণ করিতে করিতে দেখিল যে একটি আঘাতি-দৈত্যের কিঞ্চিৎ প্রাণ-বায়ুর সঞ্চার আছে, তাহার নিকটে আসিয়া বিন্দু বিন্দু জল তাহার মুখে দিতে লাগিল, পরে দৈত্যের কিঞ্চিৎ চেতন হইলে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল তুমি কে? তোমার নিবাস কোথায়? সে দৈত্য

বলিল, আমি মোক্‌রেশের দৈত্যদিগের মধ্যে একজন, আর পরী-পুরুষের হস্তদ্বারা আঘাতী হইয়াছি।

অনন্তর পরীপুরুষেরা ঐ দৈত্যকে ধৃত করত শম্‌স্‌শাহের নিকটে লইয়া গিয়া অভিযোগ করিলে শম্‌স্‌শাহ জিজ্ঞাসা করিল তোমাদিগের সঙ্গে মনুষ্যজাতিকে পাঠাইয়াছিলাম, এক্ষণে কোন্‌ব্যক্তির দৌরাত্ম্যে অভিযোগ করিতেছ? আর সে মনুষ্য-জাতিকে কোথায় ত্যাগ করিলে? পরীপুরুষেরা নিবেদন করিল যে, আমরা তিনদিন তিনরাত্রি পথে গমন করিয়া যখন ক্ষুধিত হইলাম, তখন মনুষ্যের চৌকীকে এক তরুতলে নামাইলাম, এবং এক ভ্রাতাকে তাঁহার নিকটে রাখিয়া পরে আহারের অনু-সন্ধানে গমন করিলাম। তদনন্তর আমরা প্রত্যাগমন করিয়া সে স্থানে কয়েকটি ছেদিত-দৈত্য দেখিলাম, তাহাদিগের মধ্যে একজন জীবিত ছিল, তাহাকে জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল, মোক্‌-রেশ্‌-দৈত্যের এস্থান, তাঁহারি দৈত্যেরা মনুষ্য ও পরীপুরুষকে লইয়াগিয়াছে, আমরা সেই দৈত্যকে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছি, পরে শম্‌স্‌শাহ সেই দৈত্যকে সম্মুখে আনাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, মোক্‌রেশ্‌ আমাকে কি ভুলিয়া গিয়াছে? দৈত্য বলিল বহুদিবস হইতে আপনকার অদৃশ্য হইবার সংবাদ প্রকাশ ছিল, যদিও তিনি সেই মনুষ্যজাতির মুখে আপনকার সংবাদ শুনিয়াছেন বটে কিন্তু প্রত্যয় করেন নাই।

পরে শম্‌স্‌শাহ বলিল আমার সৈন্যসকল প্রস্তুত হও, তৎ-ক্ষণাৎ সকলে উপস্থিত হইল, পরে শম্‌স্‌শাহ সহস্র সহস্র পরী-পুরুষের সঙ্গে উড্ডীন হইয়া তিনদিন তিনরাত্রি পরে তথায় উপস্থিত হইল এবং মোক্‌রেশ্‌-দৈত্য কোথায় আছে, এই সংবাদ আনিবার জন্য একজন পরীপুরুষকে পাঠাইল। পরে সেই

পরীপুরুষ যাইয়া এরূপ সংবাদ আনিল যে, মোক্‌রেশ্ মৃগয়া করিতেছে। শম্‌স্‌শাহ বলিল, হে পরীপুরুষগণ! একেকালে ঘোটক সকলকে দ্রুতগমন করাও; তোমাদিগকে সোলেমান্ পয়গম্বরের দিব্য, তোমরা দৈত্যদিগকে ক্ষমা করিও না, পরে তিন সহস্র পরীপুরুষ যাইয়া দৈত্য-সৈন্যদিগকে আক্রমণ করিয়া এরূপ যুদ্ধ করিল যে তাহাতে অনেক দৈত্য ছেদিত হইয়া গেল, আর পরীপুরুষেরা মোক্‌রেশ্‌কে ধৃত করিল।

পরে শম্‌স্‌শাহ মোক্‌রেশ্‌কে নিকটে আনাইয়া জিজ্ঞাসা করিল যে হে দুষ্ট! তুমি কি শম্‌স্‌শাহকে ভুলিয়াছ? জান না যে তিনি জীবিত আছেন? তাঁহার মনুষ্যের প্রতি অত্যাচার করিলে তিনি তোমাকে জীবিত ছাড়িবেন না, এক্ষণে বল, সে সমস্ত মনু-ষ্যকে ও পরীপুরুষকে কি করিয়াছ? দৈত্য বলিল আমি তাহা-দিগকে তখনি ভক্ষণ করিয়াছি, শম্‌স্‌শাহ বলিল, হে দুষ্ট! তুমি কি আপন জাতিদিগের সহিত সোলেমান্ পয়গম্বরের সম্মুখে এরূপ অঙ্গীকার কর নাই যে, মনুষ্যদিগকে ক্লেশ দিব না? আর সোলেমান্ পয়গম্বর কি বারণ করেন নাই যে, মনুষ্যভক্ষণ করিও না? মোক্‌রেশ বলিল, এখন সোলেমান্ কোথায় আছেন? শম্‌স্‌শাহ ক্রোধান্বিত হইয়া আজ্ঞা করিলেন যে, কাষ্ঠ একত্র করত সমস্ত-দৈত্যদিগের সঙ্গে এ দুষ্টকে সেই কাষ্ঠের উপরে বসা-ইয়া অগ্নি প্রদান-পূর্ব্বক দগ্ধ কর; যাহারা অঙ্গীকার পালন না করে তাহাদিগের এই——দণ্ড।

দৈত্য যখন দেখিল যে মুক্ত হওয়া অসম্ভব, তখন বলিল, হে রাজন্! এখন যদি আপনকাকে পরীপুরুষের সহিত সেই মনু-ষ্যকে দেখাই তবে আমাকে ছাড়িয়া দেন? শম্‌স্‌শাহ বলিল যদি তুমি সেই মনুষ্যকে আমার নিকটে জীবিত উপস্থিত করিয়া

দাও, তবে তোমার সঙ্গে আমার কোন বিবাদ থাকিবে না। মোক্‌রেশ্‌ বলিল যদি আপনি সোলেমান্‌-পয়গম্বরের দিব্য করেন তবে আমি সে মনুষ্যকে আপনাকে দিই। শম্‌স্‌শাহ শপথ করিয়া অঙ্গীকার করিলে মোক্‌রেশ্‌ বলিল অমুক কূপে সেই পরী-পুরুষ ও মনুষ্য বদ্ধ আছে, পরে পরীপুরুষেরা গমন-পূর্ব্বক সেই পরীপুরুষের সহিত হাতেম্‌কে কূপ হইতে বাহির করিয়া শম্‌স্‌-শাহের সম্মুখে আনিলে শম্‌স্‌শাহ হাতেম্‌কে সিংহাসনে বসাইয়া বলিল আমি তোমাকে বলিয়াছিলাম যে, পথের মধ্যে মনুষ্যের কষ্টদায়ক-দৈত্যসকল আছে। হাতেম্‌ বলিলেন, যাহা কপালে থাকে তাহাই হয়। শম্‌স্‌শাহ বলিল, খাদ্য আনয়ন কর। পরে ভোজনান্তে শম্‌স্‌শাহ আজ্ঞা করিল যে, দৈত্যদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া ভাল নয়, কাষ্ঠরাশির নীচে অগ্নিসংযোগ করিয়া দৈত্যসমস্তকে দগ্ধ কর, আপদ্‌ ও দুষ্টতা সংসার হইতে দূর হউক। পরে পরীপুরুষগণ শম্‌স্‌শাহের আজ্ঞানুসারে সেইরূপ করিয়া যখন অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া দিল, তখন দৈত্য বলিল, আপনি দিব্য ও অঙ্গীকার করিয়া তাহার বহির্ভূত কর্ম্ম করিলেন, অঙ্গীকার পালন করিলেন না? শম্‌স্‌শাহ বলিল তুমি সোলেমান্‌ পয়গম্বরের সাক্ষাতে অঙ্গীকার করিয়া তাহা পালন কর নাই, মনুষ্যকে ক্লেশ দেওয়া জীবিকা করিয়াছ? আমি তোমার নিকটে অঙ্গীকার করিয়া যদি তাহা পালন না করিলাম, তাহাতে কি হইবে? পরে সমস্ত দৈত্যদিগকে দগ্ধ করিয়া শম্‌স্‌শাহ আপন সৈন্যদিগের মধ্যে এক জনকে সেই স্থানের কর্ত্তা করত সতর্ক করিয়া বলিল, তুমি এস্থানে সাবধানে থাকিবে। পরে হাতেমের দিকে মুখফিরাইয়া বলিল এক্ষণে তোমার মনে কি আছে? হাতেম্‌ বলিলেন, পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি তাহাই। শম্‌স্‌শাহ বলিল

হে পরীপুরুষগণ! তোমাদিগের মধ্যে যাহারা পুরাতন, তাহারা হাতেমের সঙ্গে গমন করুক। পরে চারিজন কর্ম্মদক্ষ পুরাতন পরীপুরুষ গাত্রোত্থান-পূর্ব্বক নমস্কার করিয়া বলিল, যাহা আজ্ঞা করিলেন, তাহাতে যদি আমাদিগের পরমায়ু থাকে তবে ইহাঁকে উপস্থিত করিয়া দিব।

তদনন্তর হাতেম্ শম্স্শাহের নিকটে বিদায় হইলে ঐ পরীপুরুষেরা হাতেম্‌কে চৌকীর উপরে বসাইয়া উড্ডীন হওত দিবা-রাত্রি গমন করিতে লাগিল, ক্রমে মঞ্জেল মঞ্জেল গমন করিয়া আপদ্‌শূন্য স্থান দেখিলে তথায় নামিত, এইপ্রকারে একাদশ দিন পরে এক পর্ব্বতের উপরে উপস্থিত হইল।

ঐ পর্ব্বতে তুমানি-চড়ার রাজপুত্র একজন সুন্দরমুখ পরীপুরুষ, বর্‌জখের চড়ার রাজ-কন্যার প্রতি আসক্ত হইয়া বাস করিয়াছিলেন, তিনি সেই কন্যাবিবাহার্থে নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া রোদন করিতেছিলেন, হঠাৎ তাঁহার ক্রন্দনের শব্দ হাতেমের কর্ণে প্রবেশ করিল, হাতেম্ বলিলেন, হে প্রিয়গণ! কাহার দুঃখ ও শোক উপস্থিত হইয়াছে যে, সে রোদন করিতেছে? ইহার তত্ত্ব লওয়া উচিত। পরে হাতেম্ চৌকী হইতে উঠিয়া সেই দিকে দ্রুতবেগে গমন করিলেন; যখন তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলেন, তখন জিজ্ঞাসা করিলেন, হে জগদীশ্বরের দাস! তুমি কে? কেন এস্থানে রোদন করিতেছ? সেই পরীপুরুষ মস্তক উত্তোলন করিয়া দেখিলেন যে, একজন মনুষ্যজাতি দাঁড়াইয়া আছেন, বলিলেন হে মানুষ! তুমি এখানে কি নিমিত্ত আসিয়াছ? কি কর্ম্ম আছে? হাতেম্ কহিলেন, জগদীশ্বর আমাকে এখানে উপস্থিত করিয়াছেন। পরীপুরুষ বলিলেন তোমার এস্থানে আগমনের কারণ কি বল, আমি জানিতে চাই। হাতেম্

বলিলেন, আমি লাতশ্‌পক্ষীর ডিম্বের জন্য আসিয়াছি, আর শুনিয়াছি সেই মুক্তা বর্‌জখের চড়ার কর্ত্তার নিকটে আছে। পরীপুরুষ হাস্য করিয়া বলিলেন, হে মনুষ্যজাতি! তাঁহার নিকটে লাতশের ডিম্ব তোমার হস্তগত হওয়া কঠিন; বর্‌জখের চড়ার রাজা একটি প্রশ্ন রাখেন, তিনি তাহা যাহাকে জিজ্ঞাসা করেন, সে তাহার উত্তর দিতে পারে না, আমি পরীজাতি হইয়াও তাহার উত্তর দিতে পারি নাই, তুমি কিরূপে ঐ মুক্তার জন্মকথা বলিতে পারিবে? হাতেম্‌ বলিলেন, জগদীশ্বর দাতা ও কর্ম্মনির্ব্বাহকর্ত্তা আছেন, কিন্তু তুমি আপন বৃত্তান্ত বল, তোমার কি ক্লেশ হইয়াছে যে, এ পর্ব্বতে রোদন করিতেছ? পরীপুরুষ কহিলেন, হে যুবক! শ্রবণ কর, বর্‌জখের চড়ার কর্ত্তা মহএয়ার-সোলেমানীর কন্যার প্রতি আমি আসক্ত হইয়াছি, আমিও তুমানি-চড়ার রাজপুত্র; একদিন আমি আপন সভায় বসিয়াছিলাম, এমত সময়ে মহএয়ার-সোলেমানীর কন্যার রূপের প্রশংসা আমার কর্ণগোচর হওয়ায় মন অবশ হইল, পরে যখন বর্‌জখের চড়ায় উপস্থিত হইয়া বিবাহের সংবাদ জানাইলাম, তখন মহএয়ার-সোলেমানী আমাকে আপন সভায় ডাকাইয়া সেই পক্ষীর ডিম্ব আমার সম্মুখে রাখিলেন এবং তাহার জন্মকথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি তাহার উত্তর করিতে পারিলাম না, তিনি তৎক্ষণাৎ আমাকে সেখান হইতে বাহির করিয়া দিলেন, আমি বাহিরে আসিবার সময়ে হঠাৎ সেই কন্যাকে অট্টালিকার উপরে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিলাম, দেখিবামাত্র আমাতে আর আমি থাকিলাম না, অনুপায়-হেতু লজ্জায় আপন সৈন্যদিগকে ত্যাগ করিয়া এই পর্ব্বতে অবস্থান করিতেছি, এবং দিবারাত্রি তাহাকে স্মরণ করিয়া ক্রন্দন করিতেছি, প্রাণ

বাহির হয় না, এবং প্রিয়াও হস্তগত হয় না। হাতেম্ বলিলেন তুমি নিশ্চিন্ত থাক, যদি ঐ মুক্তা হস্তগত হয়, তবে সেই কন্যা তোমাকে দিব। পরীপুরুষ বলিলেন, তোমার কথায় আমার প্রত্যয় হয় না। হাতেম্ কহিলেন, হে যুবক! আমি ঐ মুক্তার জন্ম-বৃত্তান্ত জ্ঞাত আছি, সে মুক্তা শুক্তির নহে, তাহা জলচর পক্ষীর ডিম্ব; আর সেই বর্‌জখের চড়া পূর্ব্বে মনুষ্যদিগের বাসস্থান ছিল, যখন নির্ব্বিঘ্নে তথায় উপস্থিত হইব, তখন মহ-এয়ার-সোলেমানীর সম্মুখে ঐ মুক্তার জন্মকথা সমস্ত বর্ণন করিব, এখন গাত্রোত্থান করিয়া আমার সঙ্গে আইস। পরে পরীপুরুষ গাত্রোত্থান করিয়া হাতেমের পদতলে পতিত হইলেন, হাতেম্ তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান করিলেন। সেই পরীপুরুষের নাম মেহেরওয়ার ছিল, হাতেম্ তাঁহাকে আপন চৌকীতে বসাইয়া পরীদিগকে বলিলেন, তোমাদিগের এমন শক্তি আছে যে, আমা-দিগের দুইজনকে লইয়া যাইতে পার? তাহারা বলিল আমরা চারিজনকে অনায়াসে লইয়া যাইতে পারি; পরে তাহারা সেই চৌকীকে ধরিয়া উড্ডীন হইল। ক্রমে অনেক পথ গমন-পূর্ব্বক শমস্‌শাহের অধিকারের সীমায় উপস্থিত হওত চৌকীকে নামা-ইয়া হাতেম্‌কে বলিল ইহার অগ্রে আমাদিগের অধিকার নহে, আমরা অন্যব্যক্তির অধিকারে যাইতে পারি না; হাতেম্ অগত্যা পরীপুরুষদিগকে বিদায় করিলেন, আর রাজপুত্র-মেহেরওয়ারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এপথে কিপ্রকারে যাইব? তিনি বলিলেন, হে এমন্‌দেশীয় যুবক! আমি পূর্ব্বেই তোমাকে বলিয়াছি যে, এপথে মনুষ্যের কষ্টদায়ক অনেক দৈত্য আছে। হাতেম্ বলিলেন তবে আমি দৈত্যের আকার হই, তিনি বলিলেন উত্তম, হাতেম্ বলি-লেন, হে রাজপুত্র! তবে তুমি কিপ্রকারে যাইবে? মেহেরওয়ার

কহিলেন আমি তোমার মস্তকের উপরে শূন্যে শূন্যে যাইব, যে-স্থানে তুমি অবস্থান করিবে আমিও তথায় নামিব। হাতেম্ পক্ষীর পালখসকল যাহা সঙ্গে রাখিয়াছিলেন, তাহার কয়েকটি রক্তবর্ণ পালখ অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া তাহার ভস্ম জলের সহিত মিশ্রিত-পূর্ব্বক তাহা সমস্ত দেহে মর্দ্দন করিলেন, তাহাতে দেহ স্ফীত হইয়া কৃষ্ণবর্ণ কুৎসিত দৈত্যের আকার হইলে গমন করিতে লাগিলেন, হিংস্রক জন্তুসকল হাতেম্‌কে দর্শনে পলায়ন করিয়া ভাবিল যে, এ আপদ্ কোথা হইতে আসিল।

পরে হাতেম্ তিনদিন তিনরাত্রি পথে গমন-পূর্ব্বক এক স্থানে অবস্থান করিলেন এবং শ্বেতবর্ণ পালখদ্বারা আপন পূর্ব্ব আকার প্রাপ্ত হইয়া মেহেরওয়ারের সহিত নিদ্রা গেলেন। মহ্-কাল নামে দৈত্য মৃগয়া করিতে শূন্যে যাইতেছিল, সে হঠাৎ তাঁহাদিগের দুইজনকে নিদ্রাগত দেখিয়া আপন সঙ্গিদিগকে বলিল এ কি ব্যাপার! এক পরীপুরুষ ও এক মানুষ কিরূপে একত্র হইয়াছে? কেহ যাইয়া এই দুইব্যক্তিকে আনয়ন কর। ইহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি যে ইহার কারণ কি? পরে কয়েকটি দৈত্য আসিয়া তাঁহাদিগের দুইজনকে জাগ্রত করিয়া বলিল উঠ; তোমাদিগকে মহ্‌কাল-দৈত্য ডাকিয়াছেন, রাজা-মেহের-ওয়ার দৈত্যদিগের সঙ্গে অনেক বিতণ্ডা করিলেন, কিন্তু তাহারা ছাড়িল না, দুইজনকে মহ্‌কালের নিকটে লইয়া গেল। মহ্-কাল রাজপুত্র-মেহেরওয়ারকে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি এ মানুষ-কে কোথায় পাইয়াছ? মেহেরওয়ার তাবৎ বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া বলিলেন যে, শম্‌স্‌শাহ বহুকাল হইতে সর্পের আকৃতি হইয়া-ছিলেন, আর তাঁহার সমস্ত পরী-পুরুষদিগেরও পক্ষ ছিল না, পরিশেষে এই যুবার আশীর্ব্বাদে তাঁহারা উদ্ধার হইয়াছেন,

শমস্‌শাহ পরীপুরুষদিগকে এই যুবার সঙ্গে পাঠাইয়াছিলেন, তাহারা ইহাঁকে লইয়া অমুক পর্ব্বতে উপস্থিত হইয়াছিল, আমিও ঐ পর্ব্বতে বাস করিয়াছিলাম, জগদীশ্বরের ইচ্ছায় আমার সঙ্গে ইহাঁর সাক্ষাৎ হইল, হে দৈত্য! তুমি কি আমাকে চিনিতে পারিতেছ না? মহ্‌কাল জিজ্ঞাসা করিল তোমার নাম কি? তিনি বলিলেন, আমার নাম রাজপুত্র-মেহেরওয়ার, আক্ষেপের বিষয় যে, তুমি আমাকে ভুলিয়া গিয়াছ, তুমি কি জান না যে, আমি সোলেমানীর কন্যাকে বিবাহ করিতে অমুকদিন আসিয়াছিলাম। দৈত্য বলিল হে রাজপুত্র! মানুষের সঙ্গে তোমার কি কর্ম্ম? আমি তোমাকে কি বলিব? তুমি তুমানিচড়ার রাজপুত্র, তোমার সঙ্গে আমার কোন কর্ম্ম নাই, কিন্তু এমনুষ্য-জাতিকে ছাড়িব না। পরে সে হাতেম্‌কে চৌকীর উপর হইতে উঠাইয়া লইল। মেহেরওয়ার বলিলেন, হে মহ্‌কাল! সোলেমান-পয়গম্বরের কথা কি স্মরণ নাই? তিনি যে মনুষ্যকে ক্লেশ দিতে বারণ করিয়াছিলেন এবং তুমিও তাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে। দৈত্য বলিল এখন সোলেমান্-পয়গম্বর কোথায় আছেন যে, সে প্রতিজ্ঞা পালন করিব? কখনই এমানুষকে জীবিত ছাড়িব না, বহুকাল পরে মনুষ্য আমার হস্তগত হইয়াছে, ইহার মাংস-দ্বারা আপন মুখকে আস্বাদ-যুক্ত করিব। মেহেরওয়ার দেখিলেন যে, দৈত্য উন্মত্ত হইয়াছে; অতএব ইহার প্রতি ছলপ্রকাশ করা কর্ত্তব্য, পরে বলিলেন, হে মহ্‌কাল! একটি মানুষকে ভক্ষণ করিলে কি লভ্য হইবে? ইহাঁর পরিবর্ত্তে আমি তোমাকে দশটি মনুষ্য দিতেছি, ইহাঁকে আমাকে দাও, যেহেতু ইহাঁর দ্বারা আমার অনেক কর্ম্ম সম্পন্ন হইবে। মহ্‌কাল বলিল হে রাজপুত্র! আমি তোমার বংশের একজন ভৃত্য, যখন তুমি

দশটি মনুষ্য আমাকে দিবে তখন আমি এ যুবাকে তোমাকে দিব। মৈহেরওয়ার বলিলেন, হে দৈত্য ! চারি পাঁচদিনের জন্য ইহাঁকে উত্তমস্থানে রাখ, দৈত্য বলিল যেস্থানে তোমার ইচ্ছা হয়, আমি সেইস্থানে ইহাকে রাখিতেছি। তথায় এক উত্তম উদ্যান ছিল, মেহেরওয়ার বলিলেন, সেই উদ্যানমধ্যে ইহাঁকে রাখ, মহ্‌কাল তাহা স্বীকার করিয়া আপন দৈত্যদিগকে বলিল, এই মনুষ্যজাতিকে সেই উদ্যানমধ্যে রাখ। পরে দৈত্যগণ হাতেম্‌কে সেই উদ্যানমধ্যে লইয়া গিয়া তাহাঁর দ্বাররুদ্ধ করত মৃগয়া করিতে গেল।

রাজপুত্র-মেহেরওয়ার দৈত্যের নিকটে অঙ্গীকার করিয়া সেই সময়ে উড্‌ডীন হইলেন। পরে আপন বাটীতে গমন-পূর্ব্বক কয়েকটি পরীপুরুষকে সঙ্গে লইয়া সেই উদ্যানে উপস্থিত হওত হাতেম্‌কে বলিলেন সিংহাসনের উপরে আরোহণ কর। পরে হাতেম্ মেহেরওয়ারের সঙ্গে সিংহাসনের উপরে বসিলেন, পরীপুরুষেরা সিংহাসন লইয়া উড্‌ডীন হইল।

এদিকে পঞ্চমদিন পরে মহ্‌কাল দৈত্যদিগকে বলিল রাজপুত্র-মেহেরওয়ারের অঙ্গীকৃত দিন গত হইয়া গিয়াছে, এখন সেই মনুষ্যজাতিকে আনয়ন কর। পরে দৈত্যগণ উদ্যানমধ্যে গমন-পূর্ব্বক তথায় হাতেম্‌কে না পাইয়া মহ্‌কালকে সংবাদ দিল, মহ্‌-কাল রক্ষকদিগকে তিরস্কার করিয়া বলিল তোমরা মনুষ্যকে ভক্ষণ করিয়াছ। তাহাতে দৈত্যেরা দিব্য করিল কিন্তু মহ্‌কাল তাহা প্রত্যয় না করিয়া ক্রোধভরে বলিল যে ইহাদিগকে কারাবদ্ধ কর, পরে রক্ষক-দৈত্যগণ কারাবদ্ধ হইলে মহ্‌কাল অন্য দৈত্য-দিগকে কহিল তোমরা সেই মনুষ্যজাতির সংবাদ আনয়ন কর,

এবং এরূপ অনুসন্ধান কর যে, সে কোথায় গিয়াছে? পরে কয়েক জন দৈত্য হাতেমের অনুসন্ধানে চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইল।

এদিকে যখন পরীপুরুষেরা সিংহাসনের সহিত হাতেম্ ও মেহেরওয়ারকে লইয়া কহর্মান্-নদীর তীরে উপস্থিত হইল, তখন মহ্কালের ভৃত্য এক দৈত্য তথায় আসিয়া উপনীত হইল এবং তাঁহাদিগকে চিনিতে পারিয়া হাতেমের হস্ত ধরিতে ইচ্ছা করিল; তাহাতে রাজপুত্র-মেহেরওয়ার করবালদ্বারা এরূপ আঘাত করিলেন যে, সেই দৈত্যের হস্ত ছেদিত হইয়া গেল। দৈত্য পলায়ন করিতে করিতে বলিল, হে রাজপুত্র-মেহেরওয়ার! তুমি মনুষ্যজাতির জন্য আমার হস্ত ছেদন করিলে। আমি এ চড়ার সমস্ত দৈত্যকে সংবাদ দিব যে, পরীপুরুষেরা একজন মানুষকে লইয়া যাইতেছে। মেহেরওয়ার বলিলেন, হে দৈত্য! যাও মহ্কালকে সংবাদ দাও যে, মেহেরওয়ার মনুষ্যজাতিকে লইয়া গিয়াছে, আর তাহাকে বলিও যেন সে সাবধান থাকে, আমি তাহাকে জয় করিব এবং তাহার চড়া কাড়িয়া লইব।

তদনন্তর পরীপুরুষেরা এক প্রান্তরমধ্য সিংহাসন নামাইয়া মেহেরওয়ারের ও হাতেমের নিকটে বিদায় প্রার্থনাপূর্ব্বক বলিল এই প্রান্তরের সমুদায় সীমা দৈত্যে পরিপূর্ণ, আমরা এস্থান পর্য্যন্ত সিংহাসনকে আনিলাম, ইহার অগ্রে আমাদিগের যাই-বার পথ নাই। মেহেরওয়ার তাহাদিগকে বিদায় করিলেন। পরে হাতেম্ মেহেরওয়ারের সঙ্গে গমন করিতে লাগিলেন এবং মে-হেরওয়ারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কিছু জান্? এপ্রান্তর হইতে কিপ্রকারে উত্তীর্ণ হইব। মেহেরওয়ার বলিলেন হে হাতেম্! দৈত্যদিগের দৌরাত্ম্যে মনুষ্যের সাধ্য নাই যে এ প্রা-ন্তর হইতে উত্তীর্ণ হয়; পরীপুরুষেরা এ প্রান্তরে সর্ব্বদা আসিয়া

থাকে এবং দৈত্যাদিগের নিকটে যাহা থাকে তাহা কাড়িয়া লয়, কিন্তু ভদ্রতা-প্রকাশদ্বারা পুনর্ব্বার তাহা দৈত্যদিগকে প্রদান করে। একবার পরীপুরুষেরা একত্র হইয়া এই প্রান্তরের দৈত্য-দিগের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছিল, তাহাতে অনেক দৈত্য ছেদিত হয়, পরিশেষে উভয়পক্ষে সন্ধিস্থাপন হওয়ায় দৈত্যেরা দিব্য করে যে, পুনর্ব্বার কখনই, পরীপুরুষদিগকে ক্লেশ দিব না, কিন্তু মনুষ্যকে ছাড়িব না। হাতেম্ বলিলেন যদি আমি দৈত্যের আকার হই, তবে অবশ্যই নির্ব্বিঘ্নে এ প্রান্তর হইতে উত্তীর্ণ হইব। কিন্তু তুমি কিপ্রকারে গমন করিবে? মেহেরওয়ার বলি-লেন আমি সমস্তদিন শূন্যে উড্ডীন হইয়া যাইব, আর রাত্রিতে তোমার সঙ্গে একত্র হইয়া কালযাপন করিব। পরে হাতেম্ পূর্ব্বরীতিক্রমে সেই পক্ষীর রক্তবর্ণ পালখ দগ্ধ করিয়া তাহার ভস্ম জলে মিশ্রিত-পূর্ব্বক তাহা আপন সর্ব্বাঙ্গে মর্দ্দন করিলেন, তাহাতে হাতেমের সমস্ত-দেহ স্ফীত হওত কৃষ্ণবর্ণ হওয়ায় তিনি দৈত্যের আকার হইলেন। মেহেরওয়ার জিজ্ঞাসা করিলেন হে হাতেম্! এ কোন্ পক্ষীর পালখ? হাতেম্ বলিলেন যে পক্ষী আমার নিকটে লাতশ্‌পক্ষীর ডিম্বের জন্ম-বৃত্তান্ত এবং তাহা মহএয়ার-সোলেমানীর নিকটে থাকার কথা বলিয়াছিল, ইহা তাহারি পালখ; পরে সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন, মেহের-ওয়ার তাহাতে এরূপ বিশ্বাস-প্রাপ্ত হইলেন যে, নিশ্চয়ই এ মনু-ষ্যের দ্বারা আমার কর্ম্ম সম্পন্ন হইবে। হাতেম্ বলিলেন হে রাজপুত্র! মুক্তার অবশিষ্ট যথার্থ জন্মবৃত্তান্ত মহএয়ার-সোলে-মানীর নিকটে বর্ণন করিব।

পরে সেই প্রান্তরের দৈত্যসকল হাতেম্‌কে দেখিয়া বিবেচনা করিল যে এ আমাদিগের জাতির মধ্যেই বটে, এইজন্য তাহারা

তাহার প্রতিবন্ধক হইল না। এইরূপে অনেকদিন গত হইলে এক রাত্রিতে হাতেম্ ও মেহেরওয়ার একত্র শয়ন করিয়া আছেন, এমতকালে মস্‌লুক্সাক্ নামে দৈত্য তথায় আসিয়া দেখিল যে, একজন পরীপুরুষ ও এক দৈত্য একত্র নিদ্রা যাইতেছে। সে এই সংবাদ অন্য অন্য দৈত্যদিগকে দিল, তাহারা আসিয়া পরস্পরে বলিল এই দুই ব্যক্তিকে রাজার নিকটে লইয়া যাইব, তাহাদিগের মধ্যে একজন বলিল হে প্রিয়গণ! তোমাদিগের কি আবশ্যক যে অকারণে এ অনুপায়দিগকে ক্লেশ দিবে? বোধ করি এ দুইজন একচড়া নিবাসী; মেহেরওয়ার জাগ্রত ছিলেন, দৈত্যদিগের সমস্ত কথা শুনিলেন। পরে দৈত্যেরা তাঁহাদিগের দুইজনকে জাগ্রত করিল; যখন হাতেম্ দৈত্যদিগকে দেখিলেন তখন দৈত্যদিগের ভাষায় বলিলেন আমরা বহুদূর হইতে আগমনপূর্ব্বক শ্রমযুক্ত হইয়া এখানে নিদ্রা যাইতেছিলাম, তোমরা কেন আমাদিগের নিদ্রাভঙ্গ করিলে? আমাদিগের নিকটে কি কর্ম্ম আছে? দৈত্যেরা বলিল তোমরা কোন্ চড়া হইতে আসিতেছ? হাতেম্ বলিলেন, আমরা শম্‌স্‌শাহের চড়া নিবাসী; যিনি মোকৃরেশ্-দৈত্যের চড়া লুঠ করিয়া তাহা দগ্ধ করত ঐ চড়া আপন অধিকারভুক্ত করিয়াছেন। অগ্রে অনেকদিন আমাদিগের রাজা সর্পের আকার হইয়াছিলেন, এখন আপন পূর্ব্ব আকার প্রাপ্ত হইয়াছেন, আর একজন মনুষ্যজাতি বর্‌জখের চড়ায় যাইতেছেন, তাঁহার তত্ত্বের জন্য আমাদিগকে পাঠাইয়াছেন, তাঁহাকে পাওয়া যাইতেছে না, যদি তোমরা তাঁহাকে অনুসন্ধান করিয়া শম্‌স্‌শাহের নিকটে লইয়া যাও তবে তিনি তোমাদিগকে অনেক পুরস্কার দিবেন। আর আমরা দুইজন দুঃখিব্যক্তি প্রাণভয়ে সেই মনুষ্যজাতির তত্ত্বে ভ্রমণ করিয়া কাতর

আছি, আমাদিগকে ধৃত করিলে তোমাদিগের কি লভ্য হইবে? দৈত্যেরা বলিল তোমরা শয়ন করিয়া থাক, আমরা সেই মানুষের অনুসন্ধানে যাইতেছি।

পরে দৈত্যেরা গমন করিলে হাতেম্ মেহেরওয়ারের প্রতি বলিলেন, শীঘ্র গাত্রোত্থান কর, এ প্রান্তর হইতে গমন করা কর্ত্তব্য। তদনন্তর উভয়ে গাত্রোত্থান-পূর্ব্বক গমন করিয়া তিন দিন গত হইলে এক নদীর তীরে উপস্থিত হইলেন। মেহেরওয়ার কহিলেন, হে হাতেম্! এই কহের্মান্-নদী, হাতেম্ বলিলেন এ নদী হইতে কিরূপে উত্তীর্ণ হইব? মেহেরওয়ার বলিলেন, যদি তুমি কিছুদিন এখানে থাক, তবে আমি এ নদীপার হইবার উপায় করি, হাতেম্ তাহা স্বীকার করিলে মেহেরওয়ার বলিলেন, এস্থান হইতে কয়েক ক্রোশ দূরে একস্থান আছে, সেখানে অনেক পক্ষধারী-ঘোটক থাকে, আমি তথায় যাইয়া দুইটি ঘোটক আনিতেছি, হাতেম্ বলিলেন, উত্তম।

তৎপরে মেহেরওয়ার হাতেমের নিকটে বিদায় গ্রহণ-পূর্ব্বক গমন করিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। সেস্থানের রাজার সঙ্গে তাঁহার প্রণয় ছিল, রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন, আমার দুইটি ঘোটকের আবশ্যক হইয়াছে, যদি তাহা প্রদান করেন, তবে অত্যন্ত অনুগ্রহ করা হয়; রাজা এই কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে দুইটি ঘোটক দিলেন। পরে মেহেরওয়ার সেই দুইটি ঘোটককে হাতেমের নিকটে আনিয়া উভয়ে তাহাতে আরোহণ করিলেন। ঘোটকদ্বয় শূন্যে উড্ডীন হইয়া চলিল এবং কয়েক দিনের মধ্যে নদীর অর্দ্ধেক পার হইয়া গেল। যখন হাতেমের ক্ষুধাতৃষ্ণার উদয় হইল, তখন মেহেরওয়ার কয়েকটি ফল হাতেম্কে ভক্ষণ করিতে দিয়া বলিলেন, এই ফল ভক্ষণ

করিলে অনেক উপকার হইবে, পরে হাতেম্ তাহা ভক্ষণ করিয়া জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন, আর কহের্মান্-নদীকে দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইতে লাগিলেন, যেহেতু তাহার জলের শব্দ আকাশপর্য্যন্ত যাইতেছিল, এবং তাহার ঢেউসকল প্রান্তর-পর্য্যন্ত আক্রমণ করিতেছিল।

কয়েকদিন পরে জগদীশ্বরের কৃপায় ঘোটকদ্বয় নদীর তীরে উপস্থিত হইলে প্রান্তর দেখা গেল, জগদীশ্বর সেই প্রান্তরকে চুণী ও পান্নায় পরিপূর্ণ করিয়াছিলেন, হাতেম্ তাহা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, আর তাহাতে একটি পরিষ্কার উদ্যান ছিল, তন্মধ্যে মর্মর্ মুসা ও এসম্ প্রভৃতি প্রস্তরদ্বারা এবং হীরক, চুণী ও পান্নাদ্বারা-নির্ম্মিত বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা সকল ছিল, আর জলের লহরী ও হউর্জের চতুর্দ্দিকে রত্ননির্ম্মিত ছিল, তাহার তীরে রত্নজড়িত-সিংহাসন পাতিত ছিল, হাতেম্ সেই উদ্যানের ফলভক্ষণ করিলেন এবং দুইটি ঘোটককে ফলভোজন করাইলেন, কিন্তু তথায় কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। সেই স্থান পরীদিগের ছিল, হাতেম্ মেহেরওয়ারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ভাই! আমি শুনিয়াছি বর্জখের চড়া নদীর মধ্যে আছে, এক্ষণে বল তাহা নিকটে আছে, কি দূরে আছে? মেহের-ওয়ার বলিলেন, হে হাতেম্! সেই চড়া অনেক দূরে আছে, হাতেম্ কহিলেন তবে উঠ, গমন করি।

পরে দুইজনে গমন করিয়া কয়েকদিন পরে একটি স্থানে উপস্থিত হইলেন। হাতেম্ জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ভাই! এস্থান হইতে কতদিনের পথ পরে বসতি আছে? মেহেরওয়ার বলিলেন, আমরা যদি রাত্রিদিবা গমন করি তবে দ্বাদশদিন পরে বসতি-মধ্যে উপস্থিত হইব। তদনন্তর দুইজনে সেস্থান হইতে গমন

করিয়া কয়েকদিন পরে বরজখের নদীর তীরে উপস্থিত হইলেন, মেহেরওয়ার বলিলেন, হে হাতেম্! যদি বল তবে আমি আপন চড়ায় যাইয়া সৈন্য আনয়ন করি। হাতেম্ কহিলেন, হে ভাই! আমি মহএয়ার-সোলেমানীর সঙ্গে যুদ্ধ করিতে আসি নাই যে, সৈন্যের আবশ্যক হইবে। মেহেরওয়ার বলিল আমাদিগের সৈন্য সঙ্গে থাকিলে তথায় সম্মান হইতে পারিবে, হাতেম্ বলিলেন, আমাকে কতদিন তোমার অপেক্ষায় থাকিতে হইবেক? মেহেরওয়ার বলিলেন, সপ্তাহ পরে আমি এস্থানে নিশ্চয়ই উপস্থিত হইব। পরে তিনি হাতেমের নিকটে বিদায় হইয়া গমন করিলেন।

হাতেম্ সেই প্রান্তরের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতেছিলেন, হঠাৎ এক উদ্যান দৃষ্টিগোচর হইল; তাহার দ্বারমুক্ত দেখিয়া তাহার ভিতরে প্রবেশ করিলেন, তথায় বহুপ্রকারফল-পরিপূর্ণ বৃক্ষসকল ছিল, সেপ্রকার বৃক্ষ কখন দেখেন নাই, তাহা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, ফলভক্ষণ করিতে করিতে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন, সে উদ্যান অসীম ছিল, তিনি সপ্তাহকাল তথায় ভ্রমণ করিলেন। অপর সেই ঘোটক এরূপ প্রভুভক্ত ছিল যে, সমস্ত দিন নদীর তীরে তৃণভক্ষণ-পূর্ব্বক রাত্রিকালে উদ্যানে আসিয়া বিশ্রাম করিত।

এদিকে রাজপুত্র-মেহেরওয়ার আপন দেশে উপস্থিত হইয়া পিতামাতার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তাঁহার পিতামাতা বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন, তুমি অনেক সৈন্য লইয়া বরজখের চড়ায় গমন করিয়াছিলে, তদনন্তর তুমি সৈন্যদিগকে ত্যাগ করিয়া অদৃশ্য হওয়ায় সমুদায় পরীপুরুষেরা তোমার অনুসন্ধানে ব্যাকুল হইয়াছিল, কিন্তু তোমাকে প্রাপ্ত হয় নাই; এখন বল

তুমি কোথায় ছিলে? আর তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইয়াছে কি না? মেহেরওয়ার কহিলেন, আমি তোমাদিগের কথা শ্রবণ না করিয়া পরিশেষে দুঃখিত হইয়াছি, আর লজ্জাপ্রযুক্ত সৈন্য-দিগকে পরিত্যাগ করিয়া অমুক পর্ব্বতে বাস করিয়াছিলাম, তথায় দিবারাত্রি চীৎকারপূর্ব্বক ক্রন্দন করিতাম, এক্ষণে আমার ভাগ্য প্রসন্ন হইয়াছে, এমন্‌দেশের হাতেম্ নামক একব্যক্তি শাহ্‌আবাদ হইতে ঐ লাতশ্‌পক্ষীর ডিম্বের তত্ত্বে আগমন করেন, জগদীশ্বরের ইচ্ছায় তিনি সেই পর্ব্বতে উপস্থিত হইয়া আপনা হইতে আমাকে আমার বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি তাঁহাকে আপন তাবৎ বৃত্তান্ত বলিলাম, তিনি আমার বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া আমার সঙ্গে এরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে, যদি জগদীশ্বর করেন, তবে মহএয়ার-সোলেমানীর হস্ত হইতে সেই জলচর পক্ষীর ডিম্বস্বরূপ মুক্তা লইয়া তাহার কন্যা তোমাকে দিব। তাঁহার পিতামাতা এই কথাশ্রবণে হাস্য করিয়া বলিলেন, হে পুত্র! অদ্যাপি তোমার অজ্ঞানতা ও শিশুবুদ্ধি যায় নাই; যখন পরীজাতিরা তাহার প্রশ্নের উত্তর করিতে পারে নাই, তখন সেই অনুপায়-মনুষ্য কিরূপে পরীদিগের কৌশল জানিবে যে, তাহার প্রশ্নের উত্তর করিতে পারিবে?

মেহেরওয়ার কহিলেন, সেই মনুষ্য অত্যন্ত বুদ্ধিমান্, তিনি সকল কৌশল জ্ঞাত আছেন, এই জন্য আমার বিশ্বাস হইয়াছে, এখন আমি তাঁহাকে বর্‌জখের নদীর তীরে রাখিয়া এই প্রার্থ-নায় আসিয়াছি যে, আপনি সৈন্য প্রদান করুন, আমরা বর্‌-জখের চড়ায় যাই। পরে ভুমানি-রাজা দ্বাদশ সহস্র পরীসৈন্য আপন পুত্রের সঙ্গে দিলেন।

অনন্তর মেহেরওয়ার পিতামাতার নিকটে বিদায় হইয়া বর্‌জখের চড়ার দিকে গমন করিলেন। পরে দশদিন গত হইলে হাতেমের নিকটে উপস্থিত হইলেন; তদনন্তর দুইজনে তথায় সুখে রাত্রিযাপন করিয়া প্রাতঃকালে গমন করিতে লাগিলেন। যখন বসতির নিকটে উপস্থিত হইলেন, তখন বর্‌জখের চড়ার কর্ত্তার নিকটে এরূপ সংবাদ গেল যে, মহারাজের অধিকার-মধ্যে পরী-সৈন্যসকল আসিয়াছে; বর্‌জখের কর্ত্তা আপন সৈন্যদিগকে তাহাদিগের প্রতি নিযুক্ত করিয়া আজ্ঞা করিলেন যে, পরী-সৈন্যদিগের গমনাগমনের পথ রোধ কর। পরে রাজপুত্র-মেহেরওয়ারের নিকটে সংবাদ গেল যে, বর্‌জখের রাজা সৈন্য পাঠাইয়াছেন। রাজপুত্র-মেহেরওয়ার আপন লোকদিগকে রাজসৈন্যের নিকটে পাঠাইয়া এরূপ নিবেদন করিতে বলিয়া দিলেন যে, আমি রাজার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে আসি নাই, আমি তুমানি-দেশের রাজপুত্র, রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছি, আর অন্য কোন ইচ্ছা নাই।

যখন বর্‌জখের চড়ার রাজা এই কথা শুনিলেন, তখন সেই নিযুক্ত-সৈন্যদিগকে আদেশ করিলেন যে, তুমানি-দেশের রাজপুত্র আমাকে দর্শন করিবার জন্য আসিয়াছেন, তোমরা তাঁহার আগমন রোধ করিও না।

অনন্তর মেহেরওয়ার ও হাতেম্ পরীসৈন্যদিগের সহিত বর্‌জখের নগরে প্রবেশ করিলে মহএয়ার সোলেমানী আপন লোকদিগকে পাঠাইবেন, তাহারা মেহেরওয়ারকে জিজ্ঞাসা করিল যে, তোমার আগমনের কারণ কি? মেহেরওয়ার বলিলেন, এমন্‌দেশের রাজপুত্র যিনি মিস্টবাদী সন্তুষ্টমন বিজ্ঞ যুবক মনুষ্য, তিনি রাজদর্শনে অত্যন্ত অভিলাষ রাখেন. এই কারণে আমি

তাঁহাকে রাজার নিকটে আনিয়াছি। যখন রাজা এই কথা জ্ঞাত হইলেন, তখন হাতেম্‌কে সম্মুখে আহ্বান-পূর্ব্বক সাক্ষাৎ-কারে সম্মানের সহিত স্বর্ণ-সিংহাসনে বসাইয়া মিষ্ট বাক্যদ্বারা জিজ্ঞাসা করিলেন, হে রাজপুত্র ! তোমার এ দেশে আসিবার কারণ কি? এবং কিপ্রকারেই বা এখানে উপস্থিত হইলে? হাতেম্ কহিলেন, জগদীশ্বর দাতা ও কর্ম্মকর্ত্তা আছেন, তিনি কৃপা করিয়া আমাকে এখানে উপস্থিত করিয়াছেন, আর কোন কর্ম্মের জন্য রাজ-নিকটে আসিয়াছি। রাজা-মহ্‌এয়ার-সোলে-মানী জিজ্ঞাসা করিলেন, সে কি কর্ম্ম? হাতেম্ রৌপ্যনির্ম্মিত ডিম্বের আদর্শ যাহা নিকটে রাখিয়াছিলেন, তাহা দেখাইয়া হোসন্‌বানুর সমুদায় বৃত্তান্ত বর্ণন-পূর্ব্বক বলিলেন, হোসন্‌বানু সেই মুক্তার যোড়া চাহিয়াছে। মহ্‌এয়ার-সোলেমানী বলি-লেন, সে মুক্তা কোথায় পাওয়া যাইবে? হাতেম্ বলিলেন, শুনি-য়াছি, রাজ-নিকটে আছে, যদি আপনি অনুগ্রহ করিয়া তাহা দেন তবে অত্যন্ত কৃপাকরা হয়। মহ্‌এয়ার-সোলেমানী বলি-লেন, আমার এক প্রতিজ্ঞা আছে, যদি তাহা পূর্ণ করিতে পার, তবে মুক্তার সহিত আপন কন্যা তোমাকে দিব। হাতেম্ বলি-লেন, হে রাজন্ ! আমার মুক্তায় আবশ্যক আছে, কন্যা অন্য কাহাকে দিউন। মহ্‌এয়ার-সোলেমানী বলিলেন, যখন তুমি মুক্তার জন্মবৃত্তান্ত বলিবে তৎপরে কন্যার প্রতি তোমার অধি-কার হইবে, তখন তোমার যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে কন্যা দিবে।

পরে হাতেম্ পক্ষীর মুখে যেপ্রকার মুক্তার জন্মবৃত্তান্ত শুনিয়া-ছিলেন, তাহা একটি একটি করিয়া বর্ণন করিলেন। মহ্‌এয়ার-সোলেমানী হাতেমের প্রশংসা করিয়া নিশ্চয় জানিলেন যে, এ যুবা অত্যন্ত বিদ্বান্. পরে গাত্রোত্থান করিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ-

পূর্ব্বক মুক্তা আনিয়া তাঁহার অগ্রে রাখিলে হাতেম্ মুক্তা দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন, মহএয়ার-সোলেমানী বলিলেন, হে যুবক! কন্যার প্রতি তোমার অধিকার, যাহাকে বিবেচনা কর, তাহাকে দাও। হাতেম্ বলিলেন আপনি কন্যাকে রাজপুত্র-মেহের-ওয়ারকে দিউন। তৎপরে মহএয়ার-সোলেমানী বিবাহের সভা করিয়া আপনাদিগের রীতি অনুসারে রাজপুত্র-মেহেরওয়ারের সঙ্গে কন্যার বিবাহ দিলেন; তাহাতে কন্যার ও আসক্ত ব্যক্তির মনোভিলাষ পূর্ণ হইল।

একমাসপরে তথায় বিদায় গ্রহণে নদীর তীরে উপস্থিত হইয়া হাতেম্ বলিলেন, হে রাজপুত্র! এখন তুমি আপন দেশে গমন কর, আমিও আপন দেশে যাই। মেহেরওয়ার কহিলেন, হে বিজ্ঞ! এ কি কথা যে আমি তোমাকে একাকী ত্যাগ করিব? আমি সসৈন্যে তোমার সঙ্গে শম্স্শাহের নিকট পর্য্যন্ত যাইব। হাতেম্ বলিলেন উত্তম, পরে পক্ষধারী ঘোটকের উপরে আরো-হণ-পূর্ব্বক মঞ্জেল মঞ্জেল গমন করিতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে কহের্মান্-নদী পার হইয়া এক প্রান্তরে শিবির (তাঁবু) সংস্থাপন করিলেন, এবং তথায় রাত্রিযাপন করিয়া গমনপূর্ব্বক যখন দৈত্যদিগের দেশে উপস্থিত হইলেন, তখন দৈত্যগণ এই সংবাদ পাইয়া আগমনপূর্ব্বক পথের প্রতিবন্ধক হইল, অনুমান, চারিসহস্র দৈত্য পথমধ্যে উপস্থিত হইলে রাজপুত্র-মেহের-ওয়ার এই সমাচার পাইয়া আপন লোকদিগকে এই বলিয়া পাঠাইলেন যে, আমি তোমাদিগের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে আসি নাই, আমি তুমানিদেশের রাজপুত্র, শম্স্শাহের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যাইতেছি; তিনি বহুদিন পরে মনুষ্যজাতির কৃপায়

জগদীশ্বরের কোপ হইতে নিস্তার পাইয়া আপন পূর্ব্ব আকার প্রাপ্ত হইয়াছেন।

পরে দৈত্যেরা এই কথা শুনিয়া উত্তর করিল যে, আমরাও রাজপুত্র-মেহেরওয়ারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছি; যদি আজ্ঞা হয়, সাক্ষাৎ করি। তদনন্তর যখন মেহেরওয়ার আজ্ঞা করিলেন, তখন সমস্ত দৈত্যেরা সাক্ষাৎ করিয়া বিদায় চাহিল, রাজপুত্র-মেহেরওয়ার দৈত্যদিগকে বিদায় করিয়া স্বয়ং গমন করিলেন।

পরে মঞ্জেল মঞ্জেল গমন করিয়া শম্স্শাহের দেশে উপস্থিত হইলেন। যখন তুমানিদেশের রাজপুত্রের উপস্থিত হইবার সংবাদ শম্স্শাহের কর্ণগোচর হইল, তখন সেব্যক্তি সন্তুষ্ট হইয়া সসৈন্যে গমন-পূর্ব্বক মেহেরওয়ারের সহিত সাক্ষাৎ করিল। পরে হাতেম্কে দেখিয়া আলিঙ্গন-পূর্ব্বক রাজপুত্র-মেহেরওয়ারের প্রতি বলিল, তোমার প্রতি জগদীশ্বরের করুণা হউক, তুমি আমার প্রতি অত্যন্ত অনুগ্রহ করিয়াছ যে, এই যুবাকে আমার নিকটে জীবিত আনিলে; আমি দিবারাত্রি এই যুবার জন্য চিন্তিত ছিলাম, জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ যে, ইনি স্বচ্ছন্দদেহে পুনর্ব্বার উপস্থিত হইলেন।

পরে শম্স্শাহ হাতেম্কে ও তুমানিদেশের রাজপুত্রকে আপন বাটীতে লইয়া গিয়া আমোদের সভার আয়োজন করিল। পরে চত্বারিংশৎ দিন পরে হাতেম্ বিদায় চাহিলেন, শম্স্শাহ বলিল হে এমন্দেশীয় যুবা! তুমি অনেক পরিশ্রম ও সংসারের অনেক কষ্টসহ্য করিয়াছ, যদিও এখনো অনেক পথ আছে বটে, কিন্তু তুমি নিশ্চিন্ত থাক, আমার পরীপুরুষেরা তোমাকে তোমার নগরে উপস্থিত করিয়া দিবে; পরে কয়েকজন পরীপুরুষকে

বলিল যে, হাতেম্‌কে অতিযত্নে শাহ্‌আবাদে উপস্থিত করিয়া দাও। পরীপুরুষেরা তাহা স্বীকারপূর্ব্বক হাতেম্‌কে এক চৌকীতে বসাইয়া উড্ডীন হইল; তাহারা দিবারাত্রি পথে গমন করিতে লাগিল। যখন শ্রান্ত হইত তখন কোন একস্থানে নামিয়া ক্ষণকাল বিশ্রামপূর্ব্বক পুনর্ব্বার উড্ডীন হইত, এইরূপে কয়েক দিন পরে শাহ্‌আবাদে উপস্থিত হইয়া হাতেমের নিকটে বিদায় চাহিল। হাতেম্‌ নির্ব্বিঘ্নে উপস্থিত হইবার পত্র লিখিয়া তাহাদিগকে প্রদান-পূর্ব্বক বিদায় করিলেন, এবং স্বয়ং নগরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

যখন নগরে উপস্থিত হইলেন, তখন হোসন্‌বানুর নিকটে সংবাদ গেল যে, হাতেম্‌ জীবিত প্রত্যাগত হইয়াছেন। হোসন্‌বানু হাতেম্‌কে ডাকাইয়া অবস্থা জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি স্থলী হইতে মুক্তা বাহির করত হোসন্‌বানুর অগ্রে রাখিয়া একে একে সমুদায় বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন; হোসন্‌বানু মুক্তা দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া হাতেমের অনেক প্রশংসা করিলেন।

পরে হাতেম্‌ সেস্থান হইতে পান্থশালায় আসিয়া রাজপুত্র-মুনীরশামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ-পূর্ব্বক বলিলেন, এক্ষণে তোমার প্রিয়ার সহিত মিলন নিকট হইয়া আসিতেছে; এখন একটি প্রশ্ন আছে, যদি জগদীশ্বর করেন, তবে তাহাও শীঘ্র পূরণ করা হইবে। পরে রাজপুত্রের নিকটে সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া আশ্বাস প্রদান করিলেন, এবং সাতদিন সেই পান্থশালায় থাকিলেন। যখন পথশ্রান্তি দূর হইল, তখন হোসন্‌বানুর নিকটে যাইয়া বলিলেন, এখন সপ্তমপ্রশ্ন বল, তাহাও পূরণ করি। হোসন্‌বানু বলিলেন, হে সাহসিক যুবা! বাদ্গার্দ্দ-স্নানাগারের সংবাদ আন, সেই স্নানাগার ঘূরিবার কারণ কি? এবং তাহা ঘূরিলে

মনুষ্যেরা কিপ্রকারে স্নান করে? আর কোন্ ব্যক্তি তাঁহাকে নির্ম্মাণ করিয়াছে? এবং কোন্ দ্রব্যদ্বারা তাহা প্রস্তুত হঁইয়াছে? হাতেম্ জিজ্ঞাসা করিলেন, সেই স্নানাগার কোন্ দিকে আছে? হোসন্‌বানু বলিলেন, আমি শুনিয়াছি, দক্ষিণ ও পশ্চিমদিকের মধ্যে আছে।

হাতেম্ হোসন্‌বানুর নিকটে বিদার হইয়া মুনীরশামীর সমীপে আগমন-পূর্ব্বক অত্যন্ত আশ্বাস-প্রদানের সহিত বলিলেন তুমি নিশ্চিন্ত থাক, যদি জগদীশ্বরের ইচ্ছায় এবার জীবিত প্রত্যাগত হই, তবে তোমার প্রিয়ার সহিত তোমার মিলন করিয়া দিয়া আপন অঙ্গীকার পালন করিব, এই বলিয়া রাজপুত্রের নিকটে বিদায় গ্রহণ-পূর্ব্বক গমন করিলেন।

হোসন্‌বানুর সপ্তমপ্রশ্ন-পূরণের জন্য বাদ্গার্দ্দ-স্নানাগারের তত্ত্বে হাতেমের গমন ও নগরে নগরে ভ্রমণপূর্ব্বক মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া পুনর্ব্বার শাহ্‌আবাদে প্রত্যাগমন।

অনন্তর হাতেম্ শাহ্‌আবাদ হইতে প্রান্তরের দিকে গমন করিলেন। কিছুদিন পরে এক নগরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, অনেক মনুষ্য একটি কূপের উপরে একত্র হইয়া রহিয়াছে; হাতেম্ নিকটে যাইয়া তাহাদিগকে কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তাহাদিগের মধ্যে একজন বলিল, এই নগরের কর্ত্তার পুত্র ক্ষিপ্ত হইয়া বহুদিন হইতে এই কূপের উপরে বসিয়াছিলেন, আজ্ তিনদিন হইতেছে তিনি আপনাকে কূপমধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছেন; আমরা অনেক অনুসন্ধান করিতেছি, কিন্তু প্রকাশ

পাইতেছে না, আর তাঁহার শবকে তত্ত্ব করা যাইতেছে, তাহাও হস্তগত হইতেছে না, জানা যাইতেছে না যে, কি হইল কোথায় গেল! ভয়ে কেহ ইহার ভিতরেও যাইতে পারে না।

এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, তাহার পিতামাতা চীৎকারের সহিত ক্রন্দন করিয়া সেই কূপের উপরে আসিলেন, তাহাতে হাতেমের মন জ্বলিয়া উঠায় তিনি সেই শোকাকুল ব্যক্তিদিগের নিকটে গমন-পূর্ব্বক আশ্বাস-প্রদান করিয়া বলিলেন, জগদীশ্বর যাহা করেন তাহার উপায় নাই, এমন ক্রন্দন করায় কিছু ফল নাই, ধৈর্য্যযুক্ত হওয়া উচিত। তাহারা বলিল, হে যুবক! সত্য বলিলে, কিন্তু যদি তাহার মৃতদেহ পাই, তবে তাহাকে কবর দিই। পরে তাহার পিতা বলিলেন যখন প্রাণভয়ে কেহই কূপের মধ্যে যাইতেছে না, তখন কূপের ভিতরে যাইতে আমার নিতান্ত ইচ্ছা হইতেছে; তথায় আপন পুত্রের অন্বেষণ করিব, যদি না পাই, তবে আমিও মরিব। হাতেম্ বলিলেন হে প্রিয়! তুমি নিশ্চিন্ত থাক, আমি আপনাকে জগদীশ্বরের পথে নিযুক্ত করিয়াছি, এখন কূপের মধ্যে যাইয়া তোমার সন্তানের শব আনিতেছি, তুমি একমাস পর্য্যন্ত আমার অপেক্ষা করিও; হাতেম্ এই বলিয়া আপনাকে কূপমধ্যে নিক্ষেপ করিলেন, অনেক জল থাকা-প্রযুক্ত নিমগ্ন হইয়া গেলেন। পরে যখন হাতেম্ ভূমিতে উপস্থিত হইলেন, তখন চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দেখিলেন, সে কূপ ও সে জল নাই, একটি বৃহৎ প্রান্তর দেখাগেল; পরে সূর্য্যের কিরণ দেখিয়া অগ্রে চলিলেন, কিছু পথ গমনের পর এক উদ্যান দেখাগেল, তিনি সেই উদ্যানের দ্বারমুক্ত দেখিয়া তাহার ভিতরে প্রবেশপূর্ব্বক দেখিলেন, নানাবর্ণের পুষ্পসকল প্রস্ফুটিত হইয়া সমুদায় উদ্যানকে সুগন্ধময় করিয়াছে। হাতেম্ অগ্রে

গমন-পূর্ব্বক অনেক অট্টালিকা দেখিয়া তাহার নিকটস্থ হইয়া দেখিলেন, কতকগুলি পরী একত্র বসিয়া আছে; আর একখানি সিংহাসনের উপরে এক সুন্দরমুখ-যুবামনুষ্য বসিয়া আছেন; এবং অপর একখানি সিংহাসনে এক সুন্দরমুখী পরী উপবেশন করিয়া আছে, আর পরীরা তাহার চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, তাহারা যখন হাতেম্‌কে দেখিল, তখন আপন কর্ত্রীকে নিবেদন করিল যে, উদ্যানমধ্যে আর একজন মনুষ্যজাতি আসিয়াছে। পরী সেই সিংহাসনস্থ যুবাকে বলিল, তোমার স্বজাতি একজন আসিয়াছে, যদি বল, তবে তাহাকে ডাকাইয়া তাহার আতিথ্য করি; যুবা বলিল উত্তম, তুমি অনুগ্রহের সহিত সম্মান-পূর্ব্বক তাহাকে আহ্বান কর, আমিও তাহাকে দেখিতে ইচ্ছা রাখি।

পরে সেই পরী আপন লোকদিগকে এই বলিয়া পাঠাইলেন যে, ঐ যুবাকে সম্মানের সহিত আনয়ন কর। পরে যখন হাতেম্ সিংহাসনের নিকটে আসিলেন, তখন পরী গাত্রোত্থান করিয়া তাঁহাকে আর একখানি সিংহাসনে বসাইল এবং কুটুম্বের ন্যায় সমাদর করিল। পরে ভোজনান্তে সেই যুবা হাতেমের প্রতি বলিল হে যুবক! তোমার কি নাম? এবং তোমার নিবাস কোথায়? তুমি কি নিমিত্ত এস্থানে আসিয়াছ? হাতেম্ বলিলেন, আমি এমন্‌দেশ-নিবাসী, আমার নাম হাতেম্, আমি শাহ্‌আবাদ হইতে আসিয়াছি, বাদ্‌গার্দ্দ-স্নানাগারের সংবাদ আনিতে যাইতেছি; আমি যখন এখানে আসিলাম, তখন অনেক লোককে কূপের নিকটে একত্র থাকিতে দেখিয়া তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম, তাঁহাদিগের মধ্যে একজন বলিলেন, আমার পুত্র এই কূপমধ্যে পড়িয়াছে, জানি না যে কোথায় গেল; এই

জন্য রোদন করিতেছি, আর ইচ্ছা করিতেছি যে, স্বয়ং কূপ-মধ্যে পতিত হইব, আমি যখন এইবৃত্তান্ত শুনিলাম তখন আমার মন অত্যন্ত কাতর হইল, তাহার পিতামাতার জন্য স্বয়ং কূপে পতিত হইলাম; কিন্তু জানি না যে, তাঁহাদিগের পুত্র কোথায় আছে, এখানে কেবল তোমাকেই মনুষ্যজাতি দেখিতেছি, বোধ করি তুমিই তাঁহাদিগের পুত্র। সে বলিল, সত্য, আমি একদিন কূপের ধারে বসিয়াছিলাম, এই প্রিয়া আমার দৃষ্টি-গোচর হইলেন; ইহাঁর মুখ দেখিয়া আমি ইহাঁর প্রতি আসক্ত হইলাম, ধৈর্য্যের রজ্জু আমার হস্ত হইতে গেল, ব্যাকুল হইয়া আপনাকে কূপের মধ্যে নিক্ষেপ করত এই উদ্যানে উপস্থিত হইলাম, যখন এই পরী আমাকে দেখিলেন, তখন আমার সঙ্গে প্রেম করিয়া আমাকে সুখী করিলেন, এখন ইহাঁর প্রেমে সুখে আছি। হাতেম্ বলিলেন, তুমি এখানে সন্তোষে আছ, কিন্তু তোমার পিতামাতা ও সমুদায় পরিবার অসুখে আছেন। যুবা বলিল হে হাতেম্! এক্ষণে আমার প্রতি আমার কোন ক্ষমতা নাই, যদি পরী আমাকে বিদায় দেন, তবে গমনপূর্ব্বক তাঁহা-দিগকে সান্ত্বনা করিয়া আসি। হাতেম্ বলিলেন, তুমি কিঞ্চিৎ-কাল বিশ্রাম কর, আমি তোমার কথা নিবেদন করিতেছি।

পরে হাতেম্ পরীর দিকে মুখ ফিরাইয়া কহিলেন, হে চন্দ্রমুখি! তুমি যাহা করিতেছ ইহা তোমার কৃপার বহির্ভূত কর্ম্ম, যদি এই যুবাকে কিছুদিনের জন্য বিদায় কর, তবে এব্যক্তি আপন পিতা-মাতাকে সান্ত্বনা করিয়া আইসে। পরী বলিল আমি বারণ করি নাই, এ যুবা আমার প্রতি স্বয়ং আসক্ত হইয়া আপনাকে কূপের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছিল; ইহার ক্ষমতা আছে, যেখানে ইচ্ছা সেই খানেই গমন করুক। যুবা বলিল আমি বিনা অনু-

মতিতে যাইতে পারি না। হাতেম্ বলিলেন পরী তোমাকে গমন করিতে স্বাধীনতা দিয়াছে, যুবা বলিল, এরূপ হইলে অনুমতি দেওয়া হয়, যদি পরী আমার সঙ্গে প্রতিজ্ঞা করিয়া বলেন যে, আমি তোমার বাটীতে যাইয়া আপন মিলনদ্বারা তোমাকে সন্তুষ্ট করিব। হাতেম্ নতশির হইলেন, ক্ষণকালপরে মস্তক তুলিয়া বলিলেন হে পরি! অনুগ্রহ কর, আর এ যুবা যাহা বলিতেছে তাহা স্বীকার কর। পরী বলিল এ যুবা যাহা বলিতেছে, তাহা আমাদিগের জাতির মধ্যে কেহ করে নাই। পরে হাতেম্ আপনার প্রতি অন্যান্য পরীজাতিদিগের যেরূপ অনুগ্রহ করা দেখিয়াছিলেন, তাহা সমুদায় সেই পরীর সম্মুখে বর্ণন করিলেন। পরী বলিল এ যুবা আমাকে মনের সহিত ভাল বাসে না, যুবা বলিল এ কি কথা বলিতেছেন! আমি আপন বাটী পরিত্যাগপূর্ব্বক কূপের মধ্যে পড়িয়া এস্থানে আসিয়াছি, আপনিই আমাকে ভাল বাসেন না। পরী বলিল আমাদিগের প্রেম এইরূপ, তোমাকে যাহা বলি তাহা কর, যুবা বলিল কি আজ্ঞা করিতেছেন? আমি আপনার আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে ত্রুটি করিব না। পরী আপন ভৃত্যদিগকে আজ্ঞা করিল যে, একটি বৃহৎ ডেগ্ চুল্লির উপরে রাখিয়া তাহাকে ঘৃতপূর্ণ করত অগ্নির তাপে তপ্ত কর। পরে ভৃত্যেরা সেইরূপ করিলে পরী যুবার হস্ত ধরিয়া বলিল, যদি আমার প্রতি তোমার প্রেম থাকে, তবে এই ঘৃতের মধ্যে পতিত হও। যুবা গাত্রোত্থান করিয়া সেই ডেগের মধ্যে পতিত হইতে উদ্যত হইলে পরী যুবাকে ধরিয়া বলিল, আমি জানিলাম, তুমি আমার প্রতি যথার্থ আসক্ত আছ, এখন যাহা বলিবে তাহাতেই আমি সম্মত আছি, এই বলিয়া পরে উত্তমরূপে হাতেমের আতিথ্য করিল. হাতেম একমাস পর্য্যন্ত তথায় থাকিলেন।

মনুষ্যেরা অঙ্গীকারমত কূপের উপরে ছিল। পরে হাতেম্ পরীর নিকট হইতে গাত্রোত্থান-পূর্ব্বক বলিলেন, হে চন্দ্রমুখি। তুমি যাহা অঙ্গীকার করিয়াছ তাহা পালন কর, অদ্য আমার যাওয়া আবশ্যক। পরী বলিল উত্তম, হাতেম্ বলিলেন যদি তুমি অঙ্গীকারকে স্থির রাখ, আর সোলেমান-পয়গম্বরের দিব্য কর তবে আমি প্রত্যয় করি। পরী পয়গম্বরের দিব্য করিয়া আপন পরীদিগকে আদেশ করিল যে, এই দুই যুবাকে লইয়া কূপের উপরে উপস্থিত করিয়া দাও, পরীরা আজ্ঞামত দুই জনকে কূপের উপরে আনিল।

পরে লোকেরা সেই যুবার পিতামাতাকে এই সংবাদ দিলে তাঁহারা কূপের উপরে আগমন-পূর্ব্বক আপন পুত্রকে দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন, এবং হাতেমের পদতলে পতিত হইলেন, আর হাতেম্‌কে সঙ্গে লইয়া নগরে আগমন-পূর্ব্বক তাঁহাকে কুটুম্বের ন্যায় আদরে ভোজন করাইলেন, পরে অনেক ধনরত্ন হাতেমের সম্মুখে রাখিলে হাতেম্ বলিলেন, এ ধনরত্নে আমার কোন কর্ম্ম নাই, কারণ এই যে, আমি সংসারমধ্যে এ কর্ম্ম লোভ করিয়া করি নাই, কেবল জগদীশ্বরের পথে করিয়াছি। তাঁহারা হাতেম্‌কে চতুর্দ্দশ দিন পর্য্যন্ত রাখিলেন। আর সেই পরী আপন বাক্যে স্থির থাকিয়া ঐ চতুর্দ্দশ দিনের মধ্যে চারিদিন তথায় আগমন-পূর্ব্বক আপন মিলনদ্বারা সেই যুবাকে সন্তুষ্ট করিল। হাতেম্ তাহাতে জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া বলিলেন, যদি পরীজাতিদিগের এরূপ সত্য ব্যবহার না হইত, তবে ইহারা এরূপ সুন্দর আকৃতি পাইত না, পরে হাতেম্ তাঁহাদিগের নিকটে বিদায় হইয়া গমন করিলেন।

কিছুদিন পরে লোক-পরিপূর্ণ একটি নগর দেখিলেন; যখন সেই নগরে উপস্থিত হইলেন, তখন একজন বৃদ্ধ নগরের প্রান্ত-ভাগে দাঁড়াইয়াছিল, সে হাতেমের নিকটে আসিয়া নমস্কার-পূর্ব্বক বলিল, হে যুবক! উত্তম হইল যে তুমি আসিলে, হাতেম্ প্রতিনমস্কার করিলেন, বৃদ্ধ বলিল যদি তুমি অদ্যরাত্রিতে আমার বাটীতে যাইয়া ভোজন কর, তবে অতিশয় অনুগ্রহ করা হয়, হাতেম্ বলিলেন উত্তম। পরে বৃদ্ধ হাতেম্‌কে আপন বাটীতে আনিয়া জল ও খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করিল, এবং ভোজনের পর বলিল হে যুবক! তোমার নাম কি? তোমার নিবাস কোথায়? হাতেম্ বলিলেন, আমি এমন্‌দেশবাসী, শাহ্‌আবাদ হইতে আসিতেছি, আর বাদ্গার্দ্দ-স্নানাগারে যাইবার ইচ্ছা রাখি, আমার নাম হাতেম্। বৃদ্ধ অধোমুখে থাকিয়া ক্ষণকাল পরে মস্তক তুলিয়া বলিল হে যুবক! তোমার এমন শত্রু কে যে, তোমাকে একর্ম্ম করিতে বলিয়াছে? আদৌ তাহার চিহ্নই জানা যায় না, কিন্তু আমি এই পর্য্যন্ত জানি যেব্যক্তি বাদ্গার্দ্দ-স্নানাগারের তত্ত্বে গমন করিয়াছে, সে আর প্রত্যাগমন করে নাই। যে রাজা তাহাকে নির্ম্মাণ করাইয়াছেন, তাঁহার নাম হারেস্, আর সে নগরের নাম কতাতান্। সেই রাজা আপন অধিকার-মধ্যে প্রহরী নিযুক্ত করিয়া বলিয়া দিয়াছেন যে, যেব্যক্তি বাদ্গার্দ্দ-স্নানাগারের সংবাদ লইতে আসিবে তাহাকে আমার নিকটে আনিবে, আমি জানি না যে তিনি কি অভিপ্রায়ে তাহাকে আপন নিকটে আনান্। পরে হাতেম্ হোসন্‌বানুর বৃত্তান্ত ও মুনীর্‌শামীর বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া বলিলেন, আমি কয়েক বৎসর হইতে পরমেশ্বরের পথে কটিবন্ধন করিয়া আপনার উপরে এত কষ্ট সহ্য করিয়াছি, আর হোসন্‌বানুর ছয় প্রশ্নের পূরণ করিয়াছি, এখন সপ্তম

প্রশ্নপূরণ করিতে বহির্গত হইয়াছি; দেখা যাউক কি হয়। বৃদ্ধ বলিল তোমার প্রতি জগদীশ্বরের কৃপা হউক, তুমি পরের জন্য আপন রাজ্য ও আমোদ প্রমোদ ত্যাগ করিয়া কষ্টের সহিত ভ্রমণ করিতেছ; কিন্তু এ দুষ্কর ইচ্ছা মন হইতে দূর কর, আর এখান হইতেই ফিরিয়া যাও এবং হোসন্‌বানুকে বলিবে যে, বাদার্দ-স্নানাগার অন্ধকারময়-স্থানে আছে, কেহ তাহার উৎপত্তি হইবার সংবাদ জানে না। হাতেম্ বলিলেন হে বৃদ্ধ-পুরুষ! আমি জগদীশ্বরের কর্ম্মে কটিবন্ধন করিয়াছি, কিপ্রকারে মিথ্যা বলিব, মিথ্যা বলা অত্যন্ত পাপ। বৃদ্ধপুরুষ বলিল হে যুবক! আমার কথা শ্রবণ কর, এবং আপন যৌবনের প্রতি দয়া কর, নতুবা দুঃখিত হইবে, যেহেতু এক ভেক আপন জাতি-দিগের কথা না শুনিয়া পরিশেষে দুঃখিত হইয়াছিল। হাতেম্ বলিলেন হে বিজ্ঞ! ঐ ভেকের বৃত্তান্ত কি? বৃদ্ধ বলিল শাম-দেশের পার্শ্বে একটি ঝিল ছিল, সেই ঝিলে ভেক বাস করিত। একদিন সেই ভেক মনোমধ্যে ভাবিল যে অন্য ঝিলে যাই, পরে সে আপন জাতিদিগের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া বলিল আমার ইচ্ছা এই যে, এখান হইতে গমন করিয়া অন্য কোন স্থানে যাই, বিদেশ-গমন করা উত্তম; কারণ এই যে তাহা মনকে প্রফুল্ল করে, আর দরিদ্র ব্যক্তিকে ধনবান্ করে। তাহার জাতিরা বলিল এ কি বৃথা ইচ্ছা তুমি মনোমধ্যে করিয়াছ? উচিত এই যে ইহা মন হইতে দূর কর, নতুবা ইহা তোমার মৃত্যুর কারণ হইবে। সেই দুর্ভাগ্য-ভেক তাহাদিগের কথায় প্রত্যয় করিল না, আপন স্ত্রী ও শিশুদিগের সহিত সেই ঝিল হইতে বাহির হইয়া গমন করিতে লাগিল। যদিও জলজন্তুদিগের স্থলে গমন করা কঠিন, কিন্তু অদৃষ্টে যে মন্দ হইয়াছিল, ভেক তাহা না জানিয়া সন্তুষ্ট

মনে লম্ফ-প্রদান করিয়া গমন করিতেছিল, পরে সে অন্য এক ঝিলের তীরে উপস্থিত হইল। জগদীশ্বরের ইচ্ছায় সেই ঝিলে এক সর্প থাকিত, সে যেই ঝিলের সমস্ত ভেককে ভক্ষণ করিয়াছিল, এবং কয়েক দিন হইতে উপবাস থাকিয়া অত্যন্ত ক্ষুধাযুক্ত হইয়াছিল, সেই সকল ভেক দৃষ্টিগোচর হইলে সর্প তাহাদিগকে একে একে খাইতে লাগিল, তাহাতে ভেক আপনাকে শীঘ্র সেই ঝিলে নিক্ষেপ করিল, এবং আপন স্ত্রী পুত্রদিগকে হারাইয়া সহস্র সহস্র কষ্টে সেস্থানে হইতে পলায়ন-পূর্ব্বক আপন পূর্ব্ব-বাসস্থান-ঝিলে উপস্থিত হইল। সেই ঝিলের যে সকল ভেক তাহাকে বারণ করিয়াছিল, তাহারা নিন্দা করিয়া বলিল, যে ব্যক্তি বিজ্ঞ লোকদিগের কথা না শুনে, নিঃসন্দেহ সে এইরূপ অবস্থা-কর্ত্তৃক ধৃত হয়, অতএব হে যুবক! আমার কথা শুন, এস্থান হইতে প্রতিগমন কর।

হাতেম্ বলিলেন, হে বিজ্ঞ! তুমি যাহা বলিতেছ, তাহাতে আমার মঙ্গল হয় বটে কিন্তু জগদীশ্বরের পথে কটিবন্ধন করিয়াছি, এক্ষণে কোন উপায় নাই, তোমাকে জগদীশ্বরের দিব্য, তুমি পথপ্রদর্শক হইয়া কতাতান্-নগরের পথ দেখাইয়া দাও যে, সেই পথে আমি গমন করি। বৃদ্ধ যখন দেখিল যে যুবা গমন করিতে অত্যন্ত ইচ্ছা রাখেন, তখন অনুপায় হইয়া হাতেম্কে সঙ্গে লইয়া বাহিরে আসিল এবং দুটি পথের নিকটে উপস্থিত হইয়া বলিল, হে হাতেম্! দক্ষিণ দিকের পথে যাও; অগ্রে অনেক নগর ও অনেক গ্রাম আছে, সেই সকল উত্তীর্ণ হইলে পর এক পর্ব্বত প্রকাশ হইবে; সেই খানে অনেক বিপদ্ আছে, তাহা উত্তীর্ণ হইলে এক বৃহৎ প্রান্তরে উপস্থিত হইবে, আর সেই খানে তুমি জগদীশ্বরের মহিমা দেখিবে, যখন সেই প্রান্তর হইতে

উত্তীর্ণ হইবে তখন দুইটি পথ পাইবে, তুমি সেই স্থান হইতে বাম দিকের পথে গমন করিও, যদিও দক্ষিণ দিকের পথ নিকট বটে, কিন্তু তাহাতে অনেক বিপদ্ আছে।

হাতেম্ সম্মত হইয়া বলিলেন, হে বিজ্ঞ বৃদ্ধ! আয়ুঃ না থাকিলে বাঁচে না, আর মৃত্যু উপস্থিত না হইলে মরে না, তবে নিকটের পথ ত্যাগ করিয়া দূরের পথে গমন করায় কি ফল? বৃদ্ধ বলিল, হে হাতেম্! তুমি কি শ্রবণ কর নাই? বিজ্ঞগণ বলিয়াছেন যে,—

ভালপথ বটে কিন্তু, যদি দূর হয়।
তাহাতে গমন তুমি, করিবে নিশ্চয়॥
বিধবা রমণী যদি, হয় রূপবতী।
তথাপি তাহার সঙ্গে, করিবে না রতি॥

যদি তুমি আমার কথায় সম্মত না হও এবং তাহা পালন না কর, তবে বিপদ্গ্রস্ত হইবে।

পরে হাতেম্ বৃদ্ধের নিকটে বিদায় লইয়া গমন করিলেন, বহুদিন পরে এক নগরে উপস্থিত হইলে নহবতের বাদ্য শুনিলেন; যখন তাহার নিকটে উপস্থিত হইলেন, তখন দেখিলেন যে অনেক মনুষ্য একত্র হইয়া রহিয়াছে, এবং নগরের বাহিরে শিবিরের (তাঁবু) মধ্যে রাজশয্যা পাতিত রহিয়াছে, আর মনুষ্যেরা দলে দলে স্থানে স্থানে বসিয়া নহবৎ বাজাইতেছে, এবং নৃত্য করিতেছে ও গান গাইতেছে, এবং অনেক খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করিতেছে। হাতেম্ তাহাদিগের নিকটে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মনুষ্যগণ! এ নগরের মধ্যে কি কারণে আমোদ হইতেছে? তাঁহারা বলিল এ নগরের এই রীতি আছে যে, প্রতিবৎসর এক বৃহৎ সর্প প্রান্তর হইতে আসিয়া মনুষ্যের আকার হয়, আর সমুদার ধনবান্ ও দরিদ্র ব্যক্তি আপন আপন কন্যাকে বিবা-

হের বস্ত্রে ও স্বর্ণরত্নের অলঙ্কারে ভূষিতা করিয়া ও সুগন্ধি-দ্রব্য-সংযুক্তা করিয়া এই প্রান্তরে আনয়ন করেন। আর ঐ সর্প সুন্দর মনুষ্যের আকৃতি হইয়া প্রত্যেক শিবিরে ভ্রমণ করে, তন্মধ্যে যে কন্যা বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া থাকে, এবং যাহাকে তাহার মনোনীত হয়, তাহাকে লইয়া যায়; এই জন্যই আমরা সকলে আমোদ করিতেছি। আর তাহার আসিবার দিন নিকট হইয়াছে, তাহার আগমনের পর দিনে সকলে বক্ষে করাঘাত করিয়া রোদন করিবে এবং সাতদিন শোকযুক্ত থাকিবে, অদ্য সেই সর্পের আসিবার দিন। হাতেম্ বিবেচনা করিলেন যে, ইহা জিনজাতির কর্ম্ম, পরে বলিলেন হে বন্ধুসকল! এ আমোদই তোমাদিগের শোক, আর সেই সর্পই বিপদ্ হইয়াছে, তাহারা সকলে বলিল আমাদিগের কোন উপায় নাই, আর এমন কে আছে যে তাহাকে দূর করে। হাতেম্ বলিলেন তোমরা নিশ্চিন্ত থাক, যদি জগদীশ্বর করেন, তবে অদ্য রাত্রিতে আমি তোমাদিগের মস্তক হইতে এ বিপদ্‌কে দূর করিব। মনুষ্যেরা এই কথা শুনিয়া আপন আপন কর্ত্তার নিকটে সংবাদ দিল, এবং হাতেম্‌কে রাজার নিকটে লইয়া গেল। রাজা হাতেম্‌কে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে যুবক! তুমি জান এ কি বিপদ্? হাতেম্ বলিলেন আমি জানি সে জিন, জিনজাতিরা যখন অত্যাচার করিতে ইচ্ছা করে, তখন আপনাদিগের কর্ত্তার আজ্ঞার বহির্ভূত কর্ম্ম করিয়া মনুষ্যকে ক্লেশ দেয়। রাজা কহিলেন, হে যুবক! যদি তোমার কৃপায় এ বিপদ্ আমাদিগের মস্তক হইতে দূর হয়, তবে অত্যন্ত অনুগ্রহ। হাতেম্ বলিলেন, হে রাজন্! আমি জগদীশ্বরের পথে এই কর্ম্ম করিতেছি, ইহাতে কাহারো প্রতি আমার উপকার করা হইবে না, পরে বলিলেন হে প্রিয়সকল! আমি তোমাদিগকে যাহা বলি যদি তোমরা

সেইরূপ কর তবে ভাল হয়। রাজা বলিলেন বল, হাতেম্ বলিলেন, যখনি সেই সর্প কাহারো কন্যাকে মনোনীত করিয়া লইয়া যাইতে চাহিবে, তখন উচিত এই যে, তোমরা তাহাকে বলিও যে, "আমাদিগের কর্ত্তার সন্তান বিদেশ গিয়াছিলেন, বহুদিন পরে এক্ষণে তিনি আসিয়াছেন, এবং তিনি বলিয়াছেন যে, আমার অনুমতি ব্যতিরেকে তোমরা আপন আপন কন্যা কাহাকে সমর্পণ করিও না, যদি করিবে তবে দণ্ড পাইবে।"

পরে রাজা হাতেম্কে আপন বিচারালয়ে লইয়া গেলেন এবং তাঁহাকে চৌকীতে বসাইয়া সম্মানের সহিত ভোজন করাইলেন। পরে দিবা অবসান হইলে সর্পের আসিবার সময় হইল, মনুষ্যেরা হাতেম্কে সংবাদ দিল যে, সর্প আসিতেছে, হাতেম্ বলিলেন হে রাজন্! চল, সর্পকে দেখি। তদনন্তর রাজা হাতেমের সঙ্গে বিচারালয় হইতে বাহিরে আসিলেন, এবং হাতেম্ দেখিলেন যে, সর্প মস্তকদ্বারা আকাশকে আক্রমণ করিয়া আসিতেছে, আর সে যে কত দীর্ঘ তাহা জানা যাইতেছে না, এবং কাহারো সাধ্য নাই যে তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকে, সে যেসকল প্রস্তরের উপর দিয়া আসিতেছিল তাহা চূর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল। হাতেম্ সর্পকে দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং বলিলেন, হে পরমেশ্বর! এ কি ব্যাপার! যখন সর্প মনুষ্যদিগের নিকটে উপস্থিত হইল তখন আপন পুচ্ছকে নাড়িতে লাগিল, তাহাতে মনুষ্যসকল বদ্ধ হইয়া ভূমিতে মস্তক রাখিল। সর্প চতুর্দ্দিক্ দর্শন-পূর্ব্বক ভূমিতে লুণ্ঠন করিয়া মানুষের আকার হইলে সমুদায় মনুষ্যেরা নমস্কার করিল, এবং রাজা তাহাকে আপন বিচারালয়ে আনিয়া সিংহাসনে বসাইলেন, সে ক্ষণকাল বসিয়া পরে গাত্রোত্থান-পূর্ব্বক বলিল তোমরা আপন আপন কন্যা

সকলকে দেখাও, রাজা বলিলেন, যাও দেখ। পরে সে সেখান হইতে বাহিরে আগমন-পূর্ব্বক সমুদায় তাঁবুতে যাইয়া কি ধনবান্ কি দরিদ্র সকলেরই কন্যাকে দেখিল, কিন্তু কাহাকেও মনোনীত করিল না, পরে সেখান হইতে প্রতিগমন-পূর্ব্বক রাজবাটীতে যাইয়া রাজকন্যাকে মনোনীত করিয়া বলিল এই কন্যা আমার মনোনীত হইয়াছে। রাজা বলিলেন "আমাদিগের কর্ত্তার পুত্র বিদেশ-গমন করিয়াছিলেন, বহুদিন পরে তিনি আসিয়াছেন, এবং তিনি নিষেধ করিয়া বলিয়াছেন যে, আমার বিনা অনুমতিতে কন্যা কাহাকে দিবে না," আমি তাঁহার আদেশের বহির্ভূত কর্ম্ম করিতে পারি না, যদি অমান্য করি তবে তিনি ক্ষণকালমধ্যে আমাদিগের দেশকে উচ্ছিন্ন করিবেন, যদি বল তবে তাঁহাকে আহ্বান করি, তিনি যাহা বলেন তাহাই কর।

জিন ক্ষণকাল নতশিরে থাকিয়া পরে বলিল সে কোথা হইতে আসিয়াছে? তাহাকে ডাকাও, আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করি। পরে রাজা হাতেম্‌কে আহ্বান করিলেন; যখন হাতেম্ জিঁনের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন তখন জিন বলিল হে যুবক! আমি বহুদিন হইতে এ নগরে আসিতেছি, তোমাকে কখন দেখি নাই, এক্ষণে তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ? আর কি নিমিত্ত মনুষ্যদিগকে কুমন্ত্রণা দিতেছ? তোমার কি এরূপ ইচ্ছা হইয়াছে যে, এ নগরকে উচ্ছিন্ন করিবে। হাতেম্ বলিলেন যেপর্য্যন্ত আমি এ নগরে ছিলাম না, সেপর্য্যন্ত তুমি যাহা বলিয়াছ, ইহারা তাহা স্বীকার করিয়াছে, এক্ষণে এ নগরের আমি কর্ত্তা, এ দেশের সকল কর্ম্মেই আমার অধিকার, আমাদিগের পৈতৃক রীতি যাহা আছে তাহা যে রক্ষা করিতে পারে তাহাকে আমরা কন্যা দিয়াথাকি। জিন বলিল সে রীতি কি? হাতেম্ বলিলেন, এক এই যে,

আমার নিকটে একটি গুটিকা আছে, তাহা জলে ঘর্ষণ করিয়া তাহাকে পান করাই, জিন বলিল তাহা আন, হাতেম্ গুটিকাকে জলে ঘর্ষণ করিয়া জিনের অগ্রে আনিলেন, জিন সে গুটিকার গুণ জানিত না, অনায়াসে পান করিল, পান করিবামাত্র জিন জাতীয় বিদ্যা যাহা জানিত, তৎক্ষণাৎ তাহা ভুলিয়া গেল। হাতেম্ বলিলেন, দ্বিতীয় এই যে, একটি জালার ভিতরে সে প্রবেশ করিবে, আমি উত্তমরূপে তাহার মুখরোধ করিব, যখন সে তাহা হইতে বাহিরে আসিবে সেই সময়ে কন্যা তাহাকে দিব, নতুবা দুই সহস্র মাণিক্য ও এক সহস্র হীরক এবং মুর্গাবি-পক্ষীর ডিম্বের ন্যায় এক মুক্তা যাহা পরীদিগের দেশে আছে, তাহাকে তাহা দণ্ড দিতে হইবে। জিন আপন শক্তির অহঙ্কারে শত্রুর প্রতারণায় চিন্তা না করিয়া বলিল, জালা আন, আমি তাহাতে প্রবেশ করিয়া বাহির হইতেছি। পরে হাতেম্ একটি বৃহৎ জালা আনাইলেন, জিন তাহাতে প্রবেশ করিল, হাতেম্ তাহার মুখ বন্ধ করিয়া এসম্আজম্ (মহামন্ত্র) পাঠ করিতে লাগিলেন, এসম্আজমের গুণে তাহার মুখের আবরণ পর্ব্বতের মতন ভারযুক্ত হইয়া গেল। হাতেম্ বলিলেন এখন তুমি বহির্গত হও, জিন জালা হইতে বাহির হইতে পারিল না।

পরে হাতেম্ বলিলেন কাষ্ঠ আনিয়া একস্থানে রাশীকৃত কর। তাহাতে নগরবাসিরা কাষ্ঠ একত্র করিল, হাতেম্ বলিলেন, জালাকে কাষ্ঠের মধ্যে রাখিয়া অগ্নি জ্বালিয়া দাও। যখন তাহারা অগ্নি জ্বালিয়া দিল, তখন সে চীৎকার করিতে লাগিল, কিন্তু তাহার চীৎকারে কোন ফল হইল না, পরে জিন দগ্ধ হইয়া গেল। হাতেম্ বলিলেন এখন এ জালাকে মৃত্তিকার ভিতরে প্রোথিত কর, পরে তাহা প্রোথিত করিলে হাতেম্ বলিলেন হে প্রিয়-

সকল! এখন তোমরা নিশ্চিন্ত হইয়া আপন আপন কর্ম্মে নি-যুক্ত হও, তোমাদিগের বিপদ্ দূর হইল, নতুবা এই জিন তোমাদিগের নগরে অনেক উপদ্রব করিত। পরে রাজা ও অন্যান্য ব্যক্তিরা হাতেমের প্রশংসা করিয়া অনেক স্বর্ণরত্ন হাতেমের নিকটে আনিল। হাতেম্ বলিলেন, এ সকল স্বর্ণ ও রত্নে আমার আবশ্যক নাই, ইহা দরিদ্র ও দুঃখিদিগকে দাও। তাঁহারা বলিলেন তুমি যাহা বিবেচনা কর, তাহাই কর। হাতেম্ সেই সকল স্বর্ণরত্ন দরিদ্র ও ভিক্ষুকদিগকে দান করিয়া তিনদিন তিনরাত্রি তথায় রহিলেন, পরে রাজা ও তথাকার লোকদিগের নিকটে বিদায় লইয়া গমন করিতে লাগিলেন।

বৃদ্ধ যে পর্ব্বতের কথা বলিয়াছিল, কিছু দিন পরে সেই পর্ব্বতের নীচে উপস্থিত হইলেন। পরে হাতেম্ সেই পর্ব্বতে আরোহণ-পূর্ব্বক তাহা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া একটি বৃহৎ প্রান্তরে উপস্থিত হইলেন, এবং কয়েক দিন তথায় ভ্রমণ করিয়া অনেক আশ্চর্য্য ব্যাপার ও পরমেশ্বরের মহিমা দেখিলেন। যখন প্রান্তর হইতে বাহিরে আসিলেন, তখন দুইটি পথ দেখিতে পাইলেন; তখন হাতেম্ বিবেচনা করিলেন যে, বৃদ্ধ বলিয়াছিলেন দক্ষিণদিকের পথে অনেক বিপদ্ আছে এবং বিজ্ঞদিগের কথার অনুযায়ী কর্ম্ম করা উচিত, এই বিবেচনায় পরে বামদিকের পথে চলিলেন।

পরে পুনর্ব্বার মনোমধ্যে ভাবিলেন যে, আমি বিজ্ঞের কথার অনুযায়ী কর্ম্ম করিলাম, এখন দক্ষিণদিকের পথে যাই, আর সেই দিকে যে সকল বিপদ্ আছে তাহা দেখি, যেহেতু জগদীশ্বর সমুদায় বিপদ্ দূর করিবার কর্ত্তা আছেন, পরে দক্ষিণদিকের পথে গমন করিতে লাগিলেন। হঠাৎ বার্বলার বনে উপস্থিত হইয়া

সহস্র সহস্র কষ্টে যাইতে লাগিলেন, শরীরের বস্ত্র সকল খণ্ড খণ্ড হইতে লাগিল আর কণ্টক সকল পদে বিদ্ধ হইতে লাগিল, দুঃখিত ও কাতর হইয়া অত্যন্ত ক্লেশে কিছু দিন পরে সেই কণ্টকের বন হইতে বহির্গত হওত গমন করিতে লাগিলেন।

পরে এক প্রান্তরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, কুক্কুরের ন্যায় ও খেঁকৃশেয়ালীর ন্যায়, ও শৃগালের ন্যায় ও ব্যাঘ্রের ন্যায় সহস্র সহস্র টিকৃটিকী খাইবার জন্য ধাবিত হইয়া আসিতেছে। হাতেম্ ভয়যুক্ত হইয়া মনোমধ্যে বলিলেন, মন্দ করিলাম যে বৃদ্ধের কথানুযায়ী কর্ম্ম করিলাম না, তাহাতেই এরূপ বিপদ্-কর্ত্তৃক ধৃত হইলাম। যখন টিকৃটিকী সকল ও অন্যান্য আপদ্ নিকটে আসিল, তখন হাতেম্ জগদীশ্বরকে স্মরণ করিয়া আপনাকে তাঁহাকেই সমর্পণ করিলেন। হঠাৎ একজন বৃদ্ধ তাঁহার দক্ষিণদিক্ হইতে প্রকাশ হইয়া বলিলেন, হে যুবক্! তুমি সেই বৃদ্ধের কথা না শুনিয়া পরিশেষে দুঃখিত হইলে। হাতেম্ বলিলেন, হে বিজ্ঞ! আমার অপরাধ হইয়াছে। বৃদ্ধ বলিলেন ভল্লূক-কন্যার গুটিকাকে ভূমিতে ফেল, এই বলিয়া তিনি অদৃশ্য হইলেন। পরে হাতেম্ গুটিকাকে ভূমিতে ফেলিবামাত্র ভূমি পীতবর্ণ হইল, পরে কৃষ্ণবর্ণ, তৎপরে হরিদ্বর্ণ, শেষে রক্তবর্ণ হইল। যে সকল টিকৃটিকী ধাবমান হইয়া আসিতেছিল, তাহারা পাগলের ন্যায় হইয়া যুদ্ধ করিতে করিতে পরস্পরে পরস্পরকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিতে লাগিল। হাতেম্ এই কৌতুক দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন, ইহাদিগের মধ্যে এরূপ কি শত্রুতা ছিল যে, এসময়ে তাহা প্রকাশ হইল, বোধ করি এই গুটিকার গুণেই হইয়াছে। টিক্‌টিকী সকল তিনদিন তিনরাত্রি যুদ্ধ করিয়া পরিশেষে মরিয়া গেল। হাতেম্ যখন দেখিলেন যে, বিপ-

দের মধ্যে একটিও জীবিত নাই, তখন গুটিকার নিকটে যাইয়া তাহা তুলিয়া লইতে ইচ্ছা করিলেন, কিন্তু মনে মনে ভাবিলেন যে, যদি গুটিকা তুলিয়া লই, আর পুনর্ব্বার ইহারা বাঁচিয়া উঠে তবে ভাল হইবে না, যেপর্য্যন্ত ইহাদিগের মাংস ও চর্ম্ম গলিয়া না যায়, সেপর্য্যন্ত অপেক্ষা করা উচিত। হাতেম্ আর তিন-দিন তিনরাত্রি তথায় রহিলেন। যখন তাহাদিগের মাংস পচিয়া গেল, তখন হাতেম্ গুটিকাকে লইয়া গমন করিলেন।

কয়েক দিন পরে অষ্টধাতুর বনে উপস্থিত হইলে তথাকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধাতুখণ্ড সকল তাঁহার পাদুকা ভেদ করিয়া পদে বিদ্ধ হওয়ায় পদ ক্ষত হইয়া গেল। অনেক কষ্টের পরে সেই বিপদের বন হইতে বহির্গত হইয়া একটি স্থানে বসিলেন, এবং পাদুকা ত্যাগ করিয়া দেখিলেন যে পদতলে চালনীর ন্যায় জর্জ্জরিত হইয়াছে, শিরোবেষ্টন-বস্ত্রের কিঞ্চিৎ বস্ত্রদ্বারা চরণ-বন্ধন করিয়া গমন করিতে লাগিলেন, এবং মনোমধ্যে বলিলেন এখন বিপদ্ হইতে পরিত্রাণ পাইলাম, পরে সন্তুষ্ট মনে তথা হইতে গমন করিতে লাগিলেন।

ইতিমধ্যে বৃশ্চিকগণ মনুষ্যের আঘ্রাণ পাইয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে মস্তক তুলিয়া ধাবিত হইল। সে সকল বৃশ্চিক, পক্ষীর ন্যায় ও বিড়ালের ন্যায় ও খেঁকশেয়ালীর ন্যায় ছিল, আর তাহাদিগের পুচ্ছ দীর্ঘে শৃগালের ন্যায় ছিল এবং তাহাদিগের চরণ পক্ষীর ন্যায় ছিল। হাতেম্ তাহাদিগকে দেখিয়া জ্বররোগের কম্পনের ন্যায় কাঁপিতে লাগিলেন, তখন এরূপ জ্ঞান-শূন্য হইয়াছিলেন যে আপন নিকটে যে সকল উপায় ছিল তাহা ভুলিয়া গিয়া দণ্ডায়মান হইয়া চতুর্দ্দিকে দেখিতে লাগিলেন। এমতসময়ে সেই বৃদ্ধ তাঁহার উপকারের জন্য নিকটে আগমন-পূর্ব্বক তাঁহার হস্ত

ধরিয়া বলিলেন হে যুবক! সাহসিক হও, অধৈর্য্য হইও না। হাতেম্ সেই বৃদ্ধকে দেখিয়া তাঁহার পদতলে আপন মস্তক রাখিয়া বলিলেন হে বিজ্ঞ! এসকল বৃশ্চিকের বিষযুক্ত এমন বৃহৎ হুল যে, যদি তাহার দ্বারা প্রস্তরে আঘাত করে তাহাও খণ্ড খণ্ড হইয়া যায়। বৃদ্ধ বলিলেন তুমি নিশ্চিন্ত থাক, ভল্লুক-কন্যার সেই গুটিকা ইহাদিগের অগ্রে ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া পরমেশ্বরের মহিমা দেখ। তিনি গুটিকাকে বাহির করিতে ইচ্ছা করিলে, তাঁহার হস্ত কাঁপিতে লাগিল; পরিশেষে ঐ বৃদ্ধ গুটিকাকে বাহির করিয়া হাতেমের হস্তে প্রদান-পূর্ব্বক বলিলেন নিক্ষেপ কর। তিনি গুটিকাকে ভূমিতে ফেলিলেন, ফেলিবামাত্র ভূমির বর্ণ রক্তবর্ণ হইলে ঐ সমুদায় বৃশ্চিক পরস্পরে যুদ্ধ করিয়া মরিয়া গেল, হাতেম্ দাঁড়াইয়া দেখিলেন যে, বৃশ্চিকগণ আপনা আপনিই ছেদিত হইল। হাতেম্ তিনদিন তিনরাত্রি তথায় থাকিলেন, যখন একটিও বৃশ্চিক থাকিল না, তখন হাতেম্ সেই গুটিকাকে তুলিয়া লইয়া গমন করিলেন।

কয়েক দিন পরে একটি বৃহৎ নগর দেখাগেল; যখন তিনি সেই নগরে উপস্থিত হইলেন তখন নগরবাসিরা হাতেমের নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল তুমি কোন্ পথে আসিলে? হাতেম্ বলিলেন, অমুক পথে আসিয়াছি। মনুষ্যেরা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিল হে যুবক! কিপ্রকারে জীবিত আসিয়াছ? টিকটিকী, বৃশ্চিক, বাবলার কণ্টক ও অষ্টধাতুর ভূমি কি তোমার প্রতিবন্ধক হয় নাই? হাতেম্ বলিলেন, সেই সকল বিপদ্ দ্বারা ধৃত হইয়াছিলাম, কিন্তু জগদীশ্বরের কৃপায় এরূপ হইল যে, টিকটিকী ও বৃশ্চিক সকল পরস্পরে যুদ্ধ করিয়া মরিয়া গেল, কেবল বাবলার কণ্টক ও অষ্টধাতুর ভূমি অবশিষ্ট আছে, হিংস্রক জন্তু-

দিগের মধ্যে কেহই নাই, জগদীশ্বরের মহিমায় সমস্ত বিনাশ হইয়াছে।

যে সকল পথিক সেই নগরে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদিগের দূরের পথে যাইবার ইচ্ছা ছিল, যখন তাঁহারা হাতেমের মুখে এরূপ শুনিলেন, তখন (হাতেম্ যে পথে আসিয়াছিলেন,) সেই পথে যাইতে উদ্যত হইলেন। সেই পথে প্রতিবন্ধক থাকা-প্রযুক্ত পথিকেরা সেপথে চলিতেন না, এই জন্য সেই নগর লোকপূর্ণ ছিল না। নগরের রাজাকে সংবাদ গেল যে, পথিকেরা বাবলার বনের পথদিয়া যাইতে ইচ্ছা রাখেন, রাজা বারণ করিলেন এবং সংবাদবাহক-ভৃত্যদিগকে এই বলিয়া পাঠাইলেন অগ্রে যাইয়া সংবাদ আন, কি জন্য পথিকেরা বিপদ্যুক্ত পথে যাইতেছে। পরে রাজার লোকেরা হাতেমের নিকটে তাহার বৃত্তান্ত শুনিয়া রাজার নিকটে এরূপ সংবাদ দিল যে, এক যুবা সেই পথে আসিয়াছে, আর এরূপ বৃত্তান্ত বলিতেছে।

তদনন্তর রাজা হাতেম্কে ডাকাইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন. হাতেম্ পথের সমুদায় বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। রাজা হাতেম্কে আপন নিকটে রাখিয়া বলিলেন, হে যুবক! তুমি পথের অনেক কষ্ট সহ্য করিয়াছ, কর্ত্তব্য এই যে কয়েক দিন এই নগরে তুমি বিশ্রাম কর, এবং আমার নিকটে একত্র থাকিয়া আমাকে সন্তুষ্ট কর। কিন্তু তিনি মনোমধ্যে এরূপ স্থির করিলেন যে, যদি এ বিদেশী সত্যকথা বলিয়া থাকে তবে উত্তম, নতুবা ইহাকে শূলে দণ্ড দিব। পরে রাজা এই বলিয়া হাতেমের প্রতি কয়েক জন রক্ষক নিযুক্ত করিয়া দিলেন যে, যেপর্য্যন্ত পথের যথার্থ সংবাদ না আইসে, সেপর্য্যন্ত এ বিদেশী অন্য কোনস্থানে যাইতে না পায়। পরে পথিকদিগের সঙ্গে কয়েক জন বার্ত্তাবাহককে পা-

ঠাইলেন, যখন পথিকেরা সেই বন হইতে উত্তীর্ণ হইলেন, তখন বার্ত্তাবাহকেরা রাজার নিকটে সংবাদ দিল যে, ঈশ্বরের কৃপায় সমস্তপথ পরিষ্কার হইয়াছে, এবং হিংস্রকজন্তু সকল বিনাশ পাইয়াছে। রাজা এই কথা শ্রবণে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া হাতেমের নিকটে ক্ষমা চাহিলেন। হাতেম্ বলিলেন আমি তোমার নগরে কয়েক দিন থাকিলাম, ইহাতে আমার প্রতি অনেক অনুগ্রহ করা হইয়াছে। রাজা বলিলেন হে যুবক! আমি প্রকাশ্যে তোমার সঙ্গে প্রণয়-প্রকাশ করিয়াছিলাম, কিন্তু গোপনে এই জন্য তোমার প্রতি রক্ষক নিযুক্ত করিয়াছিলাম যে, যেপর্য্যন্ত পথের সত্য সংবাদ না আইসে, সেপর্য্যন্ত তুমি অন্য কোন স্থানে যাইতে না পাও। যদি তোমার কথা মিথ্যা হইত তবে নগরের বাহিরে শূলে তোমাকে দণ্ড দিতাম। হাতেম্ বলিলেন ইহা সুবিচার বটে যে, তুমি মিথ্যাবাদীকে দণ্ড দাও, কিন্তু আমি মিথ্যাবাদী নহি, হে প্রিয়! জানিলাম, বাহিরে তোমার সুব্যবহার, আর তোমার অন্তঃকরণ মন্দ, জগদীশ্বর তোমার কৌশল ও দৌরাত্ম্য হইতে আমাকে রক্ষা করুন। রাজা আপন অপরাধের ক্ষমা-প্রার্থনা করিয়া হাতেমের নিকটে অনেক ধনরত্ন আনিলেন। হাতেম্ বলিলেন আমি একাকী, এ ধনরত্ন লইয়া কি করিব? আমার কেহ বাহক নাই যে লইয়া যাইবে। রাজা বলিলেন আমি আপন বাহক তোমাকে দিতেছি, সে তোমার বাটীতে ধনরত্ন উপস্থিত করিয়া দিবে। হাতেম্ বলিলেন, আমার এক বিশেষ কর্ম্ম আছে; যেপর্য্যন্ত সেই কর্ম্ম না হইবে, সেপর্য্যন্ত আমি বাটী যাইব না। রাজা বলিলেন, সে কর্ম্ম কি? যদি তাহা বল তবে আমি তোমার সঙ্গী হই। হাতেম্ বলিলেন, যদি তুমি আমাকে কতাত্তান-নগরের পথ দেখাইয়া দাও, তাহা হইলেই

আমার সঙ্গী হওয়া হইবে। রাজা বলিলেন হে বিজ্ঞ! সে নগরে তোমার কি কর্ম্ম আছে? হাতেম্ বলিলেন শুনিয়াছি, "হাম্মাম্-বাদ্গার্দ্দ" সেইখানে আছে, তাহার সংবাদ আনয়ন করায় আমার আবশ্যক আছে। রাজা কহিলেন, হে হাতেম্! হাম্মাম্-বাদ্গার্দ্দে যে ব্যক্তি গমন করিয়াছে সে আর প্রত্যাগমন করে নাই, তুমি এ বাসনা দূর কর। হাতেম্ বলিলেন, যাহা হয় হউক, অবশ্যই আমাকে যাইতে হইবে।

রাজা যখন দেখিলেন যে, হাতেম্ এ ইচ্ছা হইতে ক্ষান্ত হইবেন না, তখন অনুপায় হইয়া কয়েক জন আপন মনুষ্যকে হাতেমের সঙ্গে দিয়া বলিলেন, ইহাঁকে কতাতান্-নগরের পথ দেখাইয়া দিয়া আইস। পরে হাতেম্ রাজার নিকটে বিদায় হইয়া গমন করিতে লাগিলেন। যখন রাজার লোকেরা আপনাদিগের অধিকারের সীমায় উপস্থিত হইল, তখন হাতেম্‌কে বলিল আমাদিগের অধিকার শেষ হইল, এস্থান হাম্মাম্‌বাদ্গার্দ্দের সীমা। হাতেম্ তাহাদিগকে বিদায়-পূর্ব্বক জগদীশ্বরের প্রতি নির্ভর করিয়া একাকী গমন করিতে লাগিলেন। কিছু দিন পরে দূর হইতে এক বৃহৎ নগর দেখিলেন, যখন তাহার নিকটে উপস্থিত হইলেন তখন সেই নগরের মনুষ্যেরা হাতেম্‌কে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল তুমি কোথা হইতে আসিতেছ? তিনি বলিলেন, এমন্ দেশ হইতে আসিতেছি। তাহারা বলিল তুমি কোন্ পথে আসিলে? হাতেম্ বলিলেন অমুক পথে আসিয়াছি, যদ্দিও সেই পথে অনেক বিপদ্ ছিল কিন্তু জগদীশ্বর সেই সকল বিপদ্ দূর করিয়া আমাকে এস্থানে উপস্থিত করিয়াছেন। মনুষ্যেরা এই কথা শ্রবণে সন্তুষ্ট হইল। হাতেম্ পান্থশালায় আসিয়া কয়েক দিন বিশ্রাম করিলেন।

পরে ঐকদিন দুইটি মুক্তা, একটি মাণিক্য ও একটি হীরক লইয়া তথাকার রাজার দ্বারে উপস্থিত হইলেন। দ্বারীরা জিজ্ঞাসা করিল হে, যুবক! তুমি কে? কোথা হইতে আসিতেছ? হাতেম্ বলিলেন, আমি সওদাগর, শাহ্‌আবাদ হইতে আসিতেছি, রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে প্রার্থনা রাখি। পরে দ্বারীরা রাজার নিকটে সংবাদ দিল যে, এক ব্যক্তি সওদাগর শাহ্‌আবাদ হইতে আসিয়াছে, আপনকাকে দর্শন করিতে ইচ্ছা রাখে। রাজা কহিলেন তাঁহাকে আনয়ন কর? পরে দ্বারীরা হাতেমকে রাজসভায় লইয়াগেলে হাতেম্ যে সকল দ্রব্য সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন, তাহা রাজাকে উপহার দিলেন। রাজা সেই সকল রত্ন-দর্শনে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, হে সওদাগর! তোমার লোকসকল কোথায়? হাতেম্ বলিলেন, হে রাজন্! আমি বহুদিন হইতে সওদাগরী কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া দেশে দেশে ভ্রমণ করিতেছি; যখন এই অধিকারে উপস্থিত হইলাম, তখন আপনকার প্রশংসা কর্ণগোচর হওয়ায় আমি আপনকার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। রাজা অত্যন্ত অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, হে যুবক! কিছুদিন আমার নিকটে থাকিয়া আমাকে আহ্লাদিত কর। হাতেম্ বলিলেন, আমি আপনকার অধীন আছি।

পরে হাতেম্ রাজার নিকটে বিদায় হইয়া পুনর্ব্বার পান্থশালায় আসিলেন, এবং প্রতিদিন রাজার নিকটে যাইয়া বাক্যালাপ করিতেন। এইরূপে ছয় মাস গত হইল; হাতেম্ মিষ্টকথাদ্বারা রাজাকে এমন বশীভূত করিলেন যে, যদি রাজা তাঁহাকে একদিন না দেখিতেন তবে ব্যাকুল হইতেন, আর পারিষদ লোকদিগের নিকটে সর্ব্বদাই হাতেমের প্রশংসা করিয়া বলিতেন যদি

এ যুবা এ নগরে থাকে, তবে আমার আহ্লাদের বিষয় হয়। পারিষদেরাও নিবেদন করিত যে, এমন সুচরিত্র, মিষ্টবাদী, বিদ্বান্ যুবা যদি আপনকার নিকটে থাকে, তবে অতি উত্তম হয়।

তদনন্তর কিছুদিন গত হইলে হাতেম্ একদিন রাজাকে সন্তুষ্ট দেখিয়া কয়েকটি মূল্যবান্ রত্ন উপহার দিলেন, রাজা বলিলেন, হে প্রিয়! তুমি পূর্ব্বেই আমাকে যেরূপ সন্তুষ্ট করিয়াছ, তাহা বর্ণন করা যায় না, তুমি এ রাজত্ব আপনারই জান, আর যাহা তোমার আবশ্যক হয় তাহা নির্ভয়ে বল, আমি প্রস্তুত করিয়া দি। হাতেম্ বলিলেন জগদীশ্বরের কৃপায় আবশ্যকীয় সমুদায় দ্রব্যই প্রস্তুত আছে। রাজা বলিলেন, হে যুবক! আমি তোমাকে কর্ত্তা করিয়া আজ্ঞা দিলাম, তোমার যাহা আবশ্যক হয়, তাহা আমার ভৃত্যদিগের নিকটে আদেশ করিয়া লও। হাতেম্ বলিলেন রাজ-পরমায়ু বৃদ্ধি হউক; আমার একটি অভিলাষ আছে, তাহা আমার মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত থাকিবে। রাজা বলিলেন তাহা বল; আমার দ্বারা যাহা হইবে তাহাতে ত্রুটি করিব না। হাতেম্ বলিলেন, যদি আপনি অঙ্গীকার করেন তবে নিবেদন করি, পরে তিনি অঙ্গীকার করিলে হাতেম্ বলিলেন, হাম্মাম্বাদ্গার্দ্দ দেখিতে আমার অভিলাষ আছে, যদি আদেশ করেন তবে যাইয়া দেখি। রাজা হাম্মামের নাম শুনিয়া অধোমুখে নীরব হইয়া থাকিলেন। হাতেম্ বলিলেন, হে পৃথিবীর পতে! আপনকার এরূপ চিন্তার কারণ কি? রাজা মস্তক তুলিয়া বলিলেন, হে যুবক! আমার কয়েকটি চিন্তা হইয়াছে;—এক এই যে দিব্য ও প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে, কোন ব্যক্তিকে হাম্মাম্বাদ্গার্দ্দের দিকে যাইতে দিব না—দ্বিতীয় এই যে তোমার ন্যায় কর্ম্মদক্ষ যুবা প্রাণে বিনাশ হইবে—তৃতীয় এই যে তোমার সহবাসকে আমি অত্যন্ত

লভ্য জানি, বড় আক্ষেপের বিষয় যে, তুমি আমা হইতে পৃথক্ হইতেছ—চতুর্থ এই যে তোমার বিরহ সহ্য করিতে সাধ্য নাই—পঞ্চম এই যে যদি তোমাকে যাইতে আজ্ঞা না দি তবে অঙ্গীকার পালন করা হয় না, আর রাজাদিগের বাক্য মিথ্যা হয়।

হাতেম্ বলিলেন, হে রাজন্! যদি তথায় যাইয়া জীবিত থাকি তবে পুনর্ব্বার আপনকার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার ইচ্ছা রহিল। রাজা বলিলেন সত্য বল, তুমি কে? তোমার নাম কি? আর কোথা হইতে আসিয়াছ? হাতেম্ বলিলেন আমি এমন্‌দেশ-বাসী, আমার নাম হাতেম্, শাহ্‌আবাদ হইতে আসিতেছি। আর আমার আসিবার কারণ এই যে হোসন্‌বানু নামে বরজখ্-বণিকের এক কন্যা একটি নগর বসাইয়া তাহার নাম শাহ্‌আবাদ্ রাখিয়াছে; আর সে বিবাহ করে নাই, এবং তাহার সাতটি প্রশ্ন আছে, আর সে বলিতেছে যে ব্যক্তি আমার সাতটি প্রশ্নের পূরণ করিবে তাহাকে বিবাহ করিব। রাজপুত্র-মুনীর্‌শামী তাহার প্রতি আসক্ত হইয়াছেন; সে তাঁহাকে আপন প্রশ্নসকল বলিয়াছিল, তিনি প্রশ্নপূরণ করিতে অপারক হইয়া এমন্-নগরের প্রান্তরে ভ্রমণ করিতেছিলেন। আমি একদিন শীকারের জন্য বহির্গত হইয়াছিলাম; হঠাৎ একটি ক্রন্দনের শব্দ আমার কর্ণ-গোচর হইল, আমি আপন ভৃত্যদিগকে বলিলাম, এই রোদনের সংবাদ আন। পরে তাহারা এরূপ সংবাদ আনিল যে এক জন সুন্দর যুবা এক বৃক্ষের শাখা ধারণ-পূর্ব্বক দাঁড়াইয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিতেছে। পরে আমি সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া বার-ম্বার ডাকিলাম, তিনি উত্তর দিলেন না, কিন্তু আমি অনেক বিনয় করিলে তিনি চক্ষুরুন্মীলন-পূর্ব্বক সমুদায় বৃত্তান্ত বর্ণন করত সেই সুন্দরীর চিত্রপট কুক্ষি হইতে বাহির করিয়া আমার হস্তে

দিলেন; তাঁহার দুরবস্থা দেখিয়া আমার মন জ্বলিয়া উঠিল। আমি সেই যুবার নিকটে অঙ্গীকার করিলাম যে, তোমাকে সঙ্গে লইয়া সেই নগরে যাইব, পরে প্রশ্ন-সকলের পূরণ-ভার আপন স্কন্ধে লইলাম, এবং সেই যুবাকে পান্থশালায় রাখিয়া তাহার প্রশ্নের তত্ত্বে বহির্গত হইয়া নগরে নগরে ভ্রমণ-পূর্ব্বক জগদীশ্বরের কৃপায় ছয়টি প্রশ্নপূরণ করিয়াছি। এক্ষণে তাহার সপ্তম-প্রশ্ন-পূরণের জন্য বাহির হইয়া অনেক কষ্টে এস্থানে আসিয়াছি। আর আপনকার এই অনুগ্রহের প্রার্থনা রাখি যে, বাদ্গার্দ্দ-স্নানাগারে যাইতে পাই এবং তাহার সংবাদ আনয়ন করি।

হারেস্-রাজা যখন এই সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলেন, তখন গাত্রোত্থান করিয়া হাতেম্‌কে আলিঙ্গন-পূর্ব্বক কহিলেন, তোমাকে ধন্যবাদ, তুমি পরের নিমিত্ত এরূপ কষ্ট ও দুঃখ আপনার উপরে সহ্য করিতেছ; কিন্তু হে হাতেম্! এস্থান হইতে তুমি ফিরিয়া যাও, যেহেতু সেখানে যাইয়া কেহ ফিরিয়া আইসে নাই; আর তুমি সেই কন্যাকে বলিও যে, বাদ্গার্দ্দ-স্নানাগার জুল্‌মাতে আছে, সেখানে কেহ যাইতে পারে না। হাতেম্ বলিলেন, হে বিচারক রাজন্! যে ব্যক্তি পরমেশ্বরের পথে কটিবন্ধন করিয়াছে, সে কিপ্রকারে মিথ্যা কথা বলিবে? যিনি পূর্ব্বের কষ্ট-সকলে কৃপা করিয়াছেন, তিনিই এ সকল কষ্টেও পরিত্রাণ করিবেন, যদি আপনি বাদ্গার্দ্দ-স্নানাগারের পথ দেখাইয়া দেন তবে অতিশয় অনুগ্রহ করা হয়, নতুবা যেরূপে হউক আমাকে সেখানে যাইতে হইবে।

রাজা যখন দেখিলেন হাতেম্ কথা শুনিতেছেন না, এবং কোনমতেই থাকিবেন না, তখন অনুপায় হইয়া আপনার নিকটের চারি জন কর্ম্মদক্ষ লোককে ও তিন জন পর্ব্বতীয় লোককে আ-

হ্বান-পূর্ব্বক হাতেমের সঙ্গে দিয়া বলিলেন, অমুক পর্ব্বতের নীচে বাদ্গার্দ্দ-স্নানাগারের সীমায় এই যুবাকে উপস্থিত করিয়া দাও; পরে রাজা ক্রন্দন করিয়া হাতেম্‌কে বিদায় করিলেন। হাতেম্ কয়েক মঞ্জেল গমন-পূর্ব্বক ঐ পর্ব্বতের নিকটে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, জগদীশ্বরের মহিমায় সমস্ত পর্ব্বতে মূল্যবান্ মাণিক্য-সকল শয্যার ন্যায় পাতিত রহিয়াছে। পরে হাতেম্ সঙ্গীলোক-দিগের প্রতি বলিলেন, তোমাদিগের রাজা এ সকল কেন গ্রহণ করেন না? তাহারা বলিল যদি কেহ এ সকল মাণিক্যের উপরে হস্তক্ষেপ করে, তবে হস্তক্ষেপ করিবামাত্র হস্ত রক্তবর্ণ প্রস্তরের হইয়া যায়। হাতেম্ বলিলেন, জগদীশ্বরের কি মহিমা! এই বলিয়া পর্ব্বতের উপরে যাইতে ইচ্ছা করিলেন। তদনন্তর হাতেম্ সাতদিন পর্য্যন্ত পর্ব্বতের উপরে গমন-পূর্ব্বক পর্ব্বতের মস্তকে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, আশ্চর্য্য মাণিক্য সকল রহিয়াছে ও নানাপ্রকারের বৃক্ষ সকল রহিয়াছে, এবং নানাবর্ণের ফল সকল ভূমিতে মস্তক সংলগ্ন করিয়া রহিয়াছে। হাতেম্ অতিশয় ইচ্ছার সহিত ভূমিতে পতিত কয়েকটি ফল ভক্ষণ করিলেন, পরে পর্ব্বতের নীচে যাইতে ইচ্ছা করিয়া দুই দিন গমন করিলেন। তৃতীয় দিনে এক উত্তম উদ্যান দেখাগেল; হাতেম্ সঙ্গীদিগের সঙ্গে সেই উদ্যানের দ্বারে উপস্থিত হওত তাহার ভিতরে যাইয়া দেখিলেন যে, অতি আশ্চর্য্য উদ্যান; তাহার ভিতরে অট্টালিকার মধ্যে ও গৃহের মধ্যে উত্তম রাজশয্যা সকল পাতিত রহিয়াছে; আর তন্মধ্যে এক খানি এয়াকুতের (চুণীর) সিংহাসন স্থাপিত রহিয়াছে, এবং সেই সিংহাসনের উপরে একখানি মোহনভোগ-পরিপূর্ণ পাত্র আবরণযুক্ত ছিল, আর পান্না ও এয়াকুতের কয়েকটি জল-পরিপূর্ণ পিয়ালা সেই সিংহাসনের নীচে

চৌকীর উপরে ছিল। হাতেম্ এই সকল দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, এবং জগদীশ্বরের মহিমার অনেক প্রশংসা করিলেন; পরে অগ্রে যাইয়া সেই সিংহাসনের উপরে বসিলেন, এবং সেই খাদ্যের পাত্রকে আপন অগ্রে আনিয়া তাহার আবরণ খুলিয়া কয়েক গ্রাস খাদ্য ভক্ষণ করিলেন, আর তাহা হইতে কিঞ্চিৎ খাদ্য সঙ্গীলোকদিগকে দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে, হে বন্ধু সমস্ত! এখান হইতে পর্ব্বতের নীচে যাইতে আর কয় মঞ্জেল আছে? সেই সকল বন্ধুরা বলিল এখনও কষ্টযুক্ত অনেক মঞ্জেল আছে। হাতেম্ বলিলেন, সেখানেও জগদীশ্বর পরিত্রাণ করিবেন; এক্ষণে তোমরা এস্থান হইতে যাও, পরে এক খানি পত্র লিখিয়া তাহাতে নামাঙ্কিত মুদ্রা করত তাহাদিগকে দিয়া বিদায় করিলেন, এবং স্বয়ং তথায় রহিলেন।

এক প্রহরের পরে দশমুণ্ড, ত্রিংশতিপদ, বিংশতি হস্ত, চল্লিশটি চক্ষুঃ-বিশিষ্ট এক জন মন্দ আকৃতি দৈত্য ভয়ঙ্কর আকারে প্রকাশ হইল। হাতেম্ যখন সেই দৈত্যকে দেখিলেন, তখন তাঁহার দেহ কাঁপিতে লাগিল; আর দৈত্যও আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া ভাবিল যে, মনুষ্যজাতি কোথা হইতে আসিয়াছে! হাতেম্ গাত্রোত্থানপূর্ব্বক তাহাকে সমাদর করিলেন; দৈত্য জিজ্ঞাসা করিল তুমি কে? ও কোথা হইতে আসিয়াছ? আর তোমাকে এখানে কে আনিয়াছে? হাতেম্ প্রথম অবধি শেষ পর্য্যন্ত সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া দৈত্যের নাম জিজ্ঞাসা করিলেন, সে বলিল আমাকে সকলে কোহ্সেকন্ বলে।

সেই দৈত্যের শিরঃপীড়া ছিল; দ্বাদশ বৎসর হইতে সেই পীড়া হইয়াছিল, এই জন্য সে কাতর থাকিত। সেই কথা সে হাতেম্কে বলিলে তিনি মনে মনে বলিলেন, এ দৈত্যের উপকার

করা উচিত, তাহা হইলে এ উপকারে আবদ্ধ হইয়া থাকিবে, পরে উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন হে দৈত্য! এখানে কি এ রোগের ঔষধ হয় না যে, কষ্ট সহ্য করিতেছ? সে বলিল হে মনুষ্যজাতি! দৈত্য-দিগের নিকট হইতে ঔষধ হইলে তাহাতে ইহার কিছুই উপকার হয় না। হাতেম্ বলিলেন, হে দৈত্য! যদি বল তবে তোমার জন্য একটি ঔষধ করি। দৈত্য বলিল ইহা হইতে আর কি উত্তম আছে? তাহা হইলে আমি যে পর্য্যন্ত জীবিত থাকিব সে পর্য্যন্ত তোমার ভৃত্য হইয়া থাকিব, আর তুমি যেরূপে সেবা করিতে আদেশ করিবে আমি তাহাই করিব। পরে হাতেম্ ভল্লুক-কন্যার সোলেমানি-গুটিকাকে ঘর্ষণ করিয়া দৈত্যের মস্তকে তাহার প্র-লেপ দিলেন, এবং কিঞ্চিৎ তাহার নাসিকায় দিলেন। যখন এক দণ্ড কাল গত হইল তখন দৈত্য হাঁচিল, তাহাতে তাহার নাসি-কার দুইটি ছিদ্র হইতে বিড়ালের ন্যায় দুইটি পোকা বাহির হইয়া পড়িল। হাতেম্ সেই পোকার শরীর বিড়ালের ন্যায়, দন্ত কুক্কুরের ন্যায়, মস্তকে গণ্ডারের ন্যায় এক একটি শৃঙ্গ দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। যখন তাহারা দৈত্যের নাসিকা হইতে বাহির হইয়াছিল, তখন বিড়ালের ন্যায় আকৃতি ছিল, পরে বায়ু সেবন করিয়া বৃহৎ বৃহৎ কুক্কুরের ন্যায় হইল। এমত সময়ে দৈত্য চক্ষুঃ-উন্মীলন করায় সেই পোকা তাহার দৃষ্টিগোচর হইল, সে তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করিয়া সিংহাসনের নীচে নেত্রপাত করিল, তথায় সহস্র মোন পরিমাণের এক খানি প্রস্তর ছিল, সে সেই প্রস্তরকে হস্তদ্বারা লইয়া সেই পোকার উপরে নিক্ষেপ করিল, প্রস্তর সেই দুইটি পোকার উপরে পতিত হইলে তাহারা চূর্ণ হইয়া গেল। পরে দৈত্য হাতেমের পদতলে পতিত হইয়া আপন মস্তকদ্বারা পদসেবা করিতে লাগিল। হাতেম্ তাহাকে আলি-

ঙ্গন করিলেন, দৈত্য বলিল হে মনুষ্যজাতি! দৈত্যজাতিদিগের ইহা অপেক্ষা আর বড় ব্যাধি নাই, এ রোগে কোনো ঔষধ ফলদায়ক হয় না। এই সকল পোকার নাম "মগজ্খার," আর অত্যন্ত চেষ্টা করিলে তবে এ বিপদ্ দূর হয়, এক্ষণে আমার পুনর্ব্বার জন্ম হইল, যে পর্য্যন্ত আমি বাঁচিয়া থাকিব, সে পর্য্যন্ত তোমার আজ্ঞার অন্যথা করিব না। এই বলিয়া দৈত্য একটি শব্দ করিল, তাহাতে অনুমান পাঁচ সহস্র হিংস্রক দৈত্য আসিয়া উপস্থিত হইল। যখন হাতেমের চক্ষুঃ সেই সকল দৈত্যের প্রতি পতিত হইল তখন তিনি ভয়যুক্ত হইলেন, আর তাঁহার বর্ণ পীতবর্ণ হইয়া গেল। কোহ্সেকন্-দৈত্য যখন দেখিল যে হাতেম্ বিবর্ণ হইয়া গেলেন, তখন আশ্বাস-প্রদান করিয়া বলিলেন, হে হাতেম্! আপন মনকে আহ্লাদযুক্ত কর, আর চিন্তিত হইও না, ইহারা সকলে তোমার দাস, তুমি যেরূপ সেবা করিতে বলিবে, ইহারা তাহা করিবে। পরে দৈত্যদিগের প্রতি নেত্রপাত করিয়া বলিল, এই মনুষ্যজাতির কৃপায় আমি প্রাণ-হরণকারী পীড়া হইতে পরিত্রাণ পাইয়া উত্তমরূপে ভাল আছি; আমি এই যুবার ভৃত্য হইলাম, তোমরাও ইহাঁর সেবার জন্য কটিবন্ধন করিয়া উপস্থিত থাক। পরে কয়েক জন দৈত্যকে বলিল যে, তোমরা বনে যাইয়া যে সকল জন্তু মনুষ্যজাতির খাদ্য তাহাদিগকে জীবিত ধরিয়া আনয়ন কর।

তৎপরে দৈত্য স্বয়ং সেই উদ্যানের একপার্শ্বে গমন করিল, এবং ক্ষণকাল পরে মূল্যবান্ রত্ন-পূর্ণ চারিখানি থাল্লা দৈত্যদিগের মস্তকে দিয়া হাতেমের সম্মুখে আনিল এবং তাঁহার অগ্রে রত্ন সকল ও এক যোড়া বস্ত্র রাখিয়া বলিল যে, যদিও এ বস্ত্র পরিধানের উপযুক্ত নয়, কিন্তু যে পর্য্যন্ত অন্য বস্ত্র আনান না

হয়, সেই পর্য্যন্ত ইহা পরিধান কর, তাহা হইলে অত্যন্ত অনু-গ্রহ করা হইবে। হাতেম্ বস্ত্রের গাঁঠরীকে খুলিয়া দেখিলেন তাহাতে এরূপ পরিধেয় বস্ত্র ছিল যে, রাজ-গৃহেও সেরূপ থাকে না, পরে হাতেম্ সন্তুষ্ট মনে দৈত্যকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। কোহ্‌সেকন্ হাম্মামিদিগকে (স্নান করাইয়া দেয় যে সকল ভৃত্য তাহাদিগকে) আদেশ করিল যে, এই মনুষ্যজাতিকে স্নান করা-ইয়া আন।

পরে হাতেম্ উঠিয়া স্নানাগারের দিকে গমন করিলেন; যখন সেখানে উপস্থিত হইলেন, তখন এমনি একটি বাটী দেখিলেন যে, তাহার মতন বাটী কখনো দেখেন নাই, পরে আহ্লাদিত হইয়া জগদীশ্বরের প্রতি ধন্যবাদ প্রদান-পূর্ব্বক বলিলেন, জগ-দীশ্বরের কি মহিমা! তিনি দৈত্যদিগকেও এরূপ ধনরত্ন ও এমত স্থান দিয়াছেন। পরে স্নান করিয়া বস্ত্র-পরিধান-পূর্ব্বক স্নানা-গার হইতে বহির্গত হওত সিংহাসনের উপরে বসিলেন। পরে কোহ্‌সেকন্ রক্তবর্ণ মদ্য ও মাদক-দ্রব্যের রোচনার্থ খাদ্যদ্রব্য (চাট) এবং হংসের ও তিত্তিরি ইত্যাদি পক্ষীর ভর্জ্জিত মাংস স্বর্ণ-রৌপ্যের থাঞ্চায় সাজাইয়া হাতেমের অগ্রে রাখিল। মদ্য-পরি-বেষক, (সাকী) রত্নজড়িত পিয়ালাতে মদ্যপূর্ণ করিয়া হাতেম্‌কে দিল, তিনি মদ্যপান করিয়া চাট খাইতে লাগিলেন। যখন কিঞ্চিৎ মত্ততা হইল তখন বলিলেন, হে বিদেশিজন-কৃপাকারক-দৈত্য ! এখানে গায়ক ও নর্ত্তক লোক পাওয়া যায় কি না ? দৈত্য বলিল, হে বিজ্ঞ যুবা! এখান হইতে দশ ক্রোশ দূরে নাকুস্ নামে একটি পরিষ্কার উত্তম পর্ব্বত আছে; সে পর্ব্বত অত্যন্ত সু-সজ্জিত—মর্‌মর্-প্রস্তর, মুসা-প্রস্তর, মাণিক্যের ন্যায় রক্ত বর্ণের প্রস্তর, জমরুদ্-প্রস্তর, হীরের ন্যায় শ্বেত বর্ণের প্রস্তর, এবং

ফিরোজার ন্যায় কৃষ্ণপীত-মিশ্রিত বর্ণের প্রস্তরদ্বারা তাহা সজ্জিত আছে, আর তাহাতে মুল্যবান্ রত্ন সকল জড়িত আছে। এবং সেই পর্ব্বতে নানাপ্রকারের বৃক্ষ ও নানাবর্ণের ফল আছে, সে স্থান এমনি উত্তম ও শোভাযুক্ত যে, স্বর্গের উদ্যান তাহার হিংসা করে। রাত্রিকালে সেই পর্ব্বত হইতে এরূপ সংগীতের শব্দ আইসে যে, তাহাতে জলও চলাচল হইতে স্থকিত থাকে, এবং পক্ষী সকলও উড়িয়া যাইতে পারে না, প্রাতঃকালে সেই সংগীতের শব্দ নিবৃত্ত হয়। হাতেম্ বলিলেন, সে পর্ব্বতে সেই গান কে গায়? দৈত্য বলিল সেই শব্দ শুনিতে পাওয়া যায় কিন্তু কাহারো আকার দেখিতে পাওয়া যায় না। হাতেম্ এই বৃত্তান্ত শ্রবণে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন, হে দৈত্যরাজ! তুমি আমাকে সেখানে লইয়া যাইতে পার? দৈত্য বলিল, ভোজনের পরে রাত্রিকালে তোমাকে সেখানে লইয়া যাইব। এইরূপ কথোপকথন হইতেছিল, এমত কালে দৈত্যেরা নীল গাই ও মৃগ শীকার করিয়া হাতেমের ও কোহ্‌সেকনের নিকটে আনিয়া রাখিল। দৈত্য বলিল হে হাতেম্! দৈত্যেরা তোমার ভোজনের উপযুক্ত পাক করিতে পারিবে না, কর্ত্তব্য এই যে তুমি আপন সম্মুখে ইহাদিগের দ্বারা পাক করাইয়া ইহাদিগকে পাক করিবার রীতি শিখাইয়া দাও, হাতেম্ বলিলেন উত্তম।

পরে হাতেম্ দৈত্যদিগকে আদেশ করিলেন যে, তোমরা আমার সম্মুখে পাক করিয়া পাক করিবার রীতি শিক্ষা কর। পরে দৈত্যেরা তাহা করিল, যখন খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত হইল তখন দৈত্যেরা ভোজনের আসন পাতিয়া তাহাতে খাদ্যদ্রব্য সাজাইয়া দিল। হাতেম্ এবং দৈত্য ভোজন করিতে লাগিলেন। কোহ্‌সেকন্ আস্বাদযুক্ত মিষ্ট খাদ্য-ভক্ষণে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া বলিল

হে যুবক! এ কি আশ্চর্য্য খাদ্য! পৃথিবীতে খাদ্যসুখ মনুষ্য-জাতিরাই পাইয়াছে। পরে উদরপূর্ণ করিয়া ভোজন করিলে পর দৈত্যেরা ভোজনের আসন তুলিয়া লইয়া গেল, এবং আতর আনিয়া হাতেমের বস্ত্রে দিল। যখন তিনি বিশ্রাম করিতে লাগিলেন, তখন কোহ্‌সেকন্‌-দৈত্য জিজ্ঞাসা করিল হে যুবক! এখানে তোমার আসিবার কারণ কি? এবং তুমি কিপ্রকারে এখানে আসিলে? আর কিরূপেই বা হারেস্‌-কতাতানের সীমা হইতে বহির্গত হইয়াছ? যেহেতু সে রক্ষক নিযুক্ত করিয়াছে; তাহারা কাহাকেও ছাড়িয়া দেয় না। পরে হাতেম্‌ আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত আপনার সমস্ত বৃত্তান্ত দৈত্যের নিকটে বর্ণন করিয়া বলিলেন হারেস্‌-রাজা আমার প্রতি অত্যন্ত অনুগ্রহ করিয়া আমাকে বিদায়ের কালে আপন সাতজন ভৃত্য আমার সঙ্গে দিয়াছিলেন; তাহারা আমাকে এ স্থানে উপস্থিত করিয়া দিল, এই উদ্যান হইতে আমি তাহাদিগকে বিদায় করিয়া দিয়াছি। দৈত্য যখন এই সকল বৃত্তান্ত শুনিল তখন বলিল, হে হাতেম্‌! তোমার সাহসের প্রতি ধন্যবাদ কিন্তু তুমি এখান হইতেই ফিরিয়া যাও যেহেতু হাম্মাম্‌বাদ্গার্দ্দ প্রশংসার উপযুক্ত স্থান নহে, কোনো ব্যক্তি সেখানে যাইতে পারে না। আর যে ব্যক্তি গিয়াছে সে আর সেখান হইতে ফিরিয়া আইসে নাই, হে হাতেম্‌! আপন মন হইতে এ দুষ্কর বাসনাকে ত্যাগ কর। আর বরজখ্‌-বণিকের কন্যাকে বলিও যে, হাম্মাম্‌বাদ্গার্দ্দ জুল্‌মাতের মধ্যে আছে, ঐন্দ্রজালিক দ্বারা তাহার উৎপত্তি। হাতেম্‌ বলিলেন, হে দৈত্য! যে ব্যক্তি জগদীশ্বরের পথে কটিবন্ধন করিয়াছে, তাহার কি মিথ্যাকথা বলা উচিৎ হয়? যে পর্য্যন্ত হাম্মামের তাবৎ বৃত্তান্ত প্রকাশ না হয় সে পর্য্যন্ত আমি ফিরিয়া যাইব না,

হে দৈত্যরাজ! এখন বল, এ স্থান হইতে হাম্মাম্বাদ্গার্দ্দ কত দিনের পথে আছে? দৈত্য বলিল যে পর্ব্বত হইতে সংগীতের শব্দ আসিতেছে, তাহার দশটি মঞ্জেল অগ্রে আর একটি পর্ব্বত আছে; তাহাতে কি দ্রব্য আছে তাহা জানা যায় না, এবং তাহাতে কেহ যাইতে পারে না, যেহেতু তাহাতে ভয়ঙ্কর দৈত্য সকল প্রহরী আছে। যে স্থলে দৈত্য ও পরীরা পক্ষদ্বারা যাইতে শক্তিমান্ নহে, মনুষ্যের কি সাধ্য যে সেখানে উপস্থিত হইবে, এই বলিয়া কোহ্সেকন্-দৈত্য নীরব হইয়া রহিল।

হাতেম্ বলিলেন, হে দৈত্য! তুমি নাকুস্-পর্ব্বত পর্য্যন্ত আমাকে লইয়া চল, আমি সেই পথের আশ্চর্য্য কৌতুক সমস্ত দেখি, পরে জগদীশ্বর আছেন, তিনি কৃপা করিয়া আম্মাকে সে স্থানে উপস্থিত করিয়া দিবেন। কোহ্সেকন্-দৈত্য আপন দৈত্যদিগকে বলিল সিংহাসন আনয়ন কর। পরে যখন তাহারা সিংহাসন আনিল তখন দৈত্য হাতেমের হস্ত ধরিয়া সিংহাসনের উপরে উঠিল, এবং বাহকদিগকে বলিল, লইয়া চল। দৈত্যেরা সিংহাসন উঠাইয়া লইয়া শূন্যে শূন্যে যাইতে লাগিল। যখন দুই প্রহর রাত্রি গত হইল, তখন হাতেম্ নাকুস্-পর্ব্বতের সীমায় উপস্থিত হইয়া সংগীতের শব্দ শ্রবণে বলিলেন, হে কোহ্সেকন্! এ শব্দ কোথা হইতে আসিতেছে? দৈত্য বলিল নাকুস্-পর্ব্বত হইতে আসিতেছে, আর এই যে অগ্রে মসালের আলোক দেখা যাইতেছে, ইহা পর্ব্বতের উপরে আছে। পরে কিঞ্চিৎ পথ গমন করিলে পর সেই পর্ব্বত প্রকাশ হইল। কোহ্সেকন্-দৈত্য সিংহাসন-বাহকদিগকে বলিল, ভূমিতে সিংহাসনকে নামাও। পরে দৈত্যেরা ভূমিতে সিংহাসন নামাইতে উদ্যত হইয়া

সেই পর্ব্বতের মধ্যে যে এক উত্তম উদ্যান ছিল, তাহাতে সিংহাসনকে নামাইল।

হাতেম্ ও দৈত্য সিংহাসন হইতে নামিয়া সেই উদ্যানে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন; তাহার মধ্যস্থলে একটি বসিবার স্থান ছিল, যখন তাহার উপরে উপস্থিত হইলেন তখন একটি বৃহৎ হউজ দেখিতে পাইলেন, তাহার চতুষ্পার্শ্বে স্বর্ণের রেল ছিল। কোহ-সেকন্-দৈত্য বলিল, হে হাতেম্! তুমি এখানে উপবেশন কর, হাতেম্ বলিলেন যে পর্য্যন্ত আমার সমস্ত উদ্যান ভ্রমণ করা না হয়, সে পর্য্যন্ত আমি উপবেশন করিব না; দৈত্য বলিল উত্তম। তদনন্তর তিনি অগ্রে যাইয়া দেখিলেন যে, ফলপূর্ণ সুদৃশ্য বৃক্ষ সকল রহিয়াছে, এবং বৃক্ষের তলে শুষ্ক ও পক্ক ফল সকল পতিত রহিয়াছে; আর সেই উদ্যানের ভূমি দর্পণের ন্যায় পরিষ্কার ছিল। পরে ভ্রমণ করিতে করিতে দক্ষিণদিকে যাইয়া বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা সকল দেখিতে পাইলেন; তাহাদিগের মস্তক আকাশ পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল, এবং সেই সকল অট্টালিকা স্বর্ণের ও রত্ন-জড়িত ইষ্টক-দ্বারা নির্ম্মিত ছিল, আর প্রাচীর সমুদায় রত্নজড়িত ছিল; এই সকল দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। পরে যখন তাহার নিকটে উপস্থিত হইলেন, তখন দেখিলেন যে তাহার দ্বার হস্তীর দন্তে ও আব্লুস্ কাষ্ঠে নির্ম্মিত। আর তথায় ফেরেঙ্গী-দেশের আত্লস্ বস্ত্র ও চীনদেশের দেবাবস্ত্র পাতিত ছিল। যখন তাহার ভিতরে গমন করিলেন তখন স্বর্ণ ও রৌপ্যের একটি বৃহৎ অট্টালিয়া দেখিতে পাইলেন, তাহাতে স্বর্ণজড়িত পরিষ্কার শয্যা ও স্বর্ণজড়িত উপাধান সকল পাতিত ছিল। হাতেম্ বলিলেন, হে কোহ্সেকন্! এ স্থানে দুই চারি দণ্ড বসিয়া কৌতুক দেখা কর্ত্তব্য; আমি অনেক দেশ ভ্রমণ করিয়াছি, এবং দৈত্য ও পরী-

দিগের দেশেও যাইয়া অসংখ্য আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিয়াছি, কিন্তু এরূপ শোভাযুক্ত উদ্যান আপন বয়সমধ্যে কখন দেখি নাই, দৈত্য বলিল, যথার্থ বলিলে।

পরে দুইজনে অট্টালিকার ভিতরে যাইয়া স্বর্ণের শয্যায় উপবেশন-পূর্ব্বক দেখিলেন যে, তাহার এক পার্শ্বে বর্‌বৎ চংগ্‌, দায়রা, ও কানুন প্রভৃতি বাদ্য সকল রহিয়াছে। হাতেম্ জিজ্ঞাসা করিলেন, হে কোহ্‌সেকন্! এ উদ্যান কার? আর এ বাদ্য সকল কে বাজায়? দৈত্য বলিল, হে হাতেম্! আমি তাহা জানি না, আর আমি এ উদ্যানে ও এ স্থানে কখন আসি না, কখনো কখনো রাত্রিকালে আমি এ স্থানের এক ক্রোশ পশ্চাতে প্রান্তরমধ্যে আসিয়া সংগীতের শব্দ শুনিতাম কিন্তু এ পর্ব্বতের নীচে আসিতাম না, কারণ এই যে আমার স্মরণ আছে, আমার পিতা আমাকে উপদেশ দিয়াছিলেন যে, "দিবসে কখনো নাকুস্-পর্ব্বতের দিকে যাইও না, যদি যাইবে তবে অপমানিত হইবে, যদি রাত্রিকালে গান শুনিবার অভিলাষ হয়, তবে রাত্রিতে তথায় যাইয়া চারি দণ্ড রাত্রি অবশিষ্ট থাকিতে সেখান হইতে গাত্রোত্থান-পূর্ব্বক আপন বাটীতে আসিও।" এই জন্য আমি রাত্রিকালে আগমনপূর্ব্বক এই পর্ব্বতের এক কি দুই ক্রোশের পশ্চাতে বসিয়া গান শুনি, এবং আমি দিবসে এখানে আসি না, আর আমি এ স্থানের পথের সংবাদও জানি না, তুমি আমার উপকার করিয়াছ, এই নিমিত্ত আমি তোমার অনুরোধে এ উদ্যানে আসিয়াছি। হাতেম্ বলিলেন, তুমি যেখানে থাক তাহার নাম কি? দৈত্য বলিল সকলে তাহাকে কোহ্‌সার বলে, সোলেমান্-পয়গম্বর আমার পূর্ব্বপুরুষদিগকে তাহা দিয়াছিলেন।

এইরূপে কথোপকথন হইতেছিল এমত সময়ে হাতেম্ অন্য এক পার্শ্বে একটি সিন্ধুক দেখিয়া তাহার দিকে গমনপূর্ব্বক দেখিলেন যে, তাহাতে কুলুপ দেওয়া রহিয়াছে। পরে হাতেম্ সেই সিন্ধুকের কুলুপ খুলিয়া তাহার আবরণ মুক্ত করত দেখিলেন যে, তাহার ভিতরে রত্নজড়িত চারিটি স্বর্ণের বাক্স রহিয়াছে; পরে তাহার একটি বাক্স খুলিয়া দেখিলেন যে, তাহার মধ্যে গোল্-আব্ হইতে সুগন্ধযুক্ত আঁগুরি-মদ্য রহিয়াছে। তাহাতে হাতেম্ মনোমধ্যে ভাবিলেন এ বাটী ও এ সকল সম্পত্তির অবশ্যই কেহ কর্ত্তা আছেন; তাঁহার বিনা অনুমতিতে এ সকল লওয়া উচিত নয়, পুনর্ব্বার মনে মনে ভাবিলেন, এ সকল দ্রব্য দৈত্যের নিকটে লইয়া যাই। তদনন্তর তিনি সেই বাক্স দৈত্যের নিকটে আনিলেন, তখন কোহ্সেকন্ মদ্য-পরিপূর্ণ বাক্স দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া বলিল হে হাতেম্! যদি পিয়ালা পাওয়া যায়, তবে উত্তম হয়। হাতেম্ আপন দক্ষিণ হস্তের দিকে নেত্রপাত করিয়া দেখিলেন যে, একটি কুঠরীতে কুলুপ দেওয়া রহিয়াছে; পরে তাহার দ্বারের নিকটে গমন-পূর্ব্বক এসম্আজম্ (মহামন্ত্র) পাঠ করিয়া কুলুপেতে ফুৎকার দিলেন, তৎক্ষণাৎ কুলুপ খুলিয়া গেল। হাতেম্ তাহার ভিতরে যাইয়া দেখিলেন যে, এক খানি রৌপ্যের সিংহাসন ও এক খানি এয়াকুতের (চুণীর) সিংহাসন পাতিত রহিয়াছে এবং তাহার উপরে স্বর্ণের ও রৌপ্যের থাঞ্চা সকল জরির বস্ত্রের আচ্ছাদন-যুক্ত রহিয়াছে। হাতেম্ সেই সকল আচ্ছাদন খুলিয়া দেখিলেন যে বেল্ওয়ারি ও চীনের পাত্র সকলে রত্নজড়িত ঢাকন রহিয়াছে; একে একে সেই সকল ঢাকন খুলিয়া দেখিলেন যে, নানাপ্রকারের খাদ্য এবং মৃগের, হংসের, তিত্তির পক্ষীর ও বালিহাঁস প্রভৃতির ভর্জিত মাংস সকল তাহার মধ্যে প্রস্তুত রহিয়াছে।

পরে হাতেম্ ভর্জ্জিত মাংসপূর্ণ এক খানি খাঞ্চা ও আর এক খানি খাঞ্চা হইতে কিঞ্চিৎ খাদ্যদ্রব্য লইয়া দৈত্যের নিকটে গেলেন। দৈত্য সেই সকল দর্শনে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া বলিল হে হাতেম্! তোমার অনেক গুণ আছে, এই জন্য তুমি এই সকল কর্ম্ম করিতে সাহসিক হইয়াছ; এ সকল কর্ম্ম অন্য কোন ব্যক্তির দ্বারা কোন মতেই হইতে পারে না।

পরে কোহ্সেকন্ হাতেমের সঙ্গে মদ্যপান করিতে করিতে মাদক দ্রব্যের রোচনকারী খাদ্যদ্রব্য (চাট) ভক্ষণ করিতে লাগিল। এবং পর্ব্বত হইতে সংগীতের শব্দ আসিতেছিল, হাতেম্ তাহা শুনিয়া মুর্চ্ছা গেলেন; ক্ষণকাল পরে চৈতন্য হইলে ঐ সংগীতের শব্দ নিবৃত্ত হইল। পরে দৈত্য বলিল হে হাতেম্! রাত্রি শেষ হইয়াছে, এবং পর্ব্বত হইতে সংগীতের শব্দও নিবৃত্ত হইল, এখন এখানে থাকা কর্তব্য নহে, গাত্রোত্থান কর, আপন বাটীতে যাই। হাতেম্ বলিলেন, হে কোহ্সেকন্! তুমি যাও, আমি এ স্থানের সকল বৃত্তান্ত জানিয়া যাইব। দৈত্য বলিল হে যুবক! এ কি কথা বলিতেছ? এ স্থান অত্যন্ত ভয়ঙ্কর; এখানে থাকা বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিদিগের উচিত নহে, তুমি মনুষ্যজাতি, বুদ্ধিমান্ বট, কি দুঃখের বিষয় যে তুমি এরূপ কথা বলিতেছ! তুমি এ বাসনা মন হইতে ত্যাগ করিয়া গাত্রোত্থান-পূর্ব্বক সিংহাসনে আরোহণ কর, আমি তোমাকে এখানে রাখিয়া যাইব না। হাতেম্ দেখিলেন যে, দৈত্য বিতণ্ডা করিতে ক্ষান্ত হইতেছে না, বলিলেন, হে দৈত্য! তোমাকে সোলেমান-পয়গম্বরের দিব্য, তুমি আমাকে লইয়া যাইবার অভিলাষ পরিত্যাগ কর, আমি এ স্থানের সমুদায় বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইয়া যাইব। দৈত্য বলিল হে মনুষ্যজাতি! যদি তুমি আমাকে দিব্য না দিতে তবে আমি তোমাকে

কোনমতেই ত্যাগ করিয়া যাইতাম না, এক্ষণে তুমি আমাকে দিব্য দেওয়ায় জানা গেল যে, তোমার পরমায়ু শেষ হইয়াছে, এক্ষণে তোমার যেখানে ইচ্ছা হয় সেই খানে থাক, এই বলিয়া সে আপন দৈত্যদিগকে সঙ্গে লইয়া শূন্যে উড়িয়া গেল।

দৈত্য বিদায় হইলে হাতেম্ গাত্রোত্থান-পূর্ব্বক বাক্সকে বন্ধ করিয়া সিন্ধুকের ভিতরে রাখিলেন এবং পাত্রের সহিত খাঞ্চাকে কুঠরীর ভিতরে পূর্ব্বের ন্যায় রাখিয়া বাহিরে আগমন-পূর্ব্বক কুঠরীর দ্বারে কুলুপ দিলেন। পরে স্বয়ং উদ্যানের মধ্যস্থলে উপস্থিত শয্যার উপরে বসিয়া রহিলেন। যখন প্রাতঃকালের শীতল বায়ু বহিতে লাগিল তখন নিদ্রার আবির্ভাব হওয়ায় হাতেম্ ভাবিলেন, ইহা জিন্‌জাতির বাসস্থান, এখানে নিদ্রা যাওয়া বিবেচনার বহির্ভূত কর্ম্ম, পরে গাত্রোত্থান করিয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এমত সময়ে ঝড় হওয়ায় ধূলি সকল উড়িতে লাগিল, দৈত্যদিগের আগমনের কারণ প্রকাশ হওয়ায় হাতেম্ মনে মনে বলিলেন, ইহাই এ স্থানের বিপদ্, এই বলিয়া একটি পুষ্পবৃক্ষের নীচে শঙ্কাশূন্য-স্থানে লুকাইয়া রহিলেন। পরে দৈত্য সকল আসিল, হাতেম্ সেই স্থান হইতে ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর দৈত্যদিগকে দেখিয়া কাঁপিতে লাগিলেন। উদ্যানের বাহিরে যে সকল গৃহ ছিল দৈত্যেরা তাহাতে রহিল।

পরে যখন ঝড় নিবৃত্ত হইল তখন অনেক পরীজাতি তথায় আসিতে লাগিল, সেই পরীজাতিদিগের মধ্যে চন্দ্রের ন্যায় একটি পরী ছিল, (জগদীশ্বর আপন মহিমা প্রকাশ করিয়া তাহাকে অত্যন্ত রূপ প্রদান করিয়াছিলেন)। সেই পরী রত্নজড়িত-সিংহাসনের উপরে বসিয়া আসিতেছিলেন, পরে উদ্যানের দ্বারে উপস্থিত হইয়া সিংহাসন হইতে অবরোহণ-পূর্ব্বক উদ্যানের

ভিতরে প্রবেশ করিলে তাঁহার রূপে সমুদায় উদ্যান উজ্জ্বল হইল। হউজের নিকটে যে বসিবার স্থান ছিল, তিনি তাহাতে উপবেশন করিলে সমস্ত পরীরা দাঁড়াইয়া রহিল। পরে বসিবার কিঞ্চিৎ-কাল পরে একটি পরী আসিয়া খাদ্যদ্রব্য আনয়নের অনুমতি প্রার্থনায় নিবেদন করিলে তিনি বলিলেন, আনয়ন কর।

পরে দাসীরা স্বর্ণের ডাবর ও স্বর্ণের গাড়ু আনয়ন-পূর্ব্বক তাঁহার হস্ত ধৌত করিয়া ভোজনের আসন পাতিয়া দিল, এবং কুঠরীর কুলুপ খুলিয়া খাদ্যের খাঞ্চা সকল আনয়ন করত নিকটে রাখিল. পরে যখন পরীরা পাত্রের ঢাকন খুলিল, তখন কতক-গুলিন খাদ্যশূন্য-পাত্র দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলে সিংহাসন-বাসিনী পরী দাসীদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, এ সকল পাত্রে কেন খাদ্যদ্রব্য নাই? দাসীরা নিবেদন করিল যে, আপনকার পরমায়ু বৃদ্ধি হউক, আমাদিগের কি সাধ্য যে আপনকার খাদ্য-দ্রব্য চুরি করিব, আমরা খাদ্যদ্রব্য সকল ভিতরে রাখিয়া কুঠরীতে কুলুপ দিয়া আপনকার সঙ্গে গিয়াছিলাম, অদ্য যখন আসিলাম, তখন কুঠরীতে কুলুপ দেওয়া রহিয়াছে দেখিয়াছি, আমরা জানি না, এ সকল খাদ্য কে ভক্ষণ করিয়াছে। অন্যান্য পরীরা বলিল অন্য পরীরা ও দৈত্যেরা এ স্থানে আসিতে পারে না, তবে কে আসিয়া খাদ্যদ্রব্য ভক্ষণ করিয়াছে? তোমাদিগে-রই এ সকল দুষ্টতা। পরে দাসীরা দিব্য করিলে কোন কোন সঙ্গিনী পরী নিবেদন করিলেন, কে" কত্রি, ইহাদিগের কি সাধ্য, আমরা বোধ করি, কোন পশু এ খাদ্য খাইয়াছে। সিংহাসন-বাসিনী সুন্দরী পরী সেই সকল খাদ্য ভক্ষণ না করিয়া ক্রোধান্বিত হওত তথা হইতে গাত্রোত্থান-পূর্ব্বক শয়ন-গৃহে শয্যার উপরে শয়ন করিলেন, পরে সেই চন্দ্রমুখী পরী নিদ্রাগত

হইলে অন্যান্য পরীরাও আপন আপন শয়ন-গৃহে যাইয়া নিদ্রা গেল।

যখন পরীরা সকলে নিদ্রা গেল, তখন হাতেম্ সেই পুষ্প-বৃক্ষের নীচে হইতে বাহির হইয়া হউজের তীরে আগমন-পূর্ব্বক জলে হস্ত ও মুখ ধৌত করিলেন। যে অট্টালিকায় সিংহাসন-বাসিনী পরী নিদ্রাগত হইয়াছিলেন, সেই অট্টালিকায় আগমন-পূর্ব্বক তাম্বূলের পাত্রকে খুলিয়া কয়েকটি পানের খিলি ভক্ষণ করিলেন। পরে তাম্বূলপাত্রকে বন্ধ করিয়া বস্ত্রে আতোর ও গোলাব্ প্রদান-পূর্ব্বক স্বয়ং সুগন্ধযুক্ত হইলেন, এবং কিঞ্চিৎ গোলাব্ পান করত আতরদান ও গোলাব্‌পাশকে তথায় রাখিয়া বাহিরে আগমন-পূর্ব্বক সেই পুষ্পবৃক্ষের নীচে লুকাইয়া রহিলেন।

পরে যখন দিবা দুই প্রহর হইল, তখন সেই সুন্দরী পরী জাগ্রত হইয়া দাসীদিগকে ও ভৃত্যগণকে আপন নিকটে ডাকিলে, তাহারা আসিয়া নমস্কার করিল। পরে সেই সুন্দরী গাত্রোত্থান-পূর্ব্বক হউজের তীরে যাইয়া হস্ত ও মুখ ধৌত করিলেন; পরে তাম্বূল ও সুগন্ধি দ্রব্য আনয়ন করিতে আদেশ করিলে, ভৃত্যেরা তাহা আনিয়া অগ্রে রাখিল। সুন্দরী তাম্বূলপাত্রের ঢাকন খুলিয়া দেখিলেন যে, তাম্বূলপাত্রে কেবল চার্ কি পাঁচ খিলি পান আছে এবং সুগন্ধি দ্রব্যের শিশি সকলেও সুগন্ধি দ্রব্য পরিপূর্ণ নাই, ইহা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হওত পরীদিগকে আদেশ করিলেন যে, তোমরা উদ্যানের মধ্যে যাইয়া অনুসন্ধান কর, কোন ব্যক্তি চোর এখানে আসিয়া থাকিবে। পরীরা নিবেদন করিল যে, ইহার পথ ভয়ঙ্কর এবং দ্বারে দৈত্যগণ প্রহরী আছে, অন্য কেহ এখানে কিরূপে আসিবে? সুন্দরী বলিল হে নির্ব্বোধগণ, অব-

শ্যই কেহ এখানে আসিয়াছে, বোধ করি সে অত্যন্ত বলবান্ ও সাহসী হইবে।

পরে পরীরা মল্কার আদেশমতে উদ্যানমধ্যে যে সকল গোপনীয় স্থান ছিল, তাহা অনুসন্ধান করিল, কিন্তু কাহাকেও পাইল না, পরে সেই সুন্দরী স্বয়ং উঠিয়া একাকিনী ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। হাতেম্ যে পুষ্পবৃক্ষের নীচে লুকাইয়াছিলেন, হঠাৎ সেই বৃক্ষে তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল। হাতেম্ যখন দেখিলেন যে, সুন্দরী পরী নিকটে আসিতেছেন, এবং অন্যান্য পরীরাও অনুসন্ধান করিতেছে, তখন মনোমধ্যে ভাবিলেন যে, এক্ষণে উচিত এই যে আমি স্বয়ং এই সুন্দরীর নিকটে প্রকাশ হইয়া ইহার হস্ত দ্বারা ধৃত হই।

পরে হাতেম্ স্বয়ং প্রকাশ হইলে, পরী তাঁহাকে দেখিয়া মনোমধ্যে ভাবিলেন যে জানি না এ ব্যক্তি কোন্ জাতি; পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে? নিকটে আইস, এবং তুমি আপন বৃত্তান্ত প্রকাশ কর, আর এখানে তোমার আসিবার কারণ কি? হাতেম্ ভাবিলেন এখন বহির্গত হওয়া আবশ্যক, এই ভাবিয়া সেই বৃক্ষের নীচে হইতে বাহিরে আগমন-পূর্ব্বক সেই সুন্দরীকে নমস্কার করিলেন, পরীও তাঁহাকে প্রতিনমস্কার করিলেন এবং হাতেমের মনোহর রূপের প্রতি আসক্ত হইয়া বলিলেন, জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ, যে দিন হইতে সোলেমান-পয়গম্বর পরলোক গমন করিয়াছেন সেই দিন হইতে আর মনুষ্যের মূর্ত্তি দেখি নাই, আজি তাহা দেখিলাম। পরে মন ও প্রাণের সহিত আসক্ত হইয়া সমাদর-পূর্ব্বক বলিলেন, হে মনুষ্যজাতি, দৈত্য ও পরীদিগেরও সাধ্য নাই যে, এ স্থানে উপস্থিত হয়, তুমি কিপ্রকারে এখানে উপস্থিত হইয়াছ? এবং কিরূপে বা

ইহার পথ পাইয়াছিলে? আর কি কর্ম্মের জন্য তুমি আসিয়াছ? যদি তাহা সত্য প্রকাশ কর, তবে তোমার প্রাণ-রক্ষা করিব, নতুবা ছেদিত হইবে। হাতেম্ বলিলেন, হে মল্কা, আমার বৃত্তান্ত অনেক আছে, যদি তুমি কৃপা করিয়া দুই চারি দণ্ড উপবেশন কর, তবে আমার সমুদায় বৃত্তান্ত আমি নিবেদন করি। পরী বলিলেন তুমি আমার সঙ্গে আইস।

তৎপরে পরী সেখান হইতে আসিয়া হউজের তীরে বসিলেন, এবং হাতেম্কে আশ্বাস-প্রদান করিয়া আপন নিকটে বসাইলেন, অন্যান্য পরীরা হাতেম্কে দর্শনে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিল এ মনুষ্যজাতি কোথা হইতে প্রকাশ হইল! বোধ করি, মল্কা স্বয়ং অনুসন্ধান করিয়া আনিয়াছেন। মল্কা বলিলেন হে পরীরা, তোমরা বলিয়াছিলে যে, এখানে কে আসিতে পারে? এখন দেখিলে এ মানুষ এই উদ্যান হইতে বাহির হইল, পরীরা সকলে ভূমিষ্ঠমস্তকে নিবেদন করিল, হে মল্কা, আপনি অতিশয় বুদ্ধিমতী, এই জন্য জগদীশ্বর আপনাকে রাজ্য-প্রদান করিয়া আমাদিগের কর্ত্রী করিয়াছেন। পরে পরী হাতেম্কে বলিলেন, হে যুবক! তোমার বৃত্তান্ত বল, হাতেম্ বলিলেন, হে মল্কা, শ্রবণ কর, আমি নিবেদন করিতেছি, পরী বলিলেন বল, হাতেম্ প্রথম অবধি শেষ পর্য্যন্ত আপনার সমুদায় বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। সেই সুন্দরী পরী হাতেমের সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া বলিলেন, হে এমন্দেশের রাজপুত্র, তোমাকে ধন্যবাদ, তুমি পরের কর্ম্মের জন্য অনেক কষ্টসহ্য করিয়া এরূপ প্রাণ-বিনাশকারক স্থানে আসিয়াছ, তুমি পৃথিবীর মধ্যে অত্যন্ত শক্তিমান্! জগদীশ্বরের পথের কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছ; পৃথিবী-মাতার, তোমার ন্যায় পুত্র আর নাই, কিন্তু হে যুবক, এ কর্ম্ম

অত্যন্ত কঠিন। হাতেম্ বলিলেন হে মল্কা, জগদীশ্বর কর্ম্ম-নির্ব্বাহক আছেন, তিনি কৃপা করিয়া ইহাতে সাহায্য করিবেন। পরী বলিলেন হে যুবক, "জম্‌শেদ্" রাজা তিন লক্ষ নানাজাতি দৈত্যের ও দুই লক্ষ নানাজাতি পরীর দ্বারা সেই হাম্মাম্ নির্ম্মাণ করাইয়াছেন। ঐ সকল দৈত্য ও পরীরা এমন যাদু জানে যে, পর্ব্বতকে তুলিয়া ফেলিয়া দেয় এবং বৃক্ষকে সমূলে উৎপাটন-পূর্ব্বক তাহার উপরে আরোহণ করিয়া শূন্যে উড়িয়া যায়, এবং রাজা নিজেও অতিশয় যাদু জানেন, এই পৃথিবীর ন্যায় দুইটি পৃথিবী তাঁহার অধিকারে আছে, আর সেই পৃথিবীর একটি নাম পরদাবাহার্, তাহার মধ্যে চল্লিশ সহস্র পর্ব্বত আছে; আর একটির নাম ফল্‌করফ্‌তার্, তাহাতে দশ সহস্র পর্ব্বত আছে। সেই রাজার একটি কন্যা আছেন, তাঁহার নাম মল্কা-হস্‌নল্-অম্‌সাল, রাজা সেই কন্যাকে অতিশয় স্নেহ করেন, যখন সেই কন্যা যুবতী হইলেন, তখন তিনি একদিন উদ্যানের মধ্যে আপন সঙ্গিনীদিগকে বলিলেন যদি আমি পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ না করিতাম তবে কি উত্তম হইত। নেকসীরৎ নামে তাঁহার এক সঙ্গিনী পরী বলিল হে মল্কা, তুমি এ কি কথা বলিতেছ? তোমার পিতা কোহ্‌কাফের সাত শত চূড়ার কর্ত্তা আছেন, আর তিনি এরূপ প্রতাপবান্ যে, সকল নগরবাসি-লোকেরা ও পৃথিবীর সমুদায় রাজারা তাঁহার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে না পারিয়া অনুপায়-হেতু করদান করিতে স্বীকার হইয়া অধীন হইয়াছে, আর তুমি এ কি কথা বলিলে? এবং তোমার দুঃখিত হইবার কারণ কি? মল্কা বলিলেন হে সহচরি, কি বলিব, জগদীশ্বর যে সকল জীবকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাদিগের সকলের স্ত্রী পুরুষ সৃষ্টি করিয়াছেন, কিন্তু আমাকে একাকিনী থাকিতে হইবে, ইহাই আমার

কপালে লিখিয়াছেন, যেহেতু আমার পিতা বলিতেছেন যে, আমি কন্যার বিবাহ দিব না, কেননা কোহ্‌কাফের অধিকার-মধ্যে কোন রাজা কিম্বা কোন পরীজাতি আমার তুল্য নাই যে, তাহাদিগকে কুটুম্ব করিব, সকলেই আমাকে কর দেয়, হে নেকসীরৎ, পিতা যখন এ কথা বলিয়াছেন, তখন আমার বিবাহ হওয়া কঠিন। নেকসীরৎ বলিল হে মল্কা, তুমি নিশ্চিন্ত থাক, আমি আপন মাতাকে এ কথা বলিব, তিনি সুযোগমতে রাজাকে এ কথা নিবেদন করিবেন।

পরে মল্কা উদ্যান ভ্রমণ-পূর্ব্বক যখন বাটীতে ফিরিয়া আসিলেন, তখন নেকসীরৎ-পরী আপন বাটীতে গেল, তাহার মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন, হে কন্যে, আজ্ হস্‌নল্‌অম্‌সাল কোথা গিয়াছিলেন? সে বলিল হে কৃপাকারিণী জননি, মল্কা উদ্যান ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন, কিন্তু আমি তাঁহাকে আজ্ দুঃখিতমন দেখিলাম। পরে তাহার মাতা তাঁহার দুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল হে মাতঃ, রাজা স্পষ্ট বলিয়াছেন যে, আপন কন্যার বিবাহ দিব না, যেহেতু এ অধিকারের মধ্যে কেহ আমার সমান নাই। তাহার মাতা বলিলেন, রাজার মন অত্যন্ত কঠিন বটে, কিন্তু আমি তাঁহাকে যখন সন্তুষ্ট পাইব, তখন এ কথার জন্য নিবেদন করিব, পরে রাজকন্যার কপালে যাহা আছে তাহা হইবে।

অনন্তর কয়েক দিন পরে জম্‌শেদ্-রাজা আমোদের সভা করিলেন, নেকসীরৎ-পরীর মাতা রুহ্‌আফ্‌জা চংবাদ্য বাজাইতেন, তিনি সে দিন এরূপ চংবাদ্য বাজাইয়া গান করিলেন যে, রাজা তাহাতে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন হে রুহ্‌আফ্‌জা, আজ্ তুমি আমাকে এরূপ সন্তুষ্ট করিয়াছ যে, তুমি যাহা চাহিবে

তাহাই দিব। তিনি বলিলেন, রাজার পরমায়ু বৃদ্ধি হউক, আপনকার ঐশ্বর্য্যের কৃপায় সংসারে আমার কিছুর অভাব নাই, কিন্তু আমার একটি অভিলাষ আছে, যদি প্রাণ-রক্ষা হয়, তবে নিবেদন করি। রাজা বলিলেন, তোমার প্রাণ-রক্ষা হইবে, নিবেদন কর। পরে রুহ্‌আফ্‌জা-পরী নমস্কার করিয়া নিবেদন করিলেন, হে পৃথিবীপতে, জগদীশ্বর মনুষ্যের উৎপত্তি অবধি এখন পর্য্যন্ত তাহাদিগের এবং সকল জীবজন্তুর স্ত্রী পুরুষ সৃষ্টি করিয়া আসিতেছেন, যদি পুরুষ থাকিত, আর স্ত্রীলোক না থাকিত, তবে পুরুষ কোন্ কর্ম্মে আসিত? এবং যদি স্ত্রীলোক থাকিত আর পুরুষ না থাকিত, তবে স্ত্রীলোক কোন্ কর্ম্মে আসিত? কেবল স্ত্রী পুরুষ হইতে সকলের জন্ম, সজল ভূমিতে বীজ-বপন করিলে বৃক্ষ সকল উৎপন্ন হইয়া থাকে, কিন্তু যদি বীজ-বপন না করা যায় তবে কখনই বৃক্ষের উৎপত্তি হয় না, এই জন্যে এ দাসী একটি কথা নিবেদন করিতেছে যে, মল্কা-হস্‌নল্‌অম্‌সাল যুবতী হইয়াছেন, তাঁহার ধনরত্নের অভাব নাই, আপনি ভৃত্যদিগকে আজ্ঞা করুন যে, তাহারা রাজাদিগের মধ্যে যাঁহাকে সাহসিক ও গুণবান্ দেখিবে তাঁহার সংবাদ আপনকার নিকটে নিবেদন করে, যদি সে রাজা আপনকার তুল্য কুলে শীলে উত্তম হন, তবে তাঁহার সঙ্গে রাজকন্যার বিবাহ দিউন।

এই কথা শ্রবণে জম্‌শেদ্-রাজা অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া নতশিরে রহিলেন, এবং ক্ষণকাল পরে মস্তক তুলিয়া বলিলেন হে রুহ্-আফ্‌জা, কি করি আমি তোমাকে অত্যন্ত স্নেহ করিয়া থাকি, নতুবা এখনি তোমাকে ঘাতকদিগের নিকটে দিতাম, তাহারা তোমাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিত, হে বুদ্ধিহীনে, আপনা হইতে *সর্ব্ব বিষয়ে উত্তম এমন বংশে কন্যার বিবাহ দিতে হয়,*

যদি উত্তমও না হয় তবে তুল্য বংশ হইলেও ভাল, আর পুত্রের বিবাহ নিকৃষ্ট কুলে হইলে ক্ষতি নাই, যাহারা আমাকে কর দেয়, আমি তাহাদিগকে কিরূপে কন্যা দিই; আর তুল্য রাজা তুমি কোথায় অনুসন্ধান করিয়া পাইয়াছ বল, তোমার কথায় জানা যাইতেছে যে, আমার কলঙ্কিনী কন্যা আমার কুলের গৌরব রাখিবে না, তাহার বেঁচে থাকা অপেক্ষায় মৃত্যু ভাল।

রুহ্‌আফ্‌জা-পরী উঠিয়া রাজার পদতলে পতিত হইয়া নিবেদন করিল যে, রাজার পরমায়ু বৃদ্ধি হউক, মল্কা কিছু এ কথা বলিতে বলেন নাই, এ অধিনী আপনকার কৃপার সাহসে পূর্ব্বে প্রাণ-রক্ষার প্রার্থনা করিয়া নিজেই এ কথা নিবেদন করিয়াছে, আমি মল্কার বলায় কিছু এ কথার নিবেদন করি নাই, আপনি বিনা দোষে তাঁহার প্রতি ক্রোধান্বিত হইতেছেন, যদি এ দাসীকে ছেদন করিতে ইচ্ছা হয়, তবে ছেদন করুন, আমার হত্যার পাপ হইতে আমি আপনাকে ক্ষমা দিলাম। রাজা বলিলেন, আমি এবার তোমার অপরাধ মার্জনা করিলাম, কিন্তু তুমি পুনর্ব্বার এরূপ নিবেদন করিও না। পরী বলিলেন, এ কথায় যখন আপনকার মনে দুঃখ হইল, তখন আমি আর এ কথা পুনর্ব্বার কিরূপে নিবেদন করিব। রাজা বলিলেন আমি এক হাম্মাম্ প্রস্তুত করাইতেছি, মনুষ্যজাতি কি পরীজাতির মধ্যে যে কেহ সে হাম্মামের যাদুকে নষ্ট করিতে পারিবে, আমি তাহাকে কন্যা দিব। হে এমনদেশের যুবা, এই কারণে জম্‌শেদ্-রাজা নীল নদীর তীরে যাদুদ্বারা সেই হাম্মাম্ নির্ম্মাণ করিয়াছেন, এবং সেই প্রান্তরের মধ্যে যাদুদ্বারা একটি বাটী নির্ম্মাণ করিয়া তাহার মধ্যে মল্কা হস্‌নল্‌অম্‌সালকে রাখিয়াছেন, তিনি আপন দাসী, ও সঙ্গিনীগণের সঙ্গে তথায় বাস করিয়া আছেন। আর

ঐ মল্কার মাসীর কন্যা দেল্‌আফ্‌রোজ-পরীকে রাজা নগর হইতে বাহির করিয়া দিয়াছেন, এ স্থানের মধ্যে ঐ যে পর্ব্বত দেখিতেছ, ঐ পর্ব্বতে তিনি বাস করিয়া আছেন, আর তিনি ঐ পর্ব্বতের উপরের প্রস্তর সকলকে ছেদন-পূর্ব্বক ভূমি খনন করিয়া তাহার মধ্যে এমন একটি বাটী নির্ম্মাণ করিয়াছেন যে, তাহাকে দেখিয়া স্বর্গের উদ্যানও লজ্জিত হয়। তিনি সমস্ত দিন সেই বাটীতে থাকেন, আর রাত্রিকালে সঙ্গিনীদিগের সঙ্গে পর্ব্বতোপরি শয্যার উপরে বসিয়া সংগীত শ্রবণ করেন, বাদ্যকারিণী ও গায়িকাগণ উত্তমরূপে বাদ্য ও গান করিয়া থাকে।

হাতেম্ বলিলেন, ঐ পরীর সঙ্গে তোমার কিছু সম্পর্ক আছে? সুন্দরী বলিলেন তাঁহার পিতা আমার মাতার সহোদর ভ্রাতা, আর তিনি আমাকে এরূপ স্নেহ করেন যে, আমার সঙ্গে একত্র ভোজন করিয়া থাকেন, আমি সমস্ত রাত্রি তাঁহার সঙ্গে একত্র সংগীত শ্রবণ, ও নৃত্য দর্শন করিয়া থাকি। যখন চারি দণ্ড রাত্রি অবশিষ্ট থাকে, তখন তিনি সংগীত নিবৃত্ত করাইয়া দুই দণ্ড কাল পর্য্যন্ত তথায় উপবেশন-পূর্ব্বক বাক্যালাপ করেন, পরে তিনি প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া আপন বাটীতে গেলে আমি এখানে আসি। হাতেম্ জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কতদিন হইতে এ বাটীতে বাস করিয়া আছ? পরী বলিলেন, এই স্থানেই আমার পিতার জন্ম হইয়াছে; এই বাটীতে আমাদিগের চিরকাল বাস; আর এই স্থান হইতে পর্‌দাবাহারের চৌকী আরম্ভ; বিংশতি সহস্র হিংস্রক দৈত্য আমার পিতার অধীনে এই দ্বারে নিযুক্ত আছে, আমার পিতা জম্‌শেদ্‌-রাজার এক জন পারিষদ। হাতেম্ জিজ্ঞাসা করিলেন, হে সুন্দরি, তোমার পিতা কোথায় আছেন? পরী কহিলেন, এখান হইতে নয় ক্রোশ পরে

একটি পর্ব্বত আছে, সেই পর্ব্বত হইতে হাম্মাম্-বাদগর্দ্দ যাইবার পথ আরম্ভ, আমার পিতা তথায় আছেন, আর এ বাটীও সেই পর্ব্বতের অধিকারের মধ্যে আছে, আমার ভগিনী যিনি ঐ পর্ব্বতের উপরে আছেন, আমি তাঁহার অনুরোধে এখানে এই উদ্যান নির্ম্মাণ করিয়া কিছু দিন হইতে বাস করিয়া আছি। হাতেম্ বলিলেন হে সুন্দরি, তোমার নাম কি এখন বল, পরী বলিলেন আমার নাম শকৃআঁগেজ্, হাতেম্ বলিলেন তোমার নাম না বলিতে বলিতে আমার মনে তোমার প্রণয়ের অভিলাষ উদয় হইল। পরী হাস্য করিলেন. এবং তাঁহার সঙ্গিনীরাও হাস্য করিল। শকৃআঁগেজ্-পরী এই কথায় সন্তুষ্ট হইয়া হাতেমের হস্তধারণ-পূর্ব্বক তাঁহাকে আপন নিকটে বসাইলেন, এবং দাসীদিগকে বলিলেন, মদ্য আনয়ন কর। পরে পরীরা রক্ত বর্ণ মদ্য-পূর্ণ হরিৎবর্ণের পিয়ালা সুন্দরীর হস্তে দিল। পরী সন্তুষ্ট হইয়া তাহা হাতেমের হস্তে দিলেন। হাতেম্ মান করিয়া বলিলেন, আমি উহা পান করি না। পরী বলিলেন—

দেখিলে মদ্যের পাত্র, প্রেয়সীর করে।
যদ্যপি ধার্ম্মিক হয়, তবু পান করে॥

পরে হাতেম্ তাঁহার হস্ত হইতে মদ্যের পিয়ালা লইয়া মদ্যপান করিলেন, পরে পরী আপন হস্তে করিয়া মাদকের রোচনকারী খাদ্য (চাট) হাতেম্‌কে খাওয়াইয়া দিলেন।

ইতিমধ্যে সূর্য্য অস্ত হওয়ায় সন্ধ্যা হইল, শকৃআঁগেজ্-পরী খাদ্যদ্রব্য আনয়ন করিতে আদেশ করিলে ভৃত্যেরা খাদ্যদ্রব্য সকল আনিল। পরী হাতেমের ও সঙ্গিনীদিগের সঙ্গে ভোজন করিতে লাগিলেন, পরে ভোজন সমাপ্ত হইলে ভৃত্যেরা ফল ও আতর এবং তাম্বূল আনিল, পরী সেই সকল দ্রব্য সঙ্গিনীগণকে

দিয়া স্বহস্তে হাতেমের বস্ত্রে আতর মাখাইয়া দিলেন; অত্যন্ত আহ্লাদে হাতেমের মনোরূপ-কলিকা পুষ্পের ন্যায় প্রফুল্ল হইল। তিনি সেই সুন্দরীর দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন হে মনোমোহিনি, জম্‌শেদ্-রাজা কোন্ দ্রব্যদ্বারা হাম্মাম্ প্রস্তুত করিয়াছেন? আমি শুনিয়াছি, সে হাম্মাম্ বায়ুযোগে ঘূর্ণায়মান হয়, ইহার কারণ কি? এবং মনুষ্যেরা তাহাতে কিপ্রকারে স্নান করে? পরী বলিলেন হে হাতেম্ তুমি কিছু দিন এখানে আমার সহিত একত্র বাস করিয়া আমাকে সন্তুষ্ট কর, এবং তোমার পথের শ্রান্তি দূর হউক, পরে তোমাকে হাম্মাম্-বাদ্‌গার্দ্দের বৃত্তান্ত বলিব। হাতেম্ বলিলেন হে সুন্দরি, আমি তোমার নিকটে থাকিয়া আমার অবশিষ্ট পরমায়ু যাপন করিতে অভিলাষ করি, কিন্তু যে কর্ম্মের জন্য কটিবন্ধন করিয়া বাহির হইয়াছি, যদি সেই কর্ম্ম জগদীশ্বর সফল করেন, তবে আমি তোমার নিকট হইতে কদাচ পৃথক্ হইব না। পরী কহিলেন তুমি নিশ্চিন্ত থাক, আমি হাম্মামের বৃত্তান্ত বলিব। পরে দুই জনে সন্তুষ্ট হইয়া মদ্যপান করিতে লাগিলেন যখন এক প্রহর রাত্রি গত হইল তখন যে সকল রক্ষক পর্ব্বতের উপরে প্রহরীর কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া বসিয়াছিল, তাহারা সংবাদ আনিল যে দেল্অফ্‌রোজ্-পরী আসিতেছেন, পরে শক্‌আঁগেজ্-পরী হাতেম্‌কে একটি কুঠরীর ভিতরে রাখিয়া মদ্য ও ফল তাঁহার নিকটে রাখিয়াদিলেন এবং দুইটি সঙ্গিনীকে ও চারিটি দাসীকে তাঁহার নিকটে নিযুক্ত করিয়া এরূপ বলিয়াদিলেন যে তোমরা হাতেমের সেবার জন্যে উপস্থিত থাক। পরে আপন মস্তকে বস্ত্র বাঁধিয়া শয্যার উপরে শয়ন করিয়া রহিলেন।

ইতিমধ্যে দেল্অফ্‌রোজ-পরী তথায় আগমন-পূর্ব্বক শক্‌আঁগেজ্‌কে সেইরূপে থাকিতে দেখিয়া তাঁহার নিকটে উপবেশন

করত বলিলেন হে ভগিনি, তোমার এ কি অবস্থা হইয়াছে, তিনি বলিলেন আমি শিরঃপীড়ায় অস্থির আছি, দেল্‌অফ্‌রোজ্‌ বলিলেন, এ পীড়া তোমার শত্রুর হউক, জগদীশ্বর তোমাকে অরোগিণী করুন, এই বলিয়া আপন হস্তদ্বারা তাঁহার মস্তক মর্দ্দন করিতে করিতে রোদন করিতে লাগিলেন। শক্‌আঁগেজ্‌ আশ্বাস প্রদান করিয়া বলিলেন হে ভগিনি, তুমি কেন চিন্তা করিতেছ, সকল জীবেরই পীড়া হইয়া থাকে। পরে দাসীদিগকে আদেশ করিলেন যে অঙ্গুরি-মদ্য ও গোলাব এবং অম্বর (সুগন্ধিদ্রব্য বিশেষ) আনয়ন কর। তাহারা ঐ সকল দ্রব্য তৎক্ষণাৎ আনয়ন করিলে দেল্‌অফ্‌রোজ্‌ বলিলেন তোমার পীড়া হওয়া প্রযুক্ত এ সকল দ্রব্য আমাকে ভাল লাগিতেছে না, পরে শক্‌আঁগেজ্‌ আপন মস্তকের দিব্য দিলে দেলঅফ্‌রোজ্‌ বলিলেন, তোমার পীড়া হওয়ার জন্য আমোদ করিতে আমার মনের ইচ্ছা হইতেছে না, তৎপরে শক্‌আঁগেজ্‌-পরী বলিলেন, হে ভগিনি, আমার জন্য তুমি আপন আমোদ স্থকিত করিও না। দেল্‌অফ্‌রোজ্‌ বলিলেন তোমার পীড়া হওয়ায় আমার আর আমোদ নাই, আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে তোমার সাহিত্য ভিন্ন সংগীত শুনিব না এবং যদি কৌতুক দেখিতে ইচ্ছা হয় তবে তাহাও স্থকিত রাখিব, আর যদি তুমি বল তবে এই খানে গীত, বাদ্য ও নৃত্যের কৌতুক আরম্ভ করাই। শক্‌আঁগেজ্‌-পরী বলিলেন, যদি তোমার এরূপ ইচ্ছা হয় তবে উত্তম, এ স্থানও তোমারি।

তদনন্তর দেল্‌অফ্‌রোজ্‌ নৃত্যকারিণী ও বাদ্যকারিণীদিগকে ইঙ্গিত করিলে তাহারা সকলে নৃত্য করিতে ও বাদ্য করিতে প্রবৃত্ত হইল, যখন গান হইতে আরম্ভ হইল, তখন পরীরা নৃত্য করিতে লাগিল, হাতেম্‌ কুঠরী হইতে তাহা দেখিয়া ক্ষণে ক্ষণে

অচেতন হইতে ছিলেন, এবং তাঁহার নিকটস্থ পরীরা গোলাব সেচন করিয়া তাঁহার চেতন সম্পাদন করিতেছিল।

যখন এক প্রহর রাত্রি অবশিষ্ট থাকিল তখন শক্আঁগেজ্ বলিলেন হে ভগিনি, আমার মনে নিদ্রা যাইবার ইচ্ছা হইয়াছে, যদি বল তবে শয়ন করি। দেল্অফ্রোজ্ কহিলেন উত্তম, রাত্রিও অল্প আছে, তুমি যদি বল তবে আমিও আপন বাটীতে যাই। শক্আঁগেজ্ বলিলেন তোমার ইচ্ছা, পরে দেল্অফ্রোজ্ শক্-আঁগেজের নিকটে বিদায় হইয়া আপনি সঙ্গিনীদিগের সঙ্গে আ-পন বাটীতে গেলেন।

অনন্তর শক্আঁগেজ্-পরী মস্তকের বস্ত্র বন্ধন খুলিয়া আপন শয়নাগারে গমন-পূর্ব্বক হাতেম্‌কে ডাকাইলেন, এবং হাতেম্‌কে আপন নিকটে বসাইয়া বলিলেন হে প্রাণপ্রিয়, তাঁহাদিগের এখানে থাকায় তুমি কি বিরক্ত হইয়াছিলে? হাতেম্ বলিলেন, আমি তোমার কৃপায় আনন্দে থাকিয়া কৌতুক দেখিতেছিলাম। পরে দুই জনে দুই চার্ পিয়ালা অঙ্গুরি-মদ্য পান করিয়া যখন উন্মত্ত হইলেন, তখন শক্আঁগেজ্-পরী সমস্ত সঙ্গিনীদিগকে বিদায় করিয়া দিয়া হাতেমের সঙ্গে সুখের শয্যায় শয়ন করি-লেন, হাতেম্ সে স্থানকে নির্জ্জন দেখিয়া পরীর সঙ্গে রতিক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইলেন। তাহাতে পরী তাঁহার প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হইয়া তাঁহার নিতান্ত অধিনী হইলেন।

যখন রতিকার্য্য সমাপ্ত হইল, তখন তিনি প্রিয়ার সঙ্গে নিদ্রা গেলেন। প্রাতঃকাল হইলে কর্ম্মাধ্যক্ষ পরীরা জাগ্রত হইয়া আপন আপন কর্ম্মস্থলে গমন-পূর্ব্বক অধীন পরীদিগকে কর্ম্ম করিবার জন্য সত্বর করিলে তাহারা আপন আপন কর্ম্ম করিতে লাগিল। পরে যখন এক প্রহর বেলা হইল, তখন হাতেম্ ও

সুন্দরী নিদ্রা হইতে জাগ্রত হইলেন, আর সমুদায় দাসী ও পারিষদগণ নিকটে আসিয়া নমস্কার করিল। শকৃআঁগেজ্-পরী হাতেমের হস্ত ধরিয়া হৃউজের তীরে গমন-পূর্ব্বক তথায় বসিলেন এবং হস্ত ও মুখ ধৌত করিলেন। পরে হাতেম্ সেখান হইতে স্নানাগারে যাইয়া স্নান করিলেন এবং বস্ত্র পরিধান-পূর্ব্বক পুনর্ব্বার সেই সুন্দরীর নিকটে আসিয়া বসিলেন। পরী বলিলেন মদ্য আনয়ন কর, পরে ভৃত্যেরা তাহা আনিয়া দিলে হাতেম্ সেই সুন্দরীর সঙ্গে মদিরাপান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। যখন দুই জনে মাদকে মত্ত হইলেন, তখন গায়কেরা গান করিতে লাগিল, এবং নর্ত্তকেরা নৃত্য করিতে লাগিল, এইরূপে তাঁহারা তিন দিন আমোদ প্রমোদে রহিলেন।

দেল্অফ্রোজ্-পরী প্রতি দিন রাত্রিতে আসিতেন কিন্তু শকৃআঁগেজ্-পরী এক একটি নূতন ছল করিয়া পর্ব্বতের উপরে গমন করিতেন না। চতুর্থ দিনে দেল্অফ্রোজ্-পরী আপন অনুসন্ধান-কারি ভৃত্যদিগকে বলিলেন তোমরা অদ্য শকৃআঁগেজ্-পরীর বাটীর সংবাদ আনয়ন কর, আমি প্রতিদিন তাহাকে আনিতে যাই, কিন্তু সে ছল করিয়া থাকে, ইহার কারণ কি ? সে কখন এরূপ করিত না। পরে অনুসন্ধানকারি-ভৃত্যেরা শকৃআঁগেজের উদ্যানে গমন-পূর্ব্বক এক পার্শ্বে গোপনে থাকিয়া দেখিল যে, একটি সুন্দরমুখ যুবা মনুষ্য শকৃআঁগেজের নিকটে বসিয়া মদ্যপান করিতেছে, এবং তাঁহার স্কন্ধে হস্ত রাখিয়া মুখচুম্বন করিতেছে। অনুসন্ধানকারি-ভৃত্যেরা এই সকল ব্যাপার দর্শনে তথা হইতে উঠিয়া পর্ব্বতের পথ ধরিল এবং দেলঅফ্রোজের নিকটে যাইয়া সমস্ত বৃত্তান্ত প্রকাশ-পূর্ব্বক হাতেমের রূপের এরূপ প্রশংসা করিল যে, দেল্অফ্রোজ্-পরী

হাতেম্‌কে দেখিতে অভিলাষিণী হইয়া তৎক্ষণাৎ সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। পরে বাহকেরা সিংহাসনকে তুলিয়া শূন্যে উড্ডীন হওত দেল্‌অফ্‌রোজ্-পরীকে শক্‌আঁগেজের উদ্যানে শীঘ্র নামাইয়া দিল।

শক্‌আঁগেজ্-পরী এই সংবাদ পাইয়া হাতেম্‌কে লুকাইয়া রাখিলেন, পরে দেল্‌অফ্‌রোজ্-পরী নিকটে আসিলে তাঁহাকে আদর করিয়া আপন নিকটে বসাইলেন। ক্ষণকাল পরে দেল্‌অফ্‌রোজ্ কহিলেন, হে ভগিনি, ইহা অতিশয় আশ্চর্য্যের বিষয় যে, এক জন মনুষ্যজাতি তোমার হস্তগত হইয়াছেন, এবং গোপনে তাঁহার সঙ্গে প্রেম করিয়া আপন মনকে সন্তুষ্ট করিতেছ, আর তাঁহাকে আমাকে দেখাইতেছ না, আমি তোমার শত্রু নহি যে, তুমি আমার সঙ্গে ছলনা করিতেছ। শক্‌আঁগেজ্ বলিলেন হে ভগিনি, যেখানে দৈত্য ও পরীদিগেরও আসিবার সাধ্য নাই, মনুষ্যজাতির কি সাধ্য যে সেখানে আসিবে। দেল্‌অফ্‌রোজ্ বলিলেন হে মিথ্যাবাদিনি, তুমি কি নিমিত্তে মিথ্যা কথা বলিতেছ? আমার অনুসন্ধানকারি-ভৃত্যেরা মনুষ্যকে স্ব-চক্ষেতে দেখিয়া গিয়াছে।

শক্‌আঁগেজ্ যখন দেখিলেন যে, এখন হাতেম্‌কে লুকাইয়া রাখায় কোন ফল নাই, তখন বলিলেন হে ভগিনি, সত্য বটে, এক জন সর্ব্ব গুণান্বিত মনুষ্য এখানে আসিয়াছেন, এই বলিয়া হাতেমের আসিবার কারণ যাহা হাতেমের মুখে শুনিয়াছিলেন, তাহা সংক্ষেপে বর্ণন করিলেন। দেল্‌অফ্‌রোজ্ শক্‌আঁগেজের মুখে সেই সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন, এবং হাতেম্‌কে না দেখিতে দেখিতেই হাতেমের প্রেমশর তাঁহার হৃদয়কে বিদ্ধ করিল, বলিলেন সে ব্যক্তি সংসারমধ্যে অত্যন্ত

সাহসিক, এবং জগদীশ্বরের প্রিয়পাত্র, কেননা তিনি পরের জন্য এত কষ্ট সহ্য করিয়াছেন, হে ভগিনি! তাঁহাকে আহ্বান কর, আমি তাঁহাকে দেখিয়া সন্তুষ্ট হই। শকৃআঁগেজ্ হাতেম্‌কে ডাকাইলেন। পরে যখন হাতেম্ সভায় আসিলেন তখন সুন্দরীরা দুই জনে সম্মান করিবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইলেন, পরে হাতেম্ তাঁহাদিগের দুই জনের মধ্যস্থলে বসিলেন, তথায় মদ্যপান আরম্ভ হইল। দেল্‌অফ্‌রোজ্, বাদক ও গায়ক এবং নর্ত্তকদিগকে আদেশ করিলেন; তাহারা তাঁহার আদেশমতে নৃত্যাদি করিতে লাগিল। দুই প্রহর রাত্রি পর্য্যন্ত উত্তমরূপে আমোদের সভা হইল। হাতেম্ দেল্‌অফ্‌রোজের প্রতি ইঙ্গিতে বলিলেন যে, আমার এরূপ ইচ্ছা হইতেছে যে পর্ব্বতের উপরে যাইয়া ভ্রমণ করি, এবং তোমার বাটীর কৌতুক দেখি। তিনি বলিলেন, এ বিষয়ের তুমিই কর্ত্তা আছ, আর সে বাটীর সৌভাগ্য, যদি তুমি আপন চরণের আলোকদ্বারা সে বাটীকে উজ্জ্বল কর তবে অনেক অনুগ্রহ করা হইবে। হাতেম্ বলিলেন, তুমি যাহা বল তাহাই উত্তম, আমি তোমার অনুগ্রহের প্রত্যাশা রাখি।

পরে দেল্‌অফ্‌রোজ্-পরী তথা হইতে উঠিয়া এক হস্তে হাতেমের হস্ত ও অন্য হস্তে শকৃআঁগেজের হস্ত ধারণ-পূর্ব্বক সিংহাসনে বসিয়া পর্ব্বতের পথ ধরিলেন এবং ক্ষণকাল পরে পর্ব্বতের উপরে যাইয়া যেখানে শয্যা পাতিত ছিল তথায় হাতেমের সঙ্গে বসিলেন। হাতেম্ পর্ব্বত দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন; সেই পর্ব্বতে অনেক মাণিক্য মসালের ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়াছিল, তিনি বলিলেন জগদীশ্বরের কি মহিমা যে তিনি পরী ও দৈত্যদিগকে এরূপ অনুগ্রহ করিয়াছেন! পরে তিনি তথায় অনেক আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিয়া জগদীশ্বরের প্রশংসা এবং সেই দুই

পরীর সঙ্গে মদ্যপান করিতে করিতে নৃত্য দর্শন ও সংগীত শ্রবণ করিতে লাগিলেন। পরে যখন চারি দণ্ড রাত্রি অবশিষ্ট রহিল তখন নৃত্য ও গীত নিবৃত্ত হইলে হাতেম্ বলিলেন, তোমরা যদি বল তবে আমি এই পর্ব্বতে দুই চারি পদ ভ্রমণ করিয়া কৌতুক দেখি; দেল্অফ্রোজ্-পরী বলিলেন উত্তম।

তৎপরে পরী গাত্রোত্থান করিয়া হাতেমের ও শক্আঁগেজ্-পরীর সঙ্গে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন, যখন প্রাতঃকাল হইল, তখন শক্আঁগেজ্ বলিলেন, হে ভগিনি! এক্ষণে তুমি আপন বাটীতে যাও, আমিও আপন বাটীতে যাই। দেল্অফ্রোজ্-পরী কহিলেন হে ভগিনি! অদ্য যদি তুমি আমার বাটীতে শুভাগমন কর তবে উত্তম হয়। শক্আঁগেজ্-পরী আপন ভগিনীর অনুরোধে অনুপায় হইয়া হাতেমের প্রতি ইঙ্গিত করিলে হাতেম্ বলিলেন, অবশ্য, আমিও ইহাঁর বাটী দেখিতে অভিলাষ রাখি; পরে দেল্অফ্রোজ্-পরী আপন বাটীর দিকে গমন করিতে লাগিলেন, কয়েক পদ গমনের পরে সেই পর্ব্বতে একটি গর্ত্ত দেখা গেল, দেল্অফ্রোজ্-পরী সেই দিকে যাইতে লাগিলেন, হাতেম্ বলিলেন, তুমি এ গর্ত্তের ভিতরে কেন যাইতেছ? পরী বলিলেন পরীদিগের বাটী মৃত্তিকার ভিতরে থাকে এবং সেই মৃত্তিকার উপরে জল থাকে, এই জন্য কেহ তাহা জানিতে পারে না, এবং আমাদিগের বাটীতে উপস্থিত হইতেও পারে না। যখন গর্ত্তের ভিতরে কয়েক পদ গমন করিলেন, তখন একটি দ্বার দেখা গেল, পরে দ্বার দিয়া তাহার ভিতরে গেলেন। হাতেম্ আপন দক্ষিণ হস্তের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া একটি বৃহৎ অট্টালিকা দেখিলেন, তেমন শোভাযুক্ত অট্টালিকা অন্য কোন উদ্যানমধ্যে দেখেন নাই। পরে অগ্রে যাইয়া অন্য আর একটি

দ্বার দেখিলেন, দ্বারীরা আপন কর্ত্রীকে দেখিয়া দ্বার খুলিয়া দিল, এইরূপে সাতটি দ্বার পার হইলেন এবং সকল স্থানে এক-একটি উত্তম বাদ্য দেখিলেন।

যখন খাসবাটীর ভিতরে গমন করিলেন তখন দেখিলেন যে, একটি কুঠরীর মস্তক আকাশ পর্য্যন্ত উঠিয়াছে, এবং তাহার দ্বারে যবনিকা সকল লম্বিত আছে, আর ফিরঙ্গদেশের আংলস্-বস্ত্রের শয্যা ও চীনদেশের দেবাবস্ত্রের শয্যা পাতিত রহিয়াছে, এবং তাহার প্রাঙ্গনের মধ্যে একটি বৃহৎ অট্টালিকা ছিল, তাহার দ্বার হস্তিদন্তে নির্ম্মিত ছিল, তাহার নিকটে মর্‌মর্-প্রস্তরদ্বারা নির্ম্মিত একটি পরিষ্কার হউজ দেখিলেন; তাহা গোলাবে পরিপূর্ণ আর তথায় আকিক্-প্রস্তরের ফওরা ছিল। হাতেম্ সেই স্থান দর্শনে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া মনোমধ্যে বলিলেন এ কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! মৃত্তিকার মধ্যে এরূপ বাটী সকল নির্ম্মিত হইয়াছে। সেই বাটীর প্রাঙ্গনে মখ্‌মল্-বস্ত্রের চন্দ্রাতপ ছিল, তাহার খুঁটি সকল স্বর্ণের, তাহাতে রত্নজড়িত ছিল, আর তাহার রজ্জু সকল রেসমী। দেল্অফ্‌রোজ্-পরী শক্‌আঁগেজ্-পরীর ও হাতেমের সঙ্গে ঐ প্রাঙ্গনের মধ্যে বসিলেন, এবং তাম্বুল ও আতর আনিতে আদেশ করায় ভৃত্যেরা তাহা আনিয়া দিল। দেল্-অফ্‌রোজ্-পরী শক্‌আঁগেজ্-পরীকে এরূপ সঙ্কেত করিলেন যে, তুমি আপন হস্তে হাতেমের বস্ত্রে আতর মাখাইয়া দাও, ইহাতে তিনি হাস্য করিয়া মুখ ফিরাইয়া লইলেন, পরে দেল্অফ্‌রোজ্ বারম্বার বলায় শক্‌আঁগেজ্-পরী আপন হস্তদ্বারা হাতেমের বস্ত্রে আতর মাখাইয়া দিলেন। পরে আদেশমতে ভৃত্যেরা মদ্য আনিয়া তাঁহাদিগকে যথা সম্মানে মদ্যপান করাইয়া দিতে লাগিল, আর বাদ্যকরেরা সুসজ্জিত হইয়া বাদ্য বাজাইতে লাগিল,

যখন সভা আমোদে পরিপূর্ণ হইল, তখন হাতেম্ বলিলেন, হে সুন্দরীরা! আমি তোমাদিগের কৃপায় উত্তম উত্তম খাদ্য ভক্ষণ করিলাম, ও সুগন্ধি দ্রব্য সকল মাখিলাম, এবং আশ্চর্য্যময় কৌতুক সকল দেখিলাম, জগদীশ্বর দুষ্টদিগের মন্দ দৃষ্টি হইতে তোমাদিগকে রক্ষা করুন। দেল্অফ্রোজ্-পরী বলিলেন হে অত্যন্ত সাহসিক ধার্ম্মিক যুবক! আমিও তোমার মিষ্ট বাক্য-দ্বারা সন্তুষ্ট আছি।

এইরূপে হাতেম্ পরীদিগের সঙ্গে আহ্লাদ আমোদে চারি মাসকাল তথায় রহিলেন। পরে এক দিন শক্আঁগেজ্-পরীকে বলিলেন, হে সুন্দরি! আমি যদি তোমার নিকটে একশত বৎসর থাকি তথাপি তাহাও অল্প সময় বোধ হইবে, কিন্তু সেই আসক্ত ব্যক্তি আমার অপেক্ষার মৃত্যুতুল্য যাতনা সহ্য করিয়া রহিয়াছে, এ কি কথা! আমি জগদীশ্বরের পথে কটিবন্ধন করিয়া তাহার ছয়টি প্রশ্ন-পূরণ করিয়াছি, এক্ষণে যদি তাহার একটি প্রশ্নের পূরণ না করিয়া সে আসক্ত অনুপায় ব্যক্তিকে যাতনাযুক্ত করিয়া রাখি, তবে জগদীশ্বরকে কি বলিয়া উত্তর দিব? এই জন্য আমি এই প্রার্থনা করি যে, তুমি হাম্মাম্-বাদ্গর্দ্দের বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া এরূপ এক জন পথপ্রদর্শক লোক আমার সঙ্গে দাও যে, সে আমাকে সেইস্থানে উপস্থিত করিয়া দেয়, যদি জগদীশ্বর করেন, তবে আমি হাম্মামের যাদুকে ভঙ্গ করিয়া পুনর্ব্বার তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিব, এবং তখন তোমাকে আমি সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইব।

শক্আঁগেজ্-পরী কহিলেন, হে বিজ্ঞ যুবক! প্রথমতঃ এই যে আমার এরূপ ইচ্ছা নাই যে, তোমাকে ছাড়িয়া থাকি; দ্বিতীয় এই যে, সে পথ এমন ভয়ঙ্কর যে, দৈত্যদিগেরও তথায় উপস্থিত

হওয়া কঠিন, অনুপায় মনুষ্যজাতি কিরূপে তথায় জীবিত যাইবে, ইহা ভিন্ন সে হাম্মাম্ এরূপ যে, যে ব্যক্তি তাহার মধ্যে যায়, সে আর ফিরিয়া আইসে না। হাতেম্ বলিলেন হে প্রিয়ে! জগদীশ্বর আপন মহিমায় আমাকে সে স্থানে উপস্থিত করিয়া দিয়া পুনর্ব্বার এখানে জীবিত আনিবেন। যখন তিনি অনেক আপদ্ হইতে উদ্ধার করিয়া আমাকে এখানে উপস্থিত করিয়া দিয়াছেন, তখন তিনি আমাকে অবশ্যই সেখানে উপস্থিত করিয়া দিবেন, তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া আমাকে বিদায় দাও, এবং হাম্মামের আদি বৃত্তান্ত বল, তাহা কোন্ দ্রব্যদ্বারা নির্ম্মাণ করিয়াছে? পরী যখন দেখিলেন যে, হাতেম্ নিষেধবাক্যে ক্ষান্ত হইবেন না, তখন অনুপায় হইয়া হাতেমের বিরহের ভাবনায় ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে দেল্অফ্রোজ্-পরী তথায় আগমন-পূর্ব্বক আপন ভগিনীকে চিন্তাযুক্ত দেখিয়া চিন্তার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, ভৃত্যেরা নিবেদন করিল যে, এমনদেশের রাজপুত্র হাম্মাম্-বাদ্গার্দে যাইতে ইচ্ছা করিয়া বিদায় চাহিতেছেন, এই জন্য ইনি চিন্তিত আছেন। পরে দেল্অফ্রোজ্-পরীও অনেক নিষেধ করিলেন, কিন্তু হাতেম্ তাহাও শুনিলেন না, যখন পরীরা দেখিলেন যে হাতেম্ কোনমতেই ক্ষান্ত হইতেছেন না, এবং পরের জন্য চেষ্টার কটিবন্ধন করিয়া আপনাকে বিপদে ফেলিতেছেন, তখন অনুপায় হইয়া বিদায় দিতে সম্মত হইলেন, এবং দেল্অফ্রোজ্-পরী বলিলেন হে যুবক! গমন কর, জগদীশ্বর তোমাকে স্বচ্ছন্দে তথায় উপস্থিত করিয়া দিউন, তুমি সেখানে উপস্থিত হইলে যখন মল্কা-হসনল্অম্-সালের সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎ হইবে, তখন তাঁহাকে আমার নমস্কার জানাইয়া এরূপ বলিবে যে, তাঁহার বিরহে আমার

জীবিত থাকা কঠিন হইতেছে। হাতেম্ বলিলেন, যদি জগদীশ্বর কৃপা করেন, তবে আমি সেখানে যাইয়া তোমার কথা বলিব কিন্তু এক্ষণে তুমি হাম্মাম্-বাদ্গার্দ্দের আদি বৃত্তান্ত বল। পরী বলিলেন, হে যুবক! সীমোরগ-পক্ষীর চর্ম্মে ও ডিম্বদ্বারা সে হাম্মাম্ নির্ম্মিত হইয়াছে, এবং তাহা লৌহের তারের দ্বারা দোলার ন্যায় লম্বিত আছে, এই জন্য তাহা ঘূরিতেছে, যে ব্যক্তি তাহার ভিতরে যায় সে দুলিতে থাকে, ফলে সে হাম্মাম্ বায়ুদ্বারা ঘূরিতেছে, এবং তাহা বিনা অবলম্বে শূন্যে আছে, আর তাহাতে এমন কৌশল করিয়াছে যে, কেহ জানিতে পারে না, যে তাহা বিনা খুঁটীতে কিরূপে শূন্যে আছে, এবং মনুষ্যেরা তাহাতে স্নান করে।

হাতেম্ দেল্অফ্রোজের মুখে হাম্মামের বৃত্তান্ত শুনিয়া বলিলেন, এক্ষণে তোমরা আমাকে বিদায় দাও। শক্আঁগেজ্-পরী বলিলেন হে স্বেচ্ছাচারি যুবক! আমার পিতা যেখানে রক্ষক আছেন, তুমি সেখান হইতে কিরূপে উত্তীর্ণ হইবে? আমি যাহা বলি তাহা শুন, তবে তুমি তাঁহার অধিকার হইতে নির্ব্বিঘ্নে যাইতে পারিবে, এবং আমার মনও সুস্থির থাকিবে, পরে তোমার পক্ষে জগদীশ্বর আছেন। হাতেম্ বলিলেন উত্তম কি বল, পরী বলিলেন জম্শেদ্-রাজা বৎসরের মধ্যে এক মাসকাল আমোদ করিয়া থাকেন, সেই সময়ে তিনি আপনার নিকটের ও দূরের সমুদায় দারোগা ও তহশীলদারদিগকে ডাকাইয়া এক মাসকাল নিকটে রাখেন। যখন আমোদ নিবৃত্ত হয় তখন সেই সকল ব্যক্তির প্রদত্ত উপহার গ্রহণ-পূর্ব্বক তাহাদিগকে পারিতোষিক দিয়া বিদায় করেন। সেই আমোদ উপলক্ষে আমার পিতার তথায় গমন করিতে আর পঞ্চদশ দিন অবশিষ্ট আছে,

তুমি সেই কালপর্য্যন্ত এখানে থাক, এখন ব্যস্ত হইতেছ কেন? পরে দেল্‌অফ্‌রোজ্‌-পরীও বলিলেন হে হাতেম্‌! ভগিনী যাহা বলিলেন ইহা উত্তম বটে, তুমি এই পরামর্শে সম্মত হও, হাতেম্‌ তাঁহাদিগের অনুরোধে ঐ কথায় সম্মত হইয়া পুনর্ব্বার আমোদ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

পরে পঞ্চদশ দিন গত হইলে হাতেম্‌ বলিলেন এখন কি বল, শক্‌আঁগেজ্‌-পরী বলিলেন, এক্ষণে তোমার গমনের আয়োজন করিতেছি। পরে এক পরীপুরুষকে আপন পিতার বাটীতে পাঠাইয়া দিলেন। যখন সে পরীপুরুষ সেখানে যাইয়া শক্‌আঁগেজের মাতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিল, তখন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন যে, শক্‌আঁগেজ্‌ কি করিতেছে? সে পিতামাতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিল না? পরীপুরুষ বলিল তিনি এখানে আসিতে অভিলাষ করিয়াছেন এবং আমাকে এই সংবাদ লইতে পাঠাইয়াছেন যে, জম্‌শেদ্‌-রাজার নিকটে আমার পিতা গিয়াছেন কি না? তাঁহার মাতা বলিলেন দুই দিন হইল তিনি এখান হইতে তথায় গমন করিয়াছেন, আর সে আপনার পিতার নিকটে আসিতে কেন লজ্জা করে? পরীপুরুষ বলিল তিনি লজ্জা করেন না, কিন্তু ভয়ে পিতার সম্মুখে আসিতে পারেন না, তাঁহার মাতা বলিলেন তুমি শীঘ্র যাও, আর এরূপ সংবাদ দাও যে, তাহাকে দেখিতে আমার মনের ইচ্ছা হইয়াছে।

পরে সেই পরীপুরুষ তাঁহার মাতার নিকটে বিদায় গ্রহণে উড্ডীন হইয়া শক্‌আঁগেজের বাটীতে আগমন-পূর্ব্বক তাঁহাকে নমস্কার করিল এবং তাঁহার মাতার সমুদায় বৃত্তান্ত ও তাঁহার পিতার গমনের কথা নিবেদন করিল। পরে শক্‌আঁগেজ্‌ চারি জন দৈত্যকে ডাকাইয়া বলিলেন, তোমরা সাবধানে এই মনুষ্য-

জাতিকে আমার পিতার দ্বার হইতে উত্তীর্ণ করিয়া দিয়া কামু-সের দ্বারে উপস্থিত করিয়া দাও। হাতেম্ কহিলেন, হে সুন্দরি! কামুসের দ্বার এখান হইতে কয় ক্রোশ হইবে? আর সেখান হইতে যাদুর প্রান্তর ও হাম্মাম্-বাদ্গার্দ্দ কত দিনের পথ? পরী কহিলেন হে হাতেম্! আমার পিতা যেখানে থাকেন, সেখান হইতে কামুসের দ্বার একাদশ দিনের পথ হইবে, আর সেখান হইতে যাদুর প্রান্তর সপ্তদশ দিনের পথ হইবে, এবং সেই প্রান্তর হইতে দশ মঞ্জেলের অগ্রে হাম্মাম্-বাদ্গার্দ্দ আছে, এই বলিয়া এক খানি সিংহাসন আনাইয়া দেল্অফ্রোজ্-পরীর ও হাতেমের সঙ্গে তাহাতে বসিলেন, এবং কিঞ্চিৎ পাথেয় সঙ্গে লইলেন। বাহকেরা সিংহাসন লইয়া উড়িল। যখন শক্আঁগেজ্-পরীর পিতার দ্বারে উপস্থিত হইতে চারি ক্রোশ পথ অবশিষ্ট রহিল, তখন দেল্অফ্রোজ্-পরী বলিলেন হে ভগিনি! তুমি এক্ষণে নামিয়া আপন মাতার বাটীতে যাও, আমি হাতেম্কে কয়েক ক্রোশ অগ্রে রাখিয়া আসি, যদি তোমার মাতা জিজ্ঞাসা করেন যে, এ সিংহাসনে কে যাইতেছে? তবে তুমি বলিও যে, আমার ভগিনী দেল্অফ্রোজ্ শীকার করিতে যাইতেছেন, তিনি আপ-নার উদ্যান হইতে প্রত্যাগমনের সময়ে আপনকার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া যাইবেন।

পরে আদেশমতে বাহকেরা সিংহাসন নামাইল; শক্আঁগেজ্-পরী বাহক-দৈত্যদিগকে সতর্ক করিয়া বলিয়া দিলেন যে, তো-মরা হাতেমের আজ্ঞার অধীন হইয়া থাকিবে, এবং ইনি তো-মাদিগকে বিদায় না করিলে তোমরা আসিও না, আর আসিবার কালে ইহাঁর নামাঙ্কিত পত্র লইয়া আসিও। যদ্যপি ইহাতে তোমাদিগের কিছু ত্রুটি হয় তবে আমি তোমাদিগকে প্রাণে

বিনাশ করিব। দৈত্যেরা বলিল, আমরা আজ্ঞার অধীন আছি, যেখান পর্য্যন্ত যাইতে আমাদিগের সামর্থ্য আছে, আমরা অবশ্যই সেখান পর্য্যন্ত যাইব, এবং হাতেমের পত্র না লইয়া কখনই আসিব না। শক্‌আঁগেজ্ চারি জন পরীপুরুষকে হাতেমের সঙ্গে দিয়া তাঁহাকে বিদায় করিলেন এবং স্বয়ং ক্রন্দন করিতে করিতে একটি ঘোটকের উপর আরোহণ করিয়া আপনার মাতার নিকটে গমন করিতে লাগিলেন, আর এই কবিতা পাঠ করিতেছিলেন যে,—

আমার কপাল মন্দ, জেনেছি নিশ্চয়।
সফল হলো না তাই, মনের আশয়॥

এদিকে হাতেম্ দেল্‌অফ্‌রোজ্‌-পরীর সঙ্গে সিংহাসনে বসিয়া গমন করিতে লাগিলেন, এবং দুই জনে মদ্যপান করিতে করিতে মাদকদ্রব্যের রোচনকারি খাদ্য (চাট) ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। হাতেম্ সেই সুন্দরীকে একাকিনী পাইয়া তাঁহার স্কন্ধে হস্ত প্রদান-পূর্ব্বক তাঁহাকে আপনার দিকে আকর্ষণ করত তাঁহার রক্তবর্ণ ওষ্ঠকে কয়েক বার চুম্বন করিলেন। পরী কহিলেন, হে নির্দ্দয়! তোমার প্রেম চিরস্থায়ী নয়, বৃথা কেন আমাকে কষ্ট দাও। হাতেম্ বলিলেন কি করি, আমার আবশ্যকীয় কর্ম্ম আছে, যদি আমি বাঁচিয়া থাকি তবে পুনর্ব্বার তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিব। পরে যখন কামুস্‌-পর্ব্বত দেখা গেল তখন হাতেম্ বলিলেন, আমি এ পর্ব্বতের ন্যায় বৃহৎ পর্ব্বত দেখি নাই, হে দেল্‌অফ্‌রোজ্! এ কোন্ পর্ব্বত? পরী বলিলেন ইহা কামুস্‌-পর্ব্বত; হাতেম্ বলিলেন হে দুঃখনাশিনি-প্রিয়ে! এস্থান ভয়ঙ্কর, উচিত এই যে তুমি দৈত্যদিগের সঙ্গে প্রতিগমন কর, দেল্‌অফ্‌রোজ্ বলিলেন, হে প্রাণপ্রিয়! আমি কি প্রকারে এ বিপদ্‌-

মধ্যে তোমাকে একাকী ছাড়িয়া যাই। হাতেম্ বলিলেন, হে আমার প্রাণ! জগদীশ্বর আমার এ সকল বিপদ্ বিনাশ করিবেন, যেহেতু বিজ্ঞেরা বলিয়াছেন যে, অনুপায়-কালে জগদীশ্বর সহায় হয়েন, আর যদি তুমি আমার সঙ্গে যাও, তবে তোমার জন্য আমি হত হইব। পরী বলিলেন উত্তম, তুমি এ দ্বার পার হইলে আমি ফিরিয়া যাইব, এক্ষণে যতক্ষণ তোমাকে দেখি ততক্ষণই ভাল; পরে দেল্অফ্রোজ্-পরী হাতেমের প্রতি এত প্রেম প্রকাশ করিলেন যে, তাহাতে তিনি পাগল্ হইয়া গেলেন। যখন তাঁহারা দ্বারের নিকটস্থ হইলেন তখন সেই দ্বারের কর্ত্তা দৈত্য, আপন অধীন দৈত্যদিগকে দ্বার-রক্ষার ভার দিয়া জম্শেদ্-রাজার নিকটে যাইয়াছিল, দেল্অফ্রোজ্-পরী সুযোগ পাইয়া আপনার হস্তস্থিত একটি পুষ্প হাতেমের হস্তে দিলেন, হাতেম্ তাহার আঘ্রাণ লইলেন, আঘ্রাণ লইবামাত্র তিনি মক্ষিকা হইয়া পরীর মুখে বসিলেন, পরে ঐ দ্বারের রক্ষকেরা যখন সেই সিংহাসন দেখিল, তখন তাহারা বাহকদিগকে উচ্চৈঃস্বরে বলিল, এ সিংহাসনে কে যাইতেছে? দৈত্যেরা বলিল, প্রথম দ্বারের কর্ত্তার কন্যা রাজার নিকটে যাইতেছেন; এই কথা শুনিয়া রক্ষকেরা নীরব হইয়া থাকিল। পরী নির্ব্বিঘ্নে সেস্থান পার হইয়া গেলেন। যখন সেখান হইতে দশ ক্রোশ অগ্রে উপস্থিত হইলেন তখন দেলঅফ্রোজ্-পরী হাতেম্কে অন্য একটি পুষ্পের আঘ্রাণ লইতে দিলেন, তাহাতে হাতেম্ আপন পূর্ব্ব আকার পাইলেন।

পরে যখন সেখান হইতে আর দশ ক্রোশ অগ্রে গেলেন, তখন যাদুর নদীর তরঙ্গের শব্দ হাতেমের কর্ণগোচর হইল, হাতেম্ বলিলেন এ কি ভয়ঙ্কর শব্দ আসিতেছে? পরী কহিলেন হাম্মাম্-

বাদ্‌গার্দ্দের যাদুর নদী হইতে এই ভয়ঙ্কর শব্দ আসিতেছে। হাতেম্ বলিলেন, যাদুর প্রান্তর কোথায়? দেল্‌অফ্‌রোজ্-পরী বলিলেন আমি তাহা দেখি নাই, কিন্তু শুনিয়াছি উত্তরদিকে আছে; জম্‌শেদ্-রাজা যখন আপনার কন্যার প্রতি ক্রোধান্বিত হইয়াছিলেন, তখন অগ্রে আমাকে বহির্গত করিয়া দেন, পরে ঐ প্রান্তরে যাদুর বাটী প্রস্তুত করিয়া আপনার কন্যাকে তথায় প্রেরণ করেন। কিন্তু আমি শুনিয়াছি সে প্রান্তরে প্রাণ বিনাশের ভয় আছে, এক্ষণে আর দৈত্যদিগের অগ্রে যাইতে সামর্থ্য নাই; হাতেম্ বলিলেন তবে তুমি দৈত্যদিগের সঙ্গে এখান হইতে ফিরিয়া যাও। দেল্‌অফ্‌রোজ্ কহিলেন, হে হাতেম্! যদি তুমি বল তবে আমি তোমার প্রত্যাগমন-কাল পর্য্যন্ত তোমার অপেক্ষায় এই স্থানে থাকি। হাতেম্ বলিলেন, তোমার এ অভিলাষ অযুক্ত, আমি যখন প্রত্যাগমন করিব তখন এই পথ দিয়া তোমার নিকটে যাইব, এখানে তোমার থাকা উচিত নয়, যেহেতু ইহা প্রাণবিনাশক-প্রান্তর; এখানে প্রান্তর ভিন্ন অন্য কিছু দেখিতে পাওয়া যায় না, ইহাতে কেবল দৈত্যদিগের যাতায়াত আছে; আমার ইচ্ছা এই যে তুমি আপন বাটীতে যাও, যদি জগদীশ্বর করেন তবে আমি সেই যাদুর বাটীতে গমন-পূর্ব্বক তোমার ভগিনীকে আনিয়া তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করাইব। পরে হাতেম্ অনেক অনুরোধ করিয়া দেল্‌অফ্‌রোজ্‌কে দৈত্যদিগের সঙ্গে বিদায় করিলেন, এবং আপনার বৃত্তান্ত-ঘটিত এক খানি পত্র লিখিয়া দিলেন।

তদনন্তর জগদীশ্বরকে স্মরণ করিয়া পথে চলিতে লাগিলেন; তিন দিন গমনের পর চতুর্থ দিনে একটি প্রান্তর দেখা গেল, দুই দিন পর্য্যন্ত সেই প্রান্তরে গমন করিলেন, পরে তৃতীয় দিনে দেখি-

লেন যে, একটি বৃহৎ বৃক্ষ রহিয়াছে, তাহার শাখাসকল চতুর্দ্দিকে চল্লিশ ক্রোশ পর্য্যন্ত আক্রমণ করিয়াছিল। হাতেম্ বলিলেন, হে জগদীশ্বর! এ কি বৃক্ষ? এ যে, যেন পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে; পরে তাহার ছায়ায় গমন করিতে করিতে দেখিলেন যে, তাহার একটি শাখা ভূতলে পতিত হইয়া তিন ক্রোশ পথকে রোধ করিয়াছে, তাহাতে হাতেম্ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া ভাবিলেন যে, এখন কোথায় যাই! তিনি এইরূপ চিন্তা করিতেছিলেন, হঠাৎ একজন বৃদ্ধ তাঁহার পশ্চাৎ হইতে প্রকাশ হইয়া বলিলেন, হে এমনদেশের যুবক! তোমাকে ধন্যবাদ, তুমি যাদুর প্রান্তরের দ্বারে আসিয়া এরূপ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছ, কিন্তু ইহার অগ্রে অনেক আশ্চর্য্যময় ভয়ঙ্কর ব্যাপার আছে, তুমি কি প্রকারে তথায় জয়ী হইবে? হাতেম্ তাঁহার চরণস্পর্শ করিয়া প্রণাম-পূর্ব্বক বলিলেন, জগদীশ্বরের কৃপায় ও আপনকার অনুগ্রহদ্বারা সকলি হইবে, এ অধীনের দ্বারা কি হইতে পারে? বৃদ্ধ বলিলেন, হে হাতেম্! জগদীশ্বরের নাম লইয়া এই বৃক্ষের মূলকে আপন হস্তে ধারণপূর্ব্বক জগদীশ্বরের মহিমা দেখ। পরে হাতেম্ দ্রুতবেগে গমন-পূর্ব্বক বৃক্ষের মূলে হস্ত দিয়া দেখিলেন যে, সে বৃক্ষ নাই এবং যে শাখা পথ রোধ করিয়াছিল তাহাও নাই, কেবল সেখানে এক খানি গোহাড় পতিত রহিয়াছে; তাহাতে হাতেম্ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন হে বিজ্ঞ! এ কি ব্যাপার! বৃদ্ধপুরুষ বলিলেন এখানে তুমি যাহা দেখিবে তাহাই যাদুর কাণ্ড, ইহা হইতেও অনেক আশ্চর্য্য ব্যাপার আছে। হাতেম্ বলিলেন, হে বিজ্ঞ! আপনি কৃপা করিয়া আমার নিকটে উপস্থিত হইয়াছেন, এখন বলুন আপনকার নাম কি? এবং আপনকার বাটী কোথায়? বৃদ্ধপুরুষ বলিলেন আমার নাম

কোতব্সর্ব্বুহ্; জগদীশ্বর আমাকে কামুস্পর্ব্বতের ও বাহার চড়ার এবং অন্যান্য সমস্ত পর্ব্বতের রক্ষণাবেক্ষণের ভার দিয়াছেন। আমি জগদীশ্বরের তপস্যায় প্রবৃত্ত ছিলাম, এমত সময়ে ঈশ্বরের দূত শব্দ করিয়া বলিল ওহে কোতব্! এক জন জগদীশ্বরের দাস যাত্নর প্রান্তরে প্রাণ হারাইতেছে, উঠ, তুমি তাহার সহায় হও, আমি এই জন্যে এস্থানে আসিয়া তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলাম, হে যুবক! তুমি এ বিপদে ভীত হইও না। পরে তিনি একখানি মুর্মর্-প্রস্তর বাহির করিয়া হাতেমের হস্তে দিয়া বলিলেন, যখন তুমি যাতুদ্বারা অনুপায় হইবে, তখন এই প্রস্তরখণ্ডের প্রতি দৃষ্টি করা তোমার কর্ত্তব্য, এবং ইহাতে যেরূপ লেখা দেখিতে পাইবে, সেইরূপ কর্ম্ম করিও, এই বলিয়া তিনি অদৃশ্য হইলেন।

হাতেম্ ভূমিষ্ঠমস্তকে জগদীশ্বরকে প্রণাম করিয়া পথে গমন করিতে লাগিলেন; হঠাৎ তুইটি মংলুস্দেশীয় হস্তী প্রকাশ হইয়া হাতেম্কে আক্রমণ করিবার জন্য আসিতে লাগিল। হাতেম্ তাহাদিগকে দেখিয়া ভীত হইয়া বলিলেন, এ ভয়ঙ্কর বিপদ্কে কিরূপে দূর করিব! পরে মনোমধ্যে বিবেচনা করিলেন যে, সেই প্রস্তরখানিকে দেখি, তৎপরে প্রস্তরের উপরে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, তাহাতে লেখা আছে যে, "হে হাতেম্! তুমি তীর নিক্ষেপ কর।" পরে হাতেম্ তূণ হইতে তীর বাহির করিয়া ধনুকে সংযোগ-পূর্ব্বক সেই তুইটি হস্তীর কপালে লক্ষ্য করিলেন; তীর মারিবামাত্র জানা গেল যে, তাহা কাষ্ঠের হস্তী, হাতেম্ মনে মনে বলিলেন, এ সকল তুষ্ট যাতুকরদিগের কর্ম্ম, পরিশেষে তাহারা জগদীশ্বরের কৃপায় লজ্জিত হইবে।

পরে তিনি সেস্থান হইতে অগ্রে চলিলেন; তুই তিন মঞ্জেল

গমনের পরে হঠাৎ এক বৃহৎ নদী দেখা গেল, তাহার ঢেউ আকাশ পর্য্যন্ত উঠিতেছিল এবং তাহার ফেণা অগ্নির শিখার ন্যায় দেখা যাইতেছিল। হাতেম্ ভাবিলেন, অগ্রে এ কি আশ্চর্য্য ব্যাপার উপস্থিত হইল! এ মনুষ্যঘাতক-নদী হইতে কি প্রকারে পার হইব! এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন, যখন তাহার নিকটে উপস্থিত হইলেন, তখন দেখিলেন যে, তাহা এমন ভয়ানক নদী যে তাহার তীর জানা যায় না, আর তাহার শব্দ দশ ক্রোশ পর্য্যন্ত যাইতেছিল। হাতেম্ সেখানেও ভীত হইয়া রহিলেন, দুইচারি দণ্ড পরে তাঁহার মনোমধ্যে এরূপ উদয় হইল যে, প্রস্তরখণ্ডে কি লেখা আছে দেখি। পরে সেই প্রস্তরখণ্ডে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, তাহাতে লেখা আছে যে "হে যুবক! তিনখানি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তরখণ্ডের উপরে এসম্আজম্ (মহামন্ত্র) পাঠ করিয়া তাহা নদীতে নিক্ষেপ-পূর্ব্বক জগদীশ্বরের মহিমা দেখ।" পরে হাতেম্ প্রস্তরখণ্ডের উপরে এসম্আজম্ পাঠ করিয়া তাহা নদীর মধ্যে ফেলিলেন। যখন সেই প্রস্তর সকল নদীতে পড়িল, তখন নদী হইতে এরূপ শব্দ বাহির হইল যে, তাহা তাবৎ আকাশকেও ব্যাপিল এবং চারি দণ্ড কাল পর্য্যন্ত সমস্ত প্রান্তর অন্ধকারময় হইয়া রহিল; পরে যখন অন্ধকার দূর হইয়া গেল, তখন দেখিলেন যে, এমন একটি জলের ঝর্ণা রহিয়াছে যে, তাহা কুক্কুরেও লম্ফ দিয়া পার হইতে পারে। হাতেম্ বলিলেন হে জগদীশ্বর! তোমাকে ধন্যবাদ, এ ঝর্ণা গৃহের পয়ঃপ্রণালীর (নর্দ্দমা) ন্যায় আছে। পরে জগদীশ্বরকে প্রণাম করিয়া অগ্রে চলিলেন।

পথিমধ্যে দেহ বিদীর্ণকারি পঞ্চাশটি হিংস্রক ব্যাঘ্র অগ্নির শিখার ন্যায় রক্তবর্ণ চক্ষে তর্জ্জন গর্জ্জন-পূর্ব্বক পুচ্ছকে মস্তকে

তুলিয়া আসিতেছিল; সেই সকল ব্যাঘ্র দেখিয়া হাতেম্ বিবেচনা-শূন্য হইলেন, এবং তাঁহার দেহ কাঁপিতে লাগিল, তাহাতে তিনি ব্যাকুল হইয়া শব্দ করিলেন, এবং জগদীশ্বরের নিকটে কৃপা প্রার্থনায় ঊর্দ্ধহস্ত হইয়া বলিলেন যে, এ অনুপায় দাসকে এই হিংস্রদিগের নিকট হইতে রক্ষা কর। এমত সময়ে সেই বৃদ্ধপুরুষ প্রকাশ হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, হে নির্ব্বোধ! আমি সেদিন যাদুর দ্বারে তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া তোমাকে কৌতুক দেখাইয়াছি, এবং এ স্থানের বৃত্তান্ত জ্ঞাত করিয়াছি, আর তোমার উপকারের জন্য মহাগুণময় প্রস্তরখণ্ড তোমার হস্তে দিয়াছি, যদি তোমার অগ্রে বিপদ্ উপস্থিত হয়, তবে সেই প্রস্তরকে দেখিবে, এবং তাহাতে যাহা আদেশ হইবে তাহাই করিবে; তুমি এমন নির্ব্বোধ যে কাহারো কথা শ্রবণ তোমার পক্ষে গুণকারী হয় না, এরূপ বুদ্ধিতে তুমি হাম্মাম্-বাদ্গার্দে কিরূপে উপস্থিত হইবে? হাতেম্ লজ্জিত হইয়া বৃদ্ধপুরুষের নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন; এমত সময়ে ব্যাঘ্র সকল নিকটে উপস্থিত হইলে বৃদ্ধপুরুষ কহিলেন প্রস্তরখণ্ডে দেখ, তোমার প্রতি যিনি কৃপা করিবেন, তিনি তোমার হস্তে আছেন। হাতেম্ সেই প্রস্তরখণ্ডকে দেখিলেন, তাহাতে এরূপ লেখা দৃষ্টিগোচর হইল যে, "হে হাতেম্! মহউজ্জিন্ যে যষ্টি তোমাকে দিয়াছেন, সেই যষ্টিদ্বারা সকলের অগ্রে যে ব্যাঘ্র আসিতেছে, তাহার মস্তকে আঘাত কর।" হাতেম্ সেইরূপ করিলেন, যখন ব্যাঘ্রের মস্তকে সেই যষ্টির আঘাত পতিত হইল, তখন তাহা হইতে অগ্নি বাহির হইয়া এরূপ ধুঁয়া প্রকাশ হইল যে, তাহাতে সমুদায় প্রান্তর অন্ধকারময় হইয়া গেল। পরে যখন ধুঁয়া দূর হইয়া গেল, তখন হাতেম্ দেখিলেন যে, সাতখানি কাষ্ঠদ্বারা

ব্যাঘ্র সকল নির্ম্মিত হইয়াছিল, এবং তাহাদিগের হস্ত পদ পৃথক্ পৃথক্ হইয়া পড়িয়া আছে, এই কৌতুক দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। বৃদ্ধপুরুষ বলিলেন হে প্রিয়! সাবধানে থাক, এই প্রস্তরখানিকে না দেখিয়া কোন কর্ম্ম করিও না, এই বলিয়া তিনি অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

হাতেম্ জগদীশ্বরকে ভূমিষ্ঠমস্তকে প্রণাম করিয়া অগ্রে গমন করিলেন। কয়েক দিন পরে একটি বাটীর নিকটে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, তাহার প্রাচীর পথের প্রতিবন্ধক হইয়া রহিয়াছে, এবং সে এমন বৃহৎ যে, তাহা কত দীর্ঘ ও কত প্রশস্ত তাহা জানা যায় না, হাতেম্ মনোমধ্যে ভাবিলেন যে ইহাও যাদু, পরে প্রস্তরখণ্ডে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, তাহাতে লেখা আছে যে, " হে যুবক! তুমি ইহাকে জয় করিবে, জগদীশ্বরের নাম লইয়া এ প্রাচীরে একটি পদাঘাত-পূর্ব্বক জগদীশ্বরের মহিমা দেখ।" পরে হাতেম্ সেইরূপ কার্য্য করিলেন এবং চরণাঘাত করিবা-মাত্র প্রাচীর অদৃশ্য হইলে একটি গর্ত্ত দেখিতে পাইলেন।

পরে হাতেম্ সেই গর্ত্তের ভিতরে যাইতে লাগিলেন; যখন কিছুদূর গমন করিলেন তখন কুলুপ দেওয়া একটি দ্বার দেখিতে পাইয়া সেইখানে দাঁড়াইলেন, এবং সেই প্রস্তরখানিতে দৃষ্টি করিয়া এরূপ লেখা দেখিতে পাইলেন যে, " হে হাতেম্! ইহার কুলুপকাটী তোমার হস্তেই আছে।" পরে হাতেম্ জগদীশ্বরের নাম লইয়া সেই দ্বারের উপরে আপনার হস্ত দিলেন, হস্ত দিবা-মাত্র কপাট মুক্ত হইলে কুলুপ নীচে পড়িল। পরে হাতেম্ তাহার ভিতরে যাইয়া দেখিলেন, দুই সহস্র অস্ত্রধারী আরব্য-দেশীয় ঘোটকারোহী সৈন্য আসিতেছে, এবং শব্দ করিয়া বলি-তেছে যে, "এ সাহসিক চোরকে ছেদন কর।" হাতেম্ প্রথমে

ভীত হইলেন, পরে সাহস-পূর্ব্বক সেই প্রস্তরখণ্ডে দৃষ্টি করিয়া এরূপ লেখা আছে দেখিলেন যে, "সকল ব্যক্তির অগ্রে যে ঘোটকারোহী আসিতেছে, তরবালদ্বারা তাহার স্কন্ধে আঘাত কর।" পরে হাতেম্ বস্ত্রদ্বারা কটিবন্ধন-পূর্ব্বক সতর্ক হইয়া রহিলেন; যখন ঘোটকারোহীরা নিকটে উপস্থিত হইল, তখন হাতেম্ অগ্রগামী অশ্বারোহীর স্কন্ধে তরবালদ্বারা আঘাত করায় ধূলা সকল উড়িতে লাগিল, তাহাতে পৃথিবী অন্ধকারময় হইয়া গেল। যখন ধূলি-উড়া নিবৃত্ত হইল, তখন দেখিলেন যে, কাগজের ঘোটক ও কাগজের ঘোটকারোহী সকল প্রাচীরের ছায়ায় দাঁড়াইয়া আছে। হাতেম্ জগদীশ্বরকে স্মরণ-পূর্ব্বক তথায় দাঁড়াইয়া ক্ষণকাল বিশ্রাম করিলেন, পরে অগ্রে গমন করিতে লাগিলেন।

প্রায় দুই ক্রোশ পথ গমন করিয়া দূর হইতে একটি বৃহৎ অট্টালিকা দর্শনে সন্তুষ্ট হওত বলিলেন, অবশ্যই মল্কা-হস্নল্-অমসাল্ এই বাটীতে আছেন। পরে কয়েক পদ গমনের পর একটি উত্তম উদ্যান দেখা গেল; হাতেম্ সেই উদ্যানের দিকে গমন করিয়া তাহার ভিতরে গেলেন; সেই উদ্যান এরূপ শোভা-যুক্ত ছিল যে, তিনি আপনার বয়সের মধ্যে তেমন শোভাযুক্ত উত্তম উদ্যান দেখেন নাই, সেই উদ্যানের মধ্যে একটি পরিষ্কার চাতাল দেখিয়া তাহার উপরে দাঁড়াইয়া চতুষ্পার্শ্ব দেখিতে লাগিলেন, এবং মনোমধ্যে এরূপ বলিতে লাগিলেন যে, অবশ্যই এ উদ্যানেও কোন বিপদ্ আছে।

ইতিমধ্যে সেই উদ্যানের দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে পাঁচ শত মনুষ্য-ভক্ষক দৈত্য হাতেম্‌কে ভক্ষণ করিবার জন্য আসিতে লাগিল, হাতেম্ চিন্তা করিলেন যে, ইহারা যথার্থ দৈত্য বটে কি যাদু!

যখন দৈত্যেরা নিকটে উপস্থিত হইল, তখন হাতেম্ সেই প্রস্তর-খণ্ডে দৃষ্টি করিয়া এমত লেখা আছে দেখিলেন যে, "হে যুবক! তুমি এই সকল দৈত্যদিগের মধ্যে যাইয়া প্রথমে এই প্রস্তর-খানিকে দেখাও, পরে ইহাদিগকে পদাঘাত ও মুষ্ট্যাঘাত কর, জগদীশ্বরের মহিমায় সকলেই ছেদিত হইয়া যাইবে।" পরে হাতেম্ ঐরূপ করিলে জগদীশ্বরের কৃপায় তাহারা সকলে বিনষ্ট হইল। হাতেম্ সন্তুষ্ট মনে জগদীশ্বরের প্রশংসা-পূর্ব্বক শীঘ্র উদ্যান হইতে বাহির হইলেন।

পরে তিনদিন পর্য্যন্ত পথে গমন করিলেন; যখন রাত্রি হইত তখন শঙ্কাশূন্য-স্থান দেখিয়া তথায় থাকিতেন, এবং প্রাতঃকাল হইলে পথ চলিতেন। চতুর্থ দিনে একটি দুর্গ দেখিলেন, তাঁহার মস্তক আকাশে উঠিয়াছিল এবং সহস্র সহস্র কার্ণিস তাহাতে প্রকাশ পাইতেছিল, আর সেই সকল কার্ণিসের উপরে দৈত্যেরা বসিয়া মুখ দিয়া অগ্নি বাহির করিতেছিল; হাতেম্ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন, এ কি দুর্গ! ইহা যে বিপদে পরিপূর্ণ দেখা যাইতেছে! এই বলিয়া সাহস-পূর্ব্বক দুর্গের দিকে গমন করিলেন, পরে যখন তাহার নিকটে উপস্থিত হইলেন, তখন চারি সহস্র দৈত্য যাহারা তাহার কার্ণিসে বসিয়াছিল, তাহারা সেখান হইতে নামিয়া হাতেমের দিকে আসিতে লাগিল। হাতেম্ সেই প্রস্তর-খণ্ডে দৃষ্টিপাত করিয়া তাহাতে এরূপ লেখা দেখিলেন যে, "হে যুবক! এই প্রস্তরখানি দৈত্যদিগকে দেখাইয়া বল যে, তোমরা সোলেমান-পয়গম্বরের মহিমায় খণ্ড খণ্ড হইয়া যাও।" পরে সোলেমান-পয়গম্বরের নাম লইয়া প্রস্তর দেখাইবামাত্র জগদীশ্বরের মহিমায় সমুদায় দৈত্য খণ্ড খণ্ড হইয়া গেল। হাতেম্ দৈত্যদিগকে পতিত হইতে দেখিয়া জগদীশ্বরের প্রতি বারম্বার

ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন, এবং চারি দণ্ড কাল বিশ্রামের পরে সেখান হইতে গমন করিলেন।

পরে একটি দুর্গের নিকটে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, তাহা এমন উচ্চ যে, সাত ক্রোশ হইতে তাহা দেখা যায় এবং তাহার দ্বার বন্ধ ছিল ও তাহাতে জম্‌শেদ্‌-রাজার মোহর করা ছিল, হাতেম্‌ এসম্‌আজম্‌ (মহামন্ত্র) পাঠ করিয়া তাহার কুলুপে ফুৎকার দিলেন, তাহাতে দ্বার মুক্ত হইলে তাহার ভিতরে যাইয়া দেখিলেন যে, ভিন্ন ভিন্ন বাটী সকল নানাপ্রকারে সজ্জিত আছে। হাতেম্‌ ভ্রমণ করিয়া ঐ সমুদায় বাটী দেখিতে লাগিলেন, এবং জম্‌শেদ্‌-রাজার প্রতাপের ও বুদ্ধির প্রশংসা করিতে লাগিলেন। পরে অগ্রে যাইয়া দেখিলেন যে, একটি বৃহৎ চাতাল রহিয়াছে, এবং তাহার চারিদিকে চারিটি বৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মিত আছে। যখন তাহার অগ্রে গেলেন তখন একটি অট্টালিকা দর্শনে তাহার নিকটে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, তাহার দ্বারে দুইটি মংলুস্‌ দেশীয় হস্তী বাঁধা আছে। যদি কেহ তাহার দ্বার দিয়া যাইতে ইচ্ছা করিত তবে সেই হস্তীরা শুণ্ডের দ্বারা তাহাকে ছেদন করিয়া ফেলিত। যখন হাতেম্‌ কয়েক পদ অগ্রে গেলেন, তখন হস্তীরা তাঁহাকে ধরিতে উদ্যত হইল। হাতেম্‌ প্রস্তরখণ্ডে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, তাহাতে এরূপ লেখা ছিল যে, "হে হাতেম্‌! তুমি এই দুইটি হস্তীর মস্তকে যষ্টিদ্বারা আঘাত কর।" পরে হাতেম্‌ তাহা করিয়া দেখিলেন যে, দুইটি লৌহের হস্তী দুইদিকে দাঁড়াইয়া আছে, ইহাতে অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া মনে মনে বলিলেন যে ঐ সকলও যাদুর; পরে কপাট খুলিয়া তাহার ভিতরে গেলেন, এবং তথায় এরূপ শোভাযুক্ত পুষ্পের কেআরি ও পরিষ্কার কুঠরী সকল দেখিলেন যে, তেমন কখন দেখেন নাই,

তাহার চতুর্দ্দিকে জলের লহরী ও তৃণ সকল শোভা পাইতেছিল।

পরে যখন দ্বিতীয় খণ্ড বাটীতে উপস্থিত হইলেন, তখন দেখিলেন যে, চন্দ্রের ন্যায় আকৃতি কতকগুলি সুন্দরী স্ত্রী প্রাঙ্গনের মধ্যে ভ্রমণ করিতেছে, এবং রত্নজড়িত অলঙ্কারযুক্তা একটি রূপবতী স্ত্রী সিংহাসনে বসিয়া আছে, আর কয়েকটি সুন্দরী কৃতাঞ্জলি হইয়া তাহার নিকটে দাঁড়াইয়া আছে। হাতেম্ মনোমধ্যে চিন্তা করিয়া বলিলেন যে, এই সুন্দরী অবশ্যই জম্‌শেদ্‌যাদুকরের কন্যা "মল্কা-হস্‌নল্‌অম্‌সাল্‌ হইবেন, ইহাঁকে যাদুর প্রান্তরে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে।

পরে হাতেম্ অগ্রে যাইয়া নমস্কার করিলেন, সে সুন্দরী প্রতিনমস্কার করিল না, হাতেম্ তাহার দাসীদিগের নিকটে যাইয়া বলিলেন, তোমাদিগের দেশের কি এই রীতি যে, কেহ কাহাকে নমস্কার করে না? তাহারা উত্তর না করিয়া হাতেমের মুখপানে চাহিয়া হাস্য করিতে লাগিল, হাতেম্ ইহা দর্শনে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া ভাবিলেন যে, এ সকলও যাদুর হইবে, তাহাতেই আমাকে দেখিয়া হাস্য করিতেছে এবং কথা কহিতেছে না। পরে হাতেম্ তাহাদিগকে কথা কহাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সেই সিংহাসনবাসিনী স্ত্রী কিম্বা অন্যান্য সুন্দরীরা কেহই কথা কহিল না। ঐ সিংহাসনের নিকটে এক খানি স্বর্ণের চৌকী ছিল, হাতেম্ তাহার উপরে বসিয়া দেখিলেন যে, তাম্বূল সুগন্ধিদ্রব্য ও খাদ্যদ্রব্য প্রভৃতি সমস্ত প্রস্তুত রহিয়াছে, হাতেম্ যখন ঐ সুগন্ধি দ্রব্যের শিশী লইতে ইচ্ছা করিলেন, তখন শূন্য হইতে একটি হস্ত বাহির হইয়া তাঁহার হস্ত ধরিল, তিনি অনেক শক্তি প্রকাশ করিলেন, কিন্তু সে ছাড়িল না, ইহাতে সেই সিংহাসনবাসিনী সুন্দরী করতালি দিয়া হা হা করিয়া হাসিতে লাগিল,

এবং অন্যান্য সুন্দরীরাও অত্যন্ত হাস্য করিয়া উঠিল। হাতেম্ ক্রোধান্বিত হইয়া দ্বিতীয় হস্তদ্বারা সেই প্রস্তরখণ্ডকে বাহির করত দেখিলেন, তাহাতে লেখা ছিল যে, "যে তোমার হস্ত ধরিয়াছে, তুমি তাহার হস্ত ধর।" পরে হাতেম্ সেইরূপ করিয়া দেখিলেন যে, একটি কাষ্ঠের বিড়াল তাঁহার অঙ্গুলি ধরিয়া ঝুলিতেছে।

তদনন্তর হাতেম্ সেই বিড়ালকে হস্ত হইতে ছাড়াইয়া তিনদিন তিনরাত্রি সেই চৌকীর উপরে বসিয়া রহিলেন, কেবল এক এক বার শৌচকার্য্য করিতে যাইতেন, পুনর্ব্বার সেই চৌকীতে আসিয়া বসিতেন; আর সেই সুন্দরী ও তাহার দাসী সকল সেখান হইতে একবারও উঠিল না, এবং কিছু ভক্ষণও করিল না। হাতেম্ মনোমধ্যে বলিলেন যে, ইহারা কি পাষাণহৃদয়! যেহেতু বাক্যালাপও করিল না, পরে হাতেম্ আশ্চর্য্যের নদীতে মগ্ন হইয়া মনে মনে স্থির করিলেন যে, সেই প্রস্তরখণ্ডকে দেখি, যখন তাহা দেখিলেন তখন তাহায় এরূপ লেখা ছিল যে, "হে যুবক! এই সুন্দরীর হস্ত ধরিয়া ইহার মুখচুম্বন কর।" পরে হাতেম্ সেইরূপ করিয়া দেখিলেন যে, মুসাপ্রস্তরদ্বারা নির্ম্মিত একটি সুন্দরী স্ত্রীর আকৃতি প্রস্তরের সিংহাসনে বসিয়া আছে, এবং প্রস্তর-নির্ম্মিত অন্যান্য স্ত্রীরা তাহার নিকটে দাঁড়াইয়া আছে। ইহা দেখিয়া হাতেম্ বলিলেন, বৃথা আমি তিন দিন ইহাদিগের নিকটে থাকিয়া ক্ষুধায় মৃতপ্রায় হইলাম, এই বলিয়া মনোমধ্যে চিন্তা করিলেন যে, জম্‌শেদ্-রাজার কন্যা কোথায় আছেন! এইরূপ চিন্তা করিয়া প্রস্তরখণ্ডে দৃষ্টিপাত-পূর্ব্বক তাহাতে এরূপ লেখা দেখিলেন যে, "এই বাটীর পশ্চাতে অন্য একটি অট্টালিকা আছে; জম্‌শেদ্-রাজার কন্যা তাহাতে থাকে,

এবং সেই বাটীর দ্বার এই কূপের মধ্যে আছে, যদি তুমি সেখানে উপস্থিত হইতে চাও, তবে এই কূপে মগ্ন হও।”

পরে হাতেম্ কূপের নিকটে যাইয়া তাহার ভিতরে দৃষ্টিপাত-পূর্ব্বক দেখিলেন যে, তাহা অতিশয় ভয়ঙ্কর, এবং তাহাতে অনেক জল আছে, তৎপরে জগদীশ্বরের প্রতি নির্ভর করিয়া সেই কূপের মধ্যে ঝম্প দিলেন। যখন হাতেমের চরণতল ভূমিতে সংলগ্ন হইল, তখন তিনি চক্ষু-উন্মীলন করিয়া একটি উত্তম উদ্যান দেখিলেন, তাহাতে এরূপ বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা সকল ছিল যে, তাহাদিগের মস্তক আকাশ পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। তিনি তথায় অনেক অনেক আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, এবং নির্ভয়ে তাহার ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে, একটি বৃহৎ অট্টালিকা রহিয়াছে, এবং তাহাতে উত্তম শয্যার উপরে রত্নজড়িত সিংহাসন পাতিত রহিয়াছে, আর একটি চন্দ্র-মুখী সুন্দরী সেই সিংহাসনে বসিয়াছিলেন, আর সুন্দরী দাসী-গণ কৃতাঞ্জলি হইয়া ঐ সিংহাসনের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ছিল; অন্য আর একটি মিষ্টভাষিণী সুন্দরী পরী স্বর্ণের চৌকীর উপরে বসিয়াছিল, হাতেম্ এই সকল দেখিয়া সন্তুষ্ট মনে তাহাদিগের নিকটে গেলেন, এবং ঐ সিংহাসনবাসিনী মল্কার প্রতি দৃষ্টি-পাত-পূর্ব্বক মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পড়িলেন। যে সুন্দরী চৌকীর উপরে বসিয়াছিল, সে গাত্রোত্থান-পূর্ব্বক গোলাবপাশ আনিয়া হাতেমের মুখে গোলাব্ সেচন করিতে লাগিল। পরে হাতেমের চেতন হইলে সেই সুন্দরী পরী চৌকীর উপরে বসিল। হাতেম্ দাঁড়াইয়া রহিলেন, এবং সেই পরী জিজ্ঞাসা করিল হে যুবক! এখানে আসিতে কাহারো সাধ্য নাই, তুমি কি প্রকারে এখানে আসিয়া উপস্থিত হইলে? আর তুমি কোথা হইতে আসিতেছ?

হাতেম্ কহিলেন যদি তোমরা মনোযোগ-পূর্ব্বক শ্রবণ কর, তবে আমি নিবেদন করি। সুন্দরী পরী অনুগ্রহ করিয়া হাতেম্‌কে বসিতে বলিল। হাতেম্ সন্তুষ্ট মনে তথায় বসিয়া প্রথম অবধি শেষ পর্য্যন্ত আপনার সমুদায় বৃত্তান্ত সংক্ষেপে বর্ণন করিলেন। মল্কা ও ঐ সুন্দরী এবং দাসীরা সকলে হাতেমের বৃত্তান্ত শুনিয়া তাঁহাকে প্রশংসা করিয়া পরস্পরে বলিলেন যে, এ ব্যক্তি আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য কার্য্য সকল সম্পন্ন করিয়া এখানে উপস্থিত হইয়াছে, এরূপ সাহসিক পুরুষ অন্য আর কেহ পৃথিবীতে হইবে না।

পরে ঐ সুন্দরী পরী মল্কা-হসনল্অম্সালের প্রতি বলিল, একটি উত্তম পক্ষী তোমার নিকটে ফাঁদে পড়িয়াছে, ইহাকে যেন ছাড়িয়া দিও না; যখন জগদীশ্বর কৃপা করিয়া এরূপ সাহসিক ও ধার্ম্মিক ব্যক্তিকে তোমার নিকটে উপস্থিত করিয়া দিয়াছেন, তখন ইহার দ্বারা অবশ্যই তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে, এ ব্যক্তি তোমার যোগ্য বটে, ইহা হইতে আর কেহ উত্তম নাই। সিংহাসনবাসিনী মল্কা-হস্নল্অম্সাল হাস্য করিয়া অধোমুখী হইলেন। পরে হাতেম্ বলিলেন এখন বল, আমি কি করি, মল্কা বলিলেন সাহস কর। হাতেম্ বলিলেন দেল্অফ্রোজ্-পরী ও শক্আঁগেজ্-পরী তোমাকে নমস্কার করিয়াছেন। মল্কা-হস্নল্অম্সাল বলিলেন, তাঁহারা ভাল আছেন? হাতেম্ বলিলেন তাঁহারা তোমার বিরহে ক্রন্দন করিতেছেন, আর দেল্অফ্রোজ্-পরী অনুগ্রহ করিয়া যাদুর প্রান্তরের দ্বার পর্য্যন্ত আমার সঙ্গে আসিয়াছিলেন, যদিও আমি তাঁহাকে ঐ দ্বার হইতে বিদায় করিয়াছি বটে, কিন্তু বোধ হয় আমার অপেক্ষায় তিনি সেই স্থানে আছেন।

ইতিমধ্যে মল্কা-হস্নল্অম্সাল আপনার মুখের আচ্ছাদন

বস্ত্র খুলিলেন। হাতেম্ যখন তাঁহার উজ্জ্বল মুখ দেখিলেন, তখন মুর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতলে পড়িলেন, পরে মল্কা-হস্নল্অম্সাল্ গোলাব্ সেচন করায় তাঁহার চেতন হইল। মল্কা অনুগ্রহ-পূর্ব্বক হাতেমের হস্ত ধরিয়া তাঁহাকে আপনার নিকটে বসাই-লেন, এবং আপন বস্ত্রের দ্বারা তাঁহার মুখের ঘাম মুক্ত করিয়া দিলেন। পরে দাসীরা নানাপ্রকার পক্ষীর ভর্জিত মাংস ও মাদক দ্রব্যের রোচনকারি খাদ্যদ্রব্য (চাট) আনিলে সুন্দরী পরী হাতেমের সঙ্গে মদ্যপান করিতে লাগিলেন। হাতেম্ সেই চৌকীর উপর উপবেশন-কারিণী পরীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তো-মার নাম কি? সে বলিল আমার নাম নেক্সীরৎ, হাতেম্ বলি-লেন তোমার কথাতেই মল্কা-হস্নল্অম্সাল্ এই প্রান্তরে আসি-য়াছেন, তুমি উত্তম গুণবতী বট। এইরূপে কথোপকথন হইতে ছিল, এমত সময়ে পাচক আসিয়া নিবেদন করিল যে, সমস্ত খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত হইয়াছে। মল্কা বলিলেন তাহা আনয়ন কর। পরে ভৃত্যেরা নানাপ্রকারের খাদ্যদ্রব্য আনিল, যখন ভোজন সমাপ্ত হইল, তখন ভৃত্যেরা খাদ্যের আসন তুলিয়া সুগন্ধি দ্রব্য ও ফলাদি আনিয়া উপস্থিত করিয়া দিল, এইরূপে সমস্ত রাত্রি আমোদে গত হইল।

হাতেম্ এইরূপে তথায় ছয়মাস কাল থাকিলেন; পরে একদিন সপ্নে দেখিলেন যে, রাজপুত্র-মুনীর্শামী বলিতেছেন, "হে হাতেম্! তুমি আপনার প্রিয়ার সঙ্গে আমোদ করিতেছ, আর আমি অনুপায় হইয়া যাতনা সহিতেছি।" হাতেম্ নিদ্রা হইতে জাগ্রত হইয়া মল্কা-হস্নল্অম্সালের নিকটে বিদায় চাহিলেন, মল্কা বলিলেন যাও, আমি তোমাকে জগদীশ্বরকে সমর্পণ করিলাম, পুনর্ব্বার পরমেশ্বর আমাকে ও তোমাকে যেন একত্র করেন।

হাতেম্ সেখান হইতে হাম্মাম্-বাদ্গার্দ্দের পথ ধরিলেন; পথের মধ্যে অনেক যাদুর আপদ্ অগ্রে আসিয়া উপস্থিত হইল, কিন্তু তিনি জগদীশ্বরের কৃপায় ঐ সকল আপদ্‌কে বিনাশ করিয়া পথে যাইতে লাগিলেন। পরে যখন হাম্মাম্-বাদ্গার্দ্দের দ্বারে উপস্থিত হইলেন, তখন দেখিলেন যে, একটি প্রকাণ্ড দ্বার রহিয়াছে; তিনি তেমন দ্বার আপনার বয়সের মধ্যে কখনো দেখেন নাই, আর সেই দ্বারে লেখা ছিল যে, "জম্‌শেদ্-রাজার এই যাদু, ইহা যতদিন পর্য্যন্ত থাকিবে ততদিনের মধ্যে যে ব্যক্তি ইহার ভিতরে যাইবে সে আর বাহিরে আসিতে পারিবে না, এবং তাহার ক্ষুধা হইবে না, যদি ক্ষুধা হয় তবে সে এ স্থানের বৃক্ষের ফল খাইবে।" যখন হাতেম্ এই লেখা পাঠ করিলেন, তখন মনোমধ্যে ভাবিলেন যে, ইহার যে বৃত্তান্ত আছে, তাহা দ্বারেই জানিতে পারিলাম, এখন ইহার ভিতরে যাওয়ায় ফল কি? এইখান হইতে ফিরিয়া যাই। পুনর্ব্বার মনোমধ্যে ভাবিলেন, যাহা হইবার তাহাই হইবে, কিন্তু ইহার ভিতরে যাইয়া ইহার বৃত্তান্ত জানা কর্ত্তব্য। পরে তাহার ভিতরে গেলেন, এবং তিনটি পদমাত্র গমন করিয়া পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিলেন যে, সে বাটী ও সে বৃহৎ দ্বার কিছুই নাই, কেবল একটি বৃহৎ প্রান্তর ভিন্ন আর কিছু দেখা যায় না। ইহাতে হাতেম্ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া আপনার প্রতি বলিলেন যে, হে হাতেম্! তুমি এখানে প্রাণ হারাইতে আসিয়াছ? তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে না; পরিশেষে তাহার এক দিকে গমন করিতে লাগিলেন। অনেক পথ গমনের পরে হঠাৎ দূর হইতে একটি মনুষ্য-আকৃতি প্রকাশ হইল; তাহাতে হাতেম্ বিবেচনা করিলেন যে, ইহার অগ্রে লোকের বসতি আছে, পরে সেই দিকে গমন করিয়া দেখিলেন যে, সে ব্যক্তি

তাঁহার দিকে আসিতেছে, পরে সে যখন নিকটে উপস্থিত হইল, তখন হাতেম্‌কে নমস্কার-পূর্ব্বক আপনার কুক্ষি হইতে এক খানি দর্পণ বাহির করিয়া হাতেমের হস্তে দিল, হাতেম্ সেই দর্পণ লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে, এখানে স্নানাগার আছে? আর তুমি কি হাম্মামি? (যেব্যক্তি স্নানাগারে স্নান করাইয়া দেয় তাহার নাম হাম্মামি) সে বলিল হাঁ, হাতেম্ বলিলেন, স্নানাগার কোথায়? সে বলিল যাহাকে সকলে বাদ্গার্দ্দ বলে, অগ্রে ঐ সেই স্নানাগার। হাতেম্ সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন তুমি কোথায় যাইতেছ? সে বলিল আমাদিগের এই কর্ম্ম, আমরা মনুষ্যের অপেক্ষা করিয়া থাকি, যিনি এখানে আইসেন, আমরা তাঁহাকে স্নানাগারে লইয়া গিয়া স্নান করাইয়া দিই এবং তাঁহার নিকট হইতে পারিতোষিক লই, যদি তুমিও অনুগ্রহ কর তবে উত্তম হয়। হাতেম্ বলিলেন, এ কর্ম্মে তুমি কি কেবল একাকী আছ? কিম্বা অন্য কেহ তোমার অংশী আছে? সে বলিল অন্য অনেক ব্যক্তি আছে কিন্তু অদ্য আমার পালী। হাতেম্ বলিলেন আমি অনেক দূর হইতে আসিতেছি, আমার ইচ্ছা এই যে স্নান করি। হাম্মামি বলিল ইহা হইতে আর কি উত্তম আছে। পরে হাম্মামি অগ্রে অগ্রে চলিল, হাতেম্ তাহার পশ্চাতে যাইতে লাগিলেন। প্রায় তিন ক্রোশ গমনের পরে শূন্যে একটি গুম্বজ দেখা গেল, তাহার মস্তক আকাশ পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল, যখন হাতেম্ তাহার নিকটে উপস্থিত হইলেন, তখনি হাম্মামি তাহার ভিতরে যাইয়া হাতেম্‌কে ডাকিল, হাতেম্‌ও সেই স্নানাগারের ভিতরে গেলেন। পরে হাম্মামি হাতেম্‌কে তথায় হউজের তীরে রাখিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। তাহাতে হাতেম্ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া দেখিলেন যে, স্নানাগার ঘুরিতেছে, এবং সেখানে এরূপ বৃহৎ বৃহৎ

বৃক্ষ সকল রহিয়াছে যে, তাহার ছায়ায় ছায়ায় লোকেরা এক বৎসর কাল পর্য্যন্ত চলিয়া যাইতে পারে, এবং তাহার শাখা সকলে ভয়ঙ্কর দৈত্যেরা বসিয়াছিল, হাতেম্ ভাবিলেন যে, ইহা উত্তম স্থান বটে, দৈত্যেরা যে আমার প্রতি অত্যাচার করিতেছে না? পরে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া সেই স্নানাগারের মধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে হঠাৎ দেখিলেন যে, একটি কুক্কুর একটি বিড়ালীকে শৃঙ্গার করিতেছে, হাতেম্ বলিলেন হে জগদীশ্বর! একি ব্যাপার! এই কথা বলিবামাত্র একটি ভয়ঙ্কর শব্দ হইয়া উঠিল। হাতেম্ চতুর্দ্দিকে দেখিতে লাগিলেন, হঠাৎ একটি জন্তু প্রকাশ হইল, তাহার শরীর উষ্ট্রের শরীরের ন্যায় ও মস্তক ব্যাঘ্রের মস্তকের ন্যায় এবং পুচ্ছ হস্তীর পুচ্ছের ন্যায় ছিল, হাতেম্ বলিলেন স্নানাগারের মধ্যে এই প্রধান বিপদ্ আছে; পরে তিনি এসম্‌আজম্ (মহামন্ত্র) পাঠ করিয়া প্রস্তরখণ্ডকে দেখিলেন, তাহাতে এরূপ লেখা ছিল যে, ইহা "নিল্‌সগ্", মনুষ্যের মাংস ইহার খাদ্য; হে যুবক! তুমি ইহার চক্ষুতে তীর মারিয়া জগদীশ্বরের মহিমা দেখ। পরে হাতেম্ তাহাই করিলেন, যখন তাহার চক্ষুতে তীর বিদ্ধ হইল, তখন সে তিনবার ভয়ঙ্কর শব্দ করিয়া উঠিল, এবং স্নানাগার হইতে এরূপ শব্দ হইল যে, হে যাদুকরেরা! হে দৈত্যেরা! তোমরা সকলে পলায়ন কর, এক্ষণে যাদু ভাঁগিয়া গেল। পরে আর একটি শব্দ হইলে স্নানাগার উড়িয়া গেল, এবং দৈত্যেরাও বায়ুযোগে তুলার ন্যায় হইয়া উড়িয়া গেল, আর এমন ধূঁয়া প্রকাশ হইল যে, তাহাতে পৃথিবী অন্ধকার হইয়া গেল।

পরে বায়ুযোগে সেই ধূঁয়া দূর হইয়া গেলে প্রান্তর দেখা

গেল, হাতেম্ বলিলেন হে পরমেশ্বর! এরূপ ভয়ঙ্কর স্নানাগার ক্ষণকালের মধ্যে উচ্ছিন্ন হইয়া গেল।

জগতের সর্ব্ব বস্তু, হইবে বিনাশ।
থাকিবেন একমাত্র, ঈশ্বর প্রকাশ॥

এই বলিয়া ভূমিষ্ঠমস্তকে জগদীশ্বরকে প্রণাম-পূর্ব্বক সেখান হইতে মল্কা-হস্নল্-অম্সালের দুর্গের দিকে গমন করিতে লাগিলেন।

এ দিকে যখন ধাতু-বিনাশের সংবাদ জম্শেদ্-রাজার নিকটে গেল, তখন তিনি অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া অধোমুখে রহিলেন, এবং ক্ষণকাল পরে মস্তক তুলিয়া মন্ত্রিদিগকে আহ্বান-পূর্ব্বক বলিলেন সম্প্রতি তোমরা সৈন্য প্রস্তুত কর। পরে মন্ত্রীরা রাজার আজ্ঞা-মতে সমস্ত দৈত্য-সৈন্য ও পরী-সৈন্যদিগকে প্রস্তুত করিলে, রাজা যান আহ্বান করিয়া যাদুর প্রান্তরের দিকে গমন করিলেন।

যখন হাতেম্ মল্কা-হস্নল্-অম্সালের দুর্গের নিকটে উপস্থিত হইলেন, তখন তিনি হঠাৎ রণবাদ্য শুনিতে পাইয়া অনুমান করিলেন যে, জম্শেদ্রাজ বুঝি আমাকে আক্রমণ করিতে আসিতেছে, পরে মনোমধ্যে বলিলেন, এইখানে দাঁড়াইয়া এ কি ব্যাপার দেখি। ইতিমধ্যে মল্কা-হস্নল্অম্সাল্ অট্টালিকার উপরে দাঁড়াইয়া দেখিলেন যে, দৈত্য-সৈন্য সকল আসিতেছে, আর অট্টালিকার নীচে হাতেম্ একাকী দাঁড়াইয়া আছেন। এই দেখিয়া সেই সুন্দরী বলিলেন, হে হাতেম্! ওখানে দাঁড়াইয়া কি দেখিতেছ? আমার পিতার সৈন্য সকল আসিতেছে, আইস, সিংহাসনে বসিয়া এখান হইতে পলায়ন করি, তাহা করিলে এই যে, সৈন্য সকল আসিতেছে, ইহারা আপনাদিগের অধিকার পর্য্যন্ত যাইয়া পরে বিলাপ করিয়া ফিরিয়া যাইবে।

হাতেম্ বলিলেন, হে মনোমোহিনি! আমিত চুরি করি নাই, আর সাহসিক ব্যক্তির পলাইয়া যাওয়া উচিত নহে, ঈশ্বর যাহা করিবেন তাহাই হইবে। মল্কা-হস্‌নল্‌অম্‌সাল্ বলিলেন, তবে তোমার যাহা ইচ্ছা তাঁহাই কর।

ইতিমধ্যে রাজার সৈন্য সকল প্রকাশ হইয়া যখন নিকটে উপস্থিত হইল, তখন হাতেম্ জগদীশ্বরকে স্মরণ করিয়া প্রস্তর-খণ্ডে দৃষ্টিপাত-পূর্ব্বক দেখিলেন, তাহাতে এরূপ লেখা ছিল যে, "হে যুবক! তুমি সৈন্যদিগকে এই কথা বল যে, সোলেমান্-পয়গম্বরের কৃপায় তোমাদিগের দেহে অগ্নি পতিত হউক।" যখন হাতেম্ এই কথা বলিলেন, তখন সৈন্যদিগের অগ্রগামী দৈত্যের শরীরে আপনাআপনি অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল, তাহাতে সে দৈত্য শব্দ করিয়া বলিল, হে বন্ধুসকল! আমি দগ্ধ হইতেছি, ইহাতে অন্যান্য দৈত্যেরা দ্রুতবেগে তাহার নিকটে আসিয়া অগ্নি নির্ব্বাণ করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু অগ্নি নির্ব্বাণ হইল না, এবং ক্রমে তাহাদিগের শরীরেরও অগ্নি জ্বলিয়া উঠিলে সকলেই দগ্ধ হইতে লাগিল। এই সংবাদ জম্‌শেদ্-রাজার নিকটে গেলে তিনি ইহা শুনিয়া অত্যন্ত ভীত হইলেন। দৈত্য-দিগের মধ্যে মহা-কোলাহল হইতে লাগিল, ক্রমে ক্রমে পাঁচ সহস্র সৈন্য দগ্ধ হইয়া গেলে, যে হস্তীর উপরে রাজা আরোহণ করিয়াছিলেন, সেই হস্তীর দেহে অগ্নি যাইয়া লাগিল; তাহাতে রাজা হস্তীর উপর হইতে লম্ফ দিয়া পরী-সৈন্যদিগের মধ্যে উপ-স্থিত হইলেন, এবং যখন দেখিলেন যে, এ অগ্নি হইতে কোন-মতেই পরিত্রাণ পাওয়া যাইবে না, তখন অনুপায় হওত গলায় কুড়ালি বাঁধিয়া হস্ত বন্ধন-পূর্ব্বক হাতেমের নিকট গমন করি-লেন, এবং দূর হইতে ভূমিষ্ঠমস্তকে প্রণাম করিয়া বলিলেন যে,

রক্ষা কর, রক্ষা কর ; হে যুবক! আমি যেমন কর্ম্ম করিয়াছিলাম তেমনি দণ্ড পাইলাম, এক্ষণে আমার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হইল, যে-হেতু তুমি আমা হইতে বড় হইলে, আমি তোমাকে কর দেওয়া স্বীকার করিলাম, এবং আপনার কন্যাকে তোমাকে দিলাম, তুমি আমার অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া আমার প্রাণ রক্ষা কর। পরে হাতেম্ মনোমধ্যে ভাবিলেন যে, প্রস্তরখণ্ডকে দেখি, তাহাতে কি আজ্ঞা হয়, এই ভাবিয়া প্রস্তরখণ্ডে এরূপে লেখা দেখিলেন যে, "হে হাতেম্! যখন জম্শেদ্-রাজা কুকর্ম্ম হইতে ক্ষান্ত হইয়া সুপথে আসিতেছে, এবং আপনার কন্যা তোমাকে দিতেছে, তখন ইহার অপরাধ মার্জ্জনা করা তোমার উচিত।

পরে হাতেম্ রাজার নিকট গমন-পূর্ব্বক তাঁহার হস্তের বন্ধন ও গলার কুড়ালি খুলিয়া যেমন তাঁহার চরণ চুম্বন করিতে ইচ্ছা করিলেন, অমনি রাজা হাতেমের হস্ত ধরিয়া তাঁহাকে ক্রোড়ে করত তাঁহার কপাল চুম্বন করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার তথায় আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। পরে হাতেম্ আপনার, সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিলে রাজা তাঁহার অনেক প্রশংসা করিয়া আপনার মন্ত্রিদিগকে বলিলেন যে, আদৌ এ যুবা এমন্‌দেশের রাজপুত্র, দ্বিতীয়ত ইনি ধার্ম্মিক ও ভদ্রসন্তান, আমার ভাগ্যের গুণে ইনি আমার হস্তগত হইয়াছেন, মল্কা-হস্নলঅম্সালের সঙ্গে এ রাজপুত্রের বিবাহ দেওয়া কর্ত্তব্য। মন্ত্রীরা নিবেদন করিল হে রাজন্! উত্তম কর্ম্মে জিজ্ঞাসার আবশ্যক নাই, শীঘ্র বিবাহ দেওয়া কর্ত্তব্য।

পরে রাজা সন্তোষ-পূর্ব্বক আজ্ঞা দিলেন যে, অবিলম্বে বিবাহের আয়োজন কর। রাজার আজ্ঞামতে বিবাহের সমুদায় আয়োজন হইলে রাজা হাতেম্‌কে লইয়া হস্তীর পৃষ্ঠে স্বর্ণের

আম্বারিতে আরোহণ-পূর্ব্বক মল্কা-হস্‌নল্‌অম্‌সালের দুর্গে উপস্থিত হইলেন, এবং বাহিরের বাটীতে হাতেম্‌কে অতি সম্মানের সহিত বসাইয়া আপনার কন্যার নিকটে গেলেন। মল্কা যখন দেখিলেন যে, রাজা আসিতেছেন, তখন অগ্রে যাইয়া প্রণাম-পূর্ব্বক তাঁহার চরণতলে পতিত হইলেন। রাজা মল্কার মস্তক ধরিয়া তাঁহাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন, এবং স্নেহাশ্রু ত্যাগ করিতে করিতে আদরে আপনার নিকটে সিংহাসনে বসাইলেন, আর স্নেহ করিয়া বলিলেন হে কন্যে! তোমারি অত্যন্ত সৌভাগ্য যে, এমন ধার্ম্মিক রাজপুত্র তোমার স্বামী হইলেন। মল্কা এই কথা শুনিয়া নতশির হইয়া রহিলেন, রাজা দুই তিন দণ্ডকাল তথায় বসিয়া থাকিলেন।

পরে গাত্রোত্থান-পূর্ব্বক বাহির-বাটীতে আসিয়া সিংহাসনে বসিলেন, এবং পারিষদেরাও নিকটে আসিল; এমত সময়ে মল্কা-হস্‌নল্‌অম্‌সালের মাতার আসিবার সময় হইলে হাতেম্ অগ্রসর হইলেন, রাণী হাতেমের প্রতি অনেক অনুগ্রহ করিয়া অনেক বস্ত্র ও রত্ন তাঁহাকে পারিতোষিক দিলেন, পরে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া কন্যাকে আলিঙ্গন করিলেন।

পরে মন্ত্রীরা বিবাহের আয়োজন করিলে রাজা আদেশ করিলেন যে, বিবাহ-বিষয়ক আমোদের সভা করিয়া গান ও বাদ্য আরম্ভ করাইয়া দাও। মন্ত্রীরা রাজার আজ্ঞামত কার্য্য করিল, এবং বাদ্যকরেরা তম্বুর, বর্‌বুৎ, চং, বংশী, কানুন্, দায়রা, ইত্যাদি বাদ্য বাজাইতে লাগিলে নর্ত্তকেরা নৃত্য করিতে লাগিল, ও গায়কেরা গান গাইতে লাগিল এবং ভৃত্যেরা দরিদ্রদিগকে নানা-প্রকারের খাদ্য বিতরণ করিতে লাগিল, রাজা এইরূপে ছয়দিন পর্য্যন্ত আমোদ করিয়া সপ্তম দিনে কন্যার বিবাহ দিলেন।

পরে হাতেম্ সন্তুষ্ট মনে মল্কা-হস্‌নল্‌অম্‌সাল্‌কে লইয়া মনো-বাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন, এবং এক মাসকাল পর্য্যন্ত তথায় আমোদ আহ্লাদে থাকিয়া পরে রাজার নিকটে বিদায় চাহিলে রাজা উত্তম উত্তম রত্ন ও উত্তম উত্তম দ্রব্য সকল হাতেম্‌কে দিলেন, এবং পাঁচশত দৈত্য ও পরীকে তাঁহার সঙ্গে নিযুক্ত করিয়া দিয়া বলিয়া দিলেন যে, যে পর্য্যন্ত হাতেম্ আপন বাটীতে না উপস্থিত হয়েন, সে পর্য্যন্ত তোমরা ইঁহার নিকটে থাকিবে, এবং হাতেম্ তোমাদিগকে বিদায় করিয়া না দিলে তোমরা আসিও না। পরে রাজা স্বয়ং হাতেমের ও হস্‌নল্‌-অম্‌সালের সঙ্গে তিন মঞ্জেল পর্য্যন্ত আসিয়া পরে তাঁহাদিগকে বিদায়-পূর্ব্বক ফিরিয়া গেলেন।

হাতেম্ মল্কাকে সঙ্গে লইয়া মঞ্জেল মঞ্জেল গমন করিতে লাগিলেন; কিছুদিন পরে জগদীশ্বরের কৃপায় শক্‌আঁগেজের পিতার বাটীর নিকটে উপস্থিত হইলেন। শক্‌আঁগেজের পিতা এই সংবাদ পাইয়া অগ্রসর হওত হাতেমের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিল এবং শক্‌আঁগেজ্ ও দেল্‌অফ্‌রোজ্-পরীও যাইয়া অত্যন্ত ইচ্ছার সহিত মল্কা-হস্‌নল্‌-অম্‌সালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন এবং আ-নন্দের সহিত হাতেম্‌কে ও মল্কাকে আপনাদিগের বাটীতে লইয়া গিয়া আমোদ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

হাতেম্ তথায় এক মাস থাকিয়া পরে হস্‌নল্‌-অম্‌সাল্‌কে ও দেল্‌অফ্‌রোজ্‌কে এবং শক্‌আঁগেজ্‌কে সঙ্গে লইয়া মঞ্জেল মঞ্জেল গমন করিতে লাগিলেন। পরে কিছুদিনের মধ্যে কোহ্‌সেকনের পর্ব্বতে উপস্থিত হইলেন। যখন কোহ্‌সেকন দৈত্য এই সংবাদ পাইল, তখন সে আগমন-পূর্ব্বক হাতেমের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া বলিল, তোমাকে ধন্যবাদ যে, তুমি এরূপ কর্ম্ম সকল নির্ব্বাহ করিয়া সেখান হইতে বাঁচিয়া আসিয়াছ, তোমার এবং আমার

মৃত্যুর পরেও সংসারে এই ইতিহাস প্রকাশ থাকিবে, এই বলিয়া উপযুক্তমত সেবা করিল। হাতেম্ তিন দিন সেখানে থাকিয়া পরে মঞ্জেল মঞ্জেল যাইতে লাগিলেন। অনন্তর কয়েক দিনের মধ্যে কতাতান্ নগরে উপস্থিত হইলেন। কতাতানের রাজার নিকটে এই সংবাদ গেলে, তিনি পরমাহ্লাদে হাতেমের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন হে এমন্‌দেশের যুবক! তুমি যাহা বলিলে তাহাই করিলে, তোমাকে, ধন্যবাদ; এখন তুমি কিছুদিন এখানে বিশ্রাম কর, পথের শ্রম দূর হইবে। হাতেম্ কিছুদিন তথায় থাকিয়া পরে মঞ্জেল মঞ্জেল গমন করিতে লাগিলেন।

যেখানে জিন্ সর্পের আকারে আসিয়া মনুষ্যের আকার হওত তথাকার মনুষ্যদিগের কন্যাকে লইয়া যাইত, হাতেম্ কিছুদিন পরে মল্কা-হস্‌নল্‌অম্‌সাল্ প্রভৃতি পরীদিগের সঙ্গে সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। সেই নগরের কর্ত্তা এই সংবাদ পাইয়া অগ্রসর হওত হাতেমের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিল এবং আপনার নগরে তাঁহাকে আনিয়া খাদ্য দ্রব্যাদিদ্বারা তাঁহার সেবা করিল; তিনি দুই তিন দিন সেখানে থাকিয়া পরে বিদায় গ্রহণ-পূর্ব্বক, মঞ্জেল মঞ্জেল গমন করিতে লাগিলেন।

তদনন্তর দুই মাস পরে শাহ্‌আবাদ নগরে উপস্থিত হইলেন, এবং নগরের বাহিরে তাম্বু খাটাইয়া হস্‌নল্‌অম্‌সাল্ প্রভৃতি পরী-দিগকে তথায় রাখিয়া স্বয়ং পান্থশালায় গমন-পূর্ব্বক রাজপুত্র-মুনীরশামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন; পরে আপনার সমুদায় বৃত্তান্ত বর্ণন করিলে রাজপুত্র-মুনীরশামী হাতেমের চরণ-তলে পতিত হইয়া বলিলেন, হে ভাই! তুমি আমার দুঃখে দুঃখী; আমার পক্ষে তুমি যাহা করিলে ইহা কোন মাতা পিতাও আ-পনাদিগের পুত্রের পক্ষে করে না। পরে হাতেমের উপস্থিত

হইবার সংবাদ হোসন্‌বান্নুর নিকটে গেলে, তিনি আপন ভৃত্য-দিগকে বলিলেন যে, হাতেম্‌কে শীঘ্র আনয়ন কর। পরে যখন হাতেম্‌ হোসন্‌বান্নুর অন্তঃপুরের দ্বারে উপস্থিত হইলেন, তখন হোসন্‌বান্নু হাতেম্‌কে ভিতরে আহ্বান-পূর্ব্বক তাঁহাকে শয্যার উপরে বসাইয়া নমস্কার করিলে, তিনি প্রতি-নমস্কার করিলেন। হোসন্‌বান্নু কহিলেন, হে এমন্‌দেশের রাজপুত্র! তুমি সংসারের অনেক কষ্ট সহ্য করিলে, এখন তুমি হাম্মাম্‌বাদ্গার্দ্দের বৃত্তান্ত ও তোমার দূরদেশ-ভ্রমণের বিবরণ বর্ণন কর। পরে হাতেম্ প্রথম অবধি শেষ পর্য্যন্ত আপনার সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিলে হোসন্‌বান্নু হাতেমের প্রতি ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন যে, তুমি পরের জন্য এত কষ্ট সহ্য করিয়া আমাকে এই নির্ব্বোধ পাগলের হস্তগত করিয়া দিতেছ; আমি অনুপায় হইলাম, আর আমার কোন আপত্তি নাই। হাতেম্ বলিলেন, হে পাষাণ-হৃদয়-সুন্দরি! এরূপ অনুপায় আসক্ত ব্যক্তির প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করা উচিত নয়; আমি তাঁহার অনুরোধে কষ্ট সহ্য করিয়া তোমার প্রশ্ন সমস্ত পূরণ করিলাম; তুমি যেরূপ কথা বলিতেছ ইহা তোমার ভদ্রতার বহির্ভূত, এক্ষণে কৃপা করিয়া বিবাহের দিন স্থির কর, আর এই অনুপায় আসক্ত ব্যক্তি তোমার মিলনের সরবৎ পান করুন। হোসন্‌বান্নু বলিলেন আমি তোমার দাসী, তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই কর। হাতেম্ এই কথায় সন্তুষ্ট হইয়া নগরের জ্যোতিষীদিগকে আহ্বান-পূর্ব্বক বলিলেন, তোমরা সকলে একত্র হইয়া একটি বিবাহের শুভদিন স্থির কর।

পরে হোসন্‌বান্নু বলিলেন, হে এমন্‌দেশের রাজপুত্র! জম্‌শেদ রাজার কন্যা মল্কা-হস্‌নল্‌অস্‌সাল্‌কে কোথায় রাখিয়াছ? হাতেম্ বলিলেন, নগরের বাহিরে তাম্বুর মধ্যে তাঁহাকে রাখিয়া

আসিয়াছি। হোসন্‌বানু বলিলেন, নগরের মধ্যে কেন তাঁহাকে আনয়ন কর নাই? আমার বাটীকে তুমি আপনারি বাটী জানিবে, আমি তোমার দাসী আছি। হাতেম্ বলিলেন, হে কৃপাকারিণি! আমি তোমাকে আপনার ভগিনীর ন্যায় জ্ঞান করি; কিন্তু আমার সঙ্গে যে সকল দৈত্য আসিয়াছে, তাহারা নগরের মধ্যে আসিলে নগরবাসী লোকেরা তাহাদিগকে দর্শনে ভীত হইবে, এই জন্য আমি নগরের বাহিরে তাম্বু খাটাইয়াছি। হোসন্‌বানু বলিলেন, হে ভাই! যাহারা মনুষ্যদিগকে কষ্ট দেয়, তাহাদিগকে কেন রাখিয়াছ? এক্ষণে মনুষ্যদিগের নগরে সেই দৈত্যেরা কিপ্রকারে থাকিবে? উচিত এই যে তুমি এক্ষণে দৈত্যদিগকে এখান হইতে বিদায় করিয়া দাও, তাহারা আপনাদিগের নগরে যাউক। হাতেম্ বলিলেন তাহাদিগের কি সাধ্য যে মনুষ্যদিগকে কষ্ট দেয়? তাহারা সকলে আমার আজ্ঞার অধীনে আছে। হোসন্‌বানু বলিলেন, যদি এরূপ হয় তবে হস্‌নল্‌অগ্‌সাল্‌কে এখানে আনাও। হাতেম্ বলিলেন অবশ্য; পরে মল্কাকে আনিবার জন্য এক জন পরী-পুরুষকে পাঠাইয়া দিলেন। হোসন্‌বানু মল্কার থাকিবার জন্য একটি উত্তম বাটী হাতেম্‌কে দেখাইলেন। পরে হাতেম্, রাজপুত্র-মুনীরশামীকে পান্থশালা হইতে আপনার নিকটে ডাকাইয়া কর্ম্মচারী লোকদিগকে মুনীরশামীর বিবাহের আয়োজন করিতে সত্বর করিলেন।

তৎপরে হোসন্‌বানু, আপনার ধাত্রীকে ডাকাইয়া এই কর্ম্মের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলে ধাত্রী বলিল, হে কন্যে! এ সময়ের পরামর্শ এই যে, গোর্‌দাঁশাহ্ এ নগরের রাজা, আর তিনি তোমাকে কন্যা বলিয়াছেন এবং তোমার পিতাও তোমাকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিয়া দিয়াছেন, এক্ষণে তাঁহাকে পত্রদ্বারা এ বিষয়

নিবেদন করা কর্ত্তব্য। হোসন্‌বানু বলিলেন, ধাত্রি! তুমি উত্তম পরামর্শ দিলে। পরে হোসন্‌বানু গোর্‌দাঁশাহের নিকটে এ বিষয়ের এক খানি নিবেদনপত্র ও উত্তম উত্তম দ্রব্য সকল উপহারের জন্য পাঠাইয়া দিলেন; তাহাতে রাজা হোসন্‌বানুর বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইয়া তাঁহার বিবাহের কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেন।

রাজপুত্র-মুনীরশামী শাম্‌নগরে আপনার পিতার নিকটে লোক পাঠাইলেন। পরে তাঁহার পিতা এই সংবাদ জ্ঞাত হইয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন এবং বিবাহের সমুদায় আয়োজনের সহিত মন্ত্রীকে অতি সমারোহে পুত্রের নিকটে পাঠাইয়া দিলেন। কিছু দিন পরে মন্ত্রী শাহ্‌আবাদে উপস্থিত হইয়া রাজপুত্র-মুনীরশামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিল। রাজপুত্র বলিলেন, হে মন্ত্রিন্! এমন্‌দেশের রাজপুত্রের কৃপায় ও পরিশ্রমে আমার এ বিবাহ হইতেছে, এই বলিয়া আরম্ভ অবধি শেষ পর্য্যন্ত তাবৎ বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। মন্ত্রী হাতেমের চরণ-তলে পতিত হইয়া নিবেদন করিল হে স্বামিন্! আমি আপনকার কৃপায় পুনর্ব্বার রাজপুত্র-মুনীরশামীকে দেখিলাম, আপনি পরের নিমিত্ত এরূপ কষ্ট সহ্য করিয়া আসক্ত ব্যক্তির মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন, এই সংসার-মধ্যে কেহ আর এমন কর্ম্ম করিতে পারিবে না, মুনীরশামী যত-দিন বাঁচিয়া থাকিবেন, ততদিন আপনকার উপকারের অধীন হইয়া রহিলেন। পরে হাতেম্ আপনার চরণ-তল হইতে মন্ত্রীকে তুলিয়া অনুগ্রহ-পূর্ব্বক বলিলেন, হে মন্ত্রিন্! এ সকল কর্ম্ম জগদীশ্বরের কৃপায় হইয়াছে, আমার দ্বারা কি হইতে পারে।

যখন রাজপুত্র-মুনীরশামীর পিতার মন্ত্রীর সসৈন্যে বিবাহের আয়োজনে আসিবার সংবাদ হোসন্‌বানুর নিকটে উপস্থিত হইল, তখন তিনি বলিলেন, রাজপুত্রের পিতার মন্ত্রী আসিলেন,

কিন্তু এখন পর্য্যন্ত গোর্‌দাঁশাহ্ কাহাকেও পাঠাইলেন না, সত্য বটে, রাজাদিগের স্মরণ থাকে না। ইতিমধ্যে সংবাদ আসিল যে, গোর্‌দাঁশাহ্ বিবাহের আয়োজন করিয়া আপন সৈন্যদিগের সঙ্গে আসিতেছেন। হোসন্‌বানু আপন লোকের দ্বারা হাতেমকে এই কথা বলিয়া পাঠাইলেন যে, গোর্‌দাঁশাহ আসিতেছেন, তোমার উচিত যে রাজপুত্র-মুনীরশামীকে সঙ্গে লইয়া অগ্রগামী হওত তাঁহাকে আনয়ন কর। পরে হাতেম্ হোসন্‌বানুর আজ্ঞামতে রাজপুত্র-মুনীরশামীকে সঙ্গে লইয়া নগরের বাহিরে গমনপূর্ব্বক গোর্‌দাঁশাহের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। তাহাতে গোর্‌দাঁশাহ্ সেই দুই রাজপুত্রের বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইয়া অনেক অনুগ্রহ করিলেন, এবং হাতেমের প্রশংসা করিলেন। পরে সেখান হইতে তিন জনে একত্র হইয়া নগরের মধ্যে উপস্থিত হইলেন। পরে গোর্‌দাঁশাহ্ হোসন্‌বানুর বাটীতে থাকিলেন, আর হাতেম্ আপনার বাসস্থানে আসিলেন।

গোর্‌দাঁশাহ্ দশ দিন তথায় থাকিলে একাদশ দিনে রাজপুত্র-মুনীরশামী ঘোটকে আরোহণ করিয়া হোসন্‌বানুর দ্বারে উপস্থিত হইলেন, আর গোর্‌দাঁশাহ্ আপন মন্ত্রীকে অগ্রে পাঠাইয়া রাজপুত্রকে আনাইলেন, এবং যেখানে বিবাহের শয্যা পাতিত ছিল, সেই খানে রাজপুত্রকে বসাইয়া আর এক খানি শয্যায় হাতেম্‌কে বসাইলেন।

পরে গোর্‌দাঁশাহ্ কাজীকে ডাকাইয়া রাজপুত্র-মুনীরশামীর সঙ্গে হোসন্‌বানুর বিবাহ দিলেন। কাজী বিবাহের মন্ত্র পাঠ করাইলে পর ভৃত্যেরা খাদ্যের আসন পাতিত করিয়া নানাপ্রকারের খাদ্য সাজাইয়া দিল; রাজপুত্র সভাস্থ ব্যক্তিদিগের সঙ্গে ভোজন করিতে লাগিলেন। ভোজন সমাপ্ত হইলে

ভৃত্যেরা তাম্বূল, সুগন্ধিদ্রব্য ও ফলাদি আনিয়া সকল ব্যক্তির অগ্রে রাখিল এবং রাজপুত্রকে অন্তঃপুর-মধ্যে লইয়া গেল। সেই আসক্ত রাজপুত্র আপনার প্রিয়ার সঙ্গে মিলিত হইয়া মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন। পরে প্রাতঃকালে অন্তঃপুর হইতে বাহিরে আসিয়া হাতেমের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন; হাতেম্ আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, হে বন্ধো! এক্ষণে তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল? রাজপুত্র হাস্য করিয়া বলিলেন, হে কৃপাকারক ভ্রাতঃ! তোমার কৃপায় আপন মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিলাম। পরে দুই জনে তথায় উপবেশন-পূর্ব্বক কিঞ্চিৎ আহার করিলেন। তৎপরে রাজপুত্র-মুনীরশামী অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। বিবাহ হইয়া গেলে গোর্দাঁশাহ্ হাতেমের ও রাজপুত্র-মুনীরশামীর এবং হোসন্‌বানুর নিকটে বিদায় লইয়া আপন বাটীতে গমন করিলেন। পরে হাতেম্ বিদায় চাহিলে রাজপুত্র-মুনীরশামী বলিলেন, তুমি আমার জন্য এতদিন পর্য্যন্ত পথের দুঃখ ও প্রান্তরের কষ্ট সহ্য করিয়াছ, এক্ষণে তোমার কৃপায় আমার মনোভিলাষ পূর্ণ হইল, আমার ইচ্ছা এই যে তোমার সঙ্গে একত্র থাকিয়া অবশিষ্ট পরমায়ু ক্ষেপণ করি, কিন্তু আমিও কয়েক বৎসর হইতে আপনার বাটী না দেখিয়া দুঃখিত আছি। হাতেম্ বলিলেন, যদি পরমায়ু থাকে তবে পুনর্ব্বার সাক্ষাৎ হইবে। হোসন্‌বানু বলিলেন উচিত এই যে, কিছুদিন তুমি এখানে থাকিয়া আমাকে দর্শন দানে সন্তুষ্ট কর। হাতেম্ বলিলেন তোমার সপ্ত প্রশ্ন পূরণ করায় মধ্যে মধ্যে তোমার সঙ্গে কয়েক বার সাক্ষাৎ হইয়াছে, কিন্তু আমার মাতাপিতা অনেক দিন হইতে আমার বিরহে ক্রন্দন করিতেছেন, তাঁহারা কিরূপে স্থির হইবেন। হোসন্‌বানু বলিলেন এ কথায় আমি

অনুপায় হইলাম, পরে উত্তম উত্তম দ্রব্যাদি হাতেমের সম্মুখে আনিয়া দিলেন; হাতেম্ তাঁহার অনুরোধে কয়েকটি রত্ন লইয়া বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক মল্কা-হসুনল্অম্সাল্ ও দেল্অফ্রোজ্ এবং শক্আঁগেজ্ পরীর সঙ্গে এমন্দেশের দিকে গমন করিলেন।

তয়রাজা হাতেমের আগমন-সংবাদ প্রাপ্তে অতিশয় আহ্লাদিত হইয়া তাঁহাকে আনিবার জন্য আপন মন্ত্রীকে ও সম্ভ্রান্ত লোক-দিগকে পাঠাইয়া দিলেন এবং আদেশ করিলেন, সমুদায় নগর ও বাজার সুসজ্জিত কর। পরে মন্ত্রী হাতেমের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া আলিঙ্গন-পূর্ব্বক তাঁহাকে রাজার দুর্গ-মধ্যে আনিয়া রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করাইলেন; রাজা অত্যন্ত স্নেহ করিতে লাগিলেন। পরে হাতেম্ বাটীর ভিতরে যাইয়া আপনার মাতার চরণ-তলে পতিত হইলেন; তিনি তাঁহাকে ক্রোড়ে লইয়া অত্যন্ত স্নেহ করিতে লাগিলেন, এবং পুত্রের আকৃতি দর্শনে আপনার নয়ন যুগল পরিতৃপ্ত করিলেন।

পরে হাতেম্ মল্কাজর্রিঁপোশের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য অন্তঃপুর-মধ্যে যাইলে মল্কাজর্রিঁপোশ অগ্রসর হওত দ্বারে আসিয়া হাতেম্কে আলিঙ্গন করিল; হাতেম্ মল্কার হস্ত ধারণ-পূর্ব্বক গৃহমধ্যে যাইয়া শয্যার উপরে বসিলেন এবং পথের ও ভ্রমণের ক্লেশ সমস্ত বর্ণন করিলেন। পরে মল্কাজর্রিঁ-পোশ বলিল হে হাতেম্! তুমি যে সকল কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিলে ইহা সাহসিক ব্যক্তিরাই করিতে পারেন। হাতেম্ বলিলেন, প্রিয়সি! আমি তোমাকে দেখিবার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল ছিলাম, যেমন কোন কবীশ্বর বলিয়াছেন যে,—

"আমার বাসনা হয়, দেখিতে তোমায়।
কেবল বাসনা নহে, নয়ন, তা চায়॥

বাহিরে দেখিতে চায়, আমার নয়ন।
গোপনে দেখিতে মন, চায় প্রতিক্ষণ॥

মল্কাজর্‌রিঁপোশ বলিল, হে হাতেম্! তুমি যাহা বলিলে ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

"যখন নিকট হয়, মিলন-সময়।
তখন বাসনানল, প্রজ্বলিত হয়॥"

আমি সর্ব্বদা ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়া বলিতে ছিলাম যে-

"হে ঈশ্বর! এ বিরহে, ব্যাকুলিত প্রাণ।
এখনি আমার মৃত্যু, করুন বিধান॥
মিলনের অভিলাষ, হয়েছে এমন।
পাখা দাও উড়ে গিয়ে, করিব মিলন॥"

হাতেম্ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন; পরে মল্কাজর্‌রিঁপোশ বলিল, হাতেম্! মল্কাহস্‌নল্‌অম্‌সাল্ ও দেল্‌অফ্‌রোজ্ এবং শক্‌আঁগেজ্ পরীকে ডাকাও, আমি তাঁহাদিগকে দেখিতে ইচ্ছা রাখি। হাতেম্ একজন পরীপুরুষকে তাঁহাদিগকে আনিতে বলিলেন; সে যাইয়া তাঁহাদিগকে আনিল। জর্‌রিঁপোশ অগ্রসর হইয়া হস্‌নল্‌অম্‌-সাল্‌কে আলিঙ্গনপূর্ব্বক তাঁহার হস্ত ধারণে শয্যাতে বসাইয়া অনেক মর্য্যাদা করিল। পরে সকলে একত্র হইয়া মহাহ্লাদে সময় যাপন করিতে লাগিলেন। হাতেম্ যাবজ্জীবন সেই সকল প্রিয়ার সঙ্গে আপন নগরে সুখে আমোদ করিতে লাগিলেন। পরিশেষে পৃথিবী হইতে পরলোক গমন করিলেন; তাঁহার এই ইতিহাস পৃথিবীতে স্মরণীয় থাকিল।

সমাপ্ত।